রাজনীতি, সংস্কৃতি, ভারতনীতি

রবিন পাল

ঃ পরিবেশক ঃ
গ্রন্থমন্দির প্রকাশন
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
আগস্ট, ১৯৬৫

প্রকাশিকা ঃ শ্রীমতী তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্থক প্রকাশনী
৪০, মহারাণী ইন্দিরাদেবী রোড
কলকাতা ৭০০ ০৬০

প্রচ্ছদ ঃ
আদিত্য পাল
গোবিন্দ পাল

মুদ্রক ঃ গোপালচন্দ্র পাল
স্টার প্রিণ্টিং প্রেস
২১/এ, রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা ঃ ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

লেখকের কথা

কলেজে পড়ার সময় র‍্যালফ ফক্সের 'দি নভেল অ্যান্ড দি পিপল' বইটির নাম শুনেছিলাম। বইটি পড়ে ভালো লেগেছিল। এর একটি কারণ ছিল প্রাঞ্জলতা, তবে তার সঙ্গে মিশেছিল নিশ্চয় আমার গড়ে উঠতে থাকা দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রভাব। বছর চারেক আগে একটি ছোট পত্রিকার তাগিদে এই বইটি নিয়ে লেখার প্রস্তুতিপর্বে জানলাম, এই একটি নয়, ফক্সের লেখা আরো অনেক গুলি বই আছে। সেই রচনাবলীর বৈচিত্র্য ও পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। ফক্সের উপন্যাস সম্পর্কিত বক্তব্য নিয়ে আমার সামান্য লেখাটি যত শেষের দিকে যেতে লাগল, অন্যান্য বইগুলি নিয়ে লেখার ইচ্ছেটাও ততই বাড়তে লাগল। যখন জানতে পারলাম ফক্স বিষয়ে বাংলায় দূরে থাক, ইংরেজিতে ও কোনো বই নেই, বিস্তৃত আলোচনা নেই, তখন ইচ্ছেটা পরিণত হতে লাগল জেদে। কতো লোক কতো কাণ্ড ক'রে ঐহিকতার ষোলো আনা নিংড়ে আদায় করে নিল আর ইনি ব্যক্তি জীবনের সুখ ও প্রতিষ্ঠা তুচ্ছ ক'রে শ্রমিক শ্রেণীর কাজে সবটা সময় দিয়ে পৃথিবী ছেড়েই চলে গেলেন মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে। ডুয়েল লড়তে গিয়ে নয়, নৈরাশ্যে আত্মহননে নয়, সত্যিকারের যুদ্ধ করতে গিয়েই ফক্স প্রাণ দিয়েছিলেন। ফক্স অরওয়েল নন, কোয়েসলার নন, অডেন বা স্পেণ্ডার ও নন। এক্ষেত্রে তুলনীয় অন্ততঃ একটি নাম। তা, ক্রিস্টোফার কডওয়েল। দুজনেরই মৃত্যু হয় স্পেনীয় রণাঙ্গনে, যে মৃত্যু হাঁসের পালকের মতো নয়, পাহাড়ের মতোই ভারী বলেই মনে করি। হয়ত তাই একটা গ্লানিবোধ, একটা দায়বদ্ধতা, আমাকে ঘাড়ে ধরে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বাধ্য করেছে এই বই লিখতে। এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে বলে নিতে চাই। এ বই পণ্ডিতদের কোনো কাজে লাগবে না। মার্ক্সবাদী সংস্কৃতি-কর্মীদেরও কতটুকু কাজে লাগার যোগ্য হল তা বলতে পারব না। তবে, আমি ফক্সের লেখা পড়ে আনন্দ পেয়েছি, উপকৃত হয়েছি। নিতান্ত পরিচিতি মূলক এই বইটি মারফৎ আমি এই আনন্দের ভাগ দিতে চাই আমার বন্ধুদের।

ফক্সের যে কটি বই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে তাতে দেখছি যে বহু জায়গায় তিনি ভারতবর্ষ, তার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা সমস্যা নিয়ে অনেক মন্তব্য করেছেন। তৃতীয় দশকের পাশ্চাত্য মার্ক্সবাদীরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে কেমন ভাবতেন তার পরিচয় পেতে আমাদের আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। সে পরিচয় সামান্য দেবার চেষ্টা করেছি। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণে

রাজনীতির প্রশ্ন সর্বাগ্রে বিবেচ্য বলে বইটির নামে রাজনীতির কথা প্রথমে এসেছে। পর পর সংস্কৃতি ও ভারতনীতির কথা। অধ্যায় অন্তর্গত বই-গুলির আলোচনা আমি কালক্রম অনুযায়ী সাজাই নি। লেখকের জীবন যেহেতু অনেকেরই অজানা, তাই প্রথমে সে সম্পর্কে কিছু কথা বলেছি। এরপর ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে ভরপুর একটি বইয়ের কথা। রাজনীতি বিষয়ক কয়েকটি বইয়ের আলোচনাও এর পাশে খাপ খেয়ে যায়। কিছুটা পরিচিত চেঙ্গিজখান, বইটি রাজনীতি বা ইতিহাস কোনো একটি শ্রেণীতে ফেলা শক্ত। 'পিপল অফ দি ষ্টেপস'-ও তেমনি না ভ্রমণ কাহিনী, না স্মৃতি কথা, না ইতিহাস। এরপর ফক্সের লেখা দুটি উপন্যাসের পরিচয়। সবশেষে 'দি নভেল অ্যাণ্ড দি পিপল' বইটির প্রাসঙ্গিকতা বিচার। এই বিন্যাস কেউ কেউ পছন্দ করবেন, কেউ বা করবেন না। এ ব্যাপারে কঠোরতা বজায় রাখতে পারিনি নানা কারণে।

পাশ্চাত্ত্যে ফক্স, কডওয়েল বাতিল হয়ে গেছেন, তাতে আজ আর অবাক হওয়ার কিছু নেই। কম্যুনিস্ট পার্টি, কম্যুনিস্ট তত্ত্ব, মার্ক্স, এঙ্গেলস লেনিন ষ্ট্যালিনের বহ্যুৎসব চলছে মুক্ত হাওয়ার, নব আনন্দে জাগোর নামে। কিন্তু মার্ক্সবাদ যদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হয়, তাহলে তার প্রয়োগ নিয়ে নতুন সংকট জাগতে পারে, কিন্তু তাতে তত্ত্বটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় না। আমাদের মনে হয়, মার্ক্সীয় তত্ত্ব বিশ্লেষণের গোলোকধাঁধার মধ্যে আবার সযত্নে পুরোনো লেখাপত্র পড়া দরকার। ফক্স পাঠের প্রাসঙ্গিকতা শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্নেই ব্যবহার্য বলে মনে করি। মার্ক্সবাদ চর্চার উদার প্রাঙ্গনে, অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, একদল পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা মার্ক্সবাদে সংযোজন, সংশোধন, সংস্থাপন, করতেই আগ্রহী, কিন্তু সামাজিক প্রয়োগে অনাগ্রহী, অথচ একমাত্র প্রয়োগ থেকেই সঠিক ধারণা আসতে পারে। তাঁদের পাণ্ডিত্য এবং বহু ভাষায় পারদর্শিতা মার্ক্সবাদের লেনিনবাদের ভুল বা সীমাবদ্ধতা দেখাতেই ব্যাপৃত, কিন্তু এর সঠিক দিক গুলিকে তুলে ধরতে আগ্রহী নয় (মার্ক্সবাদ নাকি সংগ্রামের তত্ত্ব, শ্রমিক কৃষক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংগ্রামের চালিকাশক্তি। কিন্তু এই 'মার্ক্সবাদীদের রচনা শিক্ষিত লোকেই বুঝতে অস্থির হয়ে যায়, আত্মরক্ষার কাজে লাগাতে পারে না। ফক্স খুব বিরাট মাপের লেখক নন, কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের সাথী, এক অস্ত্রধারী লেখক। মার্ক্সীয় রচনা পাঠ, ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ, এবং প্রয়োগজাত উপলব্ধিকে পুনরায় পাঠে ব্যবহার যা পুনঃ প্রয়োগে প্রয়োজনীয় —এই পদ্ধতিতে পথ চলতে চলতে কডওয়েল বা ফক্স হয়ত সামান্য পাথেয় যোগান দিতে পারেন। এই খানেই তাঁদের রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

ফক্সের দায়বন্ধতা, মুক্তদৃষ্টি, জন সংগ্রামে সতত ঔৎসুক্য, অংশ গ্রহণ ও আত্মত্যাগ, অপরিমেয় প্রাণশক্তি, মার্ক্সবাদ প্রচার ও অপপ্রচার খণ্ডনে নানামুখী চেষ্টা, মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার কিছু নমুনা নির্মাণ প্রভৃতি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমি বিস্মিত হয়েছি অব্যবসায়িক, পাঠ্যক্রমবিমুখ লেখার এই পরিকল্পনার কথা শুনে অনেক নবীন ও প্রবীন বন্ধু (বিশেষতঃ 'চিরযুবা' শ্রী রণেশ দাশগুপ্ত) আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, বই জোগাড় করে দিয়েছেন, আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর জুগিয়েছেন, সতর্ক থেকে সংশোধনের সুযোগ করে দিয়েছেন। এই শুভেচ্ছা আমাকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা দেয়। নানা রুচি, মতাদর্শ, জীবিকার প্রিয়জনের বিরাট সেই তালিকাটি স্রেফ বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির কথা ভেবে, সকলের কাছে মার্জনা চেয়ে বাদ দিচ্ছি। আলাদা করে দুজনের কথা অবশ্য আমাকে উল্লেখ করতেই হবে। প্রথমতঃ অধ্যাপক শ্রী সুজিৎ ঘোষ। অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য বই উনি জোগাড় ক'রে না দিলে আমি এতটা অগ্রসর হতে পারতাম না। দ্বিতীয়তঃ প্রকাশক অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর তাগিদে আমি বেশ কিছু লেখা লিখেছি। আশা করব, 'সাহিত্যের বড়োবাজারের' চতুর প্রগতিপন্থীদের ভিড়ে এমন দায়বন্ধ মানুষ আরও দুচারজন আসবেন। প্রেসের বন্ধুদের জানাই অভিনন্দন—ছাপার কাজে সহযোগিতার জন্য। কিছু ভুল ভ্রান্তি, অনুভব করছি, থেকেই গেল। সেগুলোর জন্য আপাততঃ আফশোষ রইল। আর পাঠকদের কাছে অনুরোধ রইল, অধ্যায়গুলো পড়ে গঠনমূলক মতামত দিন, পত্র পত্রিকায় মডার্ণ কোয়ার্টার্লি'র কডওয়েল বিতর্কের মত ফক্স বিষয়ে বিতর্ক উঠুক। এসবের মাধ্যমে আমি নিজেকে ও নিজের লেখাকে প্রয়োজনে মার্জনা করার সুযোগ পাব।

১০৯ সি, আলিপুর রোড,
কলিকাতা—৭০০০২৭

রবিন পাল



র‍্যালফ ফক্স



কামিস্‌লি বাস-এ ফক্স

১. এক অস্ত্রধারী লেখকের কথা

কবি সুকান্তের অকাল মৃত্যুতে ফিনকি দিয়ে উঠেছিল বিবেকবান অসংখ্য হৃদয়ের বিক্ষত আবেগ। হেমাঙ্গ বিশ্বাস 'সুকান্ত স্মরণে' শীর্ষক কবিতায় লিখেছিলেন—"অগ্নিঝড়ে দগ্ধপ্রাণ বিহঙ্গম কিশোর শহীদ

আজিকার সৃষ্টিযজ্ঞে করে গেলে নিজেরে সমিধ।
নতুনের নচিকেতা মৃত্যুলোকে জীবন সাধনা
শীতের সুমেরু দেশে করে গেছ সূর্যের বন্দনা।"

স্পেন গৃহযুদ্ধে অকালমৃত সম্ভাবনায় উজ্জ্বল, কর্মে উদ্দীপ্ত, সংকল্পে নিঃসংশয় কয়েকটি তরুণের স্মরণে অনেক মোম জ্বলেছে প্রতীচ্যের আঙিনায়। বাঙালী সাহিত্যসেবী ও রাজনৈতিক কর্মী সরোজ দত্ত এই তরুণদের আত্মাহুতিতে বহুদূর থেকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছিলেন "অসী ও মসী" নামের একটি কবিতায়। এদের মৃত্যুর তারুণ্য জীবনেরই স্পন্দনে দীপ্ত। বহু সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্পেনের লড়াইয়ে অংশীদার হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন প্রতিভাদীপ্ত উৎসর্গে উৎসুক মানুষ। স্পেনের রণাঙ্গনে মৃত্যুর দ্বারা চিহ্নিত কবি জন কর্ণফোর্ড ছিলেন ট্রিনিটি কলেজের ইতিহাস পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্র। সুন্দরতম বুদ্ধিজীবীদের এক আদর্শ উদাহরণ হিসেবে তাঁর কথা বলা হয়েছিল এক বিনম্র শোকজ্ঞাপনে। আর এক অংশীদার ক্রিস্টোফার কডওয়েলের ছিল বহুবিষয়ে পারদর্শিতা। গুরুগম্ভীর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস থেকে ডিটেকটিভ উপন্যাস, বিমান বিষয়ে পুস্তক প্রকাশনা থেকে বিমান বিদ্যার পুস্তক রচনা, বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যচর্চা, পত্রিকা সম্পাদনা থেকে সাংবাদিক হিসেবে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ—এ সবই তো আমাদের বিস্মিত করার পক্ষে যথেষ্ট। সতীর্থ শহীদ র‍্যালফ ফক্স ও কম বিচিত্রচারী ছিলেন না।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ হ্যালিফ্যাক্স শহরে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার। দুটি স্কুল পার হয়ে বৃত্তি পেয়ে ভর্ত্তি হন অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে। ফক্স তাঁর জন্মভূমির কথা বলেছেন 'দি নভেল অ্যাণ্ড দি পিপল' বইতে এমিলি ব্রণ্টি রচিত উপন্যাস 'আদারিং হাইটস' প্রসঙ্গে। তাঁর বাল্যস্মৃতির কিছু কিছু প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "দিস ওয়াজ দেয়ার ইউথ"-এ। ম্যাগডালেন কলেজে অধ্যয়নের বিষয়গুলির মধ্যে ছিল—অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্বকোষ প্রণেতাদের

কথা এবং কয়েকটি প্রাচ্য ভাষা (যদিও 'চেঙ্গিজ খান' বইয়ের ভূমিকায় তিনি জানান তিনি কোনো প্রাচ্য ভাষা জানেন না।) প্রাচ্য দেশ ও সংস্কৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে যতটা না রাজনীতি নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসা থেকে, তার থেকে বেশী মাত্রায় উপনিবেশ সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের একজন হিসেবে আত্মদংশন থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পূর্বেই তিনি অনুবাদ এবং বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় পারদর্শিতার বিস্ময়কর পরিচয় রেখেছিলেন। এর সদ্ব্যবহার হয়েছিল বিদেশবাসের সময় অজস্র অনুবাদ ও অধ্যয়নে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই অর্জিত কিছু মিলিটারী অভিজ্ঞতা প্রমাণ দেয় তাঁর ভেতরে ভেতরে তৈরী হচ্ছিল এক যোদ্ধা মনোভাব। এর সঙ্গে পার্টির আদর্শ ও শৃঙ্খলা যখন যুক্ত হল, যখন তত্ত্ব ও কর্মের ঐক্য রচিত হল, তখনই এক অভূতপূর্ব প্রেরণার টানে তিনি ছুটে যান স্পেনের রণাঙ্গণে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই ফক্স আগ্রহী হয়ে ওঠেন সামাজিক কর্মভূমিতে। ৩য় দশকের ইংরেজ তরুণের মনে রুশ বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাটা কোনো বিরল ঘটনা নয়, কিন্তু এই শ্রদ্ধার টানে সমাজবন্ধু ত্রাণ সংঘ 'কোয়েকার্স'-দের সঙ্গে রাশিয়ায় চলে যাওয়াটা ছিল সত্যিই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দুর্ভিক্ষপীড়িত তরুণ সোভিয়েত ইউনিয়নে ত্রাণকার্যের এই দুর্লভ অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে 'পিপল অফ দি স্টেপস' নামক বইতে এবং তাঁর প্রথম উপন্যাস 'স্টর্মিং হেভেন'-এ। ফক্স কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। কোনো ব্যক্তিগত দুরবস্থা কিন্তু তাঁকে ঠেলে দেয়নি কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে। ১৯৩০ সাল ফক্স আবার যান সোভিয়েত ইউনিয়নে। এবার তাঁর ইচ্ছে ছিল মস্কোর মার্ক্স এঙ্গেলস লেনিন ইনস্টিটিউট-এ দু বছর পড়াশুনা করা। মার্ক্স নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন-এ যেসব লেখা লিখেছিলেন[১] সেসব পড়ে ফেলার বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁর। এ সময় নানা রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ও তিনি পড়তে থাকেন। এই পড়াশুনা তাঁর অনেকগুলি রাজনৈতিক লেখালিখির জন্য নিজেকে পরিশীলিত করতে তাঁকে খুবই সাহায্য করে। ১৯৩২ সালে তিনি ফিরে আসেন ব্রিটেনে। এ সময় তাঁকে নির্বাচিত করা হয় ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে। এর পর থেকে আমৃত্যু তাঁর যাবতীয় উদ্দীপনা ব্যবহৃত হয়েছে রাজনৈতিক কর্মে ও রচনায়। ১৯৩৪ সালে আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের ব্রিটিশ শাখা গড়ে তুলতে তিনি নেন অগ্রণী ভূমিকা। তিনি নির্বাচিত হন এর কার্যকরী কমিটিতে। এই বছরই ফক্স তাঁর অন্যান্য বামপন্থী বন্ধু মন্টাগু স্লেটার, এজেল রিকওয়ার্ড, টম উইনট্রিংহ্যাম প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে তোলেন 'লেফট

রিভিউ' নামক বিখ্যাত পত্রিকাটি। ১৯৩৫ সালে পারীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লেখক কংগ্রেসে ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যোগ দেন। এর কিছুকাল পর যান পোর্তুগালে। উদ্দেশ্য স্পেনের ফ্রাঙ্কো সরকারকে ফ্যাসিস্ট পোর্তুগালের সাহায্য বিষয়ক খবর জোগাড় করা। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে আসার পর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত, তিনি পার্টির এবং সানডে ওয়ার্কার ও ডেইলী ওয়ার্কার প্রভৃতি পত্রিকার অনেক কাজই করে দেন, বিনা পয়সায়। এ সময় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তাঁকে করতে হয়েছে অনিযুক্ত সাংবাদিকতা, নানা লেখা ও অনুবাদ। এর থেকে অবশ্যই বিস্তর রোজগার হত না, আর তাও ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। ফক্স বুঝে গিয়েছিলেন নিজের খাওয়া পরার ভাবনার থেকে সামাজিক কাজকর্মের ভাবনাকেই ক্রমশঃ বড়ো করে তুলতে হবে।

ফক্সের মধ্যে মুলকরাজ আনন্দ দেখেছেন সূক্ষ্ম অনুভবশীলতা, ধ্যান-ধারণা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনার চেষ্টা। তাঁর বিনম্র উপস্থিতি তাঁর কাব্যময় বিষণ্ণ মুখাবয়ব, তাঁর সুন্দর নাসিকা, তাঁর কমনীয় ওষ্ঠাধর, তাঁর শান্ত ধূসর দুটি চোখ আকৃষ্ট করত বন্ধুদের। অন্য দুই বন্ধু বলেছেন—ফক্স ছিলেন এক শান্তশীল বন্ধু, সামর্থ্য ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্বরূপ! এই শান্ত প্রবণতার একটাই ছিল অসুবিধা—তা হল প্রয়োজনে ব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোর হ'তে দ্বিধান্বিত হওয়া। তবে নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপারে তার স্বচ্ছতা ও সাহস ছিল অকম্পিত। আর এক বান্ধবী লিখেছেন—টোটেনহ্যাম-এ আরো ভালো বেতন এবং আরো ভালো অবস্থা আদায়ের জন্য মহিলাদের ধর্মঘটে উৎসাহ ও নির্দেশ দেবার জন্য তিনি আসতেন নিয়মিত। ধর্মঘট যখন মিটে গেল তখনও শ্রেণী সংগ্রাম বিষয়ে ক্লাস নিয়েছেন বান্ধবীর ছোট্ট ঘরটিতে। শ্রোত্রীরা ছিলেন কারখানার কর্মী, যারা সবেমাত্র ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে সামিল হয়েছে, সবে যারা শিখছে কলকারখানার ঘটনা পরম্পরা আর রাজনৈতিক কান্ড ও চিন্তার যোগ কোথায়। এমন ধরনের অশিক্ষার পরিবেশে লালিত মেয়েদের শেখানো ফক্সের মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাওয়া মানুষের পক্ষে ছিল কষ্টকর। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরা ও গান শোনা ছিল তার খুবই পছন্দ। সময় পেলেই তিনি সন্ধ্যাবেলায় শুনতে যেতেন বীথোভেন বা ব্রাহ্ম্। ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে ফক্স আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের হয়ে লড়াইয়ের জন্য যান স্পেনে। প্রথমে যান পারী, তারপর ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে স্পেন। স্পেনে যাবার পর পরই দায়িত্ব পান পলিটিক্যাল কমিসারের। ব্রিটিশ ব্যাটালিয়নের ১নং কোম্পানী গড়া ও ট্রেনিং দেওয়া হত আল বা

থেতের কাছে মাদ্রিগুয়েরাস-এ। ফক্স সেখানে সৈনিক বন্ধুদের বলতেন—এমন সৈন্যবাহিনী আগে কখনো তৈরী হয় নি। এখানে কত রকমের জাতির লোক। সব্বাই নিজেদের অদ্ভুত অভ্যাসগুলো ছাড়ো। আর অন্যের সম্পর্কে হও সহনশীল। খবরদার' মাতলামি চলবে না। রাজনৈতিক সভা থেকে রান্নাঘর সর্বত্র তাঁর অনায়াস নেতৃত্ব মেনে নিত সবাই সানন্দে। ১৯৩৬ সালের বড়দিনের দিন। আন্তর্জাতিক বাহিনীর চতুর্দশ ব্যাটালিয়নকে নিয়ে তিনি এগোচ্ছিলেন। সৈনিকরা ছিল প্রধানতঃ ফরাসী, তবে ব্রিটিশও ছিল এই দলে। তাঁরা আন্দুহার-এর কাছে, লোপেরা-র দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু গোলন্দাজবাহিনী ও বিমানবাহিনীর আক্রমণের সামনে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য এগোতে গিয়েই ফক্স নিহত হন। তাঁর বীরত্বের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য এই ব্যাটালিয়নের নাম দেওয়া হয় 'র‍্যালফ ফক্স' বাহিনী।

স্পেনের মাটিতে ছড়িয়ে পড়া এইসব বিদেশী কৃষ্ণচূড়ার কথা স্মরণ করেই স্পেনের বিখ্যাত কবি সেজার ভায়েহো একদা কম্বুকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন—

অবহিত থেকো, সে কারা তোমাকে চিরকাল ভালবাসে।
অবহিত থেকো, বীর যারা, যারা নায়ক!
অবহিত থেকো, কারা সে তোমার মৃত।
অবহিত থেকো, এই সে রিপাবলিক।
অবহিত থেকো, অনাগত দিন, আগামী ভবিষ্যৎ।"

—এস্পানিয়া, সরিয়ে নাও এ পানপাত্র
(অনুবাদ ঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

কিন্তু আজকের অর্থগৃধ্নু, মৃত্তিকাচ্ছিন্ন সভ্যতার হুল্লোড় অবহিত থাকে নি অন্য অনেকের মত, কর্ণফোর্ড, কডওয়েল বা ফক্সের প্রতি। সম্প্রতি কর্ণ-ফোর্ড এবং জুলিয়েন বেল-এর অস্ফুট তরুণ জীবনের সামান্য বিক্ষিপ্ত উপকরণ নিয়েই রচিত হয়েছে চমৎকার ইতিবৃত্ত।[২] কিন্তু র‍্যালফ ফক্সের জীবন নিয়ে গণ্য করার মত একটি প্রবন্ধ ও নেই। কডওয়েলের ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটি, স্ট্যাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার এবং ফার্দার স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার নিয়ে বেশ কিছু টুকরো মন্তব্য, দু একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ এবং দুটি মাত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পড়ে। কিন্তু ফক্সের রচনা বিষয়ে কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ নেই (কোনো কোনো গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা এবং শোকোচ্চারণ বাদ দিলে) শুধু ছড়িয়ে আছে নিতান্তই গৌণ কিছু মন্তব্য, কিছু প্রশংসা,

কিছু নিন্দা, কিছু তাচ্ছিল্য। তাঁর বহু উল্লিখিত 'দি নভেল অ্যান্ড দি পিপল' দীর্ঘকাল অমুদ্রিত থাকার পর সম্প্রতি আবার মিলছে।

মার্ক্সীয় তত্ত্বে অবিশ্বাসী প্রতীচ্যের সমালোচকবৃন্দ সযত্নে বাদ দিয়ে গেছেন তাঁর কথা। মার্ক্সীয় তত্ত্বে বিশ্বাসীরাও। অথচ র‍্যালফ ফক্সের ছিল মার্ক্সীয় তত্ত্বে অটল বিশ্বাস, সে বিশ্বাসের টানেই তিনি সভ্য হয়েছেন কম্যুনিস্ট পার্টির, নিয়মিত লিখেছেন পার্টির কাগজে, শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতার যে আদর্শ তার কাছে মার্ক্সবাদরূপে এসেছিল, তার খরস্রোতের টানেই তো স্পেনের লড়াইয়ে যাবার প্রেরণা তিনি অনুভব করেছিলেন। অথচ তাঁর অকালমৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হলেও তাঁর ছোট বড়ো লেখাগুলি মার্ক্সবাদী ছোট বড়ো সমালোচকদের আলোচনায় প্রবৃত্ত করতে পারে নি। যদিও মাইকেল গোল্ড সেই ৩য় দশকেই স্বীকার করেছিলেন বামপন্থী সাহিত্যিক মহলে ফক্স তাঁর খ্যাতি গড়ে তুলেছিলেন একজন মার্ক্সবাদী পণ্ডিত, একজন কৃতী সাংবাদিক এবং প্রথম শ্রেণীর একজন শিল্পী হিসেবে। আমেরিকার সাহিত্য জগতের বুর্জোয়া পত্রিকাও তাঁর বই খুব সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করত।[৩] ফক্সের সমকালীন বিখ্যাত বামপন্থী লেখক, সম্পাদক জন লেহ্ম্যান তাঁর অনবদ্য স্মৃতিকথায় লেখেন যে 'নিউ সিগনেচারস্' সংকলনের সাফল্যের পর তিনি 'নিউ রাইটিংস্' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি পর্বে পত্রিকার জন্য পরামর্শদাতা কমিটিতে তিনি ফক্সকে রাখার কথা ভেবেছিলেন। ফক্স তাঁকে আধুনিক রুশ সাহিত্য সম্পর্কে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। সার্ত্রের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন ফক্স।[৪] এককালে তাঁর সঙ্গে তাত্ত্বিক বিতর্কে প্রবৃত্ত ফক্স সম্পর্কে হ্যারল্ড ল্যাস্কি লিখেছিলেন, ফক্সের মৃত্যুতে ঘটল তাঁর জীবনের এক চরিতার্থতা। তাঁর এই আত্মোৎসর্গ ছিল তাঁর আদর্শ রূপায়ণের এক প্রয়োজনীয় প্রয়াস। তৎকালীন ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হ্যারী পলিট কমিউনিস্ট পার্টি ও আদর্শের কাছে আত্মোৎসর্গ, জনগণের জন্য সেবা এবং স্পেনের মহৎ লক্ষ্যে আত্মদানের প্রশংসা করে তার মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমার কথা বলেছেন।[৫] তবুও কিন্তু ফক্সের ওপর কি সেকালে কি পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোচনা হয়নি। সাম্প্রতিক 'মার্ক্সীয়' আলোচনার গোলোক ধাঁধায় ফক্সের স্থান হওয়া শক্ত (কারণ তাঁর মধ্যে নাকি ষ্ট্যালিন যুগের সঙ্কীর্ণতা) কিন্তু ৫ম দশকেও কেন নয় এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। কেউ কেউ বলেছেন ফক্স নগণ্য লেখক, অতএব আলোচনার সবিস্তার অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় নগণ্য লেখককে নিয়ে

আলোচনার কি অভাব আছে ? বহমান টেমস্ থেকে গঙ্গা বহুতর দূর। আর আমাদের লেখনীর সামর্থ্য একান্তই ক্ষীণ। তবু অগ্রজের তর্পণে নামার দায় অনুভব করি।

পাঠকদের অবগতির জন্য র‍্যালফ ফক্সের রচনাবলীর একটি অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে পেশ করি। একটি বাদে এর সব বইই তখন দুষ্প্রাপ্য।

1. Captain youth ; A Romantic Comedy for all Socialist Children, C. W. Daniel, 1922.

2. People of the Steppes, Constable, 1925.

3. A Defence of Communism, in reply to H. J. Laski, Communist Party of Great Britain, 1927.

4. Storming Heaven, Constable, 1928.

5. Marx, Engels and Lenin on the Irish Revolution, Modern Books, London n. d. [1932]. Reissued as Marx, Engels and Lenin on Ireland, International Publishers New york, 1940.

6. Lenin : A Biography, Gollancz, 1933

7. The Colonial Policy of British Imperialism, Martin Lawrence, 1933.

8. The Class struggle in Britain in the Epoch of Imperialism, 2 Vols, (3rd Vol. never published), Martin Lawrence, n. d. 1933.

9. Plekhanov, G. V., Essays in the History of Materialism, Translated by Ralph Fox, John Lane, 1934.

10. Bukharin N. I, and others, Marxism and Modern Thought, translated by Ralph Fox, Routledge and Kegan Paul, 1935.

11. Communism and a Changing Civilisation, John Lane, 1935.

12. Genghis khan, John Lane, London, 1936 (Reissued by Daimon Press, Castle Hedingham, ...

13. France Faces the Future, Lawrence and wishart, 1936.

14. Portugal Now, Lawrence and wishart, 1937.

85. The Novel and the people, Lawrence and wishart, 1937 (Reprinted by Cobbett Press with corrections and an Index ;

Preface by Mulk Raj Anand in 1944; new preface by Jack Beeching in 1948).

16. This was their youth, Secker and warburg, 1937.

17. A number of writings on and by Ralph Fox are gathered together in **Ralph Fox : A writer in Arms**, edited by Jhon Lehmann, T. A. Jackson and C. D. Lewis, Lawrence and wishart, 1937.

18. 'The Relation of Literature to Dialectical Materialism', in **Aspects of Dialectical Materialism**, by H. Levy, John Macmurray, Ralph Fox, R. Page Arnot, J. D. Bernal and E F. Carritt, Watts & Co ; 1934.

19. 'Social Changes as Seen in Literature' and 'Literature and Life, Plebs, June 1922.

20 Fascist imperialism, Labour monthly, Sept 1926.

21. "According to the Daily worker 6 February 1937 ··· Ralph Fox left behind him a half finished detective story when he was killed in spain" British writers of the Thirties – Valentine Cunningham, Oxford university Press, 1988, pg 72

22. Short Contributions of Fox's to the **Sunday worker, Daily worker**, the **Communist**, the **Communist Review**, and **Left Review**.

উল্লেখসূত্র ঃ

১. 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন' পত্রিকার সঙ্গে মার্কসের সম্পর্কের সূত্রপাত হয় ১৮৫১ সালের আগস্টে এবং ১৮৬২ সালের মার্চ পর্যন্ত দশ বছরের বেশি তা চলে। এঙ্গেলসও লেখেন মার্কসের অনুরোধে। তাঁরা আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ নীতি, শ্রমিক আন্দোলন, ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ, ঔপনিবেশিক প্রসার, নিপীড়িত ও পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই লেখাগুলির কিছু প্রকাশিত হয় বিনা স্বাক্ষরে সম্পাদকীয় হিসেবে। ১৮৫৩ সাল থেকে এখানে লেখা হতে থাকে ভারত বিষয়ক প্রবন্ধগুলি। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় মার্কস ও এঙ্গেলস এই অভ্যুত্থানের গতি বিশ্লেষণ করে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন।

২. Journey to the Frontier ; Julian Bell and John Cornford: their lives and the 1930's. By Peter Stansky and William Abrahams

৩. Ralph Fox : A writer in Arms—edited by J. Lehmann, T. A. Jackson and C Day Lewis. Lawrence and wishart, 1937, Pg. 10.

৪. The whispering Gallery : Autobiograply I–John Lehmann, Pg. 235, 250,

৫. Ralph Fox : A writer in Arms, Pg. 3–6.

২. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নীতি

র‍্যালফ ফক্সের রচনাবলীর মধ্যে রাজনীতি বিষয়ক লেখার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। তাঁর কোনো লেখাই পথিকের অসম্পৃক্ত দৃষ্টিতে লেখা নয়, বরং একান্তভাবে প্রয়োজন ভিত্তিক, একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা তাতে নিহিত। তাতে আছে জীবনী শক্তির প্রাচুর্যপ্রসূত বিশ্লেষণের, ব্যক্তিত্বের, প্রকাশ ভঙ্গির তীব্রতার পরিচয়। ব্রিটেনে শ্রেণী সংগ্রাম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নীতি, আইরিশ প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং লেনিন জীবনী প্রভৃতি বিষয়ের বইগুলির বিপুল তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় মস্কোর মার্কস এঙ্গেলস ইনষ্টিটিউটে কাজ করার সময়। এ সময় সাধারণ ইংরেজী জানা মানুষের কাছে মার্কস এঙ্গেলস এর ইংরেজীতে অনূদিত রচনা উপস্থিত ছিল না বললেই চলে। বিরূপতা সৃষ্টিকারী গাল গল্পের বিরোধিতা ক'রে প্রকৃত মার্কস এবং বাস্তব এঙ্গেলস-এর উদ্দীপক প্রজ্ঞাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন যে সমস্ত বলিষ্ঠ যোদ্ধারা, র‍্যালফ ফক্স ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর রাজনৈতিক লেখার প্রথম থেকেই দেখা যায় তিনি সজীব ইংরেজী ভাষা ব্যবহার পছন্দ করতেন। তাছাড়া শিলীভূত ধ্যান ধারণার বদলে যথার্থ জঙ্গম চিন্তার দিকেই ছিল তাঁর পক্ষপাত। ফক্স যেমন নতুন নতুন বাক্যাংশ খুঁজে বার করতেন, তেমনি চাইতেন মার্ক্সীয় প্রণালীর মূর্তপ্রয়োগ করতে। যুদ্ধপূর্ব ব্রিটিশ মার্ক্সীয় ঐতিহ্য অর্থনীতির সঙ্গে এ ধরণের রচনারীতির সংযোগ অতিরেক দেখে কেউ কেউ একে প্রচলিত রীতি বিরোধী এবং খেয়ালী রীতি বলবেন! (যেমন মন্তব্য পাওয়া যায় T. L. S. এর মন্তব্যে) কিন্তু নিজের পার্টি ও আন্তর্জাতিকের বক্তব্য প্রকাশে কোনো প্রচলিত রীতি লঙ্ঘিত হয় নি, কোনো খামখেয়াল প্রকাশ পায় নি।

গ্রেট ব্রিটেন কম্যুনিষ্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশের জনসাধারণের সংগ্রামকে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়েছিল, সব দিক দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও দিয়েছিল। কারণ তাঁরা মনে করেছিল ব্রিটিশ শ্রমজীবী শ্রেণী ও ব্রিটিশ উপনিবেশের শ্রমরত মানুষের সংগ্রাম হল একমুখী সংগ্রাম, একই শত্রুর বিরুদ্ধে। পার্টির ৭ম কংগ্রেসে (১৯২৫) উদ্বোধনী ভাষণে সভাপতি হ্যারী পলিট আফ্রিকা, এশিয়ার জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে বলেন—"এই লক্ষ লক্ষ জনগণকে এই কংগ্রেস জানায় ভ্রাতৃপ্রতিম শুভেচ্ছা।' বলেন, আপনাদের শত্রু আমাদেরও শত্রু।

আমরা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। …আমরা আমাদের ক্ষেত্রে এদের বিরুদ্ধে লড়ব স্বদেশে এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করব এদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে সাহায্য করতে। পার্টির ৭ম ও ৮ম কংগ্রেসে এ বিষয়ে প্রস্তাবও নেওয়া হয়। এই চিন্তাকে কার্যকরী করার জন্য ব্রিটিশ পার্টি এ সময় বেআইনী ও আধা আইনী প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে থাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের, ট্রেডইউনিয়নগুলির এবং অন্যান্য অঞ্চলের কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে। কানপুর ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সরকারী চক্রান্ত এ কারণেই। এই চিন্তার পরিচয় আছে এই বইটির মধ্যে। এতে যেমন আছে সাম্রাজ্যবাদের নানা কৌশলের কথা, তেমনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের নানা প্রচেষ্টার কথা, সঙ্গে আছে উপনিবেশে সংগ্রামরত জনগণের সঙ্গে হাত মেলানোর কথা। তবে, বোঝাই যায়, পার্টি উদ্যোগ নেওয়ায় সাম্রাজ্যবাদ ও তার বিরোধিতা নিয়ে অনেক লেখা বেরুতে থাকে। নিম্নোক্ত তালিকা দেখাবে, ফক্সের রচনাটি বহুবিধ প্রয়াসেরই অন্তর্গত ফসল—কোনো একক, বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা নয়।

a) **Communist Review** (মে ১৯২৫—জানুয়ারী ১৯২৭) (নির্বাচিত)

লেখক	প্রবন্ধ	প্রকাশকাল
M. H. D.	Blood or Cotton (on East Africa)	July 19?5
H. P. Rathbone	Should the Empire be Broken up ?	Aug 1925
A. Macmanus	The British Commonwealth Conference	Sept 1925
H. P Rath Bone	The Reality behind the Freedom of the Dominions	Jan. 1926
A Macmanus	Labour Imperialism (on Reformism and Empire)	July 1926
E. N. Armitage	Indian Currency	Nov 1926
M. N. Roy	The British Imperial Conference	Dec. 1926

খ) **Labour monthly, 1925— 926** (নির্বাচিত)

M N Roy	The Empire and the Proletariat	Jan. 1925
Evelyn Roy	Indian Political Exiles in France	April 1925
M. Abdullah	The Trust of Empire and Mr. MacDonald a Trustee	April 1925
Henri Barbusse	The Roy Case : A Protest	May 1925
Clemens Dutt	Indian Politics : an Analysis	July 1925
Karl Marx	India under British Rule	Dec. 1925
Clemens Dutt	British Labour and India	Sept 1926
Ralph Fox	Fascist Imperialism	Sept 1926

এই দুইটি পত্রিকায় চীন এবং আফ্রিকা বিষয়ে অনেক লেখাই প্রকাশিত হয়েছে। স্থানাভাববশতঃ উল্লেখকরা গেল না। এ ছাড়া Labour monthly পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় Notes of the month' শীর্ষক ফিচারে রজনী পাম দত্ত সাম্রাজ্যবাদের কূটকৌশল ও গতিবিধি নিয়ে লিখতেন। এ সময় লেনিনের বিখ্যাত গ্রন্থ Imperialism এর একটি নতুন সংস্করণ প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়। রজনী পাম দত্তের Empire "Socialism" পুস্তিকাটি ও ৫০০০ কপি মুদ্রিত হয়। পার্টির পক্ষ থেকে এবংবিধ বিষয়ে যে সব ইস্তেহার প্রকাশিত হয় তার কয়েকটি হল (১৯২৫—২৬) ঃ

Persecution of Indian workers, Hands off the Soviets, Imperialist Terrorism in India, The war on the German workers, War what For ? (কার্টুন), War what For ? Women wo kers against war, Lenin's Lash for Pacifist Hypocrites, British workers and Colonial workers, Back the Russian Treaties. এই লেখাগুলির অনেক বক্তব্য আলোচ্য বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে।

এই বইটি লেখার সামান্য নেপথ্য ইতিহাসটুকু বলে নেওয়া যাক। ১৯২৫ এর গোড়ার দিকে মস্কোতে নানা বিষয়ে পার্টি ট্রেনিং দেবার জন্য কম্যুনিষ্ট ইনটারন্যাশনাল কর্তৃক এক লেনিন স্কুল খোলা হয়, তাতে C P G B থেকে মনোনীত পাঁচজনকে পাঠানো হয়েছিল। ফক্সের জীবনের যে যৎসামান্য তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় তিনি ওইসময় রাশিয়ায় ছিলেন। আর একটি সূত্র জানায় ১৯২৫ নাগাদ তিনি মস্কোতে কমিনটার্নের কেন্দ্রীয় দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। সেখানে তিনি সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত দেশগুলির অবস্থা অধ্যয়নের সুযোগ পান।[১] হয়ত ফক্স ছিলেন পূর্বোক্ত পাঁচজনের একজন। লেনিন স্কুলের পাঠ্য ছিল—ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, রাজনৈতিক অর্থনীতি, লেনিনবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রতিক পৃথিবীর অর্থনীতি, কৃষিপ্রসঙ্গ সমাজতন্ত্র ও তয় আন্তর্জাতিকের এবং রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস, রুশ পার্টির প্রয়োগ প্রচেষ্টা, অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা, ইটালী, জার্মানী, হাঙ্গারীর বিপ্লবপ্রচেষ্টা ইত্যাদি। এই দুই শিক্ষায়তনের সহায়তা পেয়েছিলেন বলেই ফক্সের পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নীতি বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্যের বিস্ময়কর পরিশ্রুতি ও উপস্থাপনা সম্ভব হয়েছে। ফক্সের প্রতিভা, দায়বদ্ধতা ও সামর্থ্য এই আনুকূল্যের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

বইটি পড়তে পড়তে, তাঁর বেশ কয়েকটি বইয়ের মতই, এখানে যে কোনো

পাঠকের চোখে পড়বে, লেবার পার্টির সমালোচনা। এক ঐতিহাসিক ঠিকই বলেছেন—Throughout its existence the Communist Party has been bedevilled by the problem of a Labour Party enjoying the over whelming support of the working people',[২] উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক থাকলে ও রণকৌশলগত এবং পরিস্থিতির মূল্যায়নগত পার্থক্য দেখা দিয়েছে বহুবার। ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং লেবার পার্টি পরস্পরের বিরুদ্ধে বারংবার প্রচার চালিয়েছে। পাঠক বুঝতে পারবেন, ভারতবর্ষের সমস্যা ও তার বিশ্লেষণ এখানে কতো গুরুত্ব পেয়েছে। আর একটি কথা। রজনীপাম দত্তের বিখ্যাত বই India Today প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। এ বইটিকে সুমিত সরকার Serious early marxist work এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সামগ্রিকতা বুঝতে এখনও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই বলে গণ্য করেছেন।[৩] ফক্সের বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে, যার বক্তব্যের ধরণটা মোটামুটি একই, যদিও দত্তের বইয়ের বিস্তার ও তথ্যের সমাবেশ তাতে নেই। আফ্রিকা, ইরাক, তুরস্ক, প্যালেস্টাইন, প্রভৃতি দেশের ঔপনিবেশিক সমস্যার কথাও তিনি তুলেছেন। অনেক দিন পর রজনী পাম দত্তের The crisis of Britain and the British Empire (1953) [১৯৪৯ এ সংক্ষেপে লেখা হয় Britain's crisis of Empire] বইয়ের বিন্যাস ফক্সের এই বইটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বইটি দুষ্প্রাপ্য বলে এর সূচিপত্রটি প্রথমে তুলে ধরা যাক।

এবার বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিই। প্রথম অধ্যায়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির প্রথম পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায় ও রাজন্যবর্গের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন হয়। কিন্তু তখনও লক্ষ্য ছিল অন্য দেশী বণিকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং তাতে ভারতীয় বিত্তশালীদের টেনে আনা। ১৬৮৫-তে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঝগড়া লাগলেও কোম্পানীর বাণিজ্যঘাটি বাড়তে থাকে। তখন ও কলকাতা এবং বোম্বাই এই দুটি মাত্র বন্দর ইংরেজদের অধিকারে। এ সময় রূপায় জমির খাজনা দান, খাজনার পরিমাণ দ্বিগুণ, বণিক মহাজনদের ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রভৃতিতে ভারতীয় অর্থনীতিতে তীব্র সংকট দেখা দেয় যদিও বিদেশী বণিক পুঁজির প্রবেশে ভারত আন্তর্জাতিক বাজারের অন্তর্গত হয়। মারাঠা জোট বন্ধতার সামনে ভেঙে পড়ে মুঘলী সামন্ত সাম্রাজ্য। বুর্জোয়া বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থাকায় ফরাসীদের হঠিয়ে ইংরেজরা ১৮১৫-র মধ্যে উপনিবেশ তৈরীতে প্রাধান্য রাখতে পারল। ফক্স ঠিকই ধরেছেন ইতিপূর্ব আক্রমণের তুলনায় ইংরেজ আগ্রাসন স্বরূপতঃ পৃথক।[8] এশিয়াটিক সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস ক'রে, বহু প্রাচীন গ্রামীণ গোষ্ঠী জীবনে ভাঙন এনে যে পরিবর্তন এল তাতে সব সামন্ত শোষণ বহাল রইল) ভারতীয় উৎপাদন শক্তিগুলি অবিকশিত রইল, ইংরেজ বুর্জোয়া ধনী হল। এই পরিবর্তনের দ্বিমুখী চরিত্র সম্পর্কে মার্ক্স ১৮৫৩ সালের ২৫শে জুন লিখেছিলেন নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে। পশ্চিমী ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশে ভারতীয় পুরাতন ফর্মের ধ্বংসের পথ বেয়ে নবশ্রেণীর সৃষ্টি কলকারখানা, বন্দর, রেলপথ, পাকারাস্তা, আধুনিক জলসেচ, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিচার ও পুলিশী ব্যবস্থার প্রবর্তনে ইংরেজ পরিচয় রাখল তার সভ্যতা বিস্তারী ভূমিকার। তবে প্রগতির পরিমাণ সীমিত, রক্তপাত আর নিগ্রহ যথেষ্ট।[৫] ফক্স মার্ক্সের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানিয়ে বলেন, কোম্পানীর ভূমিকা ছিল লুঠের। ক্লাইভ বা হেস্টিংস সামন্ত অভিজাতদের লুঠ করেছে যথেষ্ট, আফ্রিকায় দাস ব্যবসা করেও লাভ হয়েছে প্রচুর। এ সবই ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের সুযোগ এনে দেয়।[৬] এ সময়ই জমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ক'রে চাষীদের সরাসরি ব্রিটিশ সরকার ও তার এজেন্টদের হাতে ফেলা হয় যে কথা বলেছেন মার্ক্স ৫ই আগষ্টের লেখায়।

ভারতে লুঠে কোনো লজ্জা ছিল না।[৭] উপনিবেশে শিল্পস্থাপনও তারা করতে দিত না। সব জিনিস ইংল্যাণ্ডে সরবরাহ, করের বৃদ্ধি, বুর্জোয়া পীড়ন, ধনতান্ত্রিক প্রসারের নির্বাধ সুযোগ প্রভৃতি ১৭৭৬ এর আমেরিকান

বিপ্লবের পথ করে দেয়। আমেরিকার ক্ষতি তারা পুষিয়ে নিল ভারতে। ১৩০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত চলল শুধুই লুঠ। এ সম্পর্কে মার্ক্স ক্যাপিটালের ১ম খণ্ডে পৃষ্ঠা দুই আলোচনা করেছেন। এটা হল মার্কেন্টাইল পুঁজিবাদের ১ম পর্যায়, উপনিবেশের সামন্ত রাজ্য লুণ্ঠন করে দেশে শিল্প-প্রসার, পরে পশ্চিমী ক্ষমতাবান সামন্তবাদের মোকাবিলা। প্রকৃতপক্ষে, :বলা যেতে পারে, এই অংশে এবং অন্যত্র উপনিবেশ সম্পর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলস এর বক্তব্যই ফক্স উদাহরণ ও বিশ্লেষণ সহযোগে উপস্থিত করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'শিল্প পুঁজির কালের ঔপনিবেশিক নীতি ১৮১৫-১৮৯৫'। এ সময়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা উপনিবেশের বিস্তারের বদলে চাইছিল শান্তি। আগে লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়ার এক সুবিধাবাদী অংশকে ধনী করা। এখন লক্ষ্য নতুন শিল্পজাত সামগ্রীর বাজার তৈরী, কাঁচামালের কৃষিভিত্তি স্থাপন, ইংরেজী কলকারখানার বেতন পাওয়া ক্রীতদাসদের জন্য সস্তা খাবার জোগাড়। ইংরেজী সুতোর তৈরী জিনিস দেশী যন্ত্রজাত শিল্পকে করলে ধ্বংস, পুরনো শিল্প-ঐক্য ও কৃষির ধ্বংস।[৮] সামন্ত রাজা ও জমিদাররা তুলো চাষে অসন্তোষ প্রকাশ করছিল বলে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হল, চাষীরা বাধ্য হল বাজারের জন্য জিনিস তৈরীতে আর ইংলণ্ডে যেত প্রতিবছর বহু উপঢৌকন—এ সবই তো ১৮৫৭র বিদ্রোহের ভিত তৈরী করেছিল। এই বিদ্রোহের সূচনা বাংলায় মিলিটারীর মধ্যে, পরে যোগ দিল সহরের দরিদ্র ও চাষীরা। এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল সামন্ত ও কেরাণী শ্রেণীর ব্যক্তিদের হাতে। ভারতীয় চাষী এ বিদ্রোহকে সমর্থন করলেও শ্রেণী হিসেবে অগ্রসর হয়নি।[৯] বিদ্রোহ দমনে ইংরেজের অত্যাচার হয়েছিল প্রবল। ১৮৫৮ সালেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় ইংরেজ সরকারের হাতে। শিল্পপুঁজির বিকাশের এই কালে এল কিছু উন্নয়ন, যদিও তা ভারতীয়দের শিল্পোৎপাদন বাড়াবার জন্য নয়। আর ভারতীয়দের টাকায় রেলপথ তৈরী করে লাভ করল ঠিকাদার, বণ্ড হোল্ডার, এমনকি আই. সি. এসরা। রেল ব্যবস্থা কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের উন্নয়নে কোনো সহায়তা করেনি, বরং দারিদ্র্য বাড়ল।[১০] আমেরিকাতেও খামার মালিক ও শিল্পপতিরা দক্ষিণের আবাদকারীদের সামন্ত ও ক্রীতদাস সমাজকে ধ্বংস করতে বাধাল গৃহযুদ্ধ। ফক্সের মতে রেলপথ স্থাপনের প্রধান লক্ষ্য কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষকে ইংরেজ শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে হাজার হাজার ইস্পাতের সুতোয় বেঁধে ফেলা।.বাজার উপযোগী উৎপাদনে বাধ্য হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন কমল, নানা কর চাপল, দেশী যানবাহন ব্যবস্থা ধ্বংস হল আবার জলসেচের

উন্নয়ন করার জন্য পুরনো খাল ভেঙে বড় বড় বাঁধ তৈরী ও খাল কাটা হল। এর খরচা দেবে চাষী। এ নিয়ে পাঞ্জাবের লায়ালপুরে অসন্তুষ্ট চাষীদের ওপর অত্যাচারের তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলার সবচেয়ে দামী উৎপাদন পাট চাষ ব্যাহত হওয়ায় এবং জমিদারদের চাপ অসহ্য হওয়ায় ১৮৫৭-তে চাষীরা বেরিয়ে আসে বিদ্রোহী হয়ে। এটা বুঝে ১৮৫৯তে ব্রিটিশ চালু করে বেঙ্গল টেনান্স অ্যাক্ট যাতে বলা হল ১২ বছর জমি ভোগ করলে স্বত্ব মিলবে। আসলে এর লক্ষ্য পুঁজিবাদী কৃষক গড়ে তোলা, যারা হবে পরভোজী ব্রিটিশের সঙ্গী, যারা রক্ত চুষবে চাষীদের—তখন পাট উৎপাদন বাড়ল দ্রুত। এভাবে ভারতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হলেও সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা হতে লাগল।

১৮৬১-৬৫-তে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ লেগে যাওয়ায় তুলো সরবরাহের ক্ষতি হল। ভারতে তাই তুলো চাষের চাপ বাড়ল। চাল গম রপ্তানি বাড়ল বলে দুর্ভিক্ষ এল। তিনি কয়েকটি দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করেন। ব্রিটিশ পুঁজিবাদ ভারতের গুরুত্ব বুঝে বিদেশ ও মিলিটারী নীতি রচনাতেও দিল গুরুত্ব। ১৮৩৯ তে এডেন বন্দর অধিকার ক'রে তাকে করে তোলা হল ভারতমুখী রণতরীর কয়লা নেবার প্রধান জায়গা। ১৮৬৯তে সুয়েজ খাল খনন হল সম্পূর্ণ। মিশর এবং সুদানেও হল নানা ব্যবস্থা। আফ্রিকার নতুন উপনিবেশগুলিও হয়ে উঠল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গ। এসব জায়গার শাসন চার্টার্ড কোম্পানীর হাত থেকে সরিয়ে দেওয়া হল উপনিবেশের অফিসে।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম—সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি। উনবিংশ শতাব্দীর ৯ম দশকেই শিল্পায়ন' ও কলোনীর বিস্তার প্রভৃতি দিক দিয়ে ইংরেজ হয়ে উঠেছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য ও মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠছিল। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের দুটি বৈশিষ্ট্য দেখান—বিস্তৃত উপনিবেশের অধিকার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে একচেটিয়া অবস্থান। লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক বইটির থেকে মার্ক্সের দেখানো তিনটি কারণ ও তিনটি প্রতিক্রিয়ার কথা ফক্স উল্লেখ করেন। সাম্রাজ্যবাদের যুগে ব্রিটিশ উপনিবেশ নীতির বদল ঘটল, উপনিবেশগুলি হল পুঁজি রপ্তানীর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

ভারতে সাম্রাজ্যবাদ যুগের নতুন বৈশিষ্ট্য হল, শিল্পের কয়েকটি শাখার এবং কিছু ভাবী শিল্পের উন্নয়ন, যা ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের সহায়ক। যেমন, রেলওয়ে যন্ত্রপাতি মেরামত। কিন্তু তুলা শিল্পে উন্নয়ন নয়। ভারতীয় মিলে তৈরী সুতোর ওপর কর চাপল, টাকার বিনিময় মূল্যের কৌশলেও তারা

ক্ষতিগ্রস্ত হল। পাট শিল্প হল সম্পূর্ণ ব্রিটিশ কুক্ষিগত। এ সম্পর্কে ফক্স কমিণ্টার্নের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেন। ভারতের মত সুদান মালয়, পূর্ব আফ্রিকাতেও শিল্পে বিনিয়োগ হল। পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলিকে ইংল্যাণ্ড একাই বাগে পেল। ১৯০০-১৯১৪-তে ব্রিটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পৃথিবীকে পুনর্বিভাগের জন্য লড়াই হয়ে উঠল অনিবার্য। নানা কৌশলে সাম্রাজ্যবিস্তার করা হল ইরাক ও প্যালেণ্টাইনে। এইসব নতুন উপনিবেশ তৈরীর টাকা জোগাড় হল ভারত, আয়ার্লাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকের থেকে। ১ম বিশ্বযুদ্ধে পুঁজিবাদের সার্বিক সংকটের মধ্যেও ইংলণ্ড তার অর্থনৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও উপনিবেশ বিস্তার কমায় নি।

উপনিবেশে বিপ্লবী চেতনার প্রসার এবং পুঁজিবাদী পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতা, সাম্রাজ্যবাদের জোয়ালকে উপনিবেশে করে তুলল দুর্বহ, তার সন্ত্রাস হল আরো নিষ্ঠুর, আরো নির্মম। এর বিরুদ্ধে লড়াই কিন্তু বাড়ল বই কমল না, শ্রমজীবীর নেতৃত্বের পিছনে এল চাষী ও ছোট বুর্জোয়াদের বিপুল অংশ। এই বিপ্লবে গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য জাগিয়ে দিয়েছিল প্রেরণা।

চতুর্থ অধ্যায়ে ফক্স সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ভারতীয় চাষী ও মজুরদের অবস্থার কথা বলেন এবং প্রসঙ্গত সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের কথা আসে। ১৯৩১-৩২ র অর্থনৈতিক সংকটের কালেও ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ আমদানীর থেকে বেশী। ভারতে প্রধান রপ্তানীর পরিমাণ আমদানীর থেকে বেশী। ভারতে প্রধান রপ্তানী তুলা, পাট, উদ্ভিজ্জ তৈল, চা, চামড়া, নানা শস্য। প্রধান আমদানী—যন্ত্রপাতি, ধাতুর জিনিস, তেল, রেলের যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, রাসায়নিক ও কাগজ শিল্পের নানা কিছু। যুদ্ধের আগে ব্রিটেনের তুলা শিল্পজাত দ্রব্যের অর্ধেকই যেত ভারতে। অনেক 'উন্নয়নের' জন্য ঋণশোধের টাকা যেত, যার থেকে ইংরেজ শাসকদের মাইনে দেওয়া হত, যুদ্ধের অস্ত্র কেনা হত। এ ভাবেই ইংল্যাণ্ডের কাছে ভারতের ঔপনিবেশিক নির্ভরতা বেড়ে যায়। নেটিভ স্টেটে শিল্প নেই, হাসপাতাল নেই, কিন্তু বন্য নিষ্ঠুরতায় শোষণ করা টাকায় রাজাদের, অন্তঃপুরের, সৈন্যদের, বৃটিশকে দেয় উপঢৌকনের, ইউরোপ ভ্রমণের ও রক্ষিতা পোষার খরচ মেটানো হত। এই সামন্ত প্রভুরাই ছিল ইংরেজ শাসনের প্রবলতম সমর্থক। বাংলা, অযোধ্যা, উত্তরপ্রদেশে তৈরী করা হয়েছিল কৃষির সঙ্গে সংযোগবিহীন ধনবান জমিদার, আর জমিদার

ও চাষীর মধ্যবর্তী জনা দশেক উপপ্রজা। তারা প্রত্যেকেই চাষীর কাছ থেকে আদায় নিত। এখানে আছে রায় তোয়ারী ভোগদখলী, যাতে চাষী জমি পায় সরাসরি সরকার থেকে, খাজনাও দেয় সরকারকে। এই ব্যবস্থাকে মার্ক্স বলেছেন, ফরাসী কৃষি মালিকানার ক্যারিকেচার। কিন্তু এ ব্যবস্থাও গেছে শোষকের ও শোষণের বৃদ্ধিতে। চাষী ও গ্রামীণ কারুশিল্পী মহাজনের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হয়, কলকারখানায় তৈরী সস্তা জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে ধার করে, তার পরে অনাহারে মরে। ঋণশোধ করতে না পারলে হয়ে পড়ে মহাজনের ঋণদাস।' এটা হয়ে যায় বংশানুক্রমিক, যার হাত থেকে আর নিস্তার মেলে না। বহুক্ষেত্রেই সংগৃহীত ফসল আগাম নেওয়া টাকা শোধের জন্য চলে যায় মহাজনের কাছে। এখানে কেউ ইচ্ছে করলে কোনো মুক্তজমি নিতে পারে না. কারণ বিশাল অরণ্যভূমি সরকারের কবলে। কেউ ইচ্ছে করলে শহরে গিয়ে বেতন ভোগী শ্রমিক হতে পারে না।

পাঞ্জাবে চাষের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন মানুষের কাছে জমিবিক্রী নিষিদ্ধ। কিন্তু মহাজন জমি কিনতে পারে। জমিদার, মহাজন, বণিকের সর্বশক্তিময় গ্রাস সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শর্ত। কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়লেও, ধনী চাষীর ঘরে পয়সা এলেও উপনিবেশের গরীব চাষীর ভাগ্য বদল হয় না।

ক্রমবর্ধমান ধান ও গ্রাম্য হস্তশিল্পীদের ধ্বংস চাষীদের জমির পরিমাণ দিয়েছে কমিয়ে। ফলে চাষী, সৈন্য ও ভিখিরীর পরিমাণ বাড়ছে। এদের মধ্যে যারা মরিয়া তারা গড়ে তোলে ডাকাত বা গুণ্ডার দল। ১৯২৭ এর সরকারী রিপোর্ট বলছে, বাঙালী চাষীর খাদ্য এমনই নীচু মানের যে, তা খেয়ে ইঁদুরও পাঁচ সপ্তাহ টিঁকবে না। দুর্বল মানুষগুলো আক্রান্ত হয় সংক্রামক ব্যাধিতে। ১৯৩২ সালে কলেরায় মরেছে ১,২০,০০০, ম্যালেরিয়ায় ২,৫০,০০০, যক্ষ্মায় ৩৫০০০ আর আন্ত্রিকে ১০,০০০ ইংরেজ লেখকরা যার দায় চাপিয়ে দেয় ভারতীয় অনগ্রসর রীতিনীতির ওপর। ফক্স সুন্দর বলেন, ধর্ম ভারতীয় জনতার অন্যতম বঞ্চক, ঠিক তেমনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রবল সমর্থক। ব্রিটিশরা তাই পুরোহিতদের শোষণকে পুরো সমর্থন করে।

ভারতীয় সর্বহারার অবস্থা চাষীর থেকে একটু ভাল। ছয় জনের পরিবার হয়ত দিনপিছু পায় এক টাকা, যা থেকে খাবার, জামাকাপড়, ঘর ভাড়া, চিকিৎসা ও খাই খরচা মেটানোর কথা। বাঙালী সুতো মজুররা পায় মাসিক নয় থেকে তিরিশ টাকা, বোম্বাই ও আহমেদাবাদ-এ বারো থেকে তিরিশটাকা। বাড়ীর সবাই মিলে কাজে না নামলে সব খরচ মেটানো সম্ভব

হয় না। মালিকরা অনেক সময় বেতন দেয় দু'মাস পরে, তখন ফোরম্যান আর ঠিকাদারদের স্থায়ী ঘুষ মেটাতে হয়। মালিকও দেরীতে আসা এবং কাজ খারাপের অজুহাতে টাকা কেটে নেয়। কোনো কোনো শহরে মালিকের তৈরী দোকান থেকেই মজুর সওদা করতে বাধ্য। তাদের কাজের সময় ১০ থেকে ১৪ ঘণ্টা, সপ্তাহ শেষে বা বছর শেষে বরাদ্দ ছুটি থাকে না, থাকে না কোনো বীমা। ক্ষতিপূরণ আইন নেহাৎই কাগুজে। এ আইন প্রযোজ্য নয় ছোট কারখানার খনি, রেল ও ট্রামের মজুরদের এবং রাজমিস্ত্রীদের জন্য।

ভারতীয় মজুরদের বাসস্থান শোচনীয়। মালিক দিয়েছে শুধু একটি করে বাক্স রাখার জায়গা। তাদের ঘর মানে হল রান্নার জিনিসপত্র রাখার জায়গা। ব্যারাকে এক একটি ঘরে গড়ে নয় জন বাস করে। অনেক সময় তারা চাঁদা তুলে একজনের ঘরণীকে নিয়ে আসে যে ঘরের দেখাশুনো করে, সবাইকে রেঁধে দেয়। বাংলায় কলকাতার কাছের জমির দাম বেশ চড়া। হাওড়ার কোনো কোনো অঞ্চলের জনবসতির ঘনত্ব সর্ব্বোচ্চ। পায়খানা ও নর্দমার ব্যবস্থাও যথেষ্ট খারাপ। মাদ্রাজে শত শত মজুর বাস করে রাস্তায়। কানপুরে তিন চতুর্থাংশ অংশে আছে ব্যক্তিগত বস্তি, যেখানের খুপরিগুলো মানুষের বাসের অযোগ্য। সেগুলো আট বাই দশফুট, কোনো বারান্দা নেই, গোটা চারেক পরিবার থাকে একসঙ্গে। গান্ধীবাদের লালনক্ষেত্র আহমেদাবাদ, যেখানে মিল মালিকদের কাছ থেকে গান্ধী টাকা পয়সা জোগাড় করেন, সেখানে মজুরদের বাসস্থান ভয়াবহ। ৯২% বাড়ি এক ঘরের, নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো নয়, আলো বাতাস ঢোকে না, জল সরবরাহ একেবারে কম, পায়খানা নেই বললেই চলে। খাবার ব্যবস্থাও তথৈবচ। হিন্দু মজুররা নিরামিশাষী, কিন্তু দুধ, ঘি, জোগাড় করতে পারে না, শাক সব্জি ফলের দাম তাদের কেনার ক্ষমতার বাইরে।

চা বাগানের মজুররা এসেছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জমিহারা চাষীদের মধ্য থেকে।[১১] বাগানের মালিকরা আড়কাঠি পাঠিয়ে দেয় গ্রামে গ্রামে, 'ঋণ' দেয় সম্ভাব্য মজুরদের, বাগানে পৌঁছে তারা হয়ে পড়ে করুণার পাত্র। 'ঋণ' শোধ হয় না, তাই চাকরীর চুক্তির মেয়াদ বাড়ে। বাগানগুলোতে চার থেকে দশ বছরের শিশু মজুর সহজেই চোখে পড়ে। এরা ভোগে ম্যালেরিয়া, আমাশা, যক্ষ্মায়। মজুরদের বাইরের কারুর সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। এই অবস্থা থেকে মরিয়া স্ত্রী পুরুষের ইচ্ছে করে পালাতে। ম্যানেজারের হাতে তরুণীর শ্লীলতাহানি আর মজুর নিগ্রহ আদালতে গেলেও অনিবার্যভাবে শেষ হয় বেকসুর খালাসে।

মজুরদের নিপীড়ন বাড়াতে জাতি ও ধর্মগত সংস্কারের ব্যবহার করা হয় সুচতুর ভাবে। ভারতে প্রায় ২২টির বেশী ভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠী আছে যাদের প্রত্যেকটিতে আছে দশ মিলিয়ন লোক। ৬টি প্রধান ধর্মবিশ্বাস আছে ভারতে, যদিও প্রধান হল হিন্দু ও মুসলমান। এদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে দিয়েছে ইংরেজ। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ও ঘৃণ্য বিপর্যয় চালায় ভবঘুরে রহস্যময় একদল লোক। যেমন, ১৯৩২ সালে মে জুন মাসে বোম্বাই ডক ধর্মঘটের পর হিন্দু মুসলমান রচিত ঐক্য ভাঙার চেষ্টা হয়, দাঙ্গাবাজ নেতাদের সামান্য জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় আরো রক্তারক্তি ঘটানোর জন্য। ইংরেজ কাগজগুলো নীতিবাগীশ হয়ে হাঁ হাঁ করে উঠল, এ দমন না করলে কয়েকদিনের মধ্যে দেশটা চলে যাবে ধর্ষক ও বিপর্যয়কারীদের হাতের মুঠোয়। তারা উল্লেখ করতে ভুলে যায় পশুচিকিৎসক মুসলমান হওয়ায় হিন্দুরা যায় ক্ষেপে। মেদিনীপুরে পীড়নমূলক কর চাপল হিন্দুদের ওপর, তবে উচ্চশ্রেণীর এবং মুসলমান ও খৃষ্টানদের ওপরে নয়: সরকার এভাবে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেবার পথ তৈরী করে। ১৯০১ সালে রেঙ্গুনের বিরাট ধর্মঘটে ইংরেজ ইচ্ছে ক'রে হিন্দু ও স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। ইংরেজ সাংবাদিক কখনই ব্যাখ্যা করেনি কেন বৃটিশ সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস তাদের সশস্ত্র গাড়ী থাকা সত্ত্বেও এসব দমন করতে পারে নি। কিন্তু যেখানেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনো জন অভ্যুত্থান হয়েছে সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে সব চেয়ে বেশী পরিমাণ সৈন্য নামাতে দেরী হয় নি। তবে সব দোষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়ে চাপানোটাও বোকামি। অনেক বেপরোয়া লড়াইয়ের কারণ বিশুদ্ধভাবেই অর্থনৈতিক। কিন্তু সেগুলিকে চালানো হয় সাম্প্রদায়িক বলে, যেমন, আলোয়ার রাজ্যের কৃষক অভ্যুত্থান।

ফক্স লক্ষ্য করেছেন যে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব দেশীয় সৈন্যবাহিনীতে নেই। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে সম্প্রতি ৪ কোম্পানী সৈন্য ৪টি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক দিয়ে গড়া হয়েছে। যখন শিখ চাষীদের শাসকদের প্রতি ঘৃণা বাড়ছিল তীব্রভাবে, তখনই কিন্তু ভেঙে ফেলা হল শিখ রেজিমেণ্ট। ভারতীয় সংবিধানে নির্বাচনী অধিকারের তারতম্য করে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। ইংরেজ তৈরী করেছে তার সমর্থক এক বিশেষ মারকুটে মুসলমান সম্প্রদায়, এমন এক দলের নেতা হল আগাখান, যে ধর্মের পথ দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন করে যায়। এইভাবে জাতীয় ও ধর্মীয় সংস্কারকে নিজস্বার্থে ব্যবহার ক'রে ও তাদের মধ্যে

ভাগাভাগি জিইয়ে রেখে ইংরেজ রাশিয়ার জারদেরও ছাড়িয়ে গেছে।

এ অধ্যায়ের গোড়াতেই ফক্স বলেন ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক নীতির বিকাশের চারটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় আছে।[১২] ১ম হল শিল্প পুঁজির ডাকাতিয়া নীতি, যা দ্রুত ধ্বংস করছিল পুরোনো এশিয়াটিক অর্থনীতিকে। ১৮৫৭র বিদ্রোহ আগুন আর তলোয়ারের সাহায্যে দমন ক'রে বৃটিশ বুর্জোয়ারা সামন্তও মহাজনী ঠগদের সঙ্গে আঁতাতকে করে তুলল শক্ত। এগোল ভারতের 'অগ্রগতি'র দিকে। এই 'অগ্রগতি'র পরিচয় রাস্তা, রেলপথ, সেচব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে। মার্কস বলেছেন রেলব্যবস্থা ভারতীয়দের কাছে অর্থহীন কারণ এর মারফৎ গাঁয়ের উৎপন্ন দ্রব্য যায় বন্দরে, সিদ্ধ করে ব্রিটিশের অভিসন্ধি।[১৩] কন্ট্রাক্টররা দুর্নীতিপ্রাণ ব'লে সেচের খরচ গেল বেড়ে। ট্যাক্স বাড়ল এবং কৃষক বাধ্য হল খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে ইংরেজ শাসকদের পছন্দসই উৎপাদনে। এসবের ফলেই হিন্দুমুসলমান চাষীরা ষড়যন্ত্র ও ডাকাতি করেছে, মহাজনকে আক্রমণ করেছে। ২য় হল, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নেটিভ ভারতীয় বুর্জোয়াদের উদয়ের কাল। তবে এরা, ফক্সের মতে এদের অধিকাংশই, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী নয়, সঙ্গী। বোম্বাইয়ের সুতাকল মজুররা অল্প অগ্রগতি সম্ভব করেছিল এবং ভারতীয় নির্মাতারা আসছিল রাজনীতিতে। যদি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে এই নির্মাতাদের ভূমিকা হয়ে পড়েছিল গৌণ। এই প্রতিষ্ঠানে তরুণ বুর্জোয়া এবং জমিদার মহাজনের আঁতাত বৃটিশ শাসনের ভিত্তিকেই করে প্রশস্ত। বৃটিশরা এসময় ভারতীয় আই. সি. এস.-দের মোটা মাইনের চাকরী দিল, দু-একটি আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রহসনাত্মক প্রচেষ্টা দেখাল। ৩য় পর্যায় এল সাম্রাজ্যবাদের যুগে। তখন ভারত হল বাজার ও কাঁচামাল জোগাড়ের কেন্দ্র এবং পুঁজির চালান বেড়ে গেল। এর প্রতিক্রিয়াতেই অবশ্য জেগেছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। এর প্রথম প্রকাশ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে, তিলকের গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদে, ১৯০৭-০৯ এর জনসংগ্রামে, ১৯১৪-র পুঁজিবাদী সংকটে। ১৯১৮—২২ লক্ষ লক্ষ ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জীবন মরণ যুদ্ধে নামলেও সাময়িক পরাজয় হয় আর ভারতীয় বুর্জোয়ারা করে পুরোপুরি বিশ্বাস ঘাতকতা। ৪র্থ পর্যায় হল—১৯২৮ এর ইংরেজনীতি। এ সময় লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যেমন বিপ্লবী ফ্রণ্টে এল তেমনি জাতীয় বুর্জোয়ারা এবার খোলাখুলি হয়ে উঠল প্রতিবিপ্লবী। ১৯০৭—১৯১৯ সর্বহারা শ্রেণীর অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, এবার তারা ভারতীয় বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবার জন্য সংগ্রামে নামল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ নীতিকে মেনে নিয়েছিল লেবার পার্টি সহ সমস্ত বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি। হিকস্ ও চার্চিলের মত লোকরা বলেছিল তরবারি দিয়ে পাওয়া ভারতকে তাঁবে রাখতে হবে তরবারি দিয়েই। ভারতকে শোষণ করা লাভের বখরা নেবার ব্যাপারে লেবার পার্টির নেতাদের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট যা অলিভিয়ের বা ব্রেইলস্ ফোর্ড-এর মন্তব্যে স্পষ্ট।

ভারতীয় অর্থনীতিকে করে তোলা হল ব্রিটিশ অর্থনীতির লেজুড়। ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হল অর্ধেক জমি, বাকি অর্ধেক গেল জমিদার ও সামন্ত রাজাদের হাতে যারা আবার ব্রিটিশ সরকারের অধীন। ইংল্যান্ড সরকারী খরচ, ঋণের সুদ প্রভৃতির নাম ক'রে ৩৫ মিলিয়ন স্টার্লিং বছরে নিয়ে চলে যায়। ভারতে শ্রেণী সংগ্রামের অদ্ভুত চেহারা বুঝতে হলে ভারতীয় অর্থনীতির অদ্ভুত উপনিবেশিক চেহারাটা বোঝা দরকার। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, যার আগেকার আত্মনির্ভর কৃষি অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেল পুঁজিবাদের দ্বারা। পুঁজিবাদ পুরোনো এশিয়াটিক অর্থনীতিকে ভেঙে লক্ষ লক্ষ চাষীর জীবনে এনেছে দুঃখকষ্ট ও অনশন আর সে দেশের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হয় না। ভারতের মত দেশে সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু সৃষ্টি করে দ্বন্দ্ব যা কৃষক মজুরের বিপ্লবের দ্বারাই সমাধা হতে পারে। সে কথা লেনিন বলেছেন "ডেভেলাপমেণ্ট অফ ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া"য়। ভারতে মজুর শ্রেণী সবচেয়ে দুরবস্থায় আছে। খেতে বা কারখানায় কাজ নেই। লেবার পার্টি, ভারতীয় লেবার পার্টি এবং রায়ের মত রেনিগেড তাত্ত্বিকরা ভান করেন যেন ভারতে পুঁজিবাদের অসীম বিকাশ সম্ভব।[১৪] এরা উপনিবেশে পুঁজিবাদের বিকাশ নীতি বিষয়ে পুরোপুরি অজ্ঞ। সাম্রাজ্যবাদ তো পুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে ও চাষীদের সামন্ত পদ্ধতিতে বঞ্চনা অব্যাহত রেখে ভারতকে কলোনী করে রাখতে চায়। ভারতীয় বস্ত্র শিল্প অভ্যন্তর বাজার গড়তে পারে না, আবার ভারতীয় জনগণের ক্রয়ক্ষমতা নেই বলে বাইরের বাজার খুঁজতে হয় এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎপাদনের সঙ্গে সংঘাত বাধে।[১৫] ১৯২৯ এর কৃষি বিষয়ক রাজকীয় কমিশন মহাজনের পুঁজিবাদী চাষী হতে পারার ও কৃষিবিকাশের কথা বলে। বোম্বাই এ দরিদ্র চাষীদের দখলচ্যুত করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদও হচ্ছে। ১৯৩০-এ লেবার গভর্নমেণ্ট হুইটলে কমিশন মারফৎ ভারতীয় সর্বহারাদের অবস্থানের উন্নতির কথা বললেও তা হয়নি। কৃষিতে জনসংখ্যা বাড়লেও আঞ্চলিক শিল্পে আরোপিত হল নানা অসুবিধা ও বাধা। নব্বই এর দশক থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কাল পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের উন্নতি হয়েছে বটে

সামান্য। আদতে ব্রিটিশ রিফর্মিজম ভারতীয় জনগণকে প্রকৃত কোনো কনসেশন দেওয়ার বিরোধী। ভারতীয় লোহা ও ষ্টীল শিল্পের রক্ষায় তাদের কোনো আগ্রহ নেই, যদিও টাটার ফার্মে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের আগ্রহ ছিল।[১৬] সব ব্যাঙ্কই ছিল ইংরাজ চালিত, তারা দেশী শিল্পকে দিল পিছিয়ে। চাষবাষের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রযুক্তি ও লেনদেন খাজনা বৃদ্ধির স্বার্থেই করা হয়। ভারতে পুরো সরকারী ব্যবস্থাটাও একেবারে ঔপনিবেশিক। নিঃস্ব চাষীকে শুষে নেওয়া টাকায় তৈরী হয় দিল্লীর বিলাসবহুল রাজবাড়ি, পার্লামেণ্ট, মন্ত্রী ও সেক্রেটারীদের ঘরবাড়ি! ভাইসরয় আইনসভায় বাতিল কোনো আইনকেও করে তুলতে পারেন শক্তিমান, যেমন ১৯২৯-এ অভারতীয় কম্যুনিষ্টদের বিতাড়ন আইন। তিনি পার্লামেণ্টকেও ডিসমিস করতে পারেন, যতোদিন ইচ্ছে না ডাকতে পারেন। বছরে একদিন যখন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে ভারত সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করতেন ভাইসরয়, তখন অধিকাংশ সভ্য থাকতেন অনুপস্থিত আর কোনো দল কোনো বিরোধিতা করত না। ১৯০৯ এই ভারত পেল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক রিফর্ম কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক আইন সভা স্থাপন ক'রে, যদিও কার্যতঃ এদের কোন ক্ষমতা ছিল না। তা-ও ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের পর শক্তিশালী বিপ্লবী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সামনে তারা বিব্রত হয়েছিল বলেই। ১৯১৪-১৮-র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এনে দেয় সংকট। দক্ষিণ আফ্রিকা ও আয়ার্লাণ্ডের প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রয়াস সরকারকে ভীত করে। যুদ্ধকালে পুঁজিবাদী বিকাশের সাময়িক দ্রুত সুযোগ পাওয়া ভারতীয় বুর্জোয়ারা বেশী রিফর্মের ওপর জোর দিচ্ছিল। ১৯১৯ সালে চেম্সফোর্ড মণ্টাগু সংস্কার হিসেবে ব্রিটিশ সরকার ও নেটিভ বুর্জোয়াদের দ্বৈত শাসন চালু হল এবং ডোমিনিয়ন হোম রুল প্রতিশ্রুত হল। তবে এ যে চতুর কৌশল তা ভোটাধিকার প্রাপ্তের সংখ্যা (৩২০ মিলিয়নের মধ্যে ৮ মিলিয়ন) দিয়ে বোঝা যায়। সাইমন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাবগুলির বৈশিষ্ট্য হল গান্ধী ও কংগ্রেসী নেতাদের মুখোশ পুরোপুরি খুলে না দিয়ে কার্যকরী করা যেত না।[১৭] এই কমিশন ভারতীয় বুর্জোয়াদের কোনো কনসেশন না দিয়েই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কৃষিবিপ্লবের হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির ঐক্য চেয়েছিল। গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধী চেষ্টা করলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক শোভন চেহারা বজায় রাখতে এবং ভারতীয় জনগণকে ঠকাতে। এই বৈঠকে যোগদানকারী নেটিভ প্রিন্স, শিল্পপতি, সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা দাবী করল

নতুন সংবিধান যাতে মুসলমান বড় জমিদাররা প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পায়। গান্ধী বিশ্রাম করে নিলেন জেলের স্যুটে, যাতে তিনটি কামরা, বাগান, বিশেষ ভৃত্য আছে। আন্দোলন দ্রুত তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল ব'লে ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নেওয়া হল, সরকারও শুধু অহিংস আন্দোলন কারীদের মুক্তি দিতে রাজী হল। গান্ধী আদায় করলেন সমুদ্রতীরে থেকে সামান্য লবণ তৈরীর অনুমতি এবং বধিষ্ণু চাষীদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি। ১৯২৮-এ গ্রেপ্তার হওয়া মীরাট এর কম্যুনিষ্টরা,[১৮] পুলিশ অত্যাচার বিরোধী শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবীরা জেলেই রয়ে গেলেন, ভগৎ সিং ও তার সঙ্গীদের দেওয়া হল ফাঁসি। গান্ধী ও ভারতীয় বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা জনগণের মধ্যে জাগাল প্রতিবাদের সতেজ নবীন তরঙ্গ। জনগণের চাপে ১৯২৭-র মাদ্রাজ কংগ্রেস স্বাধীনতা চাইতে বাধ্য হলেও ১৯২৮ র কলকাতা সম্মেলনে গান্ধী তা ভেতর থেকে ভেঙে দিতে সক্ষম হলেন। সর্বহারা শক্তি ও জন আন্দোলনের চাপে ১৯২৯ লাহোর কংগ্রেস ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। গান্ধীর ডাকা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জনগণ গ্রামে পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কৃষিবিদ্রোহের পতাকা তুলে, পেশোয়ার ও শোলাপুর অবরুদ্ধ ক'রে, বোম্বাই ও করাচীতে জনধর্মঘট সংগঠিত করলে গান্ধী দ্রুত এই সব হিংসাত্মক কাজকর্মের বিরোধিতা করলেন। জেলে গিয়েই বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য আলোচনা শুরু করলেন। 'বামপন্থী' জওহরলাল আরউইন গান্ধী চুক্তিকে যুদ্ধাবসান ঘোষণা ক'রে ঠকাল। মুক্তি পেয়ে বরেণ্য মহিলা ও ইংরেজ রিফর্মিস্ট প্রেসের স্তবোচ্চারকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গান্ধী ম্যাকডোনাল্ড ও তার সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সহকর্মীদের সঙ্গে ২য় গোলটেবিল বৈঠকে বসতে এলেন। আবার হিংসাত্মক জন আন্দোলন শুরু হলে ভাইসরয় গান্ধীকে কারাকক্ষের স্যুটে তুলে রাখলেন। ইতিহাস আর কখনো এমন অদ্ভুত প্রতিনিধি দ্বারা এমন ধূর্ততায় চালিত হয় নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম—ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন। ১৮৮৫ থেকে এ ইতিবৃত্তের সূচনা। বণিক জমিদার, আইনজ্ঞ কিছু মিলমালিকদের সংগঠন ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। ১৯০৫-এর পর বিশেষতঃ ১৮৯৭ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার নামে। শিল্পবিস্তারের ব্যর্থতা, বস্ত্রদ্রব্যে শুল্ক আধিক্য ক্ষুধা ও প্লেগের আক্রমণ, এই জোয়ারের পিছনে কাজ করেছে। একদল তরুণ হিন্দু তিলকের জাতীয় প্রতিবাদের সামিল হয়ে ইংরেজ অফিসারদের ওপর কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালায়। বিপ্লবী আন্দোলন খণ্ডীকরণের

উদ্দেশে বঙ্গ দ্বিখণ্ডীকরণ প্রস্তাব হয়, ফলে বিপ্লবী পেটিবুর্জোয়া তরুণরা হাজারে হাজারে কংগ্রেসে যোগদান করে, দ্রুত তারা নরমপন্থী ও গরমপন্থী দলে বিভক্ত হয়ে যায়। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এমনকি লণ্ডনে ও পৌঁছেছিল। সার কার্জন উইলির হত্যা তার উদাহরণ। ১৯০৮ এর সময় ভারতীয় শ্রমজীবী শ্রেণী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ নেয়, বোম্বাইতে সুতাকল মজুরদের সাধারণ ধর্মঘট, রাস্তায় তিনদিনের যুদ্ধ ও ব্যারিকেডের কথা লেনিনও লিখে-ছিলেন। ফলে দেশব্যাপী অত্যাচার; কারারোধ, ফাঁসি প্রভৃতি বেড়ে যায়। প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলন, ফক্সের মতে, শুরু হয় ১৯১৪-১৮ কালে। রাশিয়ায় শ্রমিকবিপ্লবের জয়, জার অধিকৃত মধ্য এশিয়ার কলোনীগুলির মুক্তির প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে আফগানিস্তানে, আন্দোলনের বিপ্লবী চরিত্র গড়ে উঠতে থাকে সমগ্র এশিয়ায়। এমন পরিস্থিতিতে গান্ধী প্রচার করেছিলেন অপ্রত্যক্ষ বিরোধিতা ও আইন অমান্যের তত্ত্ব। অমৃতসর এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাপক মানুষের গুলিতে মৃত্যু কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিচলিত করে নি। প্রত্যন্ত দক্ষিণে মোপলা কৃষকরা হাতে অস্ত্র নিয়ে আট মাস ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে নেমেছিল, ফলে তাদের গ্রাম তছনছ হয় ও হাজার হাজার মানুষ গুলিতে মারা যায়। এক ট্রেন ভর্তি মোপলার দমবন্ধ হয়ে মৃত্যুর কুখ্যাত ঘটনা অন্ধকূপ হত্যার থেকেও ভয়ংকর।[১৯] এরই প্রতিধ্বনি মেলে হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে শিখদের লড়াইয়ে এবং খাজনা ও ট্যাক্স না দেওয়ার আন্দোলনে। ১৯১৮-২১ ভারতীয় শ্রমিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ ধর্মঘট ও পুলিস ও সৈন্যদের সঙ্গে রক্তাক্ত সংঘর্ষ, ১৯২০-২১এ বাংলায় ধর্মঘটে ২,৬০০,০০ কাজের দিন নষ্ট, ১৯২০র ট্রেড ইউনিয়ন প্রথম কংগ্রেসে ৫০০,০০০ শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধতা এর পরিচয় বহন করে। এ সময় রাজনীতিবিদদের মুখে ছিল ভারতে বলশেভিকতা বৃদ্ধির কথা।

বিপ্লবের দুটি শিবির পরিষ্কার হয়ে আছে। খাজনা ও ট্যাক্স দিতে অস্বীকার চূড়ান্ত হয়ে ওঠে বারদোলিতে। কংগ্রেসের এক কমিটি কৃষকদের খাজনা বেঁধে দিতে এবং জমিদারে আইনী অধিকারে হস্তক্ষেপ না করার কথা বলে আসে। ১৯২২ থেকেই নেতারা আত্মসমর্পণ করে বসে ইংরেজ সরকারের কাছে, যদি ও দাশ, বোস ও দুই নেহেরু তাঁদের বৈপ্লবিক বাক্যাংশ ব্যবহারে কিছু পরিমাণে সফল হয়েছিলেন। ১৯২৪ এ বোম্বের সুতাকলে, কলকাতার সুতাকলে এবং রেলওয়েতে ধর্মঘট এবং কম্যুনিষ্টদের শ্রমজীবী সংগঠন গড়ে তোলা বিশিষ্ট ঘটনা। ১৯২৪-এ প্রথম ভারতীয় কম্যুনিষ্টের গ্রেপ্তার এবং

কানপুরে দীর্ঘ কালীন কারাবাস ঘোষিত হয়। ১৯২৮-এ সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বিপ্লবী প্রভাব আসে। সম্রাটকে ফেলে দেবার ষড়-যন্ত্রের অভিযোগে মীরাটে কম্যুনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। টাটা ষ্টীল, কলকাতার পাট শ্রমিক ও শহরের ধাঙড়দের ধর্মঘট, লিলুয়াও দক্ষিণের রেলকর্মচারীদের ধর্মঘট হয়। বেতন বাড়ানো এবং ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতির দাবীতে 'গিরনি কামগার' (লাল পতাকা)[২১] ইউনিয়নের ষাট হাজার সভ্যের আন্দোলন ঐতিহাসিক ঘটনা। মীরাট ষড়যন্ত্রীদের গ্রেপ্তার, পাঁচবছর ধরে বিচার, কঠোর দণ্ড, একজন অভিযুক্তের কারাগারে মৃত্যু পৃথিবীর জনমত তোলপাড় করেছিল। ম্যাকডোনাল্ডের দ্বিতীয় লেবার সরকারের প্ররোচনাতেই মীরাটের বন্দীরা ইংল্যাণ্ড থেকে সাক্ষী ও পরামর্শদাতা আনতে পারল না। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ্য এজেণ্ট জোসী ও চমনলালকে আমষ্টারডামে যেতে বাধাদিয়েছিল কংগ্রেসী বিপ্লবীরা, কিন্তু আরো বিপজ্জনক শত্রু হল 'বাম' ন্যাশনাল রিফর্মিষ্টরা[২২]—বোস, ছোট নেহেরু, রেলওয়ে নেতা রুইকার, গিরনি কামগার থেকে ছিন্ন হয়ে আসা অংশের নেতা কানডালকার ও কম্যুনিষ্ট রেনিগেড রায়।[২৩] কংগ্রেস ও জাতীয় বুর্জোয়াদের এই এজেন্টেরা চালাচ্ছে জনপ্রিয় বিক্ষোভ, বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের কথা। কিন্তু কার্যতঃ ধর্মঘটের পর ধর্মঘটে বিশ্বাসঘাতকতা, সমঝোতা, তদন্ত কমিশন ইত্যাদি পুঁজিবাদী প্রতারণার যাবতীয় প্রক্রিয়াই ব্যবহার করে। কিন্তু এতদসত্বে ও বোম্বাই, শোলাপুর, নাগপুরের শ্রমজীবীরা দেখিয়েছেন আক্রমণমুখী সংগ্রামও তারা করতে পারে। শোলাপুরে সৈন্য পুলিস এবং জাতীয় ভলাণ্টিয়ারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দক্ষিণ ভারতের ত্রিপুরে? কৃষিশ্রমিকদের ধর্মঘট, বেরার-এ কৃষক আন্দোলন, বোম্বাই সুতাকল মজুরদের বিপ্লবী প্রয়াস, ডক কর্মীদের দীর্ঘ ধর্মঘট (১৯৩২) তার পরিচয় দেয়। ১৯৩৩-এ আহমেদাবাদে সুতাকলের ধর্মঘটের সময় গান্ধী অনাহূত নেতৃত্ব নিয়ে আধপেটা তাঁতীদের বেতন কমাতেই সচেষ্ট ছিলেন আর মিল মালিকরা ছিলেন গান্ধীতহবিলের সবচেয়ে সহৃদয় দাতা।

এইখানে ফক্স ভিনদেশী সহযোদ্ধাদের পথ নির্দেশে প্রয়াসী হয়েছেন। শ্রমজীবী প্রেস স্থাপন, তাদের সংগঠিত করা, পুঁজিবাদী জাতীয় কংগ্রেসের লেজুড় করতে না দেওয়া, কৃষি ও বাগিচা শ্রমিকদের লড়াইয়ের মধ্যে আনা, দেশব্যাপী ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য গড়ার কথা বলেছেন তিনি স্পষ্ট করে। তাঁর মতে ভারতের তৎকালীন প্রধান সমস্যা হল কৃষক সমস্যা, প্রয়োজন কৃষক

বিপ্লব। কাশ্মীর ও আলোয়ার-এর সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান, মহাজন ও খাজনা সংগ্রহ কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিদের সশস্ত্র সংগ্রাম দেখাচ্ছে কৃষক সংগ্রাম দ্রুত সাবালক হচ্ছে। কৃষক যুদ্ধ ও শ্রমিক অভ্যুত্থান একত্র করার পথেই আসবে ভারতের মুক্তি। ১৮৪৮ র ইউরোপীয় বিপ্লব, ১৯০৫ ও ১৯১৭ র রুশ বিপ্লব, ১৯২৬-এর চীন বিপ্লব দেখাচ্ছে যে পূর্বোক্ত কৃষক শ্রমিক সংযুক্ত সংগ্রাম সাফল্য পেতে পারে মার্ক্সীয় মতবাদ ভিত্তিক বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বেই। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির মূল্যায়নও লক্ষনীয়। ১৯২৩ এ স্থাপিত কম্যুনিষ্ট পার্টি বিপ্লবী কর্মীদের পার্টি নয়, একদল বুদ্ধিজীবীর পার্টি। ১৯২৮ থেকে গোপনে মজুর ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এর একটা সব ভারতীয় চেহারা দেবার চেষ্টা হয়, কিন্তু ১৯৩১ এর আগে তা যথার্থভাবে গঠিত বলা যায় না। তখনই বিপ্লবী কর্মের প্রকৃত এক খসড়া কর্মসূচী নেওয়া হয়। তাতে পরিষ্কার ভাবে বলা হয় ভারতীয় বিপ্লবের চরিত্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, লড়াই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সামন্ত জমিদার, মহাজন ও বণিকদের বিরুদ্ধে। এদের সঙ্গে সংযোগ রেখে ভারতীয় বুর্জোয়া নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঠকাচ্ছে, কৃষি সমস্যার কোনো চূড়ান্ত সমাধান করতে দিচ্ছে না। এই কর্মসূচীর বর্তমান পর্যায় হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, তা সফল হবে জাতীয় অভ্যুত্থান মারফৎ ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ ক'রে, সর্বহারা ও কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের সোভিয়েত ব্যবস্থা স্থাপন ক'রে।[২৪]

ভারতে সবসময়ে বিপ্লবী যে শ্রেণী তা হল সর্বহারা। তাদের আত্মসচেতন করে তোলা এবং জাতীয় সংস্কারবাদের হাত থেকে মুক্ত ক'রে ফেলার জন্য নিজেদের রাজনৈতিক দল প্রয়োজন। এইদল সর্বহারা পদ্ধতিতে ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছে। দুটো মোল বিপদ ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সামনে আছে, একটা হল—জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী এবং দ্বিতীয়টি, শ্রমজীবীদের ভেতরকার তথাকথিত 'বাম' প্রতিনিধিদের ভূমিকাকে যথার্থভাবে নিরূপণ না করা। ভারতীয় পরিস্থিতিতে, যেমন ভূতপূর্ব রাশিয়ায়, একটি সফল ধর্মঘট গ্রামাঞ্চলে তীব্র বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলতে পারে। লেনিন এমন কথাই বলেছিলেন। অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার জন্য ধর্মঘটকে এবং ব্রিটিশের যে কোনো ঔদ্ধত্য ও হিংসা প্রয়াসকে রাজনৈতিক করে তোলা ধর্মঘটী আন্দোলনকে বিরাট দাবীমিছিলের সঙ্গে যুক্ত করা, সঙ্গে লাল পতাকা, বিপ্লবী বক্তৃতা ও ব্যাপক জনতার উদ্দেশে শ্লোগান

মারফৎ সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ফেলার সূচনা হতে পারে। বর্তমানে তেমন সংগ্রামের সমস্ত বস্তুগত অবস্থা তৈরী। ৭ম অধ্যায়ের নাম—আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। মিশর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এখানের চাষীদের ভাগ্য বিশ্ববাজারে তুলোর ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া এটি পুঁজি রপ্তানীর মূল্যবান ক্ষেত্র। ব্রিটিশ কর্তৃক মিশর অধিকার বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তষড়যন্ত্র, অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির ইতিহাস। ১৯২৪ এই ইংল্যাণ্ড পুরো মিশরকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে কুক্ষিগত করেছিল। বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিভ্রান্তিকরণ সত্ত্বেও মিশরের কৃষকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তাদের ওপরই যুদ্ধ প্রসাঙ্গিত অর্থ শোষণের বোঝা এসে পড়েছিল। যুদ্ধ পরবর্তী সংকট wafd নামক দলকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হতে বাধ্য করে। ব্রিটিশ তাই মেশিনগান ও আর্মার্ড গাড়ি নিয়ে আক্রমণ চালায়, দলের নেতা জঘলুল পাশাকে মাল্টায় নির্বাসন দেয়। ১৯২৪-এ ম্যাকডোনাল্ডের লেবার সরকার ক্ষমতায় এলে মিশরীয় জাতীয়তাবাদীরা সদ্যমুক্ত জঘলুল পাশা মারফৎ চারটি বিষয়ে কথাবার্তা চালাতে থাকে, সেগুলি হল •মিলিটারী সরিয়ে নেওয়া, বৈদেশিক নীতিতে নিয়ন্ত্রণ সরানো, সুদান থেকে রক্ষাকর্তা সরানো, মিশরে বিদেশী বিচারে বিশেষ বিচারালয় বসানো বন্ধ। কিন্তু আলোচনা কার্যকরী হয় না। ব্রিটিশের হাতের পুতুল মিশরের রাজা এবং wafd দলের আপাত জনহিতকর প্রয়াসের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১৯৩০ এর শেষে এবং ১৯৩১ এর শুরুতে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব এখানে শ্রমিক আন্দোলন বাড়তে থাকে। যেমন, কায়রোতে রেলওয়ে ওয়ার্কশপে বড় ধর্মঘট। মিশরে যেহেতু কৃষিকাজ বলতে শুধু তুলাচাষ বোঝায় তাই চাষীদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। ল্যাঙ্কাশায়ারের চাপ থাকা সত্ত্বে ও আরো সস্তায় তুলা আদায় করা যাচ্ছিল না চাষীদের কাছ থেকে। কারণ এই চূড়ান্ত সীমায় চাপ দিলে মহাজনী ব্যবস্থা ভেঙে যাবে, কৃষিবিপ্লব ঘটে যাবে। মিশর ছিল অর্থনীতি ও মিলিটারী দুদিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আয়তনে ও জনসংখ্যায় অন্য উপনিবেশগুলিও ছিল বড়। যেমন নাইজিরিয়া, গোল্ড কোস্ট, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন ইত্যাদি। পশ্চিম আফ্রিকার সর্বহারাদের জীবন যাপন দাসসুলভ। নগরে ও বন্দরে ২/৪ জন যে নিগ্রো বুর্জোয়া বণিক ও জমিদার দেখা যায় তারা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চাকর। পশ্চিম আফ্রিকার উপনিবেশগুলির অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে তেল এবং কোকোট্রাস্ট—তারাই তাল নিঃসৃত তেল ও নারকেলের দাম ঠিক করে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পুরো

ব্যাপারটাই তাদের হাতে। সরকার ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকার করে না এবং ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে সৈন্য লেলিয়ে দেয়। ১৯২৯, ডিসেম্বরে নাইজিরিয়ার কালাবার ও ওয়েরী প্রদেশের চাষী মেয়েদের আন্দোলন। মেয়েরা তাদের সমিতিগুলোকে সংঘবদ্ধ ক'রে নগর থেকে নগরান্তরে জনশ্রুত ট্যাক্সের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানীর কারখানা, স্থানীয় বিচারালয়, সাম্রাজ্যবাদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়। কিছু বিচারালয় পোড়ে, কিছু কারখানার জানালা চুরমার হয়, কিছু ইউরোপীয় পুঙ্গব ধাক্কা খায়, কিছু কুখ্যাত সর্দার মার খায়। ফলে নানা জায়গায় মেয়েদের ওপর গুলি চলে একেবারে সামনে থেকে। লেবার পার্টির উপনিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারী লর্ড পাসফিল্ড এ কাজকে ন্যায় সঙ্গত বলেই মন্তব্য করেন। ব্রিটিশ স্থানীয় উপজাতি সম্পর্ককে ভেঙে দিয়েছে, স্থানীয় জমিদার শ্রেণী তৈরী করেছে, অথচ পুরোনো সামন্ত আইনগুলি ও পিতৃতান্ত্রিক নিয়মকানুন অব্যাহত এবং আরো বলবান করা হয়েছে। বিদেশের বাজারে এখান থেকে যন্ত্রোদ্ভূত জিনিস হিসেবে উদ্ভিজ্জ তেলই যায়। ফসল বা তেল না উঠলে চাষী ধ্বংসের পথে, তখন মহাজনের কাছ থেকে শতকরা একশ ভাগ সুদে টাকা নিতে হয়। পূর্ব আফ্রিকার চেহারাটা কিঞ্চিৎ আলাদা। এখানে জমির পরিমাণের তুলনায় লোক কম। লোকদের জোর করে দাসের মত বাগিচায় কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এখানে শারীরিক পীড়ন, খুন প্রায়ই ঘটে, যদিও দোষীরা শাস্তি পায় না। এতে ভবিষ্যতে দাস পেতে অসুবিধে হবে বলে বাগিচা মালিক ও দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন সরকারের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় পক্ষীয়রা আরও বিজ্ঞানসম্মত শোষণের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রথম পক্ষীয়রা দ্রুত ও বিস্তর পরিমাণ লাভ দেখায়। কিন্তু সংরক্ষিত জমি থেকে জোর করে দাস পেতে চিরকাল সুবিধা হবে না জেনে কেনিয়া সরকার এক ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করেছে, যাতে অফিসার, বাগিচা মালিক থাকলেও আঞ্চলিক মানুষ কখনই থাকবে না। এর প্রবল বিরোধিতা করে একমাত্র কেন্দ্রীয় Kikuyu সঙ্ঘ। ফলে লেবার সরকার কিছু কনসেশন দেয়। কেনিয়া সরকার kikuyu সঙ্ঘকে বন্ধ করে দেবার হুমকি দেয়, মজুরদের ভয় দেখায়। মজুরদের মধ্যে আন্দোলন চালানোর জন্য বা লণ্ডনে দরবার করতে যাবার জন্য চাঁদা তোলা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এরই প্রভাবে উগান্ডায় এক চার্চপ্রাঙ্গণে স্থানীয়দের জনসভায় গুলি চলে। কেনিয়াতে সম্প্রতি সোনা আবিষ্কার হওয়ায় পূর্ব প্রতিশ্রুতি ছিঁড়ে ফেলে সংরক্ষিত জমি নেওয়া হচ্ছে, বাসিন্দাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, জমিহীন ও

অসহায় মানুষদের মজুর করার সুবিধা হচ্ছে। এই ডাকাতি ও খুনের শীতল প্রয়াসে কেনিয়ার নির্যাতিত মানুষরা আজ অবলুপ্তির মুখে।

আফ্রিকায় বিপ্লবী আন্দোলনের কর্তব্য খুব জটিল। আফ্রিকার সর্বহারা শ্রমিকরা বিচ্ছিন্ন, অনেক সময় কাঁটাতারের বেড়াজালে বন্দী, প্রাথমিক শিক্ষা নেই, খাটতে খাটতে মরে যায়, ফলে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা শক্ত। গ্রেট-ব্রিটেনের শ্রমজীবী শ্রেণীকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমজীবী বিপ্লবীদের সাথে নিয়ে একাজে সাহায্য করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'নিকট প্রাচ্য উপনিবেশ' গুলির পরিস্থিতি। এই দেশগুলি হল প্যালেষ্টাইন, ট্রান্স জর্ডনিয়া, ইরাক যেগুলি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধে লুঠের প্রাপ্তি। ব্রিটিশের কাছে এদেশগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট—এখান থেকে লোহিত সাগর এবং পারস্য উপসাগরের মুখের কাছা-কাছি আরবীয় উপদ্বীপগুলিতে খবরদারি করা যাবে। হয়ত সে কারণেই এই দেশগুলি ছিল তুর্কী রিপাবলিকের স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাধা। প্যালেষ্টাইনে ব্রিটিশ তাদের সনাতন বিভাজন ও বিজয়ের নীতি চালিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি জোতদার, আরবীয় বড় জমিদার, আরব উপজাতি বিশেষ (sheikh)-কে শক্তিশালী করেছিল যাতে দরকার মত ব্যবহার করা যায়। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শ্রেণীবন্ধু জিওনিষ্ট বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আরব কৃষক ও নগরের গরীবরা বিদ্রোহ করেছিল। তখন লেবার সরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশে ২০০ নিহত ৩০০ আহত হয়, নয় জনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়, কয়েক শ লোককে দীর্ঘজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। প্যালেষ্টাইন কমিউ-নিষ্ট পার্টি এবং আরব জাতীয়তাবাদীদের বিপ্লবীশাখা এই আন্দোলনকে এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্র দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছু ভুল ঘটে, যা নেতৃত্ব বদলে বাধ্য করায়। ফ্যাসিস্ট জার্মানীতে ইহুদি কোতল এবং ইহুদিদের একাংশের প্রত্যাবর্ত্তন প্যালেষ্টাইনে নতুন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে।

১৯২০ তে ইংরেজরা আমীর ফেইসালকে তাদের পুতুল রাজা করে দেয়। ইরাকের বড় জমিদার, ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা ছিল ফেইসালের বিরুদ্ধে। ফেইসালের সিংহাসনে বসার পরে পরেই ইরাকের কৃষকরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে,লম্বা এবং কঠিন অভিযান করে। ব্রিটিশ সৈন্য শেষপর্যন্ত তা দমন করতে সমর্থ হয়। ইরাকের প্রধান গুরুত্ব মোসাল-এর চারপাশের তৈলক্ষেত্র গুলির জন্য। গত কয় বছরে তুলো ফলন যথেষ্ট বেড়েছে আর বেড়েছে ইংরেজী

পুঁজির বিনিয়োগ। বর্তমানে ইরাকে এক শক্তিশালী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলছে, যাতে প্রভাব রেখেছে আরব বণিক বুর্জোয়ারা এবং অসন্তুষ্ট সামন্ত শেখের একাংশ। ব্রিটিশ অনেকবারই ভারতীয় সশস্ত্র শক্তিকে সরিয়ে নেওয়ার কথা বললেও তা করেনি। জাতিসংঘের নির্দেশ অনুযায়ী ব্রিটেনের ইরাককে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ নিতান্ত অনিচ্ছায় ইরাক ত্যাগ করলেও আবার দেশটি অধিকারের সুযোগ খুঁজেছে। এ ব্যাপারে তারা জাতীয় প্রশ্নের সুচতুর ব্যবহার করছে। সংখ্যালঘু জাতিশক্তির একাংশ ব্রিটিশ ভাড়াটে সৈন্য (kurds) অন্য অংশ তীব্রভাবে ব্রিটিশ বিরোধী (Assyrians) ব্রিটেন সংখ্যালঘু জাতিশক্তির সুরক্ষার কথা বলে বিদায় নিয়েছিল। অ্যাসীরীয়ানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হত্যার পর ব্রিটিশ বিশ্বকে দেখায় তারা ইরাক ত্যাগের ফলেই এসব ঘটছে। প্রচার করছে খ্রীষ্টীয় অ্যাসীরীয়ানদের বিপর্যস্ত করেছে মুসলমানরা।

তবে আরব জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হল প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া। আরব কৃষক ও যাযাবর বেদুইনদের ক্রমবর্ধমান শ্রেণীসংগ্রাম আরব জমিদার ও বুর্জোয়াদের ভীত করেছে, তাই তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রকাশ্য আঁতাত করছে। ১৯২৮ সালে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 'বাম' একাংশ কার্যকরী সমিতি থেকে বেরিয়ে আসে Hamdi Al Husein-এর নেতৃত্বে। কিন্তু এদের না ছিল কর্মসূচী, না সংগঠন। ১৯৩০ সালের সংকট যখন আরব মজদুর ও চাষীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল করল তখন জাতীয়তাবাদীদেরও অবস্থান ঘোষণার সময় এল। হামদির গোষ্ঠী হয়ে গেল কৃষিবিপ্লবের বিরোধী। আবার একটা বিভাজন হল এবং গড়ে উঠতে লাগল বিপ্লবী আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যা সমস্ত আরব জাতি ও গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করতে চায় গণতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লবের ভিত্তিতে। এই প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিচ্ছে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের কম্যুনিষ্ট পার্টি।

নবম অধ্যায়ের নাম 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মিলিটারী নীতি'। এখানে বলা হয়েছে ব্রিটেন আকারে ছোট্ট দ্বীপ হলেও, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংসোন্মুখ হলেও, আমেরিকা, জার্মানী ফ্রান্সের কাছে তার অর্থনৈতিক আধিপত্য ছোট হয়ে গেলে ও আজও তা পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া অস্তিত্ব তা স্বীকার না করে উপায় নেই। এরপর তিনি দেখান ডোমিনিয়নের স্বার্থ আর ব্রিটিশ পুঁজিবাদের স্বার্থে মিলের থেকে অমিলের ভাগ বেশী হলেও ডোমিনিয়ন তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে অভিপ্রায়ী হচ্ছে

বাধ্য। অন্যদিকে উৎপাদন শক্তির ক্রমহ্রাসমানতায় মেট্রোপলিসের বুর্জোয়ারা চাকরী খুইয়ে সাম্রাজ্যবাদের পরভোজী হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কলোনী ও মেট্রোপলিসের সম্পর্ক প্রথম শ্রেণীর মিলিটারী সম্পর্ক হতে বাধ্য। আমেরিকার সঙ্গে ও ইংল্যাণ্ডের সম্পর্ক হয়েপড়েছে বৈরিতামূলক। পুঁজিবাদী শোষণের এখন একটাই জায়গা দেখতে পাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিরা—তা হল চীন সাম্রাজ্য। রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নয়া মিলিটারী ও রাজনৈতিক সমস্যায় ফেলেছে। জার সাম্রাজ্যের থেকে নিপীড়িত জাতিসত্তার মুক্তি, এশিয়ার ভূতপূর্ব রুশ উপনিবেশগুলির উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বৃদ্ধি, পুরোনো এশীয় ধর্মাশ্রিত সামন্ত মহাজনী সমাজের নিপাত, রুশ সাম্রাজ্যবাদের বলপূর্বক অত্যাচারের অবশেষগুলির মূলোৎপাটন পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষজনের কাছে জাগিয়েছে প্রেরণা। এমন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বৃদ্ধি করছে মিলিটারী শক্তি। উদ্দেশ্য—উপনিবেশ বিদ্রোহের দমন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে হামলা অব্যাহত রাখা এবং আর এক সাম্রাজ্যবাদী ডাকাত আমেরিকার বিরুদ্ধে নিজের শক্তি সামর্থ্য বজায় রাখা। সিঙ্গাপুরে বিরাট নৌ ভূমি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য তাই। চীনকে ভাগ বাঁটোয়ারা করার জন্য লড়ছে আমেরিকা, জাপান ও ইংল্যাণ্ড। (দূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ মারফৎ) উপনিবেশে শোষণ এবং নতুন বাজার খোলা চলছে। ভারতবর্ষে পুলিশের সংখ্যা ১,৪২৩,০০০ তাদের দুর্নীতি এত কুখ্যাত যে সাম্রাজ্যবাদী লেখকরাও আর তা গোপন করতে পারছে না। বিমান বাহিনী, অন্য বাহিনী, এবং দেশীয় রাজন্যদের বাহিনী মিলিয়ে ৫,৪৪,৪৭৩ যা ফরাসী সৈন্য-বাহিনীর সদৃশ। তাছাড়া ইংলণ্ডে আছে ২০০,০০০ জনের এক টেরিটরিয়াল সৈন্যবাহিনী যারা উপনিবেশে ও স্বদেশে নিযুক্ত সৈন্যদের প্রয়োজনে পরিবর্ত হিসেবে আসতে পারে। ডোমিনিয়নগুলির সৈন্য সংখ্যা ২৫০,০০০, সুতরাং যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সর্বপ্রকার বাহিনীর উচ্চ মিলিটারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রায় ৮০০,০০০ সৈন্য কাজে ব্যবহার করতে পারে। ডোমিনিয়ন বাদে ভারত সহ গ্রেটব্রিটেনের মিলিটারী খাতে বাৎসরিক বাজেট হল ১৬০ মিলিয়ন পাউণ্ড। ব্রিটিশের রণতরী হল সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে শক্তিশালী। যন্ত্র ও প্রযুক্তিতে বিমান বাহিনীর স্থানও বেশ উঁচুতে।[২৪] ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রস্তুতির কেন্দ্রভূমি রূপে দেখতে পাওয়া যাবে ভারতকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বলে থাকেন ইংল্যাণ্ডের সীমান্ত ইংলিশ চ্যানেল বরাবর নয়, বরং তা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত বরাবর। উত্তর ভারতে মিলিটারীও বিমান বাহিনীর যে ব্যবস্থা তাতে ব্রিটিশের

শক্তিবৃদ্ধির কারণ কি বোঝা অসম্ভব নয়। ব্রিটিশ যে ১৯২৯ সালে আমীর আমানুল্লাকে সরিয়ে আফগানিস্তানে ঢুকছে তার আসল লক্ষ্য মধ্য এশিয়ার সোভিয়েত রিপাবলিকের দিকে হাত বাড়ানো। মাল্টা, মিশর, প্যালেস্টাইন, ইরাক, ভারত, সিঙ্গাপুর এবং হংকং এ মিলিটারী ও বিমানবাহিনীর সাজসজ্জা দেখে ফক্সের তাই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত—এগুলি আর কিছু নয়, হয় আত্মরক্ষার নয় আক্রমণের উদ্দেশ্যেই রচিত।

দশম অধ্যায়ের নাম 'উপনিবেশ ও শ্রমজীবী শ্রেণী'। কলোনীর টাকায় ইংরেজ শ্রমজীবী শ্রেণীকে একদা দেওয়া হয়েছিল উচ্চমানের জীবনযাপনের সুযোগ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হওয়ার ফলে, পুঁজিবাদের পতন এবং শ্রমজীবীদের সুযোগ সুবিধার হ্রাস ঘটতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে গড়ে উঠতে থাকল শ্রমজীবী শ্রেণীর পার্টি—কম্যুনিষ্ট পার্টি। গড়ে তোলা সাম্রাজ্যের ভাঙনের পথে অন্তরায় এক ধরনের সাম্রাজ্যপ্রেম বা দেশপ্রেম, যা সচেতন ভাবে লালন করে, বিস্তৃত করে আন্দোলনের সংস্কারপন্থী নেতারা। এমনই একজন হলেন মিঃ জে. এইচ. টমাস। কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতী ঘরের বেকার ছেলেরা বা ডাণ্ডী জুট মজুররা বুঝে গেছে সাম্রাজ্য বা কোনো কিছুই তাদের বেকারত্ব ঘোচাতে পারবে না। লেবার পার্টি হয়েছে উপনিবেশের প্রশ্নে পুঁজিপতি শ্রেণীর আদর্শের প্রতি অতি বিশ্বস্ত। ফলে ১৯২৪ এবং ১৯২৯-৩১ সালের এই লেবার গভর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, শিশুদাস শ্রমিকের মানোন্নয়ন করতে পারেনি, বরং হাজার হাজার শ্রমিককে জেলে পুরেছে, কয়েক কুড়ি লোককে ফাঁসিতে লটকেছে, কয়েক শ লোককে বোমা বা মেশিনগান দিয়ে খুন করেছে এবং মেয়েরাও রেহাই পায় নি।[২৫] এই মেকী সমাজতন্ত্রের উৎস সন্ধানে আমাদের যেতে হবে ১৯০৭ সালে ষ্টুটগার্ট-এ অনুষ্ঠিত ২য় আন্তর্জাতিকের সম্মেলনে। সেখানে উপনিবেশ প্রশ্নে বলা হয়েছিল অর্থনৈতিক কারণেই প্রতিটি ইউরোপীয় দেশেরই প্রয়োজন উপনিবেশ। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক রাজত্বে উপনিবেশ বিস্তার মানে সভ্যতার বিস্তার। সোসালিষ্ট সভ্যদের উচিত তাদের নিজ নিজ দেশের সরকারকে এ বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া। কংগ্রেসে উপস্থিত জঙ্গীরা (যেমন, বলশেভিক) এতে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। লেনিন সেখানে বলেন—ইউরোপীয় প্রলেটারিয়েতের শ্রমে নয়, দাসকৃত উপনিবেশ বাসীদের শ্রমে প্রতিপালিত হচ্ছে গোটা সমাজ। ইংরেজ বুর্জোয়ারা ইংরেজ শ্রমিকদের থেকে ভারতীয় ও অন্যান্য উপনিবেশের শ্রমিকদের দশগুণ, শতগুণ

সংগৃহীত রাজস্ব নিয়ে খরচা করে। উপনিবেশ বজায়ের গুণ্ডামী এক্ষেত্রে সহায়ক হয়। এটা নিশ্চয়ই একটি সাময়িক ব্যাপার, তবে এজন্য সব দেশের প্রলেটারিয়েটকে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য জোট বাঁধতে হবে।'

উপনিবেশ সম্পর্কে লেবার পার্টির যে নয়া ঘোষণা ১৯৩৩-এ হেস্টিংস সম্মেলনে পেশ করা হয়েছে তা ১৯০৭-এ স্টুটগার্ট সম্মেলনে প্রচারিত বক্তব্যেরই ধারাবাহী। যেমন, এতে ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই (পূর্ব আফ্রিকা বাদে)। যেমন, এতে উপনিবেশের জনগণের জাতীয় ও সামাজিক জাগরণের কোনো কথা নেই। এই রিপোর্টে ভারতের কথা বাদ গেছে, যদিও লেবার পার্টি সরকারীভাবে জাতীয় সরকার ও শ্বেত-পত্রকে সমর্থন জানায়, যা গোলটেবিল বৈঠকের ফল। কিন্তু লেবার পার্টির উপনিবেশ নীতির বিপজ্জনক প্রবণতা যা রিপোর্টে নেই, আছে এদিক ওদিক ছাপা প্রবন্ধে।[২৬] যেমন 'বিদ্রোহী ভারতের' সাজা বন্ধু সাংবাদিক মি. ব্রেলসফোর্ড 'নিউ লীডার' পত্রিকার ১৯৩২, ৮ জানুয়ারী সংখ্যায় লেখেন ভারতে সামাজিক ও কৃষিবিপ্লবের অনিবার্য অগ্রগতি হচ্ছে।

এর পরই লেখেন লর্ড আরউইন ওয়েজউড, বেন-এর জোট উইলিংডন, হোর জোটের থেকে ভালো, ইঙ্গভারতীয় ব্যুরোক্রেসীর কিছু অংশ ভালো। শেষ পর্যন্ত তিনি বলে বসেন উত্তরপ্রদেশে চাষীদের খাজনা বন্ধ আন্দোলন বলপূর্বক দমন করা উচিত, কারণ তা গান্ধী আরউইন সন্ধিচুক্তি বিরোধী। তিনি বলতে চান এ কৃষক বিপ্লব নিছক অর্থনৈতিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয়। শ্রমজীবী শ্রেণীর কি ভূমিকা হবে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তা আলোচিত হয়। তাতে বলা হয়, একটি শ্রমজীবী শ্রেণীর পার্টিকে সাম্রাজ্য-বাদী শাসনের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা উন্মোচন করতে চালাতে হবে একটানা সংগ্রাম, বন্ধ করাতে হবে উপনিবেশের লোকদের ওপর সব 'ছোট্ট যুদ্ধ' আর ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশের ওপর থেকে ব্রিটিশ মিলিটারী শক্তিকে তুলে নিতে বিক্ষোভ জানাতে হবে। তাদের লক্ষ্য হবে লেবার পার্টি প্রস্তাবিত উপনিবেশের তথাকথিত 'উন্নয়ন'-এর বদলে সম্পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা, শিল্প ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়তে উপনিবেশের শ্রমজীবী শ্রেণীকে সর্বাধিক সাহায্য করা। দুটো আপত্তি তোলা হয়। অনগ্রসর জনগণকে স্বাধীনতা দেওয়া অসম্ভব, দ্বিতীয়তঃ তাহলে ইংরেজ শ্রমজীবী ও তার পরিবার না খেয়ে মরবে। কিন্তু এ দুই সত্য হলেও সমাজতন্ত্রের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে ভুল হলেই এমন আপত্তি ওঠে। সবশেষে ফক্স এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান (যাতে তাঁর সংশয়

নেই) যে, ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশে জনগণের বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক ব্রিটেন গড়া সম্ভব নয়। বেকারী দূর করা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়, উপনিবেশের লোকদের দাস করে রেখে। লেবার পার্টি, সাম্রাজ্যের মুক্ত বাজার, ওটা ওয়া চুক্তি, উপনিবেশের শ্রমিক ও কৃষকের জীবনের মানোন্নয়ন করতে পারবে না, বরং তাদের আরও হতাশ করবে, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীটা আবার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাকাতে শক্তিগুলির হাতে পুনর্বিভক্ত হবে। শ্রমিকরা বুঝবে কার্লমার্ক্সের কথার সত্যতা—কোনো জাতই অন্যকে নিপীড়িত ক'রে স্বাধীন থাকতে পারে না।

এখানেই বইটি শেষ। পরিশিষ্ট-১-এ আছে কিছু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান। তাতে আছে ভারতে গ্রামবাসীর সংখ্যার বিভাজন। আছে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের পরিমাণ। এরপর আছে প্যালেস্টাইন, কেনিয়া উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গানাইকা, নাইজিরিয়া, গোল্ডকোস্ট, মিশর, সুদান, ইরাক-এর জমি ও জনসংখ্যার পরিমাণ। পরিশিষ্ট-২-এর নাম 'ভারতে জনস্বাস্থ্য'—এখানে প্রথমে আছে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এ উদ্ধৃত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যাতে আছে শিশুমৃত্যুর হার, অপুষ্টির হার, খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে জনসংখ্যার অনুপাত। এরপর আছে নানাবিধ রোগ ব্যাধির বিবরণ। বলা হয় দুর্দশা, অনাহার এবং ব্যাধিকে মোকাবিলা করা যাবে বিবাহ বয়সের বৃদ্ধি, বদান্যতা ও প্রচার মারফৎ। শিশু বিবাহ, পর্দা প্রথার অবলুপ্তি, গ্রামে সত্যিকারের স্বাস্থ্যব্যবস্থা আনা যেতে পারে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারলেই, জমিদারী প্রথা, মহাজনীবৃত্তি ও সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার দূর করতে পারলেই।

*

মাত্র ১২৫ পৃষ্ঠার এই বইতে তেত্রিশ বছরের ফক্স যেভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাইরের ও ভেতরের চেহারাটা তুলে ধরেছেন, তথ্য ও তত্ত্বের প্রাচুর্য ও প্রাঞ্জলতার পরিচয় দিয়েছেন তা এককথায় বিস্ময়কর। ফক্সের লেখায় যে একজন দায়বদ্ধ যোদ্ধার সতেজতা আছে, রজনীপামের লেখায় অনেক প্রশংসনীয় গুণ থাকলেও তা নেই। কোনো কোনো জায়গায় সামান্য যে ছোটখাট ভুল আছে তা দূরত্বের কারণেই খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু এ লেখা যে সত্যিই পরিপূর্ণ শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, সেই লড়াইয়ের এক ভিনদেশী সাথীর লেখা সে ধারণা গড়তে কোনো সংশয় থাকে না।

উল্লেখ সূত্র

১. The British Communist Party—Henry Pelling, Pg.81

২. Communist Politics in Britain : From its origin to the second world war, Hugo Dewar, Pg 14

৩. Modern India—Sumit Sarkar Pg.6,24

৪. বৃটিশ ভারতকে যে কষ্ট দিয়েছে তা ভারতের পূর্বের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার থেকে স্বতন্ত্র এবং তার তীব্রতাও যে বেশী সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। মার্ক্স, ভারতে ব্রিটিশ শাসন।

৫. ১৮৫৩ তে মার্ক্স বলেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন ইতিহাসের অসচেতন যন্ত্র হিসেবে কাজ করছে। আশা করেছিলেন বাষ্প ব্যবহার এবং ব্রিটিশ কারখানাজাত সস্তা উৎপাদিত দ্রব্য দিয়ে (বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র) গ্রামীণ গোষ্ঠীজীবনের নিশ্চলতা ও নিষ্ক্রিয় অস্তিত্বকে ভেঙে দেবে। পরবর্তীকালে এই মত বদলান। অধিকতর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান তাঁকে নিঃসংশয় করে যে বিদেশী পুঁজির শাসন শিল্পায়ন বিরোধিতার প্রক্রিয়া শুরু করেছে, ভারতীয় অর্থনীতিকে এক মেট্রোপলিটান দেশের অর্থনীতির লেজুড় করেছে এবং ঠেলে দিচ্ছে আরো অনগ্রসরতার দিকে।

৬. অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ডে হঠাৎ যে মূলধন পাওয়া গিয়েছিল তা এসেছিল প্রধানতঃ ভারত থেকে লুঠ করা ঐশ্বর্য থেকে।... ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব সম্ভব করে তোলার কাজ যে মূলধন সঞ্চয়, এক অত্যাবশ্যক ভূমিকায় অভিনয় করে, তার গোপন উৎস ছিল ভারত লুঠ করা সম্পদ।

৭ ক. স্যার জর্জ কর্ণওয়াল লুইস ১৮৫৮ সালে পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণমেণ্টের চেয়ে অসাধু, শঠ, প্রবঞ্চক ও লোভী গভর্ণমেণ্ট সভ্য জগতে আর কখনও দেখা যায় নি।' India Today—Pg 103

খ. ডি আর. গ্যাডগিল মন্তব্য করেন—"সম্ভবতঃ প্রাচীন হস্তশিল্পের বিনাশই হল এই অর্থনৈতিক পালাবদলের একমাত্র নাটকীয় ঘটনা। (The Industrial Evolution of India in Recent Times, 1933) বি. ডি. বসু ভারত থেকে ইংলণ্ডে আমদানীকৃত বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর বসানো শুল্ক সমূহের বিস্তৃত তালিকা পেশ ক'রে দেখান কিভাবে ব্রিটিশ নিজ শিল্প পোষণের জন্য এবং সে শিল্পগুলোর এক আভ্যন্তরীণ বাজার যোগান দেবার জন্য সুপরি-

কল্পিত উপায়ে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাহত করেছিল। (Ruin of Indian Trade and Industries) বি. ডি. বসু এই ধ্বংসের অন্ততঃ ৮টি পথ দেখান— ১. ভারতের ওপর ব্রিটিশের অবাধ বাণিজ্য চাপান ২. ইংলণ্ডে ভারতীয় উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর অত্যধিক শুল্ক আরোপ ৩. ভারত থেকে কাঁচামাল রপ্তানি ৪. চালানি কর ও শুল্ক চালু ৫. ভারতে ব্রিটিশদের বিশেষ অধিকার দান ৬. রেলওয়ে তৈরী ৭. ব্যবসার গোপন তথ্য প্রকাশে ভারতীয় কারিগরকে বাধ্য করা ৮. প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

—ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি—এ, আর. দেশাই, পৃ.৬৯-৭৯

৮. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্প গড়ে তোলার জন্য ভারতীয় দ্রব্যের ওপর চড়াশুল্ক বসাবার নীতিকার্যে পরিণত হয়। ১৮১৪-৩৫র মধ্যে বৃটেন থেকে ভারতে তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানি বছরে দশলক্ষ গজ থেকে ৫১০ লক্ষ গজে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ব্রিটেনে ভারতীয় বস্ত্র আমদানী ১২½ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৬ হাজারে গিয়ে থামে। এ ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে পশম, পশমজাত দ্রব্য, লোহা, মাটির তৈরী জিনিস, কাঁচ ও কাগজের ক্ষেত্রেও। সবচেয়ে বড় আঘাত এল কৃষি ও পারিবারিক শিল্পের সংমিশ্রণে গড়া প্রাচীন গ্রাম্য অর্থনীতির ওপর! রুজি রোজগার হারিয়ে শহর ও গাঁয়ের লক্ষ লক্ষ শিল্পী, কারিগর, বয়নবিদ, তাঁতি, কামার, লৌহশিল্পী চাষে গিয়ে ভিড় জমাল। India Today, Pg, 118—122

৯. এ, আর. দেশাই বলেছিলেন—"আধুনিকতম অর্থে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা যায় না।" (ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের সামাজিক পটভূমি, পৃ. ২৬৯) ধনাগারে লেখেন ব্রিটিশ প্যারামাউনশ্টসির প্রভাবে অযোধ্যার জমিদার ও অভিজাতবর্গের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া বিদ্রোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অবিলম্ব একটি কারণ। কিন্তু এর মানে এই নয় যে সম্পূর্ণ অভ্যুত্থানটি ক্ষমতাচ্যুত জমিদার ও উচ্চসম্প্রদায় দ্বারাই পরিকল্পিত হয়েছিল এবং জনগণ আদৌ কোনো অংশ নেয়নি। শ্রী সুলেখ গুপ্ত দলিল ঘেঁটে দেখিয়েছেন যে সব জায়গার গ্রামের লোকজন ব্রিটিশ খাজনা ও শাসন নীতির দ্বারা বিব্রত হয়েছে সেই সব জায়গাতেই অভ্যুত্থান হয়েছে মারাত্মক। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয় মহাবিদ্রোহের কৃষি কেন্দ্রিক প্রসঙ্গটি হয় স্বল্পালোচিত নয় উপেক্ষিত হয়েছে। এমনকি মার্ক্স ও তাঁর সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ক প্রতি-বেদনগুলিতে তৃণমূলে কৃষক অসন্তোষের ব্যাপারটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নি। Peasant movements in India—D. N. Dhanagare, Pg-35-37

সাভারকর বিদ্রোহের বছর তিরিশেকের মধ্যেই একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেছিলেন। মুজফ্ফর আহমেদ এ বিদ্রোহের পিছনে ভূমিহীন কৃষক ও কর্মহীন কারিগরদের তীব্র অসন্তোষকে উল্লেখ করেছেন। বিনয় ঘোষ ও গোপাল হালদার দেখান নতুন বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজ শ্রেণীস্বার্থে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ শাসকদের সমর্থন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। সুশোভন সরকার বলেন, মহাবিদ্রোহের মধ্যে সামন্ত ধ্যান ধারণার অস্তিত্ব থাকলে ও তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করা অসঙ্গত। সংগ্রাম বিধ্বস্ত না হলে নতুন শক্তি বা ধারণার উদয় ও অসম্ভব ছিল না। পি. সি. যোশী বলেন বিদ্রোহী সিপাহীরা আচরণে ও নেতৃত্বে এক বিশাল ও সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল। নরহরি কবিরাজের মতে এটি ছিল সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের মানুষের একটি জাতীয় অভ্যুত্থান। তালমিজ খালদুন বলেন, বৃটিশ শাসকরা এই প্রথম ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলিত শক্তির সম্মুখীন হয়। সুপ্রকাশ রায় এই কৃষক সংগ্রামীদের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ক'রে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর প্রথম সশস্ত্র জাতীয় গণঅভ্যুত্থান রূপে দেখেন।

১০. ১৮৫৩-তে ডালহৌসীর মন্তব্য — রেলপথ তৈরী বৃটিশ পণ্যের বাজার তৈরীতে সাহায্য করবে। রেলপথ তৈরীর জন্য যে প্রভূত খরচ হয় তা ইংরেজ পুঁজিপতিরা ভারতীয় রাজস্বের থেকে ৫% সুদ পাবার প্রতিশ্রুতিতে ঋণ দিত। গড়ে বছরে প্রায় ১০০ লক্ষ পাউন্ড ঋণ বাবদ ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হত। রেলপথ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চা, কফি, রবারের চাষ ও ছোটখাট কয়েকটি ব্যবসার উন্নতি ঘটল, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৃটেন থেকে ভারতে বেসরকারী ব্যক্তিগত পুঁজি খাটানো তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল।

১১. ভারতীয় অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত লক্ষ লক্ষ মজুরদের একাংশ বাগিচা শিল্পে যোগদান করে মজুর হিসাবে। ভারতে প্রধান বাগিচা শিল্প চায়ের উৎপাদন শুরু হয় ১৮৫১ সাল থেকে। আর দুটি বড়ো মাপের বাগিচা শিল্প হল রবার ও কফি। ১৯২৮ সালে চা শিল্পে স্থায়ী ও অস্থায়ী মজুরের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮,৩১,৪৩৮ ও ৭৫,৩৪৯। ১৯১৮-১৯ সালে চা মজুরের রেশন বোনাস, ভাতা সহ বেতন ছিল পুরুষ ৬ টা ৫ আনা, স্ত্রীলোক ৫ টা ৯ আনা, শিশু ৩ টা ১ আনা। তাদের বিহিত ৯ ঘণ্টার অনেক বেশী খাটানো হত, ব্যাপকভাবে ১৬ বছরের কম বয়সীদের চুক্তি অমান্য করে নিযুক্ত করা হত। ১ম মহাযুদ্ধের সময় চা শিল্পে মুনাফা প্রচণ্ড বাড়লেও শ্রমিকের বেতন বাড়ে

নি। অসহযোগ আন্দোলনের কালে তারা দৈনিক রোজগার করেছে ৩ আনা, আর পেয়েছে বর্বর নির্যাতন। ১৯২০ সালে তারা বিভিন্ন বাগানে কাজ বন্ধ করে দেয়, প্রায় ৮ হাজার মজুর বাগান ত্যাগ করে। ১৯২০ সালের ২০ মের রাত্রে চাঁদপুর ষ্টেশনে বাগান ছেড়ে আসা অপেক্ষমান ৩০০০ কুলির ওপর পুলিশ বেয়নেট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেককেই নদীতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। কালক্রমে চা মজুরদের ট্রেডইউনিয়ন গড়ে ওঠে।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—সুকোমল সেনগুপ্ত, ৯৬-১০৭

১২. রজনী পাম দত্ত বলেন, ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ইতিহাসের তিনটি বিভিন্ন পর্যায় আছে। প্রথম যুগ হল বাণিজ্যপুঁজির যুগ, তার প্রতিনিধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। এই ব্যবস্থা চলেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত। দ্বিতীয় যুগে এল শিল্পগত পুঁজি যা উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে। তৃতীয় হল, ব্যাঙ্ক পুঁজির যুগ যা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পরিপুষ্টি লাভ করতে করতে এগিয়েছে।

India Today, Pg, 97

১৩ ইরফান হাবিব একটি প্রবন্ধে বলেন রেলব্যবস্থা যে আধুনিক শিল্পায়নের অগ্রদূত মার্ক্সের এই ধারণা সঠিক। (Marx's Perception of India—The marxist, July-Sept, 1983) যদি ও আগে বলেছেন সম্পূর্ণ উল্টো কথা Colonialization of the Indian Economy 1757-1900, Social Scientist, march কিন্তু Daniel Thorner বলেন ভারতের স্বদেশী শিল্প উন্নয়নে রেলপথ বাধাই সৃষ্টি করেছে। (Great Britain and the Development of India's Railways—Journal of Economic History, Fall 1951)

D. H. Buchanon বলেন ব্রিটিশ পুঁজি এই রেলপথ তৈরী করে উপনিবেশের শাসকদের কাছ থেকে লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়ে। রেলপথ ইংল্যাণ্ডকে ভারতের জন্য দ্রব্য নির্মাতা করতে সাহায্য করল, কিন্তু ভারতকে নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণে সাহায্য করল না। রেলগাড়ি, ইঞ্জিন সবই তৈরী হত ইংল্যাণ্ডে। (The Development of Capitalistic Enterprise in India P, 179, 186, 193)

এ সব তথ্যই নিয়েছি The Indian Big Bourgeoisie—Suniti Kumar Ghosh বইটি থেকে।

১৪. রায়ের মতে জমা মূলধন স্বদেশে লাভের ব্যবসায় খাটাতে না পেরে তারা উপনিবেশে তাকাল। উপনিবেশকে শিল্পে অনগ্রসর করে রাখলে এই বিনিয়োগ বাড়ানো যাবে না। তাই ইচ্ছে না থাকলেও তারা কিছু পরিমাণ শিল্পায়নের সুযোগ দিচ্ছে। আর এই শিল্পায়নের মাধ্যমেই ঔপনিবেশিকতার উৎখাত হতে থাকবে। বলা বাহুল্য এ ভ্রান্ত মত।

১৫. ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প এবং ভারতীয় সুতাকলজাত সামগ্রী শিল্পের দ্বন্দ্ব খুবই অতিরঞ্জিত করে বলা হয়ে থাকে। ১ম বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল খুবই সীমিত, কারণ তাদের বাজার ছিল আলাদা এবং সম্পূরক (Complimentary) ভারতীয় মিলে প্রস্তুত coarse yarn ও কাপড় ল্যাঙ্কাশায়ার মিলে প্রস্তুতঃ সূক্ষ্ম প্রকারের তুলনা হয় না।··· বলা যায় ভারতীয় সুতাকল ব্রিটিশ পুঁজির উপাঙ্গ হিসেবেই বিকশিত হয়েছিল।

The Indian Big Bourgeoisie – Suniti Kumar Ghosh, Pg. 16).

১৬. একালের রুশ তাত্ত্বিক V. I. Pavlov বলেছেন, ভারতের বড় বুর্জোয়ারা কমপ্রাডর হিসেবে শুরু করলেও দুই বিশ্ব যুদ্ধ মধ্যবর্তীকালে জাতীয় বুর্জোয়া হয়ে যায়। (The Indian capitalist class, Pg 400-7) বিপন চন্দ্র বলেন, ১৯১৪ সালের পর ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে কোনো সক্রিয় সম্পর্ক ছিল না। (The Indian capitalist class and British Impeialism in Indian Society ; Historical Probings—R S sharma (ED), P 391 কিন্তু এই দুই মন্তব্যই সত্য নয়। অমিয় বাগচী দেখান, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে টিসকো এমনকি লাভের অংক কম হবে জেনেও সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দূরদর্শিতা দেখায়। (Private Investment in India, P. 307) বেশ কিছু বছর টাটার ডিরেক্টরদের ১/২ জন ভাইসরয়-এর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য হয়েছে। তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের ঃ০ বিক্রী হয়েছে ব্রিটিশ চালিত রেল ও জনপ্রকল্পে। (ঐ) তারিফ বোর্ড এর কাছে টিসকোর নিরাপত্তার কথা প্রথমেই বলা হয়েছিল কারণ সুয়েজের পূর্বদিকে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সেখানে তারা ষ্টীল সরবরাহ করবে। (ঐ) ১৯৩১ সালে তৎকালীন চেয়ারম্যান নওরোজী সাকলাতওয়ালা বলেছিলেন এই সংকটের দিনেও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় আমরা বেশী নিরাপত্তা পেয়েছি। (The House of Tata—S K Sen,·P, 60) ১৯২২ ও পরের কয়েক বছর টিসকোর সংকটে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার ও ব্রিটিশ পুঁজিই প্রধানতঃ

তার উদ্ধারে এগিয়ে আসে। ভাইসরয় লর্ড রিডিং আশ্বাস দিয়ে জনৈক কর্মকর্তাকে জানিয়েছিলেন, জামসেদপুরের চিমনি দিয়ে যাতে ধোঁয়া বেরুনো অব্যাহত থাকে সেটার ব্যবস্থা করতে আমরা সংকল্পিত। পাঁচ দিন পরেই ডিবেঞ্চার হিসেবে ৫০ লক্ষ টাকা দেবার পক্ষে ভোট দেন। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের আধিপত্যযুক্ত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া টিসকোকে ২০ মিলিয়ন টাকার ঋণ দেয়। ভারতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে টিসকো বেঙ্গল আয়রণ কোং লিমিটেড এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টিল কোং এই দুই পিগ আয়রণ প্রস্তুতকারক এর (মালিকানা প্রধানতঃ ব্রিটিশের) সঙ্গে এক ট্রাস্ট গড়েছিল এবং পিগ আয়রণের মুদ্রাস্ফীতিজনিত চড়া দাম বজায় রেখেছিল। তাছাড়া টিসকো ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে কম দামে ষ্টিল বিক্রি করত। টাটার অন্যতম ডিরেক্টর এন, বি. সাকলাতওয়ালা এগুলো মেনে নিয়ে তাদের কাজকে সমর্থনই করেছিলেন। (Modern Review, Oct, 1931)

১৭. ভারতীয় মিলমালিকরা গান্ধীবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীর ১৯২০-২১ এবং ১৯৩০-৩২র আন্দোলনে 'স্বদেশী'র বিরোধিতা এবং ব্রিটিশ সরকারকে পরিপূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। ১ম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য সৈন্য জোগাড়ে তৎপর হয়েছিলেন। গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনকে তাঁর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই বলেছিলেন নিপীড়িত মানবতার প্রতিবাদের নির্গমন পথ। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ লেগে গেলে ১৯৩৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর গান্ধী ভাইসরয় লিনলিথগোকে জানান—আমি শুধু ভারতের মুক্তির কথা চিন্তা করছি না। এটা তো আসবেই, কিন্তু ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের যদি পতন হয় বা এই দুই শক্তি জার্মানীকে ধ্বংস করে দেয় তাহলে এর কি দাম থাকবে? ১৯৪০-এর নভেম্বর আবার একবার ব্যক্তিগত আইন অমান্য করার সময় মহাদেব দেশাইকে পাঠান গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা এবং অতিরিক্ত হোম সেক্রেটারী ধরনের চারজনের কাছে এই আশ্বাস দিয়ে যে এই আইন অমান্য যুদ্ধ ব্যবস্থাকে বাধা দেবে না কারণ গান্ধী ব্রিটিশদের কথা সব সময় মনে রেখেই প্রতিটি পদক্ষেপ নেন এবং এখন যা করতে যাচ্ছেন তা আপাত বিরোধী কার্যক্রম মাত্র। ১৯৪১ সালের ১২ই অক্টোবর জানান, ইংলণ্ডের অসুবিধার দিনে কি অহিংস আন্দোলনের শপথ নেওয়া যায়? ১৯৪০ সালে হিটলারের কাছে হল্যাণ্ডের আত্মসমর্পণের সময় গান্ধী লর্ড লিনলিথগোকে লিখেছিলেন শান্তির জন্য আবেদন করতে, কারণ হিটলারকে যত খারাপ দেখানো হয় তিনি ততটা খারাপ নন। তিনি বলে-

ছিলেন ব্রিটেনবাসীর কাছে আবেদন রাখা হোক তারা যেন অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে হিটলার ও মুসোলিনীকে আমন্ত্রণ করে এনে যা তাদের ইচ্ছা তুলে নিয়ে যাবার অনুমতি দেয়।

সব তথ্যই নিয়েছি **The Indian Big Bourgeoisie—Suniti kumar Ghosh** এর অনেকগুলি পৃষ্ঠা থেকে।

১৮. আইন সভার উদ্বোধনী বক্তৃতায় (২৯।৩।২৯) লর্ড আরউইন দেশে ক্রমবর্ধমান কম্যুনিষ্ট কার্যকলাপে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারপর ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ শ্রমিক ও কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ৩১ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ, ডাঙ্গে, শৌকত উসমানি, পি. সি. যোশী, বিশ্বনাথ মুখার্জী, রাধারমণ মিত্র, ধরনী গোস্বামী, বি. এফ. ব্রাডলী, ফিলিপ স্প্রাট, হিউ লেস্টার হাচিনসন প্রভৃতি। মামলা চলে প্রায় ৪½ বছর। এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নিন্দায় সোচ্চার হন আইনস্টাইন, ওয়েলস, রোলাঁ, ল্যাস্কি প্রমুখ। অভিযুক্ত তিন বিদেশী ভারতীয় শ্রমিক ও কম্যুনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে বন্দী জীবন যাপন ক'রে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিচয় দেন। অভিযুক্ত-দের বিবৃতি ও আচার আচরণের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মার্কসবাদী দর্শনে তাদের প্রগাঢ় নিষ্ঠার অভিব্যক্তি ঘটেছিল অপর দিকে তেমনি প্রদর্শিত হয়েছিল কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক নেতা হিসেবে তাদের সমুন্নত চেতনা ও বলিষ্ঠ আত্ম-মর্যাদা। বিচার চলাকালীন অন্যতম বন্দী ডি আর ঠেংড়ীর জীবনাবসান ঘটে। মামলা পরিচালনার জন্য বন্দীদের মূলতঃ নির্ভর করতে হয় ব্রিটিশ শ্রমিকদের অর্থ সাহায্যের উপর।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—সুকোমল সেন।

পৃ ১৩৯-১৪৬

১৯. মোপলা বিদ্রোহীরা কয়েকমাস ধরে চার লাখ হিন্দু অধ্যুষিত একটি অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। সেখানে ছিল অত্যাচারী জমিদার, মহাজন, অসংখ্য ব্রিটিশ তাঁবেদার। এক হিন্দু প্রধান জায়গায় মোপলারা ১৩ মাইল মার্চ করে যায় কোনো এক অত্যাচারী হিন্দু জমিদারের রেকর্ড পুড়িয়ে দেবার জন্য। এই সশস্ত্র ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিদ্রোহের রক্তাক্ত দমন পর্বে ২৩৩৭ জন নিহত, ১৬৫২ আহত, ৪৫,৪০৪ জন বন্দী হয়। পোদানুর-এ ২০শে নভেম্বর এক রেলওয়ে ওয়াগনে বন্ধ অবস্থায় ৬৬ জন মোপলা বন্দীর

শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়। এ সিরাজউদ্দোল্লার অন্ধকূপহত্যার অতিশয়োক্তি-পূর্ণ কাহিনীর থেকেও ভয়ঙ্কর।

Modern India – Sumit Sarkar, pg. 217

২০. কুখ্যাত কানপুর মামলার অভিযুক্ত আটজন ভারতীয় কম্যুনিস্টের মধ্যে ছিলেন – ডাঙ্গে, সৌকত উসমানী, মুজফফর আহমদ এবং নলিনী ভূষণ দাশগুপ্ত। এম. এন. রায় ছিলেন ভারতের বাইরে। অভিযোগ ছিল শ্রমিক কৃষক সংগঠন মারফৎ এরা ভারতকে গ্রেট ব্রিটেন থেকে বিযুক্ত করে তুলতে চায়। সাক্ষী ছিল পুলিশ ও সরকারী ভাড়াটে লোকেরা। ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টি লেবার সরকারের এ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। একটা সাহায্য তহবিল গড়ে তোলা হয়। এক ইস্তাহারে বলা হয় ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের বিপদ ব্রিটিশ আন্দোলনে বিপদের সতর্কবার্তা বহন করে। পার্টি এই ঘটনাকে ব্রিটেন ও সমগ্র এশিয়ার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, দাবী তোলে – 'আমাদের ভারতীয় ভাইদের জন্য সমানাধিকারের দাবী তোলো, যাতে তারা লেবার ও সমাজতান্ত্রিক প্রচারের যে অধিকার আমরা পেয়ে থাকি, তা পায়। **Workers' Weekly may 9, 1924** এ প্রকাশিত হয় – **Appeal of the Communist International on the Cawnpore Trial.** ব্রিটিশ পার্টি আরও বলে – "হে ভারতের চাষী, মজুর বন্ধুরা! ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট শ্রমজীবী বন্ধুরা সাথী হিসেবে তোমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আর ঘোষণা করছে…একজন হ্যালডেন বা একজন অলিভিয়ের এর চেহারা দেখে ব্রিটিশ শ্রমজীবীর চেহারা বলে ভুল কোরো না। আমাদের সংগ্রাম ও তোমাদের সংগ্রাম এক··ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টি ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতীয় জনগণের পূর্ণ মুক্তির পক্ষে দাঁড়ায়।

Hist. of the C. P. of G. B – J. klugmann, vol 1, pg. 305

২১. বোম্বাই-এর বস্ত্রকল শ্রমিকদের সর্বাপেক্ষা জঙ্গী সংগঠন ছিল। 'গিরণি কামগর' ইউনিয়ন। ৩২৪ জন সদস্য নিয়ে ১৯২৮ সালের ২২শে মে এই ইউনিয়নের জন্ম হয় কিন্তু ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ইউনিয়ন সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৪,০০০। এই ইউনিয়নটির গঠন ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কম্যুনিষ্টরা এই ধর্মঘটের নেতৃত্বে আসতে পেরেছিল র‍্যাশনালাইজেশনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মনোভাব সঠিকভাবে অনুধাবন ক'রে সঠিক সংগ্রামী কর্মসূচী নিয়ে। ২য় পর্যায়ে ৫ মাস ধর্মঘট চলে ১৯২৯ সালে, মালিক পক্ষের প্রতিহিংসামূলক দমননীতির বিরুদ্ধে।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (২য় খণ্ড) সুকোমল সেন
পৃ ১০৭-১১০

২১. মস্কোতে কম্যুনিস্ট-ইনটারন্যাশনালের ষষ্ঠ বিশ্ব সম্মেলনে পাশ হওয়া প্রস্তাবে জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিবিধ সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়। ভারতীয় কম্যুনিস্টদের বলা হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংস্কারবাদী চেহারাটির মুখোস তারা যেন অবশ্য খুলে দেয় এবং স্বরাজ্যবাদী ও গান্ধীবাদীদের নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রতিটি ধাপেরই যেন বিরুদ্ধতা করে। Draft platform of Action of the Communist party of India নামক যে দলিলটি কমিনটার্নের International Press Correspondence এ ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে বার হয় তাতে গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসকে counter revolutionary organization বলা হয়েছে, এবং জনগণকে জওহরলাল ও সুভাষ প্রভৃতির বামপন্থী সংস্কারবাদী নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ক'রে বলা হয়—'The most harmful and dangerous obstacle to victory of the Indian revolution is the agitation carried on by 'left', elements of the national Congress led by Jawharlal Nehru, Bose, Ginwala and others.'

২৩. ১৯২৪ সাল থেকে রায়ের কর্মকুশলতা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে কমিনটার্নের কর্মকর্তাদের মনে কিছুটা সন্দেহ দেখা দেয়। তাঁরা সিপিজিবির কোনো কোনো সদস্যকে ও কাজের জন্য ভারতে পাঠাতে থাকেন। ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি রায় ও বোরোদিনকে চীনে যেতে হয় কমিনটার্নের প্রতিনিধি হিসেবে কুয়োমিনটাঙ-এর সঙ্গে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির জোট বাঁধার নীতি কার্যকব করার জন্য। কিন্তু এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়, চিয়াংকাইশেক ও কুয়োমিনটাঙ চীনের কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানতে থাকেন। চূড়ান্ত অসম্মানের মধ্যে রায় ও বোরোদিনকে ফিরে আসতে হয়। তখন চীনে 'এই অসাফল্যের জন্য রায়ের কৌশলহীনতা ও হঠকারিতাকেই মস্কো দায়ী করে বসে। ১৯২৭-এ রায়বিরোধী ইউরোপীয় গোষ্ঠী আয়োজিত ব্রাসেলস এর নিপীড়িত জাতীয়তাবাদীদের সম্মেলনে রায়-এর বদলে জওহরলালকে ডাকা হয়। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ১৯২৭-এই রায়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা নিয়ে মস্কো পৌছান। তাছাড়া রায়ের ডিকলোনিয়াজেশন এর প্রচারিত তত্ত্বে ক্রম অভিব্যক্তিবাদের মাধ্যমে বিনাসংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে দেশীয় বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনার কথা বলা হয়। এতত্ত্ব কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস (১৯২৮) অগ্রাহ্য করে। এরপর ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে কমিনটার্নের মস্কোয় অনুষ্ঠিত দশম সম্মেলনে রায়কে

বহিষ্কার করা হয়। এই সময় থেকেই বলা হয় রায় রেনিগেড আখ্যাত হয়েছেন।

২৪. সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ যে বড়োমাপের যুদ্ধকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল এ সম্পর্কে সিপিজিবির পক্ষ থেকে সাকলাতওয়ালা হাউস অফ কমন্স্-এ সমালোচনা করেন।

History of the Communist Party of Great Britain vol : 2, James klugmann, P ৩০৪

২৫. কমিনটার্ণ উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে রণনীতি ও রণকৌশল বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে সক্রিয় মনোযোগ দিয়েছে। ১৯২০ তে জাতীয় ও উপনিবেশিক সমস্যা সম্পর্কে খসড়া প্রস্তাবে লেনিন বলেন অনগ্রসর দেশগুলিতে জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সব ধরনের সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করা এবং নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা অবশ্য কর্তব্য। ১৯২৪ এর জুন ২য় আন্তর্জাতিকের ২য় কংগ্রেসে বলা হয় মহাযুদ্ধোত্তর অবস্থায় সর্বহারারা পার্লামেন্টারী পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে পারবে না। গড়ে তুলতে হবে জঙ্গী ট্রেডইউনিয়ন। ২য় আন্তর্জাতিকের ৪র্থ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গয়া কংগ্রেসে প্রেরিত বাণীতে সহিংস বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। বলা হয় দেউলিয়া মধ্যবিত্ত, নিঃস্ব কৃষক, শোষিত মজুর শ্রেণীকেই করতে হবে আন্দোলনের মেরুদণ্ড।

১৯২৪ এর ১৭ই জুন কমিনটার্ণের ৫ম কংগ্রেসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও কমিনটার্ণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সমর্থন করা হয়। রায় এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ১৯২৫ নাগাদ রায় বলতে থাকেন ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গোপনই রাখতে হবে এবং এ পার্টিকে কমিনটার্ণের একাংশ হিসেবে কাজ করে যেতে হবে। রিক্রুটিং গ্রাউণ্ড হিসেবে প্রকাশ্য একটি আইন সম্মত শ্রমিক ও কৃষকদল গড়ে তুলতে হবে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৯-১৯৩৩) নথিপত্র থেকে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর কমিনটার্ণের অনেকগুলি পালনীয় নির্দেশ ছিল। যেমন—প্রতিটি ধর্মঘট ও বিক্ষোভে সামিল হওয়া, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়কে বিরোধিতা, শ্রেণীসংগ্রামের আন্তর্জাতিক চরিত্র তুলে ধরা ইত্যাদি। কমিনটার্ণের কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত রজনীপাম ১৯২৬-এ বলেন ভারতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শরিক শ্রমিক কৃষক নিম্ন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও বুর্জোয়াদের একাংশ। ১৯২৭-এ

হবে বলেন ভারতীয় বুর্জোয়ারা প্রতিবিপ্লবী শক্তি। ১৯২৮ এ বলেন ভারতের জাতীয় সংগ্রামে বুর্জোয়াদের কিছুটা ব্যবহার করা যেতে পারে। ১৯২৮-এর ১লা সেপ্টেম্বর কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ বিশ্বসম্মেলনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় সংস্কারবাদের মুখোস খুলে ফেলতে এবং স্বরাজ্যপার্টি এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের গান্ধীতত্ত্বের বিরোধিতা করতে বলা হয়। লেনিনের মৃত্যুর চার বছরের মধ্যে নির্দেশ আসে কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেসের অনিবার্য অনৈক্য রচনার। ১৯৩০ এ কমিনটার্ণের দলিলে গান্ধীজীর কংগ্রেসকে বলা হয় প্রতিবিপ্লবী সংগঠন। জওহরলাল ও সুভাষের বামপন্থী সংস্কারবাদী নীতির বিরোধিতা করতে বলা হয়। ১৯৩০ ও ১৯৩২-এ গান্ধী নেতৃত্বে সর্বভারতীয় গণসংগ্রামে বিরোধিতার ফল হয় মারাত্মক। ১৯৩২-এ চীন, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানীর কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির চিঠিতে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জনবিচ্ছিন্ন নীতির সমালোচনা করা হয়। এর পর ১৯৩৩-র গোড়ার দিকে মস্কোর নির্দেশে গান্ধী, কংগ্রেস, নেহেরু, সুভাষ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ নরম মনোভাব নেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মস্কোতে অনুষ্ঠিত সপ্তম বিশ্ব কংগ্রেসে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলার নীতি গৃহীত হয়। সেখানে কংগ্রেস আহূত গণ আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার সমালোচনা করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট গঠনে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির যথেষ্ট সক্রিয়তার অভাবের কথা বলা হয়। বেন ব্রাডলি ও পাম দত্ত 'অ্যাণ্টিইমপিরিয়ালিস্ট পিপলস ফ্রণ্ট' নামে প্রেরিত এক প্রবন্ধে বললেন. প্রথম প্রয়োজন জাতীয় সংগ্রামের শক্তিশালী অগ্রগতি এবং সমবেত সংগ্রাম। ফলে ভারতীয় কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসীদের সঙ্গে মৈত্রী ও সমালোচনার নীতি নিল। আমাদের আলোচ্য বইটিতে ফক্স যে ১৯৩৩র পূর্বের আন্তর্জাতিক-নির্দেশিত নীতি মেনেছেন তা বোঝা যায়।

২৫. লেবার পার্টি এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির বামঘেঁষা সভ্যরা উপনিবেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা অনুভব ক'রে তাদের নিপীড়ন, দারিদ্র্য ও মন্দস্বাস্থ্য নিয়ে সমালোচনা করেছিল কিন্তু এর জন্য দায়ী যে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা তাকে অভিযুক্ত করেনি। এই ব্যবস্থা লোক হিতৈষণার কথা ব'লে অন্যায়ের প্রতিকারের কথা বলেছে, কিন্তু একই সঙ্গে উপনিবেশ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের কথা ও চিন্তা করেছে। একেই Arthur Macmanus 'Labour Imperialism আখ্যা দেন।

History of the Communist Party of Great Britain, vol: 2, James Klugmann, Pg, 293.

C. P. G, B, র ৭ম কংগ্রেসে (মে জুন ১৯২৫) গৃহীত কর্মসূচীতে ঔপনিবেশ শোষণ সমর্থনে লেবার মুভমেণ্ট এর সমালোচনা করা হয়। ১৯২৫ সালে T, U, C. র Scarborough কংগ্রেসে কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট জঙ্গীরা একত্রিত হয়ে বৈদেশিক নীতি ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে দক্ষিণপন্হীদের কোণঠাসা করে ফেলেন। A, A Purcell বলেন—"এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অ-ব্রিটিশ জনগণের পদানত করে রাখা এক ধরণের পুঁজিবাদী প্রবঞ্চনা, উদ্দেশ্য বৃটিশ পুঁজিপতিদের জন্য (১) সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ (২) সস্তা ও অসংগঠিত শ্রমিকদের ব্যবহার করা এবং লড়িয়ে দিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিকদের মানকে নামিয়ে দেওয়া।

এই সম্মেলন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরোধিতা ঘোষণা করে আর শপথ নেয় (ক) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলগুলিকে তাদের স্বার্থে সংগঠিত করা সমর্থন করবে এবং (খ) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব ধরনের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন করবে।

—ঐ, পৃ. ২৯৭

২৬. আমেরিকান ঐতিহাসিক Richard. W. Lyman বলেন ১ম লেবার সরকারের নীতি আর টোরীদের নীতি তফাৎ করা সহজ নয়। ম্যাক ডোনাল্ড ক্ষমতা পাবার সময়ই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের কোনো দলই ভারত সরকারকে অচল করে দেবার শাসানিতে বিচলিত হবে না।

৩ পরিবর্তমান সভ্যতায় সাম্যবাদ

যদি ও ফক্সের সব রচনার ভিত্তি সাম্যবাদ, তবু দুটি বইয়ের নাম আলাদা ভাবে উল্লেখ করি। প্রথমটি হল A Defence of communism in reply to H.J. Laski পরবর্তী সাম্যবাদ বিষয়ক বইটির তুলনায় এটি উজ্জ্বল এবংপ্রয়োজনীয় প্রয়াস। এই বিস্মৃত বইটির যা কিছু মূল্যবান বক্তব্য তা পরিণততর ও বিস্তৃততর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী বইটিতে। এটি ১৯২৭ সালে গ্রেট-ব্রিটেন কম্যুনিস্ট প্যার্টিই প্রকাশ করে। তাহলে হয়ত বলা যায় ফক্সের বক্তব্য এবং পার্টির বক্তব্য একই সুরে বাঁধা। এখানে তথ্য হিসেবে স্মরণীয় যে ১৯২৬ সালে তিনি পার্টির সদস্য পদ লাভ করেছিলেন। দিনের পর দিন রাজনৈতিক সংগ্রামে অন্তর্লীন বিপদে সচেতন হচ্ছিলেন ফক্স। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে 'দি কম্যুনিস্ট' পত্রিকায় রজনী পাম দত্তের Socialism and the living wage বইটির একটি আলোচনা লেখেন ফক্স। সেখানে ও কম্যুনিস্ট পার্টির জরুরী প্রয়োজন যে তত্ত্বগত ভাবে নিজের সত্যতা প্রতিপাদন করা সে বিষয়ে ফক্স সতর্ক করে দেন।[১] দুটি বইয়ের মধ্যেই সেই সচেতনতা ও সেই তত্ত্বগত পরিশ্রুতি অর্জনের পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রথম বইটির প্রবন্ধগুলিতে তিনি লেবার পার্টির তাত্ত্বিক ল্যাস্কির মতামতের বিরোধিতা করেন। ফক্সের মতে ল্যাস্কি সাম্যবাদ নিয়ে লিখলেও (১৯২৭ এ প্রকাশিত হয় ল্যাস্কির 'কম্যুনিজম') তিনি মার্ক্সবাদকে ভ্রান্ত এবং বিপ্লবী মনোভঙ্গিকে হীনবীর্য করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় Communism and a changing civilisation. এখানে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে, প্রাঞ্জল ভাষায় আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতকে বারংবার সামনে রেখে তিনি যেমন গ্রেট ব্রিটেনের সংকটের বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি বিস্মৃত হন নি উপনিবেশগুলির সমস্যার বিষয়ে।

ফক্সের কোনো লেখাই উদ্দেশ্যহীন নয়। কি ছিল সেই উদ্দেশ্য? তখন গ্রেট ব্রিটেনে অনেক গুলি শ্রমিক সংগঠন থাকলে ও তাতে ছিল পুঁজিবাদী ধ্যান ধারণার আধিপত্য। কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম পর্বের নানামুখী সংঘর্ষগুলি ঘটেছিল ১৯২০ থেকে ১৯২৪ এর মধ্যে। এমিল বার্নস, রজনী-পাম দত্ত, ই. এইচ. ব্রাউন, সাপুরজী সাকলাতওয়ালা প্রভৃতি বামপন্থী বুদ্ধি

র্জ যাঁরা রিফর্মিস্ট নেতাদের বিরোধিতা করছিলেন মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। 'কম্যুনিজম' নামক বইতে এবং কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বিস্তৃত ভূমিকায় ল্যাস্কি মার্ক্সবাদ ও মার্ক্সের চিন্তার সদর্থকতার বিশ্লেষণ প্রবৃত্ত হলেও তাঁর এক সময় লেফট বুক ক্লাব ও অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট পপুলার ফ্রন্টের সঙ্গে সংযোগ থাকলেও কিছু কিছু বক্তব্য ছিল সমালোচনার যোগ্য।[২] কোল, ল্যাস্কি এবং ওয়েব এর এবং লেবার পার্টির মতাদর্শের সমালোচনা ফক্সের দ্বিতীয় বইটির নানা স্থানে এসেছে। (তবে, এঁদের মতামত ও পরবর্তীকালে বদলেছে)

লেবার পার্টির সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব তাঁর জন্ম সূত্রেই, কখনও কখনও পরিস্থিতির চাপে তারা একে অন্যের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে, কখন ও দ্বৈরথের প্রতিক্রিয়া হয়েছে রক্তাক্ত। একালের এক প্রাবন্ধিক এই দুই পার্টির মতাদর্শের পার্থক্যকে এভাবে দেখান ঃ

Labour Socialism	Marxism
Ethical	Scientific
Empirical	Systematic
Constructive	Critical
Idealist/educationalist	Materialist
Corporate	Oppositional
Reformist	revolutionary

মার্ক্স সমাজ তন্ত্রকে একটা বৈজ্ঞানিক চেহারা দেন। মার্ক্সবাদ শ্রেণীস্বার্থ এবং শ্রেণী বিভাজনের অবশ্যংভাবী পরিণতিতে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের কথা বলে। ম্যাসিনটায়ার বলেন, লেবার সোসালিজমের গোড়াকার দুর্বলতা হল সংস্কারবাদ নয় (যা মার্ক্সবাদীরা বলে থাকে), সংস্কার বাদের লক্ষ্য হীনতা। কিন্তু এটা ঘটনা যে ১৯১৮—১৯৩১ কালে শ্রমিক আন্দোলনে লেবার সোসালিজম পেয়েছিল ব্যাপক জন সমর্থন, যার বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদকে বার বার ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে। যদিও তা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। ১৯২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় সিপিজিবি শ্রমিকদের বলেছিল লেবার পার্টি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেরই এক অংশ, কোনো শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের লেবার পার্টির প্রার্থীকে ভোট দেওয়া উচিত নয়। ১৯৩১ এ পার্টি বলে সংস্কার বাদীরা সামাজিক ফ্যাসীবাদের পথ নিয়েছে। লেবার গভর্নমেণ্ট মোটেই কম ক্ষতিকারক নয়, এরা সবদিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে আক্রমণ করছে। ফলে তখন লড়াই লেগেছিল সর্ব্বত্র — নির্বাচনে, ধর্মঘটে, লকআউটে,

বেকারদের বিক্ষোভ মিছিলে। ফক্সের সাম্যবাদ বিষয়ক এ দুটি বই এই পরি- প্রেক্ষিতেরই ফসল। কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার কালে লেবার পার্টির সঙ্গে অনেক মৌলিক প্রশ্নে মতভেদ ছিল না। যেমন—কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণী সমঝোতা ও সংস্কার বাদের বিরোধিতা, পুঁজিবাদকে উলটে ফেলা, ইত্যাদি। কিন্তু প্রয়োগ পদ্ধতি এবং ব্যক্তি, আদর্শ ও রাজনৈতিকতার মূল্যায়ন নিয়ে নানা বিরোধ হয়। পার্লামেন্টে অংশ গ্রহণ নিয়েও মতবিভেদ ঘটে নানা সময়ে। কখনো কম্যুনিস্ট পার্টি লেবার পার্টির অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করেছে, কখনো করেছে বিরোধিতা, কখনো তারা ডাক দিয়েছে লড়ো 'সোভিয়েত ব্রিটেনের' জন্য, কখনো বলেছে সমর্থন করো লেবার সরকারকে। ৩য় দশকে ফক্সের যে সর্বাত্মক লেবার বিরোধিতা, তা বিশেষ ও সার্বিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ না করলে সম্পর্কটা বোঝা যাবে না। আলোচ্য বইটির বহুক্ষেত্রে মতাদর্শগত সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে অন্ততঃ এই সংক্ষিপ্ত পংক্তি কয়টি সহায়ক হতে পারে বলে মনে হয়।

Communism and a changing civilisation বইটিতে ভূমিকা ছাড়া সাতটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলির নাম যথাক্রমে—(১) ধ্বংসের পথে পুঁজিবাদ এবং কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা (২) সমররত দুই পৃথিবী (৩) শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি (৪) জাতীয় এবং উপনিবেশিক প্রশ্নাবলী (৫) পৃথিবী ব্যাপী সাম্যবাদ —চূড়ান্ত লক্ষ্য (৬) পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদ (৭) সাম্যবাদী ব্রিটেন।

বইটির ভূমিকাটির শুরুটা চমৎকার। ফক্স বলেন উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে আপাত শান্তির মধ্যে শায়ারস এর রাখাল ছেলেরা, আইরিশ চাষাদের ছেলেরা, স্কটিশ মজুরেরা দারিদ্র্যের চাপে রাণীর দুচার পয়সা বা লাল কোট নিতে বাধ্য হত, কিন্তু দেশে দেশে তারাই মরার সাহস দেখিয়েছে শিয়াল-শিকারী অফিসারদের সামনে। এ সব নিয়ে কিছু ভাবালু গান, কিছু কাগজে গল্প আর আত্মসন্তুষ্টির ক্ষীণ মনোভাব ছড়িয়ে ছিল দেশ জুড়ে। শতাব্দীর প্রথমার্ধে অবশ্য লুডিটদের হানা, ইয়র্কের দুর্গ চত্বরে লটকে দেওয়া, চার্টিস্ট জনগণের সংগঠিত হয়ে ওঠা, খনি ও তাঁত মজুরদের চেতনার উন্মোচনের মতো অশান্তি ঘটেছে। এইসব সদ্য পড়তে শেখা মানুষের মধ্যে ছোট ছোট বই আর কাগজ মারফৎ যেমন প্রতিঘৃণা তেমনি সমাজতন্ত্রের অধার্মিকতার কথা বলা হত। ধীরে ধীরে জনশক্তি হয়ে উঠতে থাকে সক্রিয়। সাদা চামড়ার মানুষেরা তাদের আধুনিক ধ্বংসাস্ত্র নিয়ে দয়া করে যে ছিটেফোঁটা দিয়েছে তা ছাড়া এশিয়ার ইতিহাস বলে কিছু ছিল না, সেখানে—পারস্য, তুরস্ক ভারত,

চীনে হঠাৎ দেখা দিয়েছে চমকে দেবার মতো সক্রিয়তা। বাতাসে গৃহ যুদ্ধের উপাদান শুধু জার্মানী ও ফ্রান্সে নয়, বেলজিয়াম ও অষ্ট্রিয়ায়, যে সব দেশের রাজধানী সাধারণ ধর্মঘটে হয়ে পড়ে পঙ্গু। ইংল্যান্ডে প্রাক্তন ফৌজীঅফিসার ও নামডাকওয়ালা টোরী রাজনৈতিক নেতাদের চালনায় হাইড পার্কে শুরু হয়েছে পুরোদস্তুর মিলিটারী কায়দায় কুচকাওয়াজ।* ১৯১৪-১৮র যুদ্ধ পুরোনো পৃথিবীকে দিল মরণমুখী আঘাত যা জীবন ও উৎপাদনের শক্তিগুলিকে দিলো লণ্ডভণ্ড করে। এ সময়েই এল য়ুরোপে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব, যার একটা সাফল্য রাশিয়ায়, জমিদার ও পুঁজিপতিদের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন সরিয়ে দিয়ে এল শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব।* যুদ্ধ শ্রেণীবিভাজন এবং এর দ্বন্দ্বকে মেলে ধরেছিল। মহাযুদ্ধের কালেই ছোট ছোট যুদ্ধ দেখা দিল দেশে দেশে। এমনকি ব্রিটেনে, যেখানে শ্রেণীগত শান্তির মতবাদটা ছিল সুপ্রোথিত সেখানে ও ঘটল বিশাল সাধারণ ধর্মঘট, যাকে সামাল দিতে পঁচাত্তর ব্যাটালিয়ান সৈন্য, ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনী নামাতে হয়েছিল।

১৯২৯ সাল থেকে অর্থনৈতিক সংকট এত বিধ্বংসী ও নিগ্রহসঞ্চারী হয়ে এল যে, মহাযুদ্ধ ও এমন ভয়ানক হয়ে চাষী মজুরের জীবনে দেখা দেয় নি। বৃহৎ শক্তিগুলো নতুন সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য তাল ভাঁজতে লাগল। লেনিন বলেছিলেন, যুদ্ধ কিছু লোককে মুনাফা লুটতে সাহায্য করে। এই সংকটও সে সাহায্য করবে, যদি না জনঘৃণায় তা বাধা পায়। এই সংকটে পৃথিবী ব্যাপী উৎপাদন গেছে এক তৃতীয়াংশ কমে, ইস্পাত ও লোহা উৎপাদন কমেছে। চাষীরা হয় বাধ্য হচ্ছে তাদের শস্য ধ্বংস করতে নইলে বপনের এলাকা কমাতে, কারণ বাজার নেই। ধাতু গলানোর চুল্লী, জাহাজঘাটা, গেছে অকেজো হয়ে, মানুষের মেধা ও নৈপুণ্য অব্যবহারে যাচ্ছে মরচে ধরে। দারিদ্র্য ভয়াবহ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র আর সভ্যদেশের কাগজগুলোয় তর্ক উঠেছে বেকারের জন্য সঠিক কতটা খাবারের দরকার। এটা সবাই জানে, এই জনদারিদ্র্য বা বেকারী পণ্যের অভাবে নয়, কলকারখানা ও খনিতে উৎপাদন কম হচ্ছে বলে নয়, এটা অতিরিক্ত উৎপাদন জনিত সংকট। মধ্য য়ুরোপে নেমেছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা, আর ধ্বংসমুখী পুঁজিবাদের মুক্তিমন্ত্র ফ্যাসীবাদ, কিন্তু আসেনি ঐক্য, এসেছে আতঙ্ক ও একটানা যুদ্ধ। লণ্ডনের শহরতলীতে, রাজধানীর জমায়েত কক্ষগুলিতে মজুরদের বিরুদ্ধে নামছে ফ্যাসীবাদী আক্রমণ, তা দেখে সৌখীন পুরোহিত এবং পার্লামেন্টের টোরী সদস্যরাও প্রতিবাদ করে উঠছে। শতাব্দী ব্যাপী ঐতিহ্য আজ ধ্বংসের পথে। য়ুরোপের আলো নিজে থেকে আর জ্বলবে

না। পুঁজিবাদ ধ্বংসের পথে, কিন্তু আমরা যদি না এর উদ্ভব ও ধ্বংসের কারণগুলি এবং শত্রুদের বিন্যাস না বুঝি তাহলে এর কবল থেকে মুক্তি ও নতুন সমাজ গড়ে তোলা হবে শতগুণ কঠিন। লাখপতির কাছে সাম্যবাদ তাই বিভীষিকা, কিন্তু লাখো গরীব ও নিপীড়িত মানুষের কাছে তা জীবনের ভরসা যা আবার আলো জ্বেলে দেবে য়ুরোপে। এই প্রত্যয় থেকেই বইটি লেখা।

প্রথম অধ্যায়ে ফক্স দেখান পুঁজিবাদী সমাজে উৎপন্ন দ্রব্য চলে যায় মুষ্টি-মেয়ের হাতে আর ব্যাপক জনতার নিজ শ্রমশক্তি বিক্রী করা ছাড়া আর কিছু থাকে না। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা মূল্য না দেওয়া শ্রমের সাহায্যে গড়ে তোলে উদ্বৃত্তমূল্য, যার একাংশ সে নিজ প্রয়োজনে, আর একাংশ বঞ্চনা ব্যবস্থা বজায় রাখতে পীড়ন শক্তি তৈরীতে ব্যবহার করে। হিংস্রতা সত্ত্বেও সম্পত্তির সংহতি, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা ও ব্যাপক প্রাপ্তি ও যান্ত্রিক কৌশলের অগ্রগতির দিক দিয়ে পুঁজিবাদ সামন্তবাদের তুলনায় প্রগতিমূলক। তবে একসময় যান্ত্রিক প্রগতি এনে দেয় মানুষের বদলে যন্ত্রের আধিপত্য। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব হল মজুরদের এক সংরক্ষিত অংশ তৈরী, যাদের ধর্মঘট ভাঙা এবং যুদ্ধের সময় ছাড়া সমাজ কোনো কাজ দিতে পারে না। পুঁজিবাদীদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত প্রতিযোগিতার প্রভাবে উৎপাদন বেড়েই চলে, সে অনুপাতে বিক্রী বাড়ে না, ফলে তৈরী হয় সংকট। এঙ্গেলস দেখিয়ে-ছিলেন, উৎপাদন এক সামাজিক প্রক্রিয়া, কিন্তু বিনিময় ও ব্যবহারে তা ব্যক্তি পুঁজিবাদীর স্বার্থসিদ্ধি করে। এইসব থেকেই সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব বড় হয়ে ওঠে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ ভুলে যাওয়া হয়। তা হল—মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদ সম্পর্কে, সমস্ত দেশ ও কাল সম্পর্কেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ পুঁজিবাদের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব হল জনগণের স্থায়ী বেকারত্ব ও যুদ্ধ। কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশে পুঁজিবাদ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার কিছুটা উন্নতি করলেও দ্রুত তা পড়তির দিকে। উৎপাদক শক্তিগুলির বৃদ্ধি ঘরে বাইরের বাজার এবং উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগযোগ্য জায়গা খোঁজাকে ব্যাহত করেছে। ব্রিটিশের ব্যাংকিং পুঁজি, জাহাজ ব্যবস্থা, রপ্তানী এবং উপ-নিবেশে ব্যবসা আগের তুলনায় কিন্তু সংহত হয়েছে। এরা অর্থনীতির পুন-র্বিভাজন এবং রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই করছে। পুঁজিবাদের এসব দ্বন্দ্ব রাশিয়ায় বর্তমানে নেই, সেখানে শ্রমিক শ্রেণী শ্রেণীহীনতার পথে সমাজ গঠনে হয়েছে ব্রতী। ইংলণ্ডে সাম্যবাদ অবহেলিত, এমনকি শ্রমজীবী নেতাদের কাছেও। কিন্তু মার্ক্সীয় বস্তুবাদ শ্রমিককে দেখিয়েছে কিভাবে আধ্যাত্মিক

দাসত্ব ঝেড়ে ফেলতে হয়, কিভাবে শ্রেণী সংগ্রামের শিক্ষা নিতে হয়।[৫] কেউ কেউ আপত্তি তুলে বলেন মার্ক্সবাদ আধুনিক জীবনে অনুপযোগী, কিন্তু মার্ক্সই তো পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপকে খুলে দেন। লেনিন এই মার্ক্সবাদকে সাম্রাজ্যবাদের যুগে আরো উন্নত করে তোলেন। ১ম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে উৎপাদক উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ব্রিটেনের মত শ্রমোন্নত দেশে কৃষি ও শিল্পে এ ব্যাপার এসে গেছে পুরোপুরি। চীন ও ভারতের মত পিছিয়ে পড়া দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে ঢোকায়, দুর্গতি হয়েছে অবর্ণনীয়। এ সময়ে পুঁজিবাদী সমাজে গৃহযুদ্ধ হয়েছে স্থায়ী। দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের বৃদ্ধিতে বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লাগছে লড়াই, যা আমদানী রপ্তানী শুল্কে, কোটা, জাহাজের আগমন প্রস্থানের বিধিনিষেধ, মুদ্রাস্ফীতি, রাষ্ট্রীয় অনুদান ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়। একদিকে বাজার নিয়ে লড়াই, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও বণ্টন। তৃতীয়তঃ কলাকৌশল, যানবাহন ও সংযোগের উন্নতির সঙ্গে বেকারদের দিয়ে সৈন্যদল গড়া চলল। বৃহৎ একচেটিয়া সম্পত্তি মালিকদের সঙ্গে সম্পত্তিবিহীন মজুরের ব্যবধান বাড়তে লাগল। এঙ্গেলস সামাজিক উৎপাদিকা শক্তিগুলির চালনায় বুর্জোয়াদের অক্ষমতা লক্ষ্য করেছিলেন। আধুনিক শিল্প উচ্চ বেতনভোগী বিশেষজ্ঞের ওপর নির্ভরশীল আর কোম্পানীর ডিরেক্টরগুলো তাদের পরগাছা চরিত্রকেই প্রকাশ করে। এই দেখে কীনসের মত তাত্ত্বিকরা ভুল করে ভাবেন পুঁজিবাদী বুর্জোয়াদের ছাড়িয়ে গেছে ট্রেনিং পাওয়া ম্যানেজার ও যন্ত্রবিদরা। উপরোক্ত গভীরতর দ্বন্দ্ব ফক্সের মতে সমাধা হতে পারে শ্রমিকবিপ্লবে, শ্রমিকের ক্ষমতালাভে। ফক্স বারবার বলেন সাম্যবাদ কোনো বিমূর্ত তত্ত্ব নয়। ইউটোপীয়ান সমাজতন্ত্র নাড়া খেয়েছে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের প্রচেষ্টায়, ১৮৪৮ এর বিপ্লব একে দিয়েছে মরণের আঘাত। ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ এর মধ্যে যেমন সাম্যবাদ পূর্ব সমাজতন্ত্রের মৃত্যু, তেমনি স্বাধীন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, প্রথম আন্তর্জাতিক এবং জার্মান সমাজ গণতন্ত্রের জন্ম হয়। ১৯০৫ এ প্রথম রুশ বিপ্লব, বলশেভিজমের বৃদ্ধি সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লেনিনের প্রচেষ্টা প্রমাণ করছে বিপ্লবী সাম্যবাদের বিকাশ ঘটেছে যথেষ্ট প্রাণসত্তা নিয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফক্স আলোচনা করেন পুঁজিবাদের স্বরূপ, পুঁজিবাদী বাজারের চেহারা, প্রধান দ্বন্দ্ব, জার্মানীর পরিস্থিতি, পেটিবুর্জোয়াদের জীবন ও স্বভাব, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে তাদের পরিচালকের ভূমিকা, শ্রমিক শ্রেণীর বঞ্চনা, সাম্রাজ্যবাদের শত শত মৌলদ্বন্দ্বের কথা। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ যে যুদ্ধ তার

কারণ, এবং যুদ্ধ পরবর্তী মধ্য ইউরোপের চেহারাও তিনি তুলে ধরেন। আর এক জায়গায় দেখান ক্রমসংকীর্ণ বাজার ও বর্ধমান শক্তিহীনতার কারণে পুঁজিবাদ যে সংকটে পড়ে তা কাটাতে তিনটি পথ নেয়—তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টায় সংকীর্ণ বাজারে বড় অংশ পাবার চেষ্টা করে, দেশকে যথাসম্ভব আত্মনির্ভর করার জন্য রাষ্ট্রীয় অনুদান, মূল্যের কমানো বাড়ানো এবং শ্রমিকদের নতুন পথে চালানোর চেষ্টা করে। তাছাড়া বুদ্ধি খাটিয়ে মজুর বঞ্চনাকে ঘনীভূত করা ও ভূমিশ্রমিককে যথাসম্ভব কম মজুরী দেওয়ার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আমেরিকার উদাহরণ দেন। জার্মানীতে পুঁজিবাদী পরিকল্পনা যা যুদ্ধ পরিকল্পনারই অংশ হয়ে যায়। এখন প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হয়েছে মিলিটারী রাষ্ট্র.শাসকশ্রেণী তাঁর সম্পত্তির অধিকারকে যেন তেন প্রকারে বজায় রাখতে চাইছে। পুঁজিবাদ কিন্তু আপনা আপনি অবলুপ্ত হবে না। ষ্ট্যালিন বলেছিলেন, বিপ্লবের বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি এবং এক সর্বহারার দলের প্রয়োজন। আধুনিক পুঁজিবাদের বিরাট দ্বন্দ্ব, উৎপাদনের সামাজিক প্রণালী এবং ব্যক্তিগত অধিকারের দ্বন্দ্ব মেটানো যাবে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর সচেতনতা ও সম্পন্ন করার শক্তির ওপর। আজকে শ্রমিক কৃষকের কাছে সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ ও জরুরী কাজ হল রুটি, শান্তি ও জমির জন্য লড়াই। রাইখষ্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের বিচারে শ্রমিক শ্রেণী ও ফ্যাসিস্ট শ্রেণীর পৃথিবী হয়েছিল মুখো-মুখি। ডিমিট্রভের মুখ দিয়ে শ্রমজীবী শ্রেণীর নব চালকরা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিলেন পুঁজিবাদী বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে। পূর্বোক্ত দুটি অধ্যায় থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি মার্ক্স যে পুঁজিবাদী সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কিভাবে আধুনিক শিল্প এবং শেষতঃ বিশ্বসংকটে ছড়িয়ে পড়ে বলেছিলেন তা অত্যন্ত সঠিক। দ্বিতীয়তঃ লীপজিগের বিচার থেকে মানবতার যা কিছু সর্বোত্তম ও প্রগতিশীল তা বিশ্বসংকটের দিনে কিভাবে শ্রেণীশক্তিগুলিকে কাছে আনে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ থেকে ফক্সের সিদ্ধান্ত মানবতারযা কিছু সব থেকে ভালো, সব থেকে প্রগতিশীল তা শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে এক হয়ে পুঁজি-বাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমাজতান্ত্রিক ও শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে ব্রতী হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে ফক্স আলোচনা করেছেন শ্রমিক শ্রেণীর দল নিয়ে। তাঁর মতে, পার্টি এক শ্রেণীর সবচেয়ে সচেতন ও সক্রিয় সভ্য নিয়ে গঠিত। গ্রীস, রোমেও এক ধরনের পার্টি ছিল তবে ল্যাস্কির মত রোমান ক্যাথালিক চার্চের সঙ্গে পার্টির তুলনা করেন না। সপ্তদশ শতাব্দীতে সামন্ত বিরোধী সংগ্রামে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক ও শ্রেণীচরিত্র সম্পন্ন পার্টি গড়ে ওঠে, হবস, লক ছিলেন

যার রাজনৈতিক দর্শন রচয়িতা। ইংলণ্ডে একশ বছর ধরে দুটো পার্টি— হুইগ ও টোরী, পরে লিবারাল ও কনজারভেটিভ। একদল শিল্প পুঁজি-পতিদের, অন্যদল জমিদার বণিকদের স্বার্থরক্ষাকারী। পুঁজিবাদ যখন বেড়ে চলেছে সাম্রাজ্যবাদের দিকে তখন চাষী ও ক্ষুদ্র উৎপাদকরা সংস্কারের উদ্দেশে দল গড়ে, যেমন লয়েড জর্জের দল। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক হতে চাওয়া শ্রমিক শ্রেণীকে বিভক্ত করার নানা চেষ্টাকে রোখে তার দল। (যেমন ওয়েলস ও আইরিশ মজুরদের থেকে ইংরেজ শ্রমিকদের মজুরী বেশী।) সাম্যবাদী তত্ত্ব এ কাজে তাকে সাহায্য করে। লেনিন সঠিক ভাবেই নির্দেশ করেছিলেন যে নিজ স্বার্থ সচেতন শ্রমিকদের অগ্রবর্তীদের নিয়ে পার্টি গড়ে তোলাটা একান্তই জরুরী। প্রবল অত্যাচার ও লাঞ্ছনার মধ্যেও রুশ বলশেভিক পার্টির সদস্য সংখ্যা ১৯১৭ সালের জানুয়ারীতে পৌঁছেছিল কুড়ি হাজারে। কম্যুনিষ্ট পার্টি শুধু নির্বাচনে জয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়, সে জানে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র থেকে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে পৌঁছানোর কোনো শান্তি পূর্ণ পথ নেই যার কথা বলেন ল্যাস্কি ১৯২৫-১৯৩১ এ। তাই এ পার্টিতে আসে কারখানা, ডিপো, গ্যারেজ, দোকান কর্মচারী, রাস্তার মজুরেরা চলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায়, নির্বাচিত হয় সংগঠকরা, জেলা, উপজেলার সম্মেলন থেকে উঠে আসে কর্মকর্তা ও সম্পাদকরা। কিন্তু শুধু অগ্রবর্তী মজুরদের দিয়েই পুঁজিবাদকে ফেলা যাবে না। তাদের কাজ হবে মজুর যেখানেই আছে, সেখানেই কাজ করা, তাদের চরিত্র বিকশিত করে তোলা, শ্রেণী সমঝোতার দল থেকে শ্রেণী সংগ্রামের দলে তাদের নিয়ে আসা। এখানেই ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব। টোরী, ফ্যাসিস্ত, লিবারাল, লেবার সব্বাই শ্রমিক স্বার্থ দেখার কথা বললে ও শেষপর্যন্ত পার্লামেণ্টের সংখ্যাগুরুত্ব খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ট্রটস্কি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করতে সচেষ্ট হলেও পারেনি, তবে অন্যদেশে তারা সাময়িকভাবে সফল হয়েছে। হিটলারবাদের সাময়িক জয় সৃষ্টি করেছে এক আন্তর্জাতিক সংকটের।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার উদগাতা হলেন মার্ক্স ও এঙ্গেলস। কম্যুনিস্ট লীগ (১৮৪৬-৪৭) প্রথম দুনিয়াব্যাপী বিপ্লবী পার্টি। তখন ইংলণ্ডেই একমাত্র চার্টিস্টদের ছিল সংগঠিতশ্রমিক-সৈন্য পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবীদের দ্বিধায় পরাজয়, ১৮৪৮ এর এবং বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়া শিবির গড়ে তোলা প্রভৃতির ফলে লীগ তার কাজ এগোতে পারে নি। ১৮৬৪তে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সংঘ। ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১—পুঁজিবাদী সমাজের পুনর্গঠনকালে ইউরোপে

বিদ্রোহ, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ আর একত্রীকরণ প্রয়াস। আর আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ। এর চূড়ান্ত অবস্থা ১৮৭১-এ প্যারী কমিউনে। ১৯১৪-র আগে পুঁজিবাদের বিকাশের অন্তিম অবস্থা সম্পর্কে মতামতে লেনিন আর বলশেভিকরা ছিলেন একা। ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের সময় ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমজীবী শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের প্রভাবে দ্রুত বাম মনোভাব নিতে থাকে। এ সময়ই রোজা লুক্সেমবুর্গ এবং জার্মান ও পোলিশ দলের বাম বন্ধুরা সঙ্গী হলেও তাদের সমর্থনকে কার্যকরী করতে পারে নি। দেশে দেশে গড়ে উঠল মধ্যপন্থী, যার প্রতিনিধি কাউটস্কি ও ট্রটস্কি। এদের কাজ ছিল সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণকে বাধা দেওয়া এবং মেনশেভিক ইংরেজ লেবার পার্টি প্রভৃতির মত উদারনৈতিক দলকে সমর্থন করা। কিন্তু লুক্সেমবুর্গ ও তার বন্ধুরা কখনই কাউটস্কি, ট্রটস্কি প্রভৃতিদের নীতিকে বুঝতে পারেন নি। বলশেভিকরাই লেনিনের নেতৃত্বে যাবতীয় সুবিধাবাদ ও মধ্যপন্থার প্রয়াসকে ভেঙে দিয়েছিলেন।[৬] ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব সুবিধাবাদকে পুরোপুরি ভেঙে দিতে সমর্থ হল। এক বিপ্লবী সংকটের মধ্যে ১৯১৯ সালে সাম্যবাদী আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। ১৯২৮-এ লেনিনের মহান উত্তরসূরী স্ট্যালিন ঘোষণা করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত নির্মাণে এগিয়ে চলেছে। ১৯২৯-এর সংকট এবং কঠিন লড়াই লেনিনের আরব্ধ কাজ যে সঠিক পথেই চলেছে তা বুঝিয়ে দেয়। চীনে কম্যুনিস্ট পার্টিতে ১৯৩৪-এ সভ্যসংখ্যা বেড়ে হল চার লক্ষ কুড়ি হাজার, যার অর্ধেক লড়ছে চৈনিক সোভিয়েত রক্ষার্থে। জার্মানীতে হিটলারী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ছে নব্বই হাজার কর্মী, জাপানে সাম্যবাদ নির্মূল করে ফেলার যাবতীয় ঘোষণা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে প্রায় সাত হাজার কম্যুনিস্ট জেলে, আর এই চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে কলে কারখানায়, গ্রামে স্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সৈন্য ও নৌবাহিনীতে। সাম্যবাদের যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমালোচক-তারা বলেন সাম্যবাদের মধ্যে আছে এক ধর্মীয় প্রত্যয় ও শক্তি। কিন্তু এই দুই এক নয়। ধর্মীয় লড়াই-ও শ্রেণীর লড়াই যার ভেতরে শ্রেণী স্বার্থের হানা হানি চলে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী সর্ব শ্রেণীর ও শোষণের লুপ্তির জন্য লড়াই চালায়। শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি, শ্রমিক স্বার্থের চূড়ান্ত জয়, শত্রুর সামনে বীরত্ব প্রভৃতি তো ধর্মীয় বিশ্বাস প্রদর্শন নয়। স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির ১৭শ কংগ্রেসে একটা তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন। তাহল—মার্ক্সবাদকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীকে ধ্বংস করা অসম্ভব।

৪র্থ অধ্যায়ে আলোচিতজাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন। ফস্ক বলেন পুঁজিবাদ লড়ে সাম্যের পতাকা নিয়েই। একদিকে এশিয়া আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকায় নিপীড়িত মানুষগুলি এগিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ হয়েছে বড় ও ছোট তরফ, আর ব্রিটেন ও জার্মানীতে চালু হয়েছে জাতি তত্ত্ব, ডাক্তার, মিশনারী, গবেষক দিয়ে প্রমাণ করানো হচ্ছে সাদাদের থেকে নিগ্রোরা নিম্নতর। উপ-নিবেশেই বেশীর ভাগ নিপীড়িত লোক বাস করে। তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাধ্য করা হচ্ছে বাজারের জন্য একটি বিশেষ ফসল চাষ করতে। তাকে চলতি দামে কেনা বেচা করতে মুক্ত বাজারে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। উপনিবেশের চাষীকে প্রাক পুঁজিবাদী অবস্থানে নিয়ে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা সামন্ত প্রক্রিয়ায় শোষণ করে, বাধ্যতামূলক শ্রম করিয়ে অতিরিক্ত উৎপাদনকে বাজেয়াপ্ত করায়। একাজে তাদের সাহায্য করে জমিদার ও মহাজন শ্রেণী। বন্যা হোক দুর্ভিক্ষ হোক ভারতীয় চাষীদের খাজনা, জলকর, মহাজনের সুদ দিতেই হয়। আর আছে মধ্যস্থদের পীড়ন। তবে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী উন্নয়নকে পুরোপুরি আটকাতে পারে না। লুটের মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ভেতরকার বাজার পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য তাকে মোটর রাস্তা, বন্দর, রেলপথ বানাতেই হয়। সস্তায় শ্রমিক মেলে বলে ভারতে গড়ে ওঠে হালকা শিল্প, সাড়ে তিন মিলিয়ন লোকের দেশ ভারতে মাত্র তিনটি ষ্টীল প্ল্যাণ্ট। উপনিবেশ ও নির্ভরশীল দেশে যে সব শিল্প বিকাশ করতে দেওয়া হয় তা হল—তামাক, চিনি, চাল। বন্দর রাস্তা রেলপথ, পশ্চিমী বিজ্ঞানের প্রাথমিকতা, প্রতিষ্ঠান চালানোর নিয়ম কানুন এতে সাম্রাজ্যবাদের যে প্রগতিশীলতার কথা হলা হয় তার পিছনে কিন্তু থেকে যায় দুনীতি, অপচয় ও বিস্তর লাভ। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হল চাষী, যারা রেলপথের প্রতি ফুটের, সেচখালের প্রতি কিউবিক মিটারের, প্রতি সরকারী অট্টালিকার, সৈনিক, পুলিশ, উচ্চবেতনের সরকারী কর্মচারী পোষার খরচ জুগিয়েছে। এর জন্য তাদের দেহ ও আত্মাকে বিক্রী করতে হয়েছে জমিদারও বণিকদের কাছে। কিন্তু ওই 'প্রগতি' সরবরাহকারী ইংরেজ ধ্বংস করেনি বিলাসী সামন্ত ও জমিদার, মন্দির ও মসজিদ। বহু ঘোষিত শান্তি বিদেশী ও দেশী বুর্জোয়া বা সামন্ত প্রভুদের জন্য আর বুলেট চাবুক চাষীদের জন্য। ভারতীয় চাষীর জোত হয়েছে ক্রমশঃ ছোট, ভূমি ও বিত্তহীনরা ভিড় করেছে সৈন্যদলে। তাদের উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো উন্নয়ন নেই, লেখাপড়া বা চিকিৎসার কোনো উন্নতি নেই, কিন্তু সৈন্যদের গাড়ী চলে গাঁয়ের মধ্য দিয়ে। ক্রোধে যখন তারা নষ্ট করে বানিয়ার রেকর্ড বা জমিদারের খামার বাড়ি, তখন

মাথার ওপরে ঘোরে বোমারু বিমান—শান্তি স্থাপনের আধুনিক দেবদূত। ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর সার জন মেগাও কে বলা যেতে পারে আধুনিক থিয়োক্রিটাস যিনি তার মেষপালকদের জন্য বিলাপ করেন মধুর কার্য প্রণালীতে নয়, বরং শীতল পরিসংখ্যানে, ফলে জাগিয়ে দেন শুধু অনুভব নয় চিন্তাও বটে। দেখা যায় চারজনে একজন শিশু মরে, উত্তর প্রদেশে তিনজনে একজন। জন সংখ্যার মাত্র উনচল্লিশ শতাংশ সুপুষ্ট। যে দেশের চাল গম চিনির এত প্রাচুর্য সেদেশের গাঁয়ের লোকেরা এসব পায় না। প্রতি বছর পঞ্চাশ থেকে একশ মিলিয়ন লোক ভোগে ম্যালেরিয়ায়, প্রতি পাঁচটার মধ্যে একটা গাঁয়ে দুর্ভিক্ষ আসে নিয়ম করে। এ সব সংকটে চাষীর জমি ক্রমশঃ চলে যায় মধ্যস্থদের সৈন্যদলের হাতে। শ্রমিকদের বেতন কম, খাটুনির সময় দীর্ঘ, শিশু ও মহিলা শ্রমিক সর্বত্র, ক্ষতিপূরণ বা বেকারদের অনুদান বা বীমার কোনো ব্যবস্থা নেই। হাজার হাজার লোক রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকে, নইলে জানালাবিহীন ব্যারাক ধরনের ঘরে, যেখানে পরিশ্রুতিব্যবস্থা জঘন্য। উপ-নিবেশের শ্রমিককে হয় করতে হবে যুদ্ধ, নইলে বরণ করতে হবে মৃত্যু। অবস্থার চাপে তারা বুঝে ফেলে উৎপীড়করা তম্বি করে সাম্রাজ্যবাদীদের মদতেই।[৭]

এই সাম্রাজ্যবাদ পূব দেশের অনেক গভীরে ঢুকে লক্ষ লক্ষ চাষী, মজুর হস্তশিল্পী, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীকে দিয়েছে নাড়া। এর ফলেই প্রাচ্য মিস্টি-সিজম এবং নিষ্ক্রিয়তা ঝেড়ে ফেলে তারা জীবন যুদ্ধে নেমেছে। প্রথম দিকে এই জাগরণের নেতৃত্ব দিয়েছে দেশী পুঁজিপতিরা এবং প্রগতিশীল জমিদাররা। ফক্সের মতে এইসব দেশে এই মুহূর্তের বিপ্লবী কাজ হল জাতীয় ঐক্যরচনা, সামন্ত আবর্জনা ও কেরাণীদের প্রতিক্রিয়া ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। ১৯০৭ থেকে ১৯১২র মধ্যে এমন আন্দোলন শুরু হয়েছে ভারত, চীন, পারস্য, তুরস্কে, কিন্তু সর্বত্র দেশী বুর্জোয়ারা নেতৃত্ব দিতে হয়েছে ব্যর্থ। ১৯১৪-১৮র যুদ্ধ শুরু করিয়ে দিয়েছে বিপ্লবের এক সতেজ প্রবাহ। এই দেশী বুর্জোয়ারা মিল এবং স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও আধুনিক প্রগতির কথা বললে ও তা একটা ফাঁদ মাত্র। ভারতে কংগ্রেস, চীনে কুয়োমিনটাং হল এমন দল, যারা জমিদার, কারখানা মালিক, আইনজীবী, ও মিলিটারী কর্তৃপক্ষের অনুগত, ইউরোপ দেখা গণতান্ত্রিক দলের ক্যারিকেচার। মজুর শ্রেণীই এক-মাত্র পারে পুঁজিপতি, জমিদারদের প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে চাষী মজুরের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব মারফৎই এই সব বড়ো বড়ো দেশে গণ-

তন্ত্রের নবীকরণ সম্ভব। সংস্কার পন্থী সমাজতন্ত্রী কেউ কেউ অনগ্রসরতার কারণে সভ্যতার আলোক লাভার্থে পুঁজিবাদের পথ গ্রহণের কথা বলবেন। লেনিন কিন্তু ঘৃণার সঙ্গে একথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে সুসভ্যকরণ সম্ভব একমাত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের দ্বারাই। ফক্সের মতে মজুর শ্রেণী সর্ব-প্রকারের মারকুটে দেশপ্রেম ও উৎপীড়নকে বিরোধিতা করে নিজ শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার সাহায্যে, দাঙ্গাপ্রিয় প্রতিটি জাতিসত্তা ও সংখ্যালঘুসত্তাকে মর্যাদা দিয়ে। রুশ মজুর শ্রেণীর সফলতা এসেছিল এ পথেই। স্ট্যালিন বলেছিলেন, ভারতবর্ষেও অবহেলিত জাতিসত্তাগুলি তাদের বিশিষ্ট ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে ফেটে পড়বে। চীনের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম পৃথিবী ব্যাপী সাম্যবাদ—চূড়ান্ত লক্ষ্য। ফক্স প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেন, মানব ইতিহাসের সমস্ত পর্যায়ই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। উৎপাদনের শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তন হয় তাদের সম্পর্কের, উদ্ভব হয় নব শ্রেণীর, ধ্বংস হয় পুরাতনের। পুঁজিবাদ মজুরদের ক্রীতদাস করে রাখছে আর থাকছে ধ্বংস ও দুর্ভিক্ষ। পুঁজিবাদের প্রভাবেই অষ্ট্রিয়ায় গৃহ যুদ্ধ, ফ্রান্সে সাধারণ ধর্মঘট, লণ্ডনের রাস্তায় দু'হাজার ক্ষুধার্ত বেকারের মিছিল, স্পেনে ধর্মঘট, অক্সফোর্ডে ছাত্রবিক্ষোভ, বুলগেরিয়ায় ব্যাপক কোতল, ভারতে ফাঁসি। কার্ল মার্ক্স তাঁর বিশ্লেষণ মারফৎ দেখিয়েছিলেন পুঁজিবাদ ভেঙে পড়তে বাধ্য যদিও ল্যাস্কি তা মনে করেন না। লেনিন বলেন সংগ্রামের শেষপর্যায়ে রাশিয়া, ভারত ও চীনের ওপর নির্ভরশীল। এই সব দেশের জনগণকে অনতি পূর্বের বছরগুলিতে অস্বাভাবিক দ্রুততায় সংগ্রামের মধ্যে আনা হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীও তার পার্টি লড়ে সাম্যবাদের জন্য, উৎপাদনের নৈরাজ্য ও জীবনের অধঃপতন দূর করার জন্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয় বলে কম্যুনিস্ট সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলি দ্রুত বিকাশলাভ করতে থাকে। মার্ক্স কম্যুনিস্ট সমাজের বৈশিষ্ট্য গুলির কথা সংহতভাবে বলে-ছেন গোথা প্রোগ্রামের মধ্যে। পৃথিবীব্যাপী কম্যুনিস্ট সমাজ কি ধরণের কাজ করবে তার দুটি উদাহরণ হল—সোভিয়েত ইউনিয়নে নীপার বাঁধ ও ভল্গা জল বিদ্যুৎ প্রকল্প যেগুলি প্রয়োজনের থেকে অতিরিক্ত উৎপাদন করে। কয়েক বছর আগে ও কয়েকজন 'সমাজতান্ত্রিক' বুদ্ধিজীবী বিশ্বাস করতেন সমাজ তন্ত্র শুধুই এক স্বপ্ন, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোটার কোনো বদল না ক'রে এর দক্ষতা ও ন্যায় পরায়ণতা আশা করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ সাম্যবাদ এখন ও বহুদূরের ব্যাপার, কিন্তু সমাজ তান্ত্রিক সমাজ, আর শুধু স্লোগান বা

স্বপ্ন নয়, বরং বাস্তব ব্যাপার। সবচেয়ে অগ্রসর পঁুজিবাদী দেশগুলির কয়েকটিতে পর পর বিপ্লব মারফৎ সমাজতন্ত্র আসবে একথার বিরোধিতা করেছেন লেনিন সর্বদাই। তিনি বলেন সব দেশে পর পর সমাজতন্ত্রের সাফল্য সম্ভব নয়। প্রথমে একে বিজয়ী হতে হবে এক বা কতিপয় দেশে আর তা সবচেয়ে অগ্রসর দেশ না ও হতে পারে। মার্ক্সের শিক্ষানুযায়ী লেনিন বুঝেছিলেন শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রমিকশ্রেণী মারফৎ পুরো অর্থনীতির নবকাঠামো ছাড়া সমাজতন্ত্র আনা যাবে না। এক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীকে তার প্রধান অস্ত্র শ্রেণীএকনায়কত্ব ব্যবহার করতে হবে সবচেয়ে সচেতন, সবচেয়ে সক্রিয় সভ্যদের সাহায্যে। ক্ষমতা দখল, পুরোনো ব্যুরোক্রেটিক রাষ্ট্র যন্ত্র চূর্ণ করা শ্রমিকদের হাতে বিচারালয় চালনা, মুদ্রণ, চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ প্রভাত শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া প্রভৃতি হল শ্রমিকশ্রেণীর সরকারের প্রথম কর্তব্য। তাহলেই পঁুজিবাদী উপাদানগুলিকে শিকড়শুদ্ধ তুলে ফেলা সম্ভব। রাশিয়ার কথা বলতে বলতে তিনি চলে এসেছেন ভারতের শ্রমজীবী শ্রেণীর কথায়। ভারতে কোনো কোনো বছরে ম্যালেরিয়ায় ভোগে ১ কোটি লোক, যেখানে বিহারে বসানো হয়েছে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিশন। ভারতের থেকে মাত্র একদিনের রেল যাত্রার দূরত্বে যারা থাকে সেই সোভিয়েতের মানুষদের সামাজিক বীমা বাবদ ব্যয় ইউরোপের প্রধান দেশগুলির বাজেটের থেকে বেশী। সমাজ তন্ত্রের এই পর্বে প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে ১৭০ মিলিয়ন বাসিন্দা, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯১৪-এ ছিল ৯১ টি, ১৯২৯-এ ৪০০ টি, ১৯৩৩-এ ৮৪০ টি। এসেছে স্ত্রী পুরুষের সমতা, বস্তি উচ্ছেদ, মজুরদের নতুন কোয়ার্টার। লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' উদ্ধৃত করে ফক্স বলেন কম্যুনিস্ট সমাজের এই প্রথম পর্ব যাবে উচ্চতর পর্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'পঁুজিবাদ থেকে সাম্যবাদ'। প্রথমেই এসেছে মজুরের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে দু এক কথা। বেতন কমলে ধর্মঘট হলে অবাধ্য মজুরদের জেলে নিয়ে যায় পুলিশে। আবার বেকার মজুর ঘরভাড়া না দিতে পারলে রাষ্ট্র তাকে তুলে দেয়, জেলে খাটিয়ে নেয়, পাঁচবছর অন্তর তাদের ডাকে ভোট দিতে। তখন সে ভাবে এবার বুঝি অত্যাচার কমবে। কিন্তু অচিরেই ভুল ভেঙে যায়। তবে এটা ঠিক, সামন্ততন্ত্রের তুলনায় পঁুজি তন্ত্রে স্বাধীনতা বড়ো মাপের। এটা রাখা যায়, চাষী, মজুর, সহরের গরীবদের পুরোনো সামন্ত সমাজের বিরুদ্ধে জাগিয়েই। পঁুজিবাদ যেমন সর্বহারা শ্রেণীর জন্য কয়েকটি অধিকার স্বীকার করে, তেমনি বাধ্যকরণের যান্ত্রিকতা ও দেখায়।

শেষ পর্যায়ে, মানে সাম্রাজ্যবাদের পর্বে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হয়ে ওঠে বিশাল, পরভোজী বোঝা। আর শ্রমজীবী শ্রেণী এই বোঝারচাপে সৃষ্ট সারপ্লাস ভ্যালু জমা দেয় এক আধুনিক খ্রীষ্টির্যের মত আধুনিক এক তীর্থযাত্রীর অগ্রযাত্রায়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের তিনটি স্বাধীনতার কথা ধরা যাক। তাহল— মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, বাক্ প্রকাশের স্বাধীনতা ও সভা করার স্বাধীনতা। যেহেতু এ সমাজে প্রায় সব সংবাদপত্র, ছাপাখানা পুঁজিবাদীদেরই হাতে তাই তারা যাবতীয় চিন্তাপথগুলি বিষাক্ত করতে থাকে। কিছু আলোক প্রাপ্ত নাগরিক যেমন বোবা সেন্সর ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সমসময়ের সমাজের ওপর আলো ফেলে। মজুর শ্রেণী ও দু চার পয়সা বাঁচিয়ে ছোট্ট ছাপাখানা বসায় যেখানে সংগ্রামের সংবাদ ছাপা হয়। পুঁজিবাদের চীৎকৃত কুকুর আধুনিক প্রেস নোংরা আর হাবিজাবির ঝোল তুলে ধরে জনগণের সামনে, যাতে তারা তাদের মনকে সামাজিক জীবনে সচেতন অংশী হতে ব্যবহার করতে না পারে। আধুনিক প্রেসের পবিত্র ত্রিত্ব (trinity) হল—খেলাধুলা, যৌনতা আর খুন জখম। ব্রিটেনের বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ফ্যাসিস্ট ও 'গণতন্ত্রী' সরকারের মধ্যে শুধুই মাত্রাগত তফাৎ, দুয়েই চায় সত্য যাতে লোক জানতে না পারে।

বাক্ ও চিন্তার স্বাধীনতা আপাত সত্য। মালিক যা বলে তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ফ্যাসীবাদ সম্মত। শ্রমিকের বহু কথাই সেন্সর করে দেওয়া হয়, গণ্যমান্য অধ্যাপককেও যুদ্ধের কারণ বিষয়ে সোস্যালিস্ট মতবাদ ও প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না।

মজুরদের সভা করার স্বাধীনতাও সীমিত, কারণ সব চেয়ে ভালো হলগুলোর মালিক হলো পুঁজিবাদীরা যারা মজুরদের এ সব হল ব্যবহার করতে দিতে চায় না। পুলিশ ও মিলিটারী মজুরদের সভা করতে বাধা দেয়। লন্ডন, বার্মিংহাম, দক্ষিণ ওয়েলস্-এ সভা ভেঙে দেওয়ার উদাহরণ লেখক দিয়েছেন।

সার্বজনীন নির্বাচন নাকি জনপ্রিয় ইচ্ছার বাস্তব রূপরেখা। কিন্তু খেয়াল করা হয় না যে—সার্বজনীন নির্বাচন নিকৃষ্টতম স্বৈর তন্ত্রের সঙ্গে লাগসই, ফ্যাসীবাদ ও এ জিনিস ব্যবহার করে। দ্বিতীয়তঃ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র জনগণের রাজনৈতিক অসচেতনতা ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। পুরোনো পুঁজিবাদের তুলনায় এক চেটিয়া পুঁজিবাদ হল আরো ভয়ানক, আরো অত্যাচারী, আরো পরাশ্রয়ী। দেশে ব্যাপক জনতার বেকারী যত স্থায়ী হতে থাকে, যত

মিলিটারী ব্যবস্থা বাড়তে থাকে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যত শ্রেণী বঞ্চনা ভয়াবহ-ভাবে বাড়ায়, ততই রাষ্ট্রীয় পরিচালনার খরচ বেড়ে যায় আর তা বহন করতে হয় মজুর ও পেটি বুর্জোয়াদের। এরপর ফক্স সুন্দর দেখিয়েছেন ফ্যাসীবাদ কিভাবে গড়ে ওঠে। ফক্সের মতে সোসাল ডেমোক্রেসী বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে বাধা দিতে পারে না, বরং একে টিঁকিয়ে রাখার কিছু সংস্কারের কথাই তা বলে। জার্মান সোসাল ডেমোক্রেসী এর পুরোনো উদাহরণ। ১৯১৮র শেষে জার্মানী শক্তিশালী শ্রমজীবী শ্রেণীর বিপ্লব সম্ভূত সোভিয়েত সমূহ দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় কাইজের-এর মিলিটারী ডিকটেটরশিপ এক সপ্তাহের কম সময়ে চলে যায়, যুদ্ধ থামে, সোভিয়েত শক্তি উত্তর সমুদ্র থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তারিত হয়। ১৯১৮র জার্মান বিপ্লব শ্রমিক ও সৈনিকদের হাতে শক্তি দেয়, দরিদ্র চাষীদের জায়গায়, তৈরী করে এক বিরাট শ্রমজীবী শ্রেণীর গণতন্ত্র। একে ধ্বংসের জন্য অনেকে হাত মিলিয়েছিল। এই জোটই ইতঃস্ততঃ করেনি রোজালুক্সেমবুর্গ, কার্ল লীয়েবক্‌নেট, লীও জোগীসশেচস্‌, ইউজীন লেভিন-এর মতো নেতাকে হত্যা করতে। ব্রিটিশ সহযোদ্ধার মত জার্মান বন্ধুরাও কখনো ঘোষণা করতে ভোলেনি যে ফ্যাসীবাদ শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি-রোধের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। এসব জায়গায় আমরা দেখি ফক্স কখনও স্বদেশের কথা ভোলেন নি, দেশকে কখনও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া ভাবেন নি।

ফক্স লক্ষ্য করেছেন সোভিয়েত শক্তি রাশিয়া বাভারিয়া, ফিনল্যান্ড, লাটাভিয়া, হাঙ্গারীতে গড়ে উঠলে ও অন্যত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্র ফ্যাসিস্ট শাসনে পরিণত হলেও, সমাজতন্ত্রীদের আচরণ দেখে মোহমুক্ত হলে ও জনগণ ভিত্তিক বিপ্লবী দল বা সোভিয়েত কিছুই গড়ে তুলতে পারে নি। তবে ফ্রান্সে ফ্যাসী বাদের বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘট, স্পেনীয় মজুরদের ফ্যাসীবাদ বিরোধী ঐক্য আশাব্যঞ্জক। নানা দেশে রিফর্মিজম এর মোহ কাটছে, ডাক উঠছে বিপ্লবী সমাজগণতন্ত্রের। যদি ও ইংল্যান্ডের রিফর্মিষ্টরা বলছে, বিপ্লব অসম্ভব। মি. জি ডি. এইচ. কোল বলেন পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর গুরুত্ব মার্ক্স খেয়াল করেন নি। অতএব মার্ক্সকে সংশোধন করে, উত্তেজনায় একটা আস্ত বই লিখে ফেলেছেন। র‍্যাশনাল ও ন্যাশনাল সমাজতন্ত্র যে এক 'তৃতীয় সাম্রাজ্য' গড়ে তুলতে পারে যাতে আধুনিক সমাজের যাবতীয় বাস্তবতা নিহিত এ দিকটা কম্যুনিজম খেয়াল করেনি, বলতে চান কোল ও সমধর্মী চিন্তাবিদেরা। কিন্তু কথাটা তো সত্য নয়। মার্ক্স এবং লেনিন আধুনিক নগর ও গ্রামের পেটি-

বুর্জোয়াদের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করে ছিলেন, বিশেষতঃ বিপ্লবী সংকটের মুখ। এ বিষয়ে তাঁরা ২য় আন্তর্জাতিকের নেতাদের থেকে পৃথক।[৮]

'কম্যুনিস্ট ব্রিটেন' নামক সপ্তম ও শেষ অধ্যায়ে ফক্স ইংলণ্ডের শ্রমজীবী শ্রেণীর সচেতনতা ও সঙ্ঘবদ্ধতাকে তুলে ধরেন আন্তর্জাতিক বিশেষতঃ রুশ শ্রমজীবী শ্রেণীর বিপ্লবী অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং যথেষ্ট সংশয়হীনতায়। কোল বলেছিলেন পুঁজিবাদ সমাজের শ্রেণীকাঠামোকে করেছে আরো জটিল, মধ্যবর্ত্তী গোষ্ঠীগুলি হারিয়ে যায়নি, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের মোমপালিশ মেখে আছে। ব্রিটেনে কথাটা অন্ততঃ মিথ্যা। এরা বলেন, ব্রিটেন স্বয়ম্ভর দেশ নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হলে খাবার ও কাঁচা মাল সরবরাহ হবে বন্ধ।

ব্রিটেনেই পুঁজিবাদ প্রথম বিকশিত, ধ্বংস করেছে সম্পত্তি ব্যবস্থার যাবতীয় মূল ও শাখাপ্রশাখাকে। আর কোনো দেশে কৃষি এত জটিল ভাবে পুঁজিবাদী নয়, আর কোনো দেশে শ্রেণী বিরোধিতা এত তীক্ষ্ণ নয়; এর কারণ মার্ক্স, এঙ্গেলস এবং লেনিনের মতে উপনিবেশ ও নির্ভরশীল দেশগুলির লক্ষ লক্ষ কৃষকের পয়সায় প্রোলেটারিয়েট ও বুর্জোয়াদের বেঁচে থাকা। বর্তমানে পুঁজি-বাদের সাধারণ সঙ্কট তীব্রতর হওয়ায় ব্রিটিশ শ্রেণী শান্তি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। এইখানে ফক্স ১৯৩১ সালের পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। তিনি দেখান ২১ মিলিয়ন জনগণের মধ্যে ৮ মিলিয়নের বেশী মানুষ ট্রেড ইউনিয়নে অংশ নেয়। তবে লেবার পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের কোনো কোনো অংশ মহান সর্বহারা লড়াকু অংশকে বিপথ চালিত করে বা বিভ্রান্ত করে। অথচ শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, ছোট দোকানদার, ছোট জমির মালিক গরীব চাষী প্রভৃতির র‍্যাডিক্যাল ঐতিহ্য খুবই শক্তিশালী। ১৯২৬ এর সাধারণ ধর্মঘট স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছে শ্রমজীবী শ্রেণীর ঐক্যের কাছে পুঁজিবাদ যাদের ওপর নির্ভরশীল (সৈন্য ছাড়া) তারা কতো হাস্যকরভাবে ক্ষুদ্র। মিঃ কোল বলেন বৃহত্তর শ্রম ঐক্য হচ্ছে না, ছোট ব্যবসা ও ছোট ফার্ম চাপের মধ্যে পড়ছে না। তিনি ও তার সমধর্মী চিন্তাবিদরা এই মনোভাব সঞ্চার করতে চান যে 'ছোট-মাপের মানুষগুলি হয়ে উঠছে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ'। এ হল ফ্যাসিস্ট তত্ত্বের ভিত্তি, আর অধিকাংশ ফ্যাসিস্ট চিন্তাবিদেরা কোনো না কোনো সময় মি. কোল যে ধরনের 'সমাজতান্ত্রিক' চিন্তা প্রচার করতে চান তা প্রকাশ করেছেন।

আর কোনো দেশে মজুর শ্রেণী এমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠেনি। ব্রিটেনে অর্থনৈতিক কাঠামো এমন যে বিপ্লব অসম্ভব রিফর্মিস্টদের এই তত্ত্ব আসলে ট্রটস্কিবাদ, যা এক দেশে সমাজতন্ত্র স্থাপন অসম্ভব এমন কথা বলে। অস্ট্রিয়ার সমাজতন্ত্রীরা ১৯১৮-১৯-তে বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়নি, অস্ট্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে সংশয় ছিল তাদের।

ফক্স ঠিকই বলেছেন, প্রত্যেক দেশের আছে নিজস্ব অসুবিধা। আর আক্রমণের মুখে আত্মসমর্পণ করলে পরাজয় তো হবেই। যদি অঞ্চলের পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রচার অভিযানের পরিকল্পনা করা যায় তাহলে শত্রু শক্তির অস্বস্তির জায়গাটা চেনা যাবে, আঘাত করার শক্তিটা আয়ত্ত হবে এবং বিজয় সম্ভব হবে।

এটা ঠিকই খাদ্যের ব্যাপারে ব্রিটেনে অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীল। ব্রিটেন পুঁজিবাদী সরকারকে উচ্ছেদ করতে পারলে বুর্জোয়ারা হয়ে পড়বে গৃহযুদ্ধ বাঁধানোর ক্ষেত্রে শক্তিহীন, যেমন হয়েছিল রাশিয়ায়। তখন সোভিয়েত ব্রিটেন নানা সাহায্য পাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে। তাছাড়া তখন সে ব্রিটেনের ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশগুলিকে দেবে স্বাধীনতা। যদি অস্ট্রেলিয়া, ভারত, আফ্রিকার বুর্জোয়ারা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে চায় তাহলে আবেদন যাবে এইসব দেশের শ্রমিক, কৃষকের কাছে। তাছাড়া ওইসব দেশ রপ্তানি বন্ধ করলে সেখানে অর্থনীতি যাবে ধ্বংসের পথে, ফলে বিপ্লবের পথ হবে প্রশস্ত। আর ইংল্যান্ডেও খাদ্য বিতরণ যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ব্রিটিশ শ্রমজীবী শ্রেণীর হাতে সর্বোত্তম অস্ত্র হল শ্রেণী সংহতি এবং সঠিক ঔপনিবেশিক নীতি। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ফিলিপ স্প্র্যাট ও বেন ব্র্যাডলের সাড়ে চার বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সাহসী অবজ্ঞা এটা নিশ্চিত করে যে ব্রিটিশ শ্রমজীবী শ্রেণী জয়ী হলে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করতে পারবে।

তাই উপনিবেশের ও ব্রিটেনের শ্রমিক ঐক্য শুধুই কথার কথা নয়। যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পূর্ণ করতে পারে তাহলে পৃথিবীর শ্রেণীশক্তির পুরো ব্যালান্সটাই যাবে বদলে।

ফক্স তাঁর অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন, ব্রিটেনে শ্রমজীবী বিপ্লবের প্রথম কাজ হবে শত্রুদের নিরস্ত্র করে দেওয়া, রেড আর্মি স্থাপন, নৌ, বিমান শক্তি গড়ে তোলা, ব্যাঙ্ক, যানবাহন, বৃহৎ শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা। এই সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনই দেশের সব সমস্যার সমাধান করবে। লেবার পার্টির বাম অংশের

কর্মসূচীতেও এই পুনর্গঠন সমস্যার ছোঁয়া নেই। সবশেষে ফক্সের সংশয়-বিমুক্ত উপলব্ধি হল—কম্যুনিজম কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, বরং তা লক্ষ লোকের রুটি ও জীবনের রাজনৈতিক আন্দোলন-এর মতবাদ, যা অনিবার্য-ভাবে এনেছে পুঁজিবাদের অগ্রগতি। ইতিমধ্যেই এই আন্দোলন, এই সত্যকার রাজনীতি আধুনিক জীবন ও সভ্যতার সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোকের আন্দোলন বলেই যে এর জয় হবে তা নয়, জয় হবে কারণ এ হল পৃথিবীব্যাপী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের আন্দোলন। শ্রমজীবী শ্রেণীর রাজ-নৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্তি ঘটাবে যুদ্ধের, হিংসার, অত্যাচারের অবসান, মানুষকে করবে যন্ত্রের নিয়ন্তা, গড়ে তুলবে নব সমাজ যেখানে শ্রেণী নেই, শ্রেণী দ্বন্দ্ব নেই।

টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেণ্টে এই বইটির যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় (৩০শে মে,১৯৩৫) তার বক্তব্য—বইটি কম্যুনিজম সম্পর্কে নিঃসংশয় বিশ্বাসে, মার্ক্স এঙ্গেলস লেনিন ও ষ্ট্যালিন-এর উদ্ধৃতি সহযোগে লেখা। যারা এই চারজনের চিন্তার বিরোধী তাদের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে ফক্সের স্পষ্ট ঘৃণা। তাছাড়া বইটি পূর্বোক্ত মতবাদের পরিচিত শব্দ, বাক্যবন্ধে পূর্ণ (যেমন শ্রেণী সংগ্রাম)। কম্যুনিজম কোন পথে এ নিয়ে সমালোচকের মতো ফক্স অপেক্ষায় নারাজ বলে অসন্তোষপ্রকাশিত। জি. ডি. এইচ. কোল প্রভৃতির প্রতি সমালো-চনা তাঁর মনে হয়েছে গুরুত্বহীন। এই সব মন্তব্য থেকে যেমন ফক্সের অর্জিত উপলব্ধির সুদৃঢ়তা, সংশয়হীনতা সাম্যবাদমনস্ক পাঠকের চোখে পড়ে তেমন পড়ে সমালোচকের অহং অতিরেক ও সাম্যবাদ বিরোধী মুঢ়মনের চেহারা। তাঁর সমকালীন সাথী টি. এ. জ্যাকসন বলেছিলেন—

"তাঁর সাম্যবাদ বিষয়ক বইটি উল্লেখ করার মত। সাম্যবাদী তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর মন্তব্যগুলি যেমন সুপ্রযুক্ত, এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সহায়ক, তেমনি তাঁর অন্যরচনাগুলি একজন সাম্যবাদী কি ধরনের চিন্তা করেন তা বেশী মাত্রায় তুলে ধরে। এমন কোনো সহজলভ্য রচনা নেই যা এই বইয়ের মতো জানিয়ে যায়, একজন সাম্যবাদী কি চিন্তা করেন—আর এই চিন্তা সরাসরি মন্তব্য করার বদলে নানা রঙে, নানা তালে উপস্থাপিত হয়।"[৯]

উল্লেখসূত্র

১. ফক্সের এই বইটির তিনবছর পর প্রকাশিত হয় সিপিজিবির প্রভাবশালী

নেতা রজনীপাম দত্তের The Political and Social Doctrine of Communism নামের ছোট বইটি, যার তিনটি অধ্যায়ের নাম ছিল সাম্যবাদের লক্ষ্য সমূহ, শক্তির সমস্যা এবং সাম্যবাদী নীতির বর্তমান। দুটি বইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এক, যদিও ফক্সের উপস্থাপনা বৈচিত্র্যময় ও বিস্তৃত। রজনীপাম কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের ৭ম কংগ্রেসের বক্তব্যকেই তুলে ধরতে চান, যাতে ডিমিত্রভ ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক যুক্তফ্রণ্ট গড়ার ডাক দেন। ফক্সের এই রচনাটিতেও তার প্রকাশ আছে। তাছাড়া দুজনেই চেয়েছিলেন কম্যুনিজম সম্পর্কে ভ্রান্তি ও অপপ্রচার বন্ধ করতে এবং কম্যুনিষ্ট কর্মীদের পথনির্দেশ করতে।

২. ল্যাস্কি তার ২য় ও ৩য় দশকের মধ্যবর্তীকালের রচনায় রাজনীতির পিছনে অর্থনৈতিকতার নিয়ন্ত্রণের কথা বললেও মার্ক্সের ইতিহাসের দর্শনকে বলেছিলেন radically false আবার ১৯২৮ সালের একটি প্রবন্ধে বলেন, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সঠিকভাবে অনুধাবন করা হয় না। ধর্ম, জাত, জাতীয়তা এ সবের নিজস্ব একটা ইডিয়লজি আছে যা অর্থনৈতিক পরিপার্শ্বের ওপর পারস্পরিক প্রভাব বিস্তার করে। মার্ক্সের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা—ঐতিহাসিক বিকাশের অনিবার্যতার মধ্য দিয়ে সমাজ বিবর্তনের সম্ভাব্য চেহারাটা অনুধাবন—ল্যাস্কি একটু বদলে নেন। কম্যুনিস্টদের প্রোপাগাণ্ডা পুঁজিবাদীরা কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না এ কথায় ল্যাস্কি সংশয়ী। যেমন মার্ক্সবাদের প্রধান কথা পুঁজিবাদের অনিবার্য ধ্বংস ও নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আগমন তিনি মানতে চান না। তবে জাতীয় আত্মনির্ধারণে কম্যুনিষ্টদের গুরুত্ব আরোপ বা ১৯৩০ সালের শেষে ফ্যাসীবাদ বিষয়ে কম্যুনিষ্টদের প্রচারকে তিনি প্রশংসাই করেন।

৩. A Proletarian Science—Stuart Macintyre, Pg 52

৪. ল্যাস্কি মনে করেন, বলশেভিক বিপ্লব রাশিয়ায় ঘটলেও আর কোথাও ঘটবে না। লেনিন, ট্রটস্কির মত ব্যক্তিত্ব ও বিরল। আর জারের মত অত্যাচারী শাসক কোনো দেশে নেই।

The Political Ideas of Harold J. Laski—Herbert A Deane, P. 137.

৫. ল্যাস্কি বোঝান শান্তিপূর্ণ উত্তরণ পুঁজিবাদ থেকে হবে এমন

বিশ্বাস আসা উচিত ব্রিটেনের শ্রমিকদের। বিপ্লব নয়, পার্লামেণ্টারী পথই কাম্য।

The Political Ideas of Harold J. Laski—Herbert A. Deane Pg. 130. এই ল্যাস্কিই 'কম্যুনিজম' বইতে মার্ক্সবাদের সঙ্গে ধর্মের, দুই পক্ষের ভক্তের বিচারহীন ভক্তির কথা বলেন।

৬. ল্যাস্কি বলেন মার্ক্স, লেনিন কেউই বলতে পারেননি সর্বহারার একনায়কত্ব কতদিন টিকবে। এই একনায়কত্ব, এর প্রক্রিয়ার দিক থেকে মার্ক্সবাদ ও ফ্যাসীবাদে, লেনিন ও মুসোলিনীতে তাঁর মতে কোনো তফাৎ নেই। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

৭. মার্ক্সের তত্ত্বের একটি কেন্দ্রীয় কথা—সর্বহারার ক্রমবর্ধমান দুর্দশা, তা ল্যাস্কি অস্বীকার করেন। তিনি বলতে চান গত এক শ বছরে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। সুতরাং গণতন্ত্রই বন্দনীয়। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮

৮. এই বইয়ের শেষ দুটি অধ্যায়ে ফক্স কোলের কথা বেশ কয়েকবার এনেছেন। কোল এবং ল্যাস্কির রচনায় হেগেলীয় ঐতিহ্যকে আয়ত্ত করতে পারার অক্ষমতা প্রকট। ওঁরা মার্ক্সীয় তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার করতে গিয়ে তাচ্ছিল্যে বা তাড়াহুড়ায় পোঁছে যান গতানুগতিক সিদ্ধান্তে। ন্যাশনাল গীল্ডস্ লীগ এর সবচেয়ে র‍্যাডিকাল নেতা ছিলেন কোল, পরে এ দল তিনি ত্যাগ করেন। কোল, ল্যাস্কি, রাসেল—২য় দশকে বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রের কাজ সেবা করা তা শ্রেণী স্বার্থের প্রতিফলক নয়। তার রাজনৈতিক ত্রুটিবিচ্যুতি তাঁরা চাইতেন এড়িয়ে যেতে। ১৯৩০-এ এরা তিনজনেই কিছুটা মার্ক্সীয় দৃষ্টি মেনে নেন। কোল বুঝেছিলেন, পার্লামেণ্টারী পথ কোনো দিনই আনতে পারবে না সমাজতন্ত্র। তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে আবার তিনি এসে যান গীল্ড সোসালিজমের কাছাকাছি।

৯. Ralph Fox's Political writings – T. A. Jackson, Ralph Fox A writer in Arms, Pg. 154.

৪. লেনিন

১৯৩৩ সালে ভিক্টরগোলান্স্‌ লিমিটেড প্রকাশ করেন ফক্সের লেখা 'লেনিন' —একটি জীবনী। এই স্মরণীয় বইটির প্রাসঙ্গিকতা আমাদের কাছে দুইদিক থেকে আছে বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়টির কথা আগে বলা যাক। ১৯৯৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব উদযাপন কালে মস্কোতে মস্কোসিটি কম্যুনিস্ট পার্টি কমিটি, দি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ ইত্যাদিরা যে শোভাযাত্রার আয়োজন করে তাতে পুঁজিবাদ এবং স্ট্যালিনের নিন্দা ছাড়াও ১৯১৭র রুশ বিপ্লবের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় এবং সরকারী ভাবে দমিতদের সম্পর্কে শোক প্রকাশ করা হয়। (ষ্টেটস্‌ম্যান, ৮ই নভেম্বর, ১৯৯৭) সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায় 'সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' দেশের নাম থেকে 'সোভিয়েত' এবং 'সমাজতন্ত্র' শব্দ দুটি ছেঁটে ফেলছে। (আজকাল, ১০ই নভেম্বর, ১৯৯৭) খোদ সোভিয়েত দেশে জনসভায় জার আমলেরধ্বজা দেখা দিয়েছে। সোভিয়েত তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের ব্রোঞ্জ ও মার্বেল প্রতিমূর্তি আগুনে বোমায় চূর্ণ করা হয়েছে পোলাণ্ডে, তাদের কুশপুত্তলিকা ফাঁসিতে লটকানো হয়েছে রুমানিয়ায়, স্থানচ্যুত করা হয়েছে হাঙ্গেরীতে, বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে পূর্ব জার্মানীতে, এবং কম্যুনিস্ট বিরোধী শ্লোগান লেখা কার্ডবোড দ্বারা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বুলগেরিয়ায়। তাঁর স্বদেশে কোথাও কোথাও লেনিনের মূর্তি গোপনে ধ্বংস করা হয়েছে, তার বৈপ্লবিক দর্শনকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করা হয়েছে। এমনকি মস্কো সিটি কাউন্সিলের হলঘরে লেনিনের যে বিশাল আবক্ষমূর্তিটি বহু শতক ধরে রাজনৈতিক অধিবেশনে পূজিত হয়েছে, তার মুখটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে দেওয়ালের দিকে। (টেলিগ্রাফ, ১৭ই জুলাই, ১৯৯৭) বোঝা যায় এই বেপরোয়া আচরণ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর একটি প্রেক্ষাপট আছে। ইউরোকমিউনিজম এবং পেরোস্ত্রৈকা সে পট ওপথের দুটি নিঃসংশয়ী স্তম্ভ বলা যায়। "ক্রমশঃ লেনিন জীবনের শেষ দিকের একাংশ (নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাল) ছাড়া গোটা লেনিনকে গর্বাচভ দেখাতে চান না। গর্বাচভ ক্রমাগত লেনিনের যে ছবি এঁকে চলেছেন তাতে তিনি প্রায় যেন এক পরম বৈষ্ণব। লেনিনের নাম নিয়ে এখন চলেছে বিপ্লব বিষয়ে বিরক্তি ও বিমুখিতার ব্রীড়াহীন প্রকার আর ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে (হয়তো বা আজকের কেতা দুরস্ত্‌ 'মানবতা'র নামে) "ধনতন্ত্রের ক্লেদ, লজ্জা এবং অমানুষিকতা" কে ধিক্কার দিয়ে

মার্ক্স-এর বজ্র ঘোষণা।... বিপ্লবী 'সন্ত্রাস' কাকে বলে, লাল সন্ত্রাস-এর তুলনায় বিপ্লবের বৈরীদের 'শ্বেত সন্ত্রাস' সেই ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে জগতের সর্বত্র ঢের বেশি নির্মম আর কঠোর, এবং নিছক 'পবিত্র' অপাপবিদ্ধ 'গণতন্ত্র' বলে যে কোন বস্তু নেই, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের বিচার বিনা 'মুক্তি', 'গণতন্ত্র প্রভৃতি শব্দ যে শুধু মোহ সৃষ্টি করে, এবম্বিধ বহু লেনিনবাদী শিক্ষা মতলব করেই যেন সরিয়ে রাখা হয়েছে।" (সংকটেরই কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে, মনীষা ১৯১৭) পরিস্থিতি যখন এমন তখন মহান বিপ্লবী লেনিনের জীবনী, লেনিনবাদের প্রয়োগ সংকটগত তাৎপর্য গুলি বারংবার সযত্নে অধ্যয়নের প্রয়োজন একান্তই জরুরী। সে পথ ও প্রবণতা যখন প্রথম গ্রন্থিত হবার মতো পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল সেই ৩য় দশকের শেষদিকে এক সংগ্রামী তরুণ-এর দৃষ্টিতে লেনিন কেমন ছিলেন তা আজকের সদ্য চক্ষুষ্মান বা বিভ্রান্ত তরুণের কৌতূহল মেটাতে বা উদ্রিক্ত করতে পারে।

এবার আসা যাক প্রথম প্রসঙ্গে। নানা লেখক—কম্যুনিস্ট অকমিউনিস্ট,—ভ্রান্ত ও নিঃসংশয়, বিজ্ঞ ও মূর্খ তাঁকে নানা ভাবে দেখেছেন। একদিন লেনিন-কে 'নরপিশাচ', 'নরখাদক', 'রক্তপিপাসু' দানবরূপে চিত্রিত করেছে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি। 'ভয়ঙ্কর এই অমানুষটি' রাশিয়ায় যে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটিয়েছে তার রোমহর্ষক বিবরণ একদিন সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিক শ্রেণীর মুখপত্র গুলিতে দিনের পর দিন সাড়ম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। ষ্টেটসম্যানে লেনিনের মৃত্যুর পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলা হয়েছিল end of a notorious career.

অন্যদিকে তাজিক ও কাজাক দুনগান, ওইরুট, উজবেক লোককাহিনীতে লেনিন এক পাহাড় বা মেঘরাজির মত সুউচ্চ, বা সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল, রাত্রি যার জানা নেই। তাঁর ডান হাতে সূর্যরশ্মি, বাম হাতে চন্দ্ররশ্মি, পায়ের তলায় কম্পিত ধরিত্রী, তিনি এক দানবসদৃশ মানুষপৃথিবী ও পর্বতকে নাড়িয়ে তার ভিতরকার সম্পদকে আনেন তুলে, কিরঘিজ কাহিনীতে লেনিনের আছে এক যাদু আংটি, যার সাহায্যে সে অশুভ শক্তিকে উৎখাত করতে পারে আর অন্যায় ও অবিচার থেকে মুক্তি দিতে পারে দরিদ্রকে। লেনিন হলেন পুরা দেবতা টাইডাল, লড়েন ধনীও সুবিধাভোগীদের বন্ধু অ্যাসমোডেনস-এর বিরুদ্ধে। সদর্থক লেনিন চর্চার বিপুল ইতিবৃত্তকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি ১) মানবতাবাদী বা কর্মবীর লেনিন ২) রূপকথার নায়ক লেনিন ৩) বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের নেতা বলশেভিক লেনিন।

আমরা আমাদের অভীপ্সা অনুযায়ী তাঁকে আমাদের মতো করেই ব্যাখ্যা করে থাকি। ফক্স চেয়েছিলেন তৃতীয় ভঙ্গিমাটি। অর্থাৎ বিপ্লবী লেনিনের তত্ত্ব ও প্রয়োগকেই তেত্রিশবছর বয়সী ফক্স তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সমাজ-তন্ত্রী লেখক সিডনী ওয়েব ছিলেন ফক্সের সমসাময়িক, যাঁর রুশবিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ অনেককেই সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তিনি ফক্সের মৃত্যুর পর বলেছিলেন, লেনিন বিষয়ক বইটি স্মৃতি তর্পণ কালে অনেকে উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। কিন্তু লেনিনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এই মনোরম ভাবে লেখা এবং সহজ পাঠ্য বইটি বৃটিশ অনুসন্ধিৎসুদের কাছে সোভিয়েত সাম্যবাদের পরিচিতি হিসাবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে আমার মনে হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার বিস্ময়কর বিকাশ সম্পর্কে আরো অনুসন্ধিৎসাকে, যে অল্প সংখ্যক পাঠক বইটি পড়েছেন, তাঁরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না। এ বইটিকে নিশ্চিত ভাবেই মূল্যহীন রচনা বলা চলে না, এরজন্য আমরা যে জীবনের কাছে ধনী, সেই জীবনটি কিন্তু ট্র্যাজেডির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছিন্ন হয়ে গেল। আমরা, যে বাঙালী পাঠকরা, বইটি পড়েছি, তাঁরা অন্ততঃ একটি বিষয়ে একমত, পাঠকের রুশ বিপ্লব এবং লেনিন বিষয়ক অনুসন্ধিৎসাকে এ বই বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এমন প্রাঞ্জল, এমন উদ্দীপক, এমন সতেজ ভঙ্গী, এমন সাহিত্যগুণান্বিত জীবনীর সংখ্যা যথেষ্ট নয়। ফক্সের বন্ধু জ্যাকসন অবশ্য কিঞ্চিৎ সমালোচনা মূলক মন্তব্য করেছিলেন—

"তাঁর 'লেনিন' বইটি খুঁটিয়ে আলোচনা করতে গেলে নানা ত্রুটি বার করা যেতে পারে। কখন ও তিনি লেনিনের মুখে এমন কথা বসিয়েছেন যা অন্য কারুর কথা। কখনও কখনও তিনি ভুল করেছেন বিস্তার করতে গিয়ে। লেনিনের তাত্ত্বিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে আছে হীরকতুল্য স্বচ্ছতার অভাব, সংজ্ঞা রচনায় তীক্ষ্ণতার অভাব, যা ছিল না আর. পি. দত্তের 'লেনিন' নামীয় ছোট্ট জীবনালোচনায়। তবু ও লেনিনের দীপ্তি ও উষ্ণতা এতো বাস্তব এতো প্রত্যক্ষ করে দেবার মত এমন আর কোনো রচনা আমার জানা নেই। ক্লারা জেটকিনের বা ক্রুপস্কায়ার আবিষ্ট করে রাখার মত স্মৃতি চারণেও এমন বাস্তব, এমন স্পষ্ট করে লেনিনীয় দীপ্তি ও উষ্ণতার পরিচয় নেই।"

লেনিনের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালের ২১ শে জানুয়ারী। ফক্সের 'লেনিন' বইটি লেখা হয় ১৯৩৩-এ। এই ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ এর মধ্যে লেনিন বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশী নয়। কিন্তু ১৯২৪ এর আগের তুলনায় বেশী। কারণ রুশ বিপ্লবের অভূতপূর্ব সাফল্য এবং সেই বিপ্লবের নেতা সদ্য পর-

লোকগত নেতাকে নিয়ে রচিত বইয়ের সংখ্যা বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের মধ্যে লেনিনকে নিয়ে সব লেখা হয়েছে তার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা উপস্থিত করা যাক।

1921 : গান্ধী বনাম লেনিন—এস. এ. ডাঙ্গে
লেনিন—ফনিভূষণ ঘোষ

1922 : লেনিন ও সমসাময়িক রাশিয়া (প্রবন্ধ)—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল
লেনিনের জীবনকথা (প্রবন্ধ)—অমূল্যচরণ অধিকারী

1923 : লেনিন (প্রবন্ধ)—কেশবেশ্বর বসু

1924 : On Lenins life in kazan (প্রবন্ধ)—ULYANOVA-YELIZAROVA, ANNA.
A few features of Lenin's life (প্রবন্ধ)—KRZHYZHANOV KSAYA,Z.
Vladimir Lenin—GORKY, M.
The Foundations of Leninism—Stalin.
On Lenin—TROTSKY, L.
Lenin : A study on the unity of his thought—LUKACS, GEORGE.
বিপ্লব পথে রুশিয়ার রূপান্তর—অতুল চন্দ্র সেন
লেনিন:(প্রবন্ধ)—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

1925 : Vladimire Ilyiche (প্রবন্ধ)—ULYANOV, DIMITRI
My Acquaintance with Lenin (প্রবন্ধ)—VODOVOZOV, V
Nikolai Lenin : A Brief Biographical Sketch—BELL, THOMAS
Lenin as a Marxist—BUKHARIN, N
Since Lenin died—EASTMAN, MAX
Lenin the man—ZETKIN, KLARA
তরুণ রুশ—রেবতী বর্মণ

1926 : Marx Lenin and the science of Revolution—EASTMAN, MAX
Reminiscences—KRUPSKAYA, N

Concerning Questions of Leninism—STALIN
লেনিন ও সোভিয়েত—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী
নব্য রুশিয়া—সরোজ আচার্য
লেনিন ও সোভিয়েত রাশিয়া (প্রবন্ধ)—দেবব্রতবসু

1927 : Lenin (প্রবন্ধ)—POTRESOV, A
On Lenin—A collection of articles published by Pravda

1928 : Lenin and Plekhanov—LUNACHARSKY, A
Lenin—MARCU, VALERIU

1930 : Bits of Reminiscenes—SEMASHKO, N

1931 : Lenin—MIRSKY
রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা (প্রবন্ধ)—সুশোভন সরকার

1932 : লেনিন—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
লেনিন ও রোজালুক্সেমবুর্গ—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
লেনিন (প্রবন্ধ) —সোমনাথ লাহিড়ী

1933 : Lenin—DUTT, R.P.
Lenin : A Biography—FOX, RALPH
বলশেভিক রুশিয়া (প্রবন্ধ)—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ফক্সের বইটি দুষ্প্রাপ্য বলে প্রথমে আমরা তার সূচিপত্রটি পাঠকদের সামনে উপস্থিত করি। বইটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত, সব মিলিয়ে আছে কুড়িটি অধ্যায়।

প্রথম খণ্ড—**প্রথম সোপান গুলি**—অধ্যায় ১. ছেলেবেলা ২. পরিবর্তমান রাশিয়া ৩. বিদ্রোহী ছাত্র ৪. পিটারসবুর্গ ৫. গ্রেপ্তার ও নির্বাসন ৬. সাইবেরিয়া

দ্বিতীয় খণ্ড—**পার্টির দ্রুত উন্নতি**—অধ্যায় ১. স্ফুলিঙ্গের প্রজ্বলন ২. পার্টিতে বিযুক্তি ৩. যুদ্ধ ও বিপ্লব ৪. ১৯০৫

তৃতীয় খণ্ড—**বিপ্লবের প্রাক্কালে**—অধ্যায় ১. প্রতিক্রিয়ার বছরগুলি ২. লেনিনের বিশ্বাস ৩. ঝড়ের সংহতি ৪. যুদ্ধ

চতুর্থ খণ্ড—**বিপ্লব**—অধ্যায় ১. পেট্রোগ্রাদে বসন্ত ২. বিদ্রোহ ৩. রুটি শান্তি ও জমি ৪. এটা কিংবা ওটা ৫. নূতন ও পুরাতনের যুদ্ধ ৬. সমাপ্তি

এবার ওই দশবছরে লেখা উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির কয়েকটির সঙ্গে ফক্সের বইটির তুলনা করা যাক। গোর্কী এবং ক্লারা জেটকিনের রচনা দুটি স্মৃতি-কথা। তাতে ব্যক্তি লেনিনকে যেমন চেনা যায় তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কারণে, তেমনি স্মৃতিকথা যেহেতু অন্য কোনো সাধারণ লেখকের নয়, এবং লেনিন বিষয়ে, তাই শিল্প সংস্কৃতি রাজনীতি বিষয়ে অনেক মূল্যবান মন্তব্যের সঙ্গে সঞ্চারিত উষ্ণতা বা প্রত্যক্ষতাকে পাঠক অনুভব করতে পারেন। ক্রুপস্কায়ার লেখাটি যদিও নামে স্মৃতিকথা তবুও ব্যক্তিগত স্মৃতি ও বিপ্লবী অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির এবং বিশ্লেষণের সংমিশ্রিত পরিচয় বহন করে। ওই বইতে আছে ১৮৯৪ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত কালের, ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে ক্রুপস্কায়ার প্রথম আলাপ থেকে অক্টোবর বিপ্লবের কাল পর্যন্ত লেনিন জীবনের পরিচয়। উদ্দেশ্য, লেখিকার মতে, লেনিনের যাপিত জীবন ও কর্মের পরিস্থিতির চিত্র উপস্থিত করা। স্মৃতির সব চেয়ে স্পষ্ট অংশগুলিই তিনি লিখেছেন। ১৮৯৪ ১৯০৭ এই কালসীমার পরিচয় লেখা হয় লেনিনের মৃত্যুর কয়েকবছর পরই। আছে পিটার্সবুর্গ, সাইবেরিয়া, মিউনিখ ও লন্ডন পর্বের, পার্টির ২য় কংগ্রেসের আগে পরের এবং ১৯০৫ এর দিকে কালের যাত্রার কাহিনী। তারপর ১৯০৫-এ রাশিয়া এবং রাশিয়ার বাইরের অভিজ্ঞতা। এ পর্বেই শ্রমজীবী আন্দোলনের অভ্যুত্থানের প্রথম পর্ব এবং পার্টি প্রতিষ্ঠার মত ঘটনা ঘটেছে। এই পর্বের কাহিনী ফক্স ও লিখেছেন, বিশেষতঃ প্রথম খণ্ডে। তবে মহান প্রিয় সাথীর মৃত্যুশোক হৃদয়ে ধারণ করে লিখতে হয় নি ফক্সকে। ১৯০৮-১৯১৭র পর্ব, ক্রুপস্কায়া, ঠিকই বলেছেন, জটিলপর্ব। এখানে আছে দ্বিতীয় বিদেশবাস, নানাপ্রকার সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে বিপ্লবীয়ানা বজায় রাখা, সুবিধাবাদীদের চাপে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন, ধাপে ধাপে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের গড়ে ওঠা, সবচেয়ে বিরূপ পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা ইত্যাদি। এই পর্বগুলি ফক্সও দেখিয়েছেন তাঁর সাধ্যমত তৃতীয় খণ্ডে। ৩য় পর্বে ক্রুপস্কায়া ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ সালের কিছু কথা, কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে। তাতে অক্টোবর বিপ্লবের দিনগুলি থেকে ১৯১৯ কালীন ছড়িয়ে পড়া গৃহযুদ্ধের কালের অনেক সংকটের (এবং লেনিন কিভাবে তা মোকাবিলা করেছিলেন সেকথা আছে। ক্রুপস্কায়া বলেন, নানাবিধ সমস্যা ও সংগ্রামের মধ্যথেকেই উঠে এসেছিলেন অক্টোবরবিপ্লবের নেতা লেনিন। নেতা গড়ে ওঠে সংগ্রাম থেকে, এই সংগ্রাম থেকেই সামর্থ্য সংগ্রহ করে নেতারা। এই দৃষ্টিভঙ্গি ফক্স এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি।

ট্রটস্কির বইটিও বেরিয়েছিল লেনিনের মৃত্যুর পরই। লেনিনের জীবনী লেখার জন্য ট্রটস্কি বেশ কিছু নোট তৈরী করেছিলেন, ভেবেছিলেন এই জীবনী রচনা মারফৎই তার শ্রদ্ধা অর্পণ করবেন। এই বইটির প্রথম অংশে আছে লণ্ডনে ইস্ক্রা পর্বের ছমাস,২য় অংশে বিপ্লবের দিনগুলির কথা, ৩য় অংশে লেনিনের সক্রিয় জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণগত উপলব্ধি। পরিকল্পিত লেনিন জীবনীটি অবশ্য আর লেখা হয় নি। ট্রটস্কি বলেন এ লেখায় দলিলের উপস্থাপনা অপেক্ষা স্মৃতির দিকটাই প্রাধান্য পেয়ে যায়। তাঁর মতে বইটি নানা দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ। এ বইতে আছে বিংশ শতাব্দীর দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সম্পর্কের কথা। বইটি শুরু হয় এডওয়ার্ডীয় লণ্ডনে নির্বাসিত রুশ চরমপন্হীদের প্রসঙ্গ দিয়ে, তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে ১৯১৭র প্রসঙ্গে চলে যাওয়া। এখানে ট্রটস্কি বলশেভিক নীতির নানা দিক বলশেভিক ষড়যন্ত্রের প্রকৃত সময় নিয়ে, ব্রেস্ট লিটোভস্ক্ নিয়ে নানা বিতর্ক, সাংবিধানিক পরিষদের প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিরোধ, ওয়ারশ প্রসঙ্গে ১৯২০র পরামর্শ ইত্যাদি আলোচনা করেন। প্রয়োজনে লেনিনের সমালোচনা করলেও ট্রটস্কির লেখা থেকে বিপ্লবপ্রসঙ্গে অশান্ত ও অকোমল প্রচেষ্ট লেনিনের পরিচয়ই মেলে। দেখা যাচ্ছে, আমাদের আলোচ্য বইটির সঙ্গে ট্রটস্কির বইটির বিষয়গত আংশিক মিল থাকলেও অমিলের পরিমাণটাই যথেষ্ট।

লুকাচের বইটিও লেখা হয়েছিল ১৯২৪ সালে। ভূমিকায় লুকাচ জানিয়েছিলেন এই বইটি কোনোক্রমেই লেনিনীয় তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিস্তৃত আলোচনা নয়, বরং অতি সংক্ষেপে দুয়ের সম্পর্ক দেখানো হয়, বিস্তৃত কম্যুনিস্টদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য। তাছাড়া তখন ও লেনিনের জীবনী রচনার পর্যাপ্ত উপকরণ ব্যবহারযোগ্য হয় নি। এক সমগ্রতার মধ্যে তারই অন্তর্গত এক ব্যক্তিকে পরিষ্কার করে তুলে ধরা, খুবই কঠিন। ১৯১৭ সালে বইটির পরিশিষ্ট প্রবন্ধে লুকাচ লেখেন লেনিনের মৃত্যুর পর বিশেষ কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি লিখেছিলেন এই ছোট্ট বইটি। লুকাচের লক্ষ্য ছিল লেনিনের বস্তুময় প্রণালীকে তুলে ধরা নয়, বরং সেই মন্ময় ও তন্ময় শক্তিকে তুলে ধরা যা লেনিনের ব্যক্তিসত্তা ও সক্রিয়তার সুপ্রণালীবদ্ধতা এবং সুরূপায়ণ সম্ভব করেছিল। লুকাচ বলেন, দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগে একদল মার্ক্সিস্ট কিভাবে লেনিনের ব্যক্তিত্ব ও লক্ষ্যবস্তুকে, বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে রেখে তাঁর স্থান নির্ণয় করেছিলেন, এ বইয়ে আছে তারই পরিচয়। একটা কোনো একরৈখিক মাত্রা রচনার মারফৎপ্রকৃত এবং নিয়মপ্রসূত সম্পদের বিনষ্টি

লেনিন চাইতেন না, লুকাচ ও চান না। এখানে লুকাচ লেনিনের ২/১টি চিন্তার সীমাবদ্ধতার কথা বলেন। কিন্তু একথা ভোলেন না যে লেনিনের সত্যকারের পৃথক সত্তা আর ষ্ট্যালিনীয় ব্যুরোক্রেটিক আদর্শের অভ্রান্ততা এক নয়। এ বইটি লেনিনের আত্মিক মর্যাদার যথার্থতার একটা আভাস দিয়ে যায়। তিনি মনে করেন এ বইতে নেই তাত্ত্বিক ভিত্তির গভীর বিস্তৃতি, নেই লেনিনীয় মানবতার পরিচয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যাবে লেনিনের নানা রাজনৈতিক লেখার মধ্য থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসম্ভব করা, লেনিনীয় তত্ত্বের গড়ে ওঠার বিশ্লেষণ, বিশ্বযুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধের কালে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা ও তাকে মোকাবিলায় লেনিনের বক্তব্যের সারবত্তা নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। লেনিনের উদ্ভাবিত তত্ত্ব এবং তার মহত্ত্বের গোপন রহস্য যে সামগ্রিকতার বোধে তা যেমন তিনি দেখান, তেমনি সাম্প্রতিক প্রসঙ্গাবলি জড়ো ক'রে যুগের বিপ্লবী প্রবণতার দিকে লেনিনের অঙ্গুলি নির্দেশের কথাও তিনি বলেন।

আইজাক ডয়েটশার অমৌলিক এবং ভোঁতা বললেও[৩] ষ্ট্যালিনের লেখা 'লেনিনবাদের ভিত্তি' এবং 'লেনিনবাদের প্রশ্ন' এই পুস্তিকা দুটি মার্ক্সবাদ শিক্ষার্থীদের কাছে অবশ্য পাঠ্যরূপে গণ্য হয়েছে। এ দুটিতে ষ্ট্যালিন যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেনিনবাদের ঐতিহাসিক উৎস, এর তত্ত্ব ও প্রণালী, সর্বহারা একনায়কত্ব, কৃষি, জাতীয় প্রশ্ন ও পার্টির কার্যপদ্ধতি নিয়ে যেমন আলোচনা করেন তেমনি লেনিনবাদের সংজ্ঞা, মূল বিষয়, স্থায়ী বিপ্লব এবং এক দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ের প্রশ্ন এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের বিজয়ের জন্য যুদ্ধের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। কেউ বলেন, লেনিনবাদ শুধু রাশিয়ার অদ্ভুত পরিস্থিতিতে প্রয়োগের পক্ষেই উপযুক্ত। কেউ বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর ৪র্থ দশকের মার্ক্সবাদের পুনঃপ্রবর্তনই হল লেনিনবাদ। কেউ বলেন, লেনিনবাদের মূলকথা কৃষককেন্দ্রিক। ষ্ট্যালিনের মতে এ তিনটি কথাই অর্ধসত্য। তাঁর মতে, লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদের ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্ক্সবাদ। সুবিধাবাদী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে এ মতবাদ বিকশিত ও সবল হয়েছে। আর সর্বহারার ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যেই কৃষক প্রশ্নটি অঙ্গীভূত।

যেহেতু লেনিন এবং লেনিনবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তাই আমরা দু একটি বাংলা রচনার পরিচয়ও সংক্ষেপে দিয়ে নিতে চাই। ১৯২১ সালে বাংলাদেশে লেনিনের রাজনৈতিক মতাদর্শ,

রুশ বিপ্লব, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা ছিল একান্ত অস্বচ্ছ তাই ফণিভূষণ ঘোষের 'লেনিন' বইটির মধ্যে সেই অস্বচ্ছতার পরিচয় আছে। যদিও ফণিবাবুর বইটি লেখা হয়েছিল শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গের 'গান্ধী বনাম লেনিন' বইটির সাহায্যে, তথাপি সে অস্বচ্ছতা প্রকট। যেমন—"মোটের উপর দেখা যাইতেছে গান্ধি ও লেনিন উভয়েরই লক্ষ্য এক—সমাজ হইতে সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন, বিশেষতঃ দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচন ও যথেচ্ছাচারী প্রভুত্বের মূলোচ্ছেদ।" গান্ধীবাদের স্বরূপ তখনও স্পষ্ট হয় নি, পরাধীন ও দরিদ্র জনসাধারণ সম্পর্কে তাঁর ক্ষতিকারক নীতি ও কর্ম ভারতীয়দের চোখে পড়েনি, তাই এমনটি হয়েছে। ডাঙ্গের বইটি সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহমদ একদা মন্তব্য করেছিলেন, ১৯২১ এ ওরকম বই লিখতে 'শক্ত বুকের পাটার দরকার ছিল।' পরে অবশ্য পার্টি ভাগ হলে মুজফ্‌ফর আহমদ এ মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। কিন্তু আগের মন্তব্য ও যে সমালোচনা করার যোগ্য তা ডাঙ্গের বইটির পাতা ওলটালেই বোঝা যায়। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ছিলেন অনুশীলন দলের তরুণ বিপ্লবী। তিনি তাঁর লেখায় লেনিন বিষয়ক অপপ্রচারের উল্লেখ ক'রে নেন। তারপর লেনিনের জীবন, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও কর্মসূচীর বাস্তব বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, "লেনিনই বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম কার্ল মার্কসের সোশ্যালিজম রাশিয়ার কর্মক্ষেত্রে কার্যকরীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন।" অমূল্যচরণ অধিকারী ও ছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্য। বাংলাদেশের বিপ্লবীরা যে লেনিন ও তাঁর বিপ্লবী প্রচেষ্টায় আকৃষ্ট হচ্ছিলেন তা অনুমান করতে পারা যায়। তিনি লেনিনকে শ্রমিকের বন্ধু আখ্যা দেন এবং লক্ষ্য করেন—"বিশ্বের নিষ্পেষিত জনগণ লেনিন প্রতিভ বলশেভিকবাদের দিকে মুক্তির আশায় ফিরিয়া চাহিল।" গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মতে "সঠিক বিশ্লেষণ ও তেজোদৃপ্ত বর্ণনায় প্রবন্ধটি অতুলনীয়।"[৪] কেশবেশ্বর বসুর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় শ্রমজীবীদের পত্রিকা 'সংহতি'তে। জীবনী লিখতে গিয়ে তিনি বিপ্লব ঘোষণা কাদের বিরুদ্ধে, মহাযুদ্ধের তাৎপর্য কি এ সব নিয়েও আলোচনা করেন। হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি 'আত্মশক্তি'তে বেরোয় এবং তারপর 'বিজলীতে' পুনঃ প্রকাশিত হয়। এখানে লেনিনকে দেখা হয় এক মহান মানবতাবাদী হিসেবে। 'লাঙ্গল' পত্রিকায় দেবব্রত বসুর প্রবন্ধটি পরপর তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাতে বিষয়টির গুরুত্ব এবং বিস্তার সমকালীন পাঠক চিত্তে কিছুটা আকর্ষণ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি করেছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যেই ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এবং এইসূত্রে কম্যুনিস্ট মতাদর্শের

আলোচনা এবং এ আদর্শের রূপকারদের সম্পর্কে আলাপ আলোচনা যেমন বইপত্র মারফৎ তেমনি আলাপ আলোচনা মারফৎ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। সুশোভন সরকারের স্থিতধী বিশ্লেষণ পরবর্তীকালের পাঠকদের সুপরিচিত। তাঁর ১৯৩১র ওই দুটি প্রবন্ধে ও অত্যন্ত সোজা ভঙ্গিতে লেনিনের লক্ষ্য এবং বলশেভিকদের কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছিল। ধূর্জটি প্রসাদের প্রবন্ধ পড়লেও বোঝা যায় তাঁর দৃষ্টি কিছুটা স্বচ্ছ। তিনি বোঝেন "রাশিয়া মানব ধর্মে ঘোরতরভাবে বিশ্বাসী। জনসাধারণের হিত সাধনই রাশিয়ার কর্ম্ম, নিঃস্বার্থতাই হল রাশিয়ার ধর্ম।"

দ্বিতীয় দশকের বাংলা লেখাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এক গবেষকের মন্তব্য নিম্নরূপ: 'লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে একেবারে গোড়ার দিকে এই সকল পত্র পত্রিকায় রুশ মহাবিপ্লব সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ও এই সকল পত্র পত্রিকায় সুস্পষ্ট প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তারপরের লেখা সমূহে প্রাধান্য পায় 'লেনিন' ও 'বলশেভিকবাদ'। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার প্রতি আমাদের দেশের পত্র পত্রিকা বিশেষভাবে সমর্থন জানায়।...সঙ্গে সঙ্গে রুশ মহাবিপ্লবের বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সেই পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রচার করা হয়।"[৫] জীবনীমূলক লেখাগুলি সম্পর্কে অবিনাশবাবুর মন্তব্য হল—এগুলি প্রশস্তিমূলক। তবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের অপপ্রচার স্তব্ধ করে দিয়ে লেনিনের প্রকৃত স্বরূপ সাধারণ্যে উপস্থিত করার চেষ্টা আছে। তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ লেখা যুক্তি ও তথ্য নির্ভর এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ।"[৬] তাঁর বইয়ে আলোচ্য বইগুলির যে উদ্ধৃতি এবং এবং পরিচয় আছে, তা কিন্তু এই সব মন্তব্যের বিরুদ্ধেই চলে যায়।

আমরা এখানে ফক্সের বইয়ের চারটি খণ্ডের সংক্ষিপ্তসার দেব না। শুধু দেখাই লেনিন বিষয়ে কি কি প্রসঙ্গ এসেছে। বইটিতে আছে লেনিনের পিতা মাতার ও তার নিজের বাল্যজীবনের কথা, নির্বাসন ও কারাগার জীবনের কথা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, দেশপ্রীতি ও বিবাহের কথা, ক্রেমলিনে জীবন যাপন, সুইটজারল্যাণ্ড, ব্রাসেলস, লণ্ডন, মিউনিখ, বার্লিন, পোলাণ্ড, সামারা, সাইবেরিয়ায় তাঁর সাময়িক অবস্থানের কথা, তার প্রাণনাশ চেষ্টার কথা। লেনিন মার্ক্সবাদ বিষয়ে কি ভাবতেন, প্লেখানভের কাছে যাতায়াত ও ছিন্নতা, বিপ্লব

নিহিলিজম, বস্তুবাদ, পেশাদার বিপ্লবী, পপুলিজমের সীমাবদ্ধতা, শেবার আন্দোলন, রাশিয়ার কৃষি বিষয়ক প্রশ্ন, পুঁজিবাদ ও শ্রমিক রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব, রুশ জাপান যুদ্ধ প্রভৃতির কথা।আমরা জানি লণ্ডন বলশেভিক কংগ্রেস, কোপেন হেগেনের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক, সোভিয়েতের তৃতীয় কংগ্রেস, প্রভৃতিতে লেনিনের যোগদানের কথা। ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের মনোভাব কেমন ছিল এসব কথাও আমরা সুন্দরভাবে জানতে পারি। অন্যদিকে গোর্কি বা স্ট্যালিন তাঁর সম্পর্কে কিধারণা পোষণ করতেন তাও আমাদের জানা হয়। এই সঙ্গে লেনিনের লেখা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের প্রেক্ষাপট এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কেও আমাদের ধারণা গড়ে ওঠে। লেনিনের লেখা এ বইগুলি যে নিছক জ্ঞানচর্চা নয়, এক একটা নির্দ্দিষ্ট সংগ্রামের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত প্রস্তুতি, প্রয়োগেরই উপকরণ—সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি ফক্স কখনোই দিতে ভোলেন না। টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্টের আলোচক এক্ষেত্রে ঠিকই বলেছেন, 'মিঃ ফক্স তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে আরো ভালো করে বর্ণনা করেছেন লেনিন কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন সেই দিনের জন্য যেদিন রাশিয়া তাঁর দুর্গতিনাশিনী সংগঠনের জন্য যোগ্য বিবেচনা করবে লেনিনের নেতৃত্বকেই। সেক্ষেত্রে লেনিনের বিকল্প হয় না।' (৩১শে আগষ্ট, ১৯৩৩)

লেনিনের ব্যক্তি ও কর্মজীবন এবং রাশিয়ার জীবনের চলিষ্ণুতা যেহেতু একই জঙ্গমতার অন্তর্গত তাই লেনিন প্রসঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে রাশিয়ার নানা প্রসঙ্গকে লেখক তুলে ধরেছেন। ফক্স তোলেন রাশিয়ার কৃষিপ্রশ্ন, দ্বৈত সরকার, বিদ্যুতীকরণ, প্রথম বিপ্লব, শ্রমশিল্পের বিকাশ, বুদ্ধিজীবী জীবন, নয়া অর্থনীতি, যুদ্ধ পরবর্ত্তী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন, ট্রেড ইউনিয়ন, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ, রেড ও হোয়াইট আর্মির মধ্যে যুদ্ধ, মিলিটারী বিদ্রোহ, নৌ বাহিনীতে বিদ্রোহ, জার্মানীর সঙ্গে আপোষ মীমাংসা, শ্রমিকদের অবস্থা, অতি উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক কাউন্সিল, শ্রমিকদের মধ্যে মার্ক্সবাদের প্রসার ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। এইভাবে ব্যক্তি, বিপ্লবী এবং বিপ্লব-ক্ষেত্রের সমন্বয় ঘটে এবং ফক্সের রচনাটির মধ্যে এসে যায় এক সামগ্রিকতা।

ফক্সের বইটিতে লেনিনের জীবনের রাজনৈতিকতার প্রাধান্য আছে স্বাভাবিক ভাবেই। লেনিনের বহু লেখায় সংগ্রামের প্রয়োজনে রচিত বলেই বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের কথা এসেছে ফক্সের বইটিতে। ৩য় দশকের এক তরুণ মার্ক্সবাদীর এই মূল্যায়ন কেমন ছিল সে সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল জাগতে পারে। 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' বইটি সম্পর্কে ফক্সের মন্তব্য

হল—মার্ক্সের 'পুঁজিবাদ' বইটির প্রথম খণ্ড ইংরেজী পুঁজিবাদ সম্পর্কে যে ভূমিকা পালন করেছিল, এই বইটি রাশিয়ার ক্ষেত্রে সেই ভূমিকায় পালন করেছে। কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক এবং পুঁজিবাদী শিল্পের ব্যাপকতায় পুরোনো কৃষি অর্থনীতি ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে তিনি অত্যন্ত খুঁটিনাটি পূর্ণ বিস্তারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পরিসংখ্যানের প্রভূত সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক যথার্থ্য নিয়ে লেনিন দেখান রাশিয়ার বিকাশের পথ নিঃসংশয়ে পুঁজিবাদী। আধাসামন্ততান্ত্রিক কৃষিপ্রধান দেশে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রভাব এবং আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টির অসুবিধা চিত্রণের দিক থেকে অর্থনীতি বিষয়ক রচনার মধ্যে এ বইটি ধ্রুপদীশ্রেণীর। ফক্সের মতে, বইটি যে রুশ বিপ্লবের বলশেভিব তত্ত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি তাই নয় পুরনো এবং অকেজো হয়ে যাওয়ার বদলে চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতেও গুরুত্বপূর্ণ।

একজন বাঙালী লেখক বলেন, লেনিন এ বইতে প্রচুর তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে উপস্থিত করেন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ধারার সাধারণ বাস্তব সূত্রগুলি। তিনি এখানে তিনটি কাজ সম্পন্ন করেন—নারোদনিক ও বৈধ মার্ক্সবাদীদের যুক্তির অসারতা উদ্ঘাটন, ২) অর্থনৈতিক তথ্যের ভিত্তিতে সমাজে অগ্রণী রাজনৈতিক শক্তিরূপে শ্রমিক শ্রেণীর কথা ৩) সর্বহারার মিত্ররূপে কৃষকের ভূমিকাকে নির্ভুলভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। লেনিন কৃষির পুঁজিবাদী বিকাশের দুটি সম্ভাব্য পথের কথা বলেন। একটা হল পুরোনো জমিদারী ব্যবস্থার ধীর পরিবর্ত্তন, দ্বিতীয় হল, দাসতন্ত্রের সমস্ত অবশেষের বৈপ্লবিক ধ্বংসসাধন। এই দ্বিতীয় পথেই পুঁজিতন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন শক্তির সবচেয়ে দ্রুত সবচেয়ে মুক্ত বিকাশের সুযোগ হয়, শ্রমিকশ্রেণী ও তার মৌল কর্তব্য পালনের অনুকূল অবস্থা পায়। এ বইতে আছে যেমন পুঁজিতন্ত্রের পরিণতি সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, তেমনি আসন্ন বিপ্লবে জয়লাভের মিত্র কারা, সম্ভাবনা ও শর্ত কি কি।[৭]

লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্ব্বোচ্চপর্যায়' বইটি প্রসঙ্গে ফক্স বলেন—পুঁজিবাদ সম্পর্কে, বিশেষ করে যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ তাঁকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করেছিল যে, সমাজতন্ত্র একই সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে আসার চিন্তাটা ভ্রান্ত। বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র সফল হতে পারে রাশিয়ার মত যুদ্ধের চাপ সইতে না পারা কোনো দুর্বল সাম্রাজ্যবাদী দেশেই। এ সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টির মন্তব্য হল—লেনিন দেখান সাম্রাজ্যবাদের

আমলে নানা দেশে পুঁজিতন্ত্রের অসমবিকাশ অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলি বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আসে আর এ যুদ্ধই শক্তিহানি ক'রে সাম্রাজ্যবাদের এবং সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের দুর্বলতম স্থানটিতে ভাঙন ধরাবে সাম্রাজ্যবাদের। এ সমস্ত যুক্তি থেকে লেনিন সিদ্ধান্ত করেন যে একস্থানে কিংবা কয়েকটি স্থানে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টে ভাঙন ধরানো সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে খুবই সম্ভব। পুঁজিতন্ত্রের অসম বিকাশের দরুণ একই সময়ে সব দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব নয়।[৮] C. D. KERNIG লেখেন লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক এই বইটি J. A. HOBSON, O. SCHULZE-GAEVERNITZ, R. HILFERDING এর পুঁজির সংহতি, কার্টেল, সিণ্ডিকেট, পরস্পরযুক্ত ডিরেক্‌টরেট, ব্যাঙ্কার ম্যাগনেটদের নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

"বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ বিচারবাদ ; এক প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক মত প্রসঙ্গে বিচারমূলক মন্তব্য' বইটি সম্পর্কে ফক্স বলেন—সন্দেহ নেই, এ বইটি বিস্তর বিতর্কমূলক অগ্নি সহযোগে ধ্বংস করেছিল শুধু মেকিয়ান বিশ্বাসকে নয়, সেই সময়ের আরো কয়েকটি তাত্ত্বিক বৈচিত্রকে (যেমন ফ্রান্সের আঁরি পোঁয়া-কারের' ; আমেরিকার প্র্যাগমাটিস্টদের ; আধুনিক পদার্থবিদ্যার সংকট প্রসূত গাণিতিক পদার্থবিদদের বক্তব্যকে)। লেনিন বস্তু সংক্রান্ত নবতত্ত্বাদিকে, মার্ক্স এঙ্গেলস প্রচারিত বস্তুবাদকে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে নতুন ভাবে বর্ণনা করলেন আর স্মরণ করিয়ে দিলেন বস্তু সর্বদাই গতিময়, গতিময় বস্তুর একটি ধর্ম হল sensation, বস্তুই আদিতে, মন, চেতনা, Sensation বিকাশের ফল। পার্টির মধ্যকার কিছু বুদ্ধিজীবী মার্ক্সবাদের সঙ্গে অন্য নতুন দর্শন জুড়তে গিয়ে ধর্মের প্রবেশাধিকার করে দিয়েছেন দেখে লেনিন রেগে যান।

এ বইটি সম্পর্কে পূর্বোক্ত পার্টি ইতিহাসে লেখা হয়—১৯০৯-এ এ বইটি প্রকাশের কিছু আগে অন্ততঃ চারখানি বইতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে আক্রমণ করা হয়েছে। আক্রমণকারীরা কিন্তু নিজেদের মার্ক্সবাদী বলে পরিচয় দেন। মার্ক্সবাদের ছদ্মবেশে অবিশ্বাস্য রকমের গোঁজামিলে ভরা ভ্রান্ত ধারণাপূর্ণ বিপ্লব বিরোধী মতবাদের ভ্রান্তি কোন পথে তা লেনিন দেখাতে চেয়েছেন। এ ছাড়া আভেনারিয়ুস ও মাখ্‌ এর মতের সমালোচনা করেন এবং মার্ক্সবাদের নীতিগত ভিত্তি দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের স্বপক্ষে যুক্তি দেন। বিজ্ঞান এবং বিশেষত প্রকৃতিবিজ্ঞানের কল্যাণে গুরুত্ব পূর্ণ এবং অপরিহার্য যা কিছু জানা গিয়েছিল, তার বস্তুবাদী নিরূপণ লেনিনের বইয়ে আছে।

(সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, পৃ ১১৭-১১৮) জনৈক বাঙালী পণ্ডিত ও অনুরূপ কথা বলেন। তাহল—"বইটির অব্যবহিত উদ্দেশ্য হলো রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে কিছু তথাকথিত মার্কসবাদী যে ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলেন তারই নিরসন।"—"আর একটি প্রয়োজন হলো, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী নানা গবেষণার প্রকৃত তাৎপর্য বিচার করা।"[৯]

ফক্স জানান 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইটির নোট নেওয়া শুরু হয় সুইজারল্যাণ্ডে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংগৃহীত সম্পদের ভিত্তিতে লেনিন 'গণতন্ত্রে'র শুদ্ধতম আকার সম্পর্কে অধ্যয়নকরেন,উদ্দেশ্য চূড়ান্ত সর্বহারা রাষ্ট্রেরপ্রকৃতি নির্ণয়, এই রাষ্ট্রই সরিয়ে দেবে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রকে। এই ছোট্ট বইটি পরিশ্রুত চিন্তা, উন্মোচন ও তিক্ত বিতর্কের এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বইটি হঠাৎ শেষ করে দিয়ে মন্তব্য করা হয় যে লেখক ১৯০৫ ও ১৯১৭র রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যায়টি ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ করবেন। বিপ্লবী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিন যাপন যত আনন্দদায়ক, যত প্রয়োজনীয়, বিপ্লব নিয়ে লেখা তত নয়।

এ সম্পর্কে অন্যদের মত নিম্নরূপ—

এই বইতে সর্বহারার একনায়কত্বে বিপ্লবী রূপান্তরের তত্ত্বকে তিনি বিশদ করেন। পার্লামেণ্টারী রাষ্ট্রকে তিনি বাতিল করেন এ যুক্তিতে যে গণতান্ত্রিক মুখোশের আড়ালে তা শ্রেণী পীড়ন চালিয়ে থাকে। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য হল অন্য সর্বহারার নেতৃত্বে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভাঙার জন্য এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান, পরিবর্তে আনতে হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ১৮৭১ এর প্যারী কম্যুনের মত।[১০]

"জনগণের বন্ধু কারা এবং সামাজিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা কেমন করে লড়াই করে" বই সম্পর্কে ফক্সের মত হল এ বইতে লেনিন সংক্ষিপ্ত চিত্রে রুশ ইতিহাসের গতিপথ সম্পর্কে পপুলিস্টদের ভ্রান্ত ধারণাকে ধ্বংস করেন এবং তাদের তত্ত্বের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে খুলে দেন। তিনি দেখান পুঁজিবাদ বিকশিত হচ্ছে, ফলে পুঁজিবাদী দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে যার অর্থ democratic overthrow of absolutism, আর পুঁজিবাদ সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণী ইতিহাসের ধাক্কায় হয়েছে আন্দোলনের নেতা, তারা তো একটা সাফল্যে সন্তুষ্ট থাকবে না, চাইবে কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পথে নিজশ্রেণী জাগরণ। ফক্সের মতে রাশিয়ার ভিতরে এটাই হল প্রথম মার্ক্সীয় রচনা, পাঠক সমাজের ওপর এর প্রভাব খুব গভীর। দার্শনিক ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক সব দিক দিয়েই বইটি রুশ বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে রুশ সমাজ তন্ত্রীদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, মিথ্যা

আদর্শমুক্ত এক নতুন পার্টি গড়ার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে, পুরোনো ধাঁচের বিপ্লবী ঐতিহ্যকে সাহসের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী কারখানা মজুর ও সর্বহারাদেরদিয়েছে আত্মসচেতনতা। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ। কিন্তু এই বইটি লিখেই তিনি রুশ সোসাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে যেতে পারেন। বইটি পড়লে বোঝা যায় লেনিন তখনই আসন্ন বিপ্লবী যুদ্ধের রণকৌশল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার অধিকারী হয়ে পড়েছেন।

১৮৯৪ সালে লেখা এই বইটি সম্পর্কে পার্টি ইতিহাসে যা বলা হয় তা মূলতঃ এক। এই বইতেই লেনিন পরিষ্কার ভাবে নারদনিকদের আসল রূপ উদ্ঘাটিত করে দেন, তারা যে জনগণের কপট বন্ধু তা প্রমাণ করেন। এতেই তিনি সর্ব প্রথম জারতন্ত্র, জমিদার ও বুর্জোয়াদের কর্তৃত্ব বরবাদ করার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবী ঐক্যের কথা বলেন, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তাঁর মতে রুশ মার্ক্সবাদীদের প্রধান কর্তব্য ছিল বিচ্ছিন্ন মার্কসবাদী চক্রগুলিকে এ কটি ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টিতে সংগঠিত করা। তিনি আরও দেখালেন যে, রুশ শ্রমিকশ্রেণীই কৃষক সমাজের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে জারের স্বৈরশাসনকে উচ্ছেদ করবে এবং তার পর রুশ সর্বহারারা মেহনতী ও শোষিত জনগণের সঙ্গে মিলে ও অন্যান্যদেশের সর্বহারাদের সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী সাম্যবাদী বিপ্লবের লক্ষ্যে সরাসরি রাজনৈতিক সংগ্রামের সোজা সড়কে অগ্রসর হবে।[১১]

এইরকম আর ও কিছু বই সম্পর্কে মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, ফক্সের লেনিন অধ্যয়ন ছিল কতো নিবিড়, এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অল্পবয়সেই ছিল কতো সমর্থ।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জীবন চিত্রণের ভাষা কি হবে সে সম্পর্কে ফক্স ছিলেন সচেতন। তিনি বহু যত্নে সেই ভাষাটি রপ্ত করেছিলেন। ফক্সের লেখায় আমরা যেমন পাই বিপ্লবী রোমান্টিকতা, তেমনি এক সতেজ ভঙ্গি। যেখানে প্রয়োজন সেখানে তীব্র আক্রমণের ভঙ্গিমাটি আমরা অন্য রচনায় পেয়ে যাই। তথ্যের অনুপুঙ্খের দিকে ঝোঁকের পরিচয় ও মিলবে কিছু রচনায়। কিন্তু লেনিনের মতো এক মহান ব্যক্তিত্বের জীবন চিত্রণে জীবনবীক্ষা, জীবনের কাহিনী এবং জীবনের বিপ্লবীয়ানার যে সমন্বয় প্রত্যাশিত তা এই বইটিতে বারে বারে মিলেছে। সে ভাষা মোটেই বিবর্ণ নয়, তাতে আছে জীবনরসিকের জীবন ঔৎসুক্যের বারংবার পরিচয়। দু একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :—

(ক) 'His end was the same curious mixture as his life, half bravado, half hysteria, a wild hope that could prove him self innocent, that he could show that he had "deceived" his paymasters, a strange exaltation that the cause he had betrayed for so many years, the cause of his own class, had triumphed. He was found guilty and shot, having stepped at last from the world of deception and half dreams into the world of reality.' (P. 19)

(খ) "The ideas ran like a red thread through all his speeches and articles immediately before and after the revolution.

(P. 25).

(গ) Equally foolish is it to imagine that Marx was unknown in Russia, that he represented something "alien" to the Russian "genius", that the Bolsheviks, as it were, "grafted" him on to the intellectual life of the country, and that the cutting smothered the original plant. (p. 27).

(ঘ) When the train passed through Austria towards the swiss frontier, he realised for the first time the sad gap which lies between reading a language and speaking it. p 46)

(ঙ Three more examinations followed, in April, May, and June, though as one of his fellow prisoners remarked, the process of getting information out of Lenin was like milking pharaoh's cows—he gave little. (p. 56)

(চ, The shots that were fired at the bridges over the Neva, the volleys in the square before the winter palace. were the overture to the first Russian Revolution, the death sentence of the regime which ordered them. (p. 10)

(ছ) So the Spark (পত্রিকা) at birth was nearly extinguished. In a storm it was kindled and in a storm it burnt out its brief existence. but not before the work for which it was designed had been done. (p. 88)

এই বইতে লেখক কোনো ভূমিকা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। কোনো

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের বিস্তার প্রথমেই না এনে ফক্স সোজা লেনিনের পিতা মাতার কথায় চলে যান, পিতা ও মাতার কোন কোন বৈশিষ্ট্য পুত্রের ওপর এসেছে তা বলার চেষ্টা করেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের অবয়ব গত সাদৃশ্য সন্ধানের বাক্যটি চমৎকার — Lenin was like his father ; the same pronounced cheek-bones and deep set eyes, the same high—domed forehead, the same firmly set mouth and determined chin. (p 9)

ছোট বেলায় লেনিনের রচনা লেখার যে পদ্ধতির কথা ফক্স বলেছেন তা উল্লেখ করার মতো—When the theme of an essay was given to the class, he carefully drew up his plan, then took paper, and down the left hand side wrote the rough outline of his essay, according to the plan. On right hand side day after day he made additions, notes on new sources, references to literature, and so on. Finally, on clean paper, he wrote his last draft of the essay, using all the material which he had gathered and so carefully worked out.

(p. 10—11)

রচনা লেখার এই পদ্ধতি থেকে নিশ্চয়ই আজও আমাদের শেখার থাকে।

শুধু বর্ণনা নয়, সংলাপ ও কাহিনী বয়নকে বর্ণবন্ত করে। রুশ উপন্যাসের পাঠক জানেন, তা সংলাপের জন্য প্রসিদ্ধ। ঠিক সেরকম না হলে ও আকর্ষণীয় সংলাপের ও বেশ কিছু পরিচয় আমরা এ বইতে পাই।

(ক) Lenin himself told the story to an old university friend that when he was brought up before the magistrate that official, in the patronising manner of his kind, asked him, "what do you go about making disturbances for, young man ? Can't you see you're up against a wall ? "yes", the "young man" answered. "It's a wall, but a rotten one. Push it, and over it will go." (p. 25)

(খ) "For all I know," said one, "there may be others as clever as Lenin on the side of the workers in Europe. But I can't believe you'll find another whom I could fall in love with at once, like I have done with him." Another added with a smile "That chap's one of us," "But Plekhanov's also one of us," some one objected I heard an answer that exactly hit the mark : "Plek-

hanov—he's our teacher, our master ; but Lenin—he's our leader and comrade," (p 154)

(গ) "Life is the best teacher, and it will show who is right, and may the peasant from one end, and we from the other end, decide that question. Life will compel us to draw together in the general torrent of revolutionary creation, in the working out of new state forms. We must follow life, we must give full freedom of creation to the popular masses." (p. 249)

দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাই লেখকের বর্ণনার ভাষাকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, বর্ণনার আয়তন বিন্যাসের ধরণকে তেমনি করে চালনা। ফলে সাম্যবাদে দায়বদ্ধ লেখক যেভাবে লেনিন জীবনী লিখবেন, সচেতন সাম্যবাদ বিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে সৌখিন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে তার মর্ম অনুধাবন অসম্ভব।

"Mr Fox would have written a better book if he had omitted the last hundred pages with their ecstasies of eulogy and their contemptuous belittlement of all Lenin's colleagues……"

(T.L.S. Aug 31, 1933)

এই আলোচকের নিবুদ্ধিতা এইখানে যে তিনি বুঝতে পারেন নি সংগ্রামে চিরকালই পক্ষ প্রতিপক্ষ থাকে। কাউটস্কি, বুখারিন, ট্রটস্কি প্রভৃতি নেতার সঙ্গে লেনিনের সম্পর্ক দেখাতে গেলেই দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে কেউ ছোট, কেউ বড় কেউ সঠিক কেউ বেঠিক প্রতিপন্ন হবেনই। শেষ একশ পাতায় ফক্স রুশ বিপ্লবের কথা বলেছেন। এসেছে সোভিয়েত সমাজ গঠনের কথা। এ পর্ব বাদ দিতে বলা মানে এক খণ্ডিত লেনিনকে তুলে ধরা। নতুন ও পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার টানাপোড়েনের কথা না বলা মানে দ্বান্দ্বিকতাকে অস্বীকার করা। অন্যদিকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত পর্যায় ও নব সমাজ গঠন প্রক্রিয়ার কথা না বলা মানে লেনিনকে এক অবিপ্লবীরূপে উপস্থিত করা। আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, লেনিন ও লেনিনবাদের বিরোধিতার দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহ্যের মধ্যে ফক্সের লেনিন জীবনী কখনই, কোনোক্রমেই সংযুক্ত হতে পারে না। লেনিনবাদের জয়পতাকা তুলে ধরার ব্রতেই নিয়োজিত কর্মীর স্বাক্ষরই ফুটেছে আলোচ্য বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

রাজনৈতিক কর্ম ও শিল্পকর্ম যে একই কর্মের দুটি দিক একথা র‍্যালফ ফক্স মান্য করতেন। তিনি নিজে সাহিত্য বিষয়ে অত্যন্ত অভিজ্ঞ মনন

ও মেধার অধিকারী ছিলেন যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্য বিষয়ক রচনায়। লেনিনের কাছে বিপ্লবী আন্দোলন এবং শিল্পচর্চা একই বিষয়ের অন্তর্গত ছিল বলেই সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অল্প হলেও সু-চিন্তিত প্রণিধানযোগ্য কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। ফক্স তাঁর লেনিন বিষয়ক এই বইটিতে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে ভোলেন নি। এখানে তার কিছু পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

ফক্স জানান, লেনিন শুধুমাত্র অর্থনীতি বিষয়ক অধ্যয়নে বা কান্ট, হেগেল এবং ফরাসী বস্তুতান্ত্রিকদের রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নি। সাই-বেরিয়ায় সন্ধ্যেবেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি তাঁর প্রিয় রুশ কবি পুশকিন, লেরমন্তভ, নেক্রাসভের লেখা পড়তেন। টুর্গেনিভ ও টলস্টয়ের লেখা চের্নি-শেভস্কির 'কি করতে হবে' বইটি তিনি বারবার পড়তেন। জোলা, হেরজেন টলস্টয়, টুর্গেনিভ, চের্নিশেভস্কি ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখকদের কয়েকজন। তাঁদের ফটো আত্মীয় ও বিপ্লবী বন্ধুদের ছবির সঙ্গেই রাখতেন অ্যালবামে। (পৃঃ ৭৯)

১৮৯০-র উত্তপ্ত গ্রীষ্মের এক রাত্রে চেকভের '৬নং ওয়ার্ড' গল্পটি পড়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান বোনকে। গল্পটি পড়ার পর এর প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হয়েছিল যে তাঁকে উঠে পড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। লেনিনের মনে হয়েছিল তিনি নিজেই যেন ৬নং ওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছেন। (পৃঃ ৩৩ ও ২০৮) তাঁর স্ত্রী জানিয়েছিলেন মৃত্যুর মাত্র দু দিন আগে তিনি তাঁকে জ্যাক লন্ডনের Love of Life গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। (পৃ ৩১২)

লেনিন ইংরেজী সাহিত্যে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর যদি সময় থাকত তাহলে তিনি হয়ত লক্ষ্য করতেন সেখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয়ে উঠেছিল আত্মসচেতন। তারা যেন প্যাঁক প্যাঁক করে নব সভ্যতার কানে কানে তাদের আসন্ন ধ্বংসের কথা বলত। সেটা ছিল ওয়েলস ও শ এর ব্যাপক সামর্থ্যের দিন। ওই শ্রেণীর যাঁরা কবি, তাঁরা মরমীয়াবাদ ও প্রতীক-বাদের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকত। ওই একই স্থান থেকে লেনিন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আর্নেস্ট ডাউসনের নেশাগ্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার এবং উন্মাদ জন ডেভিড-সনের ইংরেজী ফিলিস্টাইন এবং তাদের অদ্ভুত ব্যবহার সম্পর্কে নাক ঝেড়ে মন্তব্য করার ব্যাপারটা। (পৃ ৯৫) এইভাবে ফক্স তাঁর স্বদেশী সাহিত্যের এককালীন দুর্গতির কথাটাও পাঠককে জানিয়ে দেন। একবার ট্রেন যখন অস্ট্রিয়ার মাঝখান দিয়ে সুইস সীমান্তের দিকে যাচ্ছে তখন লেনিন প্রথম বারের

মত বুঝতে পারলেন একটি ভাষা পড়তে ও বলতে পারার মধ্যেকার বিষম ব্যবধানটুকু। তিনি ট্রেনের কণ্ডাকটারকে জার্মান ভাষায় একটি প্রশ্ন করলেন। কণ্ডাকটারের উত্তর কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না। কণ্ডাকটার তাঁকে বধির ভেবে তার উত্তর আর একবার খুব জোরের সঙ্গে বললেন, কিন্তু লেনিন তখনও বুঝতে পারলেন না দেখে রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন। (পৃঃ ৪৬)

জেলে থাকার সময় তিনি জেলের ভিতর ও বাইরের সঙ্গে যোগের একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে যে সব বই আসত সেগুলোর এক একটি বর্ণকে পেন্সিল বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করে বক্তব্য প্রেরণ ছিল সবচেয়ে সহজ সবচেয়ে দ্রুত পদ্ধতি। মাঝে মাছে দুধ থেকে অদৃশ্য কালি তৈরী ক'রে তা দিয়ে লিখতেন। রুটির গর্ত্তওলা অংশকে কালির দোয়াত করতেন। যদি ওয়ার্ডার এসে পড়ত তাহলে চট করে গিলে ফেলা যেত। তাঁর এরকম ছটি কালির দোয়াত ছিল। (পৃঃ ৫৮)

লেনিন খুব দ্রুত পড়তেন। বইয়ের পাতা এত দ্রুত উলটে যেতেন যে এক কমরেড তাঁকে ইয়েনিসি নদীতে এক ষ্টীমার যাত্রার সময় বলেছিলেন আপনি কি পড়ছেন, না কি শুধু পাতা উল্টে যাচ্ছেন? উত্তর হয়েছিল অবশ্যই পড়ছি আর পড়ছি খুব মন দিয়েই।" (পৃ. ৭৯)

লেনিন সাহিত্যের পার্টিগত চরিত্র সম্পর্কে বলশেভিক দৈনিকের জন্য এক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে যুক্তি দিয়ে বলেন, সাহিত্যে অবশ্যই ব্যক্তিগত আগ্রহের, ব্যক্তির বিশেষ কিছুর ওপর পক্ষপাতের, চিন্তন ও কল্পনা বিস্তারের, ফর্ম ও কনটেন্টের সর্ব্বোচ্চ সুযোগ দিতে হবে। এ নিয়ে কোনো মতদ্বৈধতা থাকতে পারে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাহিত্য সংঘাতের ঊর্ধ্বে, পার্টির ঊর্ধ্বে, আবার পার্টির আর পাঁচটা কাজকর্মের সঙ্গে বোকার মত এক করে দেওয়াও ঠিক হবে না। পুঁজিবাদী সমাজ সাহিত্যের ওপর ডবল সেনশরশিপ চাপিয়ে দেয়। যে সেনশরশিপ খোলাখুলি এবং প্রত্যক্ষ—যেমন সিডিশন ও মানহানিকর আইন, গ্রন্থাগার ও গির্জার ওপর নিষেধাজ্ঞা। আর একটা ধরণ হল—বেশী ক্ষিপ্র ও বিপজ্জনক। তা হল জীবনের প্রতিটি পর্বের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক সম্পর্ক। লেনিনের মতে একমাত্র শ্রমজীবী শ্রেণীই এই ডবল সেনশরশিপকে পারে ভাঙতে। (পৃ. ১৬৮)

এই সব অংশ থেকে একজন মহান রাজনীতিবিদের লেখালিখির জগতের ব্যক্তিক পরিচয়ের উষ্ণতা এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে উঠি।

ফক্সের লেখা থেকে লেনিন মানুষটি কেমন ছিলেন তাঁর খুবই চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়।

যাঁরা তাঁকে বালক বয়সে জানতেন তাঁরা স্মরণ করতে পারেন তাঁর প্রাণবন্ত ভাবের কথা। গল্প এবং হাসির প্রসঙ্গের ভাঁড়ার ছিল অফুরন্ত। শুধু তাঁর সমবয়সী ছোট্ট বন্ধুদের নয়, বয়স্কদের ও তিনি খেপাতেন। বন্ধুদের নিয়ে চোর ডাকাত খেলতেন, বীর সুলভ রোমাঞ্চময় খেলা ও ছিল তাঁর প্রিয়। (পৃ.৮—১০)

যৌবন বয়সে বিতর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিপুণ। প্রতিপক্ষের মতকে চূর্ণবিচূর্ণ করার সময় তিনি প্রতিপক্ষকে নিয়ে আদৌ ভাবনা করতেন না। তাঁর বিতর্কের বলিষ্ঠতা এবং অকাট্যতা অবিলম্বে তাঁকে এক অগ্রগণ্য ও উল্লেখ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। (পৃ. ৩৫)

সাইবেরিয়ার নির্বাসন পর্বে তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তী ছিলেন আবার নানাবিধ খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতেন। (পৃ. ৬৫) ক্রুপস্কায়া এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলে তাঁরা মধু চন্দ্রিমার নেশায় কাটিয়ে দেন নি। সকাল বেলা দুজনে বসে সিডনী ওয়েব এর **Industrial Democracy** বইটির অনুবাদ করতেন, ডিনারের পর লেনিন, রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ বইটির শেষ পর্যায়ের লেখাজোখা নিয়ে বসতেন। সন্ধ্যে বেলায় তাঁরা দুজনে হাঁটতে বেরোতেন, সঙ্গে থাকত একটি শিকারী কুকুর, পেছনে পেছনে আসত মশার ঝাঁক, যাদের লক্ষ্য সর্বদাই ছিল লেনিনের দিকে, ক্রুপস্কায়া এবং তাঁর মায়ের দিকে নয়। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে দস্তানা পরতে হত, এ সময় লেনিন কথা বলতে খুবই পছন্দ করতেন। জেঙ্কা নামের কুকুরটা কোনো খরগোশ তার নাগাল ছাড়িয়ে পালিয়ে গেলে উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করে উঠত। কখন ও লেনিন হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন তার সঙ্গে নির্বাসিত এক চাষী বা দুই মজুর বন্ধুর সঙ্গে চওড়া ইয়েনেসি নদী পর্যন্ত, সারা রাত্তির সেখানে বসে বসে মাছ ধরতেন। (পৃ. ৬৯—৭০) 'কি করতে হবে' বইটি লেখার সময় লেনিন থাকতেন এক জার্মান বাড়িতে। কাজ করার সময় ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক পায়চারী করতেন, পার্টির জন্য যে নতুন পরিকল্পনা, তা নিয়ে তাঁর মনের মধ্যে লেগে থাকত দ্বন্দ্ব সংকুলতা। পায়চারী করার সময় তিনি যে সব কথাগুলি লিখতে চান তা ফিসফিস করে আওড়াতেন। (পৃ. ৯০)

১৯০৩ সালে লণ্ডন কংগ্রেসের প্রস্তাবিত সংবিধানের খসড়া রচনা কালে পার্টি সদস্যদের সঙ্গে মতাদর্শগত বিতর্কের সময় তাঁর স্নায়ুর ওপর চাপ

পড়েছিল যথেষ্ট। এই অধিবেশন কালে তিনি ঠিকমত ঘুমোতে বা খেতে পারতেন না। তবু সবাই স্বীকার করেছিল যে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে লেনিনের মাথাই ছিল সবচেয়ে ঠাণ্ডা, তিনিই সবকিছুকে সম্ভব করে তুলে ছিলেন, তিনিই বিরোধকে প্রশমিত করেছিলেন। (পৃ. ১০৩—১০৪)

বিপ্লবের পর শক্ত হাতে শাসন পরিচালনার সময় লেনিনের কর্মদক্ষতার হ্রাস বা শৈথিল্য ঘটে নি আদৌ। খুব কম লোকেরই এমন কাজ করার ক্ষমতা ছিল। তিনি কাজ করতেন বুদ্ধি খাটিয়ে আর তা গুছিয়ে গাছিয়ে। বেলা নটা নাগাদ তিনি সাধারণতঃ উঠে পড়তেন, কাগজপত্র পড়তেন অথবা আগের দিন রাত এগারোটা অবধি যে সব আকর্ষণীয় নতুন বই পড়েছেন তার পাতা ওলটাতেন, তারপর শুরু করতেন তার আসল কাজ। তারপর চলত অতিথি সম্ভাষণ, সাক্ষাৎকার, বিপ্লবের সময়কার বিরাট একটা দেশের হাজার একটা প্রশ্নে পরামর্শ দেওয়া, সরকারী মিটিং, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং, তার রাজনৈতিক দপ্তরের মিটিং, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রস্তুত করা। একবার তিনি তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকে গেলে ক্বচিৎ তিনি বেশী রাত্তিরের আগে সেখান থেকে বেরুতেন, কখনও বেরিয়ে আসতেন একেবারে সকালবেলা। (পৃ. ৩১১)

ফক্স সুন্দর লিখেছেন যে, লেনিন মানুষটা ছিলেন প্রাণাবেগে ভরপুর, শিশুদের ভালোবাসতেন, রসিকতা ছিল তীক্ষ্ণ, আচরণ ছিল সাদাসিধে। এই লোকটি হতে পারতেন আবেগপ্রবণ, যদিও অদম্য সংকল্প ও সাহসে তাঁর মন হত নিয়ন্ত্রিত, যে মানুষটির কোনো ভান ছিল না, যদিও প্রতিভার স্মারক ছিল পুরোমাত্রায়, যিনি ভালোবাসতে পারতেন, পেতেও পারতেন ভালোবাসা। আমাদের কালের মানবসমাজে তিনি হয়ে আছেন একজন পথপ্রদর্শক। (পৃ.৩১১)

এমন ছবি একমাত্র ক্রুপসকায়ার লেখাতেই মেলে। বহু যুগের ওপার হতে আমরা যেন একটি মহৎ মানুষকে তাঁর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের সামনে চলাফেরা করতে দেখি। এ সম্ভব হয়েছে ফক্সের অসামান্য সামর্থ্যের কারণে।

লেনিন চিত্রণের এই যে টুকরোগুলোর কিছু ইংরেজি,কিছু অনুবাদ আমরা দিলাম তাতে র‍্যালফ ফক্সের সৃজনশীল সাহিত্যরচনার সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি তিনি জানতেন রাজনৈতিক নেতা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিচয়কে কিভাবে জীবন্ত করে তুলতে হয়। এ এক বিরল দক্ষতা—তরুণ বয়সী লেখকের ক্ষেত্রে আরো বিরল, স্বীকার করতেই হবে। লেনিনের তত্ত্ব, লেনিনের প্রতিভা,লেনিনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে অনেক তথ্য ও গভীর ব্যাখ্যা সম্বলিত

বিস্তর বই হয়ত লেখা হয়েছে। কিন্তু ৩য় দশকে লেনিন চর্চার নমুনা জানতে গেলে যেমন, তেমনি প্রাণবন্ত, বিপ্লবী এক লেনিনকে জানতে গেলেও ফক্সের এই বইটি পড়তে হবে বারংবার।

উল্লেখ সূত্র

১. Lenin and the Russian Revolution – Christopher Hill, (pg 214—15.)

২. A writer in arms, pg. 154.

৩. Stalin – Isaac Deutscher, pg. 273,

৪. রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন – গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৯.

৫. লেনিন রুশ বিপ্লব ও বাংলা সংবাদ সাহিত্য—অবিনাশ দাশগুপ্ত, পৃ. ১০

৬. ঐ, পৃ. ৭৫

৭. কমরেড্ লেনিন—অমল দাশগুপ্ত, পৃ. ৭৮—৭৯

৮. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, পৃ. ১৮৩

৯. দার্শনিক লেনিন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৩১, ৩৫

১০. Marxism, communism and western Society, vol v, Ed. by C. D. Kernig, pg. 180—81

১১. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, পৃ. ৩৫—৩৬

৫. পিপল অব দি ষ্টেপস

১৯২৫ সালে 'কনস্টেবল' নামক প্রকাশন সংস্থা প্রকাশ করেন 'পিপল অফ দা ষ্টেপ্স্' । বলা যেতে পারে এটিই তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য বই । 'পাঞ্চ' পত্রিকার মন্তব্য সঙ্গত এবং প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করা যাক—"যারা সুপাঠ্য বই পছন্দ করেন আমি তাঁদেরকে চট করে 'পিপল অফ দা ষ্টেপ্স' সুপারিশ করছি । মিঃ ফক্সের আছে বর্ণন দক্ষতা এবং কবিপ্রাণতা । তুর্কিস্থানের বন্য গোষ্ঠী মানুষদের সঙ্গে জীবনযাপনের বর্ণনা পড়তে লাগে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ।" টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্টের ১৯২৫,২৯শে অক্টোবর সংখ্যাতেও বইটি নানা কারণে প্রশংসিত হয়েছিল । তাঁর চূর্ণ জীবনী থেকে আমরা জেনেছি অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে পড়ার সময়ই তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন নানা সামাজিক প্রসঙ্গে । রুশ বিপ্লব এবং এর প্রভাব বিষয়ে বিশেষ ঔৎসুক্যের প্রভাবেই 'কোয়েকার' নামে এক ত্রাণ প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যান ফক্স । তরুণ সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহযুদ্ধ এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের লাগিয়ে দেওয়া যুদ্ধের ফলে একাংশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ । ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখি ১৯১৮ সালের গোড়া থেকেই চলেছে সোভিয়েত শক্তির উচ্ছেদের চক্রান্ত । ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা রুশভূমির নানাস্থানে সৈন্য নামায় । দেশটাকে তার খাদ্য, কাঁচামাল ও জ্বালানির প্রধান উৎসগুলি থেকে দেওয়া হয় ছিন্ন করে । নানাস্থানে রুটি ও মাংসের ঘাটতি দেখা দেয় । অনেক জায়গায় শ্রমিকরা থাকছিল উপবাসী । কাঁচামাল ও জ্বালানির অভাবে কারখানাগুলি প্রায়ই বন্ধ থাকত । সিডনী ওয়েব এবং বিয়াট্রিস ওয়েব জানান, ১৯২১ সালের বসন্তে দুর্ভিক্ষের যাবতীয় আতঙ্ক জড়ো হয়েছিল । প্রদেশগুলিতে এসেছিল ব্যাপক অনাহার । তবে দুর্ভিক্ষ রাশিয়ায় কোনো বিরল ঘটনা নয় । এ অঞ্চলে সে অঞ্চলে কয়েকবছর পর পরই তা দেখা যেত । ১৯২১ সালের দুর্ভিক্ষে কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৪৩ মিলিয়ন মানুষ । ২৭টি প্রদেশে ১৩ মিলিয়ন চাষী হয়েছিল চরম বিপর্যস্ত । এইসব প্রদেশে মানুষ ও গবাদি পশুর মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশী । এই দুর্গত অবস্থায় ত্রাণ কার্যে নামে পূর্বোক্ত 'কোয়েকার' নামের সংস্থাটি । ফক্স এদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে রাশিয়ায় যান । এই অভিজ্ঞতা ফক্সের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমতঃ বহু

আকর্ষণীয় রাশিয়াকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ, দ্বিতীয়তঃ এই অভিজ্ঞতা শীঘ্রই তাঁর ভাববাদী ধ্যানধারণাগুলি দূর করতে ভূমিকা নেয়। তৃতীয়তঃ রাশিয়ায় গড়ে উঠতে থাকা সমাজব্যবস্থা তাঁকে পৃথিবীর নানাস্থানের বাসিন্দাদের অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে করে তোলে বিশ্বাসী। রাশিয়ার .অস্থির কর্মকান্ড তাঁকে পরোক্ষে কবিতা নয়, উপন্যাসেই করে তোলে বেশীমাত্রায় আগ্রহী। সুতরাং ২য় দশকের এক দূরদেশী সাম্যবাদী তরুণের চোখে রাশিয়ার, বিশেষতঃ স্টেপ অঞ্চলের জীবনযাত্রা জানার ক্ষেত্রে এ বইটি প্রয়োজনীয়। বইটির ভূমিকায় ফক্স যা বলেছিলেন তা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফক্স লেখেন—"এই বইটি, যাঁরা সচেতন ভাবেই ভুল বুঝতে চান, তাদের মনে হতে পারে এখানে প্রোপাগান্ডা যোগান দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনো অর্থেই বইটি রাজনৈতিক রচনা নয়। ভালো মানুষ, খারাপ মানুষ, সব দলেই ছিল তারা। লেখকের সামনা সামনি তারা যেমনভাবে এসেছে, যেমনভাবে নিজস্বরে তারা কথা বলেছে, লেখক তেমনিই তুলে ধরেছেন অনুপুঙ্খ সমেত। এতে অবলম্বন করা করা হয়েছে সোভিয়েত রিপাবলিকান ইউনিয়নের অগ্রগতির একটা পর্যায়কে, যে পর্যায়টি শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে। তাহল দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রথম বড়োমাপের প্রসারণ যা নয়া অর্থনৈতিক নীতি নামে পরিচিত। যে কাল নিয়ে বইটা সেই ১৯২২ এবং ১৯২৩ এর শুরুতে দ্বিতীয় এক গৃহযুদ্ধ মাথা চাড়া দিচ্ছিল, তা ছিল রক্তহীন, কিন্তু কোলচাক ও দেনিকিনদের সঙ্গে লড়াইয়ের থেকে আরও প্রাণঘাতী ও মরিয়া। এটি ছিল পুরোনো ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াই, দাসকরণ মনস্তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই, যাবতীয় অতীতও অশুভ ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে লড়াই, যে লড়াই চলার কথা মানুষের মনের মধ্যে, বিপ্লবী চাষীর মনের মধ্যে, ছোটখাট ব্যবসায়ীদের মধ্যে। আজ আমরা বলতে পারি যুদ্ধক্ষেত্রে নব ব্যবস্থা সব দিক থেকে জয়লাভ করছে, শত্রুরা পুরোপুরি আত্মসমর্পণে উদ্যত। তবুও এটা মনে রাখা জরুরী যে বইটা যখন লেখা হচ্ছিল তখন এমন অবস্থা ছিল না, আর বর্ণিত ঘটনাগুলো ঘটার কালে ছিল আরও কম।" এই ঐতিহাসিক কালের গুরুত্ব, সে সম্পর্কে অপপ্রচার বিষয়ে সতর্কীকরণ আর নির্বিশেষ মানুষ সম্পর্কে অব্যাহত ঔৎসুক্য —এই তিনটি সঙ্গত দাবীর পরিচয় বইটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

সুতরাং ২য় দশকের এক দূরদেশী সাম্যবাদী তরুণের চোখে রাশিয়ার, বিশেষতঃ স্টেপ অঞ্চলের জীবনযাত্রার এক অসাধারণ, সপ্রাণ বর্ণনা এখানে

পাওয়া যায়। রাশিয়া সম্পর্কে বহুবিধ অপপ্রচারের নিরসনে যেমন বইটি সহায়ক তেমনি অনুপুঙ্খ বর্ণনায় এবং অসামান্য বিশ্লেষণে মানুষের মনে প্রত্যক্ষতা সৃষ্টিতে সহায়ক। এ বই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বিবরণ হলেও মাঝে মধ্যে যেন উপন্যাসের আস্বাদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়ার আগে আমরা এর সূচিপত্রটির সঙ্গে একটু পরিচিত হয়ে নিই।

CONTENTS

এছাড়া আছে সাদায় কালোয় ১১টি ছবি। যেগুলি সে সময়ের রাশিয়ার উপকণ্ঠের চেহারাটা আমাদের কাছে তুলে ধরে। বইটির প্রথম অংশে অশ্ব সন্ধানে বিচরণরত স্টেপের প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা দ্বিতীয় অংশে কাজাকদের জীবন যাপন ও সামাজিক স্বভাবের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়

এবং নানা সাম্রাজ্যবাদী ও লেনিনের দৃষ্টি ভঙ্গির, প্রাচীন ও নবীন সভ্যতার তুলনামূলকতা। ৩য় অংশে আছে,২য় দশকের মাঝামাঝি মস্কোর জীবন যাপনের কথা, আছে যাত্রারম্ভের কথা। কোয়েকার মিশনের নেতা একদা বললেন কৃষকদের জন্য কয়েকশ ঘোড়া কেনার জন্য টাকা দিয়ে মাস খানেক আগে কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছিল। একটা দোমড়ানো মোচড়ানো অস্পষ্ট টেলিগ্রাম ছাড়া আর কিছু আসে নি। ফক্স কি আরও কিছু টাকা নিয়ে সেই দলের সন্ধানে যেতে রাজী আছে। ফক্স তখনই যেতে আগ্রহী। ঠিক হল তাঁর গন্তব্য হবে তুর্কস্থানের আরাল স্কোয়ে মোরে। যেতে হবে 'বুজ' নামে এক অখ্যাত অঞ্চলে। একদিন সকাল চারটেয় ফক্স রওনা হলেন ট্রেনে সঙ্গে অ্যালেক,এক পোলিশ দোভাষী এবং তিন হাজার পাউন্ড। ট্রেনে স্টোভ জেলে প্রাতরাশ, চলন্ত লাল নীল ইস্পাতের ওয়াগন, চিমনিওয়ালা ছাদ, প্রধান চালকের সঙ্গে কথা বার্তা, অ্যালেকের পূর্ব জীবন, পার্টিতে আসা প্রভৃতি একের পর এক এসে যায়। পুগাচেভ দস্যুদের এলাকা পার হয়ে তাঁরা এলেন নব কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ওরেনবুর্গ-এ। সেখানে মুসলমান সমাজের টুকরো ছবির পাশে আসে কুবলাই খানের ও চেঙ্গিজখানের কথা। চলন্ত ট্রেন থেকে দেখা উটের দল, গোল গোল যাযাবরী তাঁবু, এক একটি পরিবারের চলে যাওয়া এই সব মন্থরতার সৌন্দর্য ফক্সের লেখনীতে ফোটে অনুপম। তারপর অন্ধকার আবৃত করে ফেলে চরাচর, শূন্য বিশ্বের মধ্য দিয়ে ধাতব পথ বেয়ে এগিয়ে চলে ধূমনিঃশ্বাসী এক অজগর। একসময় গাড়ীতে ওঠে গোয়েন্দা বাহিনী। সার্চ সম্পর্কে স্বেচ্ছা অনুরোধে চেকার কর্মীরা খুশী হয়ে চলে যায়। ফক্স অ্যালেককে তিরস্কার করে তার পুলিসের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য, অনুভব করে শিক্ষিত ভদ্রলোক হিসেবে তার দেমাক। ২য় দিন ও ট্রেন যাত্রা চলে স্টেপের মহার্ঘ গুল্মে, অস্থিসার উট এবং কর্তিত মেষমাংস ও পার্বত্য পথের মধ্য দিয়ে। ৩য় দিনে আসে উটপ্রিয় কণ্টকলতা, কঠিন প্রাণ সাক্সাউল বৃক্ষের মূল, শুষ্ক প্রায় সমুদ্র তীর,দুরারোহ পর্বত প্রাচীর, আর লাল বালুময় কারাকোরাম সন্নিহিত মরু অঞ্চল। আরাল স্কোয়ে সন্নিকটে জেনে বুজের খোঁজ নেওয়া শুরু হল। এক বেঁটে বণিক বলল, এমন নামের জায়গা তার জানা নেই। কথা প্রসঙ্গে খিভার কথা উঠল। শোনা গেল, ওখানে প্রচুর ঘোড়া মিলবে। ওর সঙ্গে গেলে কেনার জায়গার হদিস দেবে বলল। ফক্স ও অ্যালেক কল্পনা পথে দ্রুত চলে যায় সেখানে। একসময় অ্যারাল সমুদ্র দেখা গেল দক্ষিণে,রক্তাক্তবাদামী ভূমি মাঝে মাঝে উন্মুক্ত সমুদ্র দর্শনে বাধাসৃষ্টি করে, কিন্তু চোখে পড়ে জাহাজের মাস্তুল, দ্বিমাস্তুলি

পোত, মধ্যযুগীয় বিস্মাস্তুলি দ্রুতগামী জাহাজ। ট্রেন ছেড়ে স্টেশন মাষ্টারের কাছে গিয়ে জানা গেল তার্ক সোয়ুতে ইংরেজী জানা ঘোড়া কিনিয়ে আছে। উটচালিত গাড়িতে করে বালির রাস্তা দিয়ে শুরু হয় ক্লান্তিকর যাত্রা। পথে পড়ে লাল সৈন্যদের কবর, কাঠের গুদাম ঘর, অদ্ভুত লক্ষ্য মিনার। তাঁরা আসেন এক বন্দরে, যেখান থেকে মোটর বোটে করে পৌঁছে যাওয়া যায় প্রাচীন ব্যাকট্রিয়ায়। তার্কসোয়ুতে এক কাঠের ঘরে দাড়ি না কামানো, কলার বিহীন শার্ট পরিহিত, ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার পরা এক বিষণ্ণতালীন, রোমান্টিক ভদ্রলোককে পাওয়া গেল, যিনি ইংরেজ, যিনি ইংরেজী পত্রিকা সরিয়ে বসার জায়গা করে দেন, চা দেন, তামাক দেন। উনি ও তার দোভাষী মাস খানেক এসেছেন ওখানে, কিন্তু কিনতে পেরেছেন মাত্র ২৮ টি ঘোড়া। ইনি এক সমাজ তন্ত্রী সাংবাদিক, টলস্টয়ান, উপনিবেশে অদ্ভুত লোকদের মধ্যে এবং যুদ্ধকালে কারাগারে কাটিয়েছেন। এই নার্ভাস লোকটি অনরবত ডান চোখ মটকায়। রাতে খাওয়ার পর শক্ত কাঠ, কম্বল, মশার গুঞ্জন আর তারা ভরা আকাশের মাঝে ঘুম এনে দেয় বর্ণনাতীত শান্তি। সকালের আলো ফুটতেই জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার, তারপর প্রাতরাশ, তারপর আসে কিরঘিজ ব্রোকার উরসালা— বাজারে ঘোড়ার খবর নিয়ে। এখানে বাজারের চমৎকার বর্ণনা আছে। যে ঘোড়া দেখানো হল তার দাম হাঁকল অনেক বেশী। এরা দ্বিগুণ কম বলল, ফিরে যাবার সময় একজন কেনার জন্য জামার আস্তিনে টান দেয়। সামরিক বাহিনীর এক অফিসের সামনে ফক্স দেখলেন একজন মেয়ে মানুষ চিৎকার করছে, বেচারী এক কিরঘিজ বালিকার বাস্তবিক বা কাল্পনিক দোষ নিয়ে চীৎকার করছে। সামরিক বাহিনীতে তার দেশের লোক আছে, সে অনুগ্রহ পেতে চায়। বিল আঞ্চলিক কর্মী হিসেবে সর্বোত্তম বলেই ওই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে তার খুব প্রভাব। তবে ঘোড়ায় চড়ে তিনদিন কাটানো, খাওয়া নেই, ঘুম নেই ; রাগ হতে থাকে। বিলের সঙ্গে অ্যালেকের বিবাদ ও রাগ বাড়ায়। কোনো ব্যাপারে মত চাইলে বিল মাঝে মাছে বলত, আমাকে কেন, ওই লেখাপড়া জানা অ্যালেককেই জিজ্ঞেস করো। এরপর ফক্স কয়েকটি চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। তারা হল রাত ৩।৪টের উঠে টাইপ করতে থাকা এক নাবিক, বিষণ্ণ ও ক্ষীণ হাতে রাইফেলধারী এক বৃদ্ধ এবং জনৈক কর্মকর্তা, যিনি অ্যারাল সাগর অঞ্চলের সব চেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় অভিযানে সাহায্য করবেন বললেন।

পরের দিন অ্যালেক ও ফক্স স্টেশনে গেলেন। স্টেশন ওয়াগন দরকার,

কিন্তু ঘুষ চাই। দুর্ভিক্ষে সাহায্য এবং সরকারী অনুমতির কথা বলেও কোনো কাজ হল না। তখন অ্যালেক কায়দা করল। ফক্সকে দেখিয়ে বলল, উনি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ কর্মচারী, ওয়াগন না পেলে তরুণ কর্মচারীটিকে বেজায় ভুগতে হবে। তবু ও তরুণটি কাগজ দেখতে চায়। ওকে বলা হয়, মস্কোর সর্বোচ্চ মানুষটির দেওয়া পরিচয় পত্র আছে, তাঁকে যদি অশ্রদ্ধা কর তাহলে দুঃখিত। ছেলেটা খুশী হয়ে ওয়াগন দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। বিল রিভলবার পরিষ্কার করতে করতে বুঝাল, অ্যালেক চলে যাবে, সে আবার সর্বময় রাজত্ব করতে পারবে। অ্যালেক কম্যুনিস্ট, শ্রমিক সরকারের সমর্থক, বিল এর বিপরীত। ওয়াগন ত হল, এবার দরকার একজন দোভাষী। ইংরেজি জানা এক রেস্তোরাঁ মালিক যাবে ঠিক হল। এ ইংরেজি শিখেছে, আলেকজান্দ্রিয়ায়, ইটালীয়ান জানে। স্নান, কথাবার্তা ঘোড়ার জন্য ও ঘুমুনোর জন্য খড় কেনা হল, গরমের অস্বস্তি সত্বেও। এক রবিবার সকালে শোনা গেল সব প্রস্তুত। কম্বল জামা কাপড় রাখার ছোট খাট সরঞ্জাম, চারটুকরো রুটি, কয়েকটিন সসেজ এবং শত কোটি কাগজে রুবল নিয়ে যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে মেষপশমের গোল কালো টুপি পরা ইয়াগনভের সঙ্গে আলাপ হয়, কবজি দেখে মনে হল গায়ে খুব জোর। ফক্স যেতে লাগলেন কাজাকদের তাঁবুর দিকে। সেখানে এক জোয়ান ছেলের কাছে ঘোড়া কেনা হল। তার বাড়িতে নেমন্তন্নে গেলে শান্ত সদয় গৃহিণী নিয়ে এলেন এক পাত্র কুমিস (এক প্রকার পানীয়)। এক সময় শহর ছাড়িয়ে রেলপথ, তারপর মরুভূমি, মাঝে মধ্যে সবুজে সোনালী গিরগিটি, পৃথিবীর শুষ্ক কঙ্কাল। বিকেলের দিকে এল কয়েকটি তাঁবু। সবচেয়ে বড় তাঁবুর সামনে এক সাদা দাড়িওয়ালা লোক অভ্যর্থনা জানাল, মেয়েরা বিছিয়ে দিল কার্পেট। একজন ইংরেজের আগমনে কৌতূহলী পড়শীরা বিবাহিত কিনা, কটা বৌ, ইংরেজদের দেশে তাঁবু আছে কিনা এরকম অনেক প্রশ্ন করল ফক্সকে। কিন্তু ভাষা সড়গড় না হওয়ায় কথা চালানো অসুবিধা হতে লাগল। আপ্যায়নের জন্য এল কুমিস, ঘুঁটের আগুনে সান্ধ্য আহারের জন্য মাংসের ফালি জলে সিদ্ধ করা হতে লাগল। আর ছোট ছোট ময়দার রুটি। কিন্তু সে মাংস অখাদ্য, রুটি বালি ভর্তি। হাড় ফাটিয়ে মজ্জা খাওয়ার ধরনও ফক্সের খারাপ লাগে। ভেতরে ভিড় দেখে ফক্স তাঁবুর বাইরে শোওয়া ঠিক করলেন। চমৎকার তারা ভরা আকাশের নীচে কম্বলের তলায় ঘুম হল ভালই। সকালের রুটির টুকরো, লাল চা আর কুমিস খেয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু হল। দুপুরে সামান্য বিশ্রাম, আবার চলা সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এই দুঃসহ

যাত্রায় ফক্সের জ্বর এসে গেল। এবার ট্রেন যাত্রা, পাশে চেকার লোক, তার মধ্যে একজনের বয়স মাত্র চৌদ্দ, হয়ত সে কোনো নিরাশ্রয় আমীর বা খান বা খিবার ছেলে -- ফক্স কল্পনা করে। তিনচার ঘণ্টা পর একটা স্টেশনে নেমে সাদা রঙের মাটির দেওয়াল, নলখাগড়া ছাওয়া ঘরের ঠাণ্ডায় ফক্সের শরীর তৃপ্তি পায়। জ্বর ছাড়লে কোঁচকানো জামা কাপড় ভরে ওঠে ঘামে। এরপর বর্ণিত হয় কামিসলি বাস-এর জীবন যাপন। দেওয়াল চোয়ানো জলে হাত মুখ ধোওয়া পাইপে মাহোরকা (একপ্রকার তামাক) ঠেসে নেওয়া, চা, কালো রুটি, তরমুজ খাওয়া, যেমন নাক ডাকা, তেমনি ঘুম। দশটা নাগাদ ঘোড়া নিয়ে আসে। দরদামের চীৎকার, ইয়াগনভের খিস্তি, চোখ হাতের নড়াচড়ায় মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত ফক্স লক্ষ্য করে। শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ঘোড়ার বিবরণ দিয়ে আলাদা রসিদ তৈরী হয়, তাতে টিপসই পড়ে। এসব জমা পড়ে ইজপোলকোম্-এ ; এই সরকারী ঘরে মার্ক্স ও লেনিনের রঙীন পোস্টার চোখে পড়ে। কোনো অসুবিধা হলে যেতে হয় পার্টির আঞ্চলিক কমিটির অফিসে। ফিওদর ইগনাটিচ্ এর জীবন কথা ফক্স জানান। বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলে নৌকো নিয়ে রুজি, তারপর কৃষ্ণ সাগরে মাত্রা, আবার আরালস্কোয়েতে বড়লোক হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফেরা। সে নিজেকে বলে টলস্টয় পন্থী, প্রাণের দায়ে যদিও একদা খুন করেছে। জ্বরে ভুগতে থাকা ফক্সের একমাত্র পাঠ্য মবিডিক। পাছে শেষ হয়ে যায় তাই প্রতিদিন কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠা পড়া। সেটুকু পড়া হয়ে গেলে ছোট জানালা দিয়ে বালির দিকে তাকিয়ে থাকা, আর শীতল বীয়ারের স্বপ্ন। তার শরীর এই চা, তরমুজ, রুটি, বালি আর সহ্য করতে পারে না। ক্বচিৎ হয় মাংস ভাত, কিন্তু পিওতরের কড়মড় করে হাড় ভেঙে মজ্জা খাওয়ার ভঙ্গিমা দেখলে আর খিদে থাকে না। মবি ডিক শেষ হয়ে আসে আর মনে হয় রাবলের লেখা, ট্রিস্ট্রাম স্যান্ডি, টম জোনস, টিল উয়েনস্পিগেল এবং জুড দি অবস্কিওর প্রভৃতি বইগুলো থাকলে ভালো হত। (এ সব বইয়ের কথা আমরা পাব 'নভেল অ্যান্ড দি পিপল' বইতে)অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপ্যাট্রা প্রীতি এবং আধুনিক কবিতা অতি-অপছন্দের কথা ও মনে পড়ে যায়। এ অঞ্চলে আগে অনেক ক্রুশ ছিল, কিন্তু ট্রেনের দুর্ভিক্ষ পীড়িত উদ্বাস্তুরা এক একটা নিয়ে আগুন জেলে শীত থেকে বেঁচেছে। দরিদ্ররা এ দেশে মরনোন্মুখ, চালের খড় টেনে খেলে ও পৃথিবীতে এটাই একমাত্র দেশ যেখানে দরিদ্রের জীবন টিঁকিয়ে রাখার দাবী পেয়েছে স্বীকৃতি। ফক্সের কাছে ওয়াগনের খবর আসে না। লোক পাঠালে ইংল্যান্ড ও গ্রীসের রুশ ও তুরস্কের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের

প্রভাবের কথা আসে। এদিকে সব টাকা গেছে খরচ হয়ে। ঘোড়ার সঙ্গে তাঁকে সঙ্গীরা যেতে দিতে চায় না অসুস্থতার জন্য। 'ম্যাক্সিম গোর্কি' নামের এক ট্রেন থেকে একদিন নামল লাজারি আর ওল বিল। স্টেকলভ বিলের গচ্ছিত টাকা দেয় না। ইয়াগানোভের ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করে। রেগে গিয়ে বিল বন্দুকের গুলিতে খুন করতে চায় স্টেকলভকে। আসলে কোনো চুক্তিপত্রও নেই। লাজারি পরামর্শ দিল স্টেকলভকে ট্রাইবুনালে পাঠাতে। সান্ধ্য চা এর পরই অসুস্থ ফক্স চলে যায় বিছানায়। অন্যরা আলোচনা করে অন্তহীন রাজনীতি। (যদিও ইংলণ্ডের নির্বোধরা বলে রাশিয়ার মানুষ নাকি এতো আতঙ্কিত যে বন্ধ ঘরে ছাড়া রাজনীতি আলোচনা করতে পারে না।) ওঠে কার্লমার্ক্স ও লেনিনের (সর্বজনপুজ্য) কথা। ক্যাপিটাল আর সাম্যবাদের কথা। তারপর গীটারের শান্ত ধ্বনির সঙ্গে লাজারির চড়া গলার প্রেমের গান—যা শুনতে শুনতে ফক্সের ঘুম এসে যায়। জ্বরের ঘোরে শুতে আসা বিলের বুট, মোজা খোলা, কথা বলার শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। বিল সৈন্য বাহিনীতে থাকার সময় প্রায়ই জামাকাপড় বেচে দিত, একটা পাসপোর্ট দিয়ে ওকে বিদেয় করা হয়। কিন্তু ভিসা দেয়নি বলে অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় ছোটাছুটি করতে হয়। তার ধারণা হয়েছে পশ্চিমই বাস করার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। এক জায়গায় সে তাকে মদ খাবার পয়সা দিত, সহকর্মীদের সম্পর্কে খবর জোগাড়ের জন্য। ফক্সকে জোর করে উঠিয়ে দেওয়া হল মস্কো এক্সপ্রেসে, তিনদিন পর হাসপাতালে। তিন সপ্তাহ পরে সুস্থ হয়ে সে আবার ফিরে আসে। ইতিমধ্যে একজন ইংরেজ তরুণী অঞ্চলের দায়িত্ব পায়, আর আসে স্যাম (আমেরিকান) এবং ফ্লোরেন্স (ইঙ্গরুশ), এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় নিবিড়। ঘোড়া কেনার পুরো দায়িত্ব পড়ে বিলের ওপর। এবার বাড়ীওলার ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া, ওয়াগন দেবার জন্য রেলকর্মচারীদের ঘুষ চাওয়া, ইজপোলকোমের পারমিট ছাড়া কেনার অভিযোগ, ভালো বলে খারাপ ঘোড়া দেওয়া প্রভৃতি ফক্সের দলবলকে দিল বিপদে ফেলে।

তখন ধান্দাবাজরা টাকা কামাচ্ছিল। একটু ভাগ্য, একটু মূলধন - চটপট বড় লোক হয়ে যাওয়া দেখে বিলের টাকা করার চিন্তা চাগিয়ে ওঠে (ফক্সের ছোট খাট সমালোচনা ও আছে। যেমন--অফিসারদের ঘুষ খাওয়া, কম্যুনিস্টদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য)। এই টাকার চিন্তাতেই সে এক বিধবাকে ভালবেসে ফেলে। কিন্তু বিধবার দেওয়া পার্টিতে মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে কুপ্রস্তাব দেওয়ায় সব ভেস্তে যায়, তারপর ইয়াগানভের সঙ্গে ঝগড়া, ঘুষোঘুষি, তাকে মার করে

দেওয়া, এ সব অভিযোগ নিয়ে আসা উত্তেজিতদের ঠাণ্ডা করতে হয় ফস্টারকে। অপ্রত্যাশিত ভাবে বিল রাতের খাওয়া খেতে এল। সে নিজের অর্থ তৃষ্ণা আর কম্যুনিস্টদের প্রতি জিঘাংসার কথা বলে। স্থানীয় লোকেদের চাপে জোর করে বিলকে ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়। বিল ট্রেনের কামরায় দাঁড়িয়ে আমেরিকার প্রশংসা আর একটি রুশ বিপ্লব এবং কম্যুনিস্টদের হাত থেকে মুক্তির কথা বলে যায়। হাসপাতালে জ্বর সারিয়ে কামিলি বাস-এ ফেরার পথে ওরেনবুর্গে ফস্টারকে কাটাতে হয় তিনদিন, যেখানে ইউরোপ মিশেছে এশিয়ার সঙ্গে। ট্রেনে চলার সময় তাঁকে কামরায় দেখে তিনজন যুবকের বিস্ময়। রুশেরা ভাবে, ইংরেজদের জাতীয় চরিত্র হল ধর্মীয় ভণ্ডামী এবং গর্জনশীল আত্মম্ভরিতা। হয়ত তাকে অসুস্থ দেখে তাদের ফূর্তি বেড়ে যায়। ওরা ভাবছিল ফস্টার হয় ঘৃণ্য অনুপ্রবেশকারী অথবা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের মোটা তল্পি বাহক। সকালে আলাপ পরিচয়ের পর এ ভুল ভাঙে। এখানে ২য় দশকে রুশ তরুণদের অতীত সাহিত্য সম্পর্কে মনোভাবের পরিচয় মেলে। রাশিয়ার বাইরে রুশ সাহিত্যের কদরের মাত্রা জেনে তারা বাচ্চাদের মত আনন্দিত হয়, কিন্তু টলষ্টয় ও চেকভের সমাদরের কথা জেনে হতাশ হয়। ওদের টলষ্টয় বা চেকভ পড়ার ধৈর্য নেই। বরং পুশকিন, গোগোল বিশেষ করে ডষ্টয়েভস্কি পড়তে ভাল লাগে। শেষোক্ত জনকে তারা বোঝে, তিনি ও নব্য তরুণদের বুঝতেন, একালের তরুণ-দের বুঝতে পারতেন। তাদের মতে, সমকালীন বিপ্লবী রাশিয়াতে তিনি সব চেয়ে বড় সাহিত্যিক শক্তি। কিন্তু ডষ্টয়েভস্কি তো রক্ষণশীলতা এবং স্বৈরতন্ত্রের প্রদীপ্ত প্রবক্তা—ফস্টার খোঁচা দেয়। তরুণদের একজন বলে,বলশেভিক দের আগমন তিনি বুঝতে পারেন নি বলে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। তিনি তাঁদের মানসিকতাটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। রাশিয়ান হৃদয় সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল চমৎকার। আর তাই গ্রামে গ্রামে ডষ্টয়েভস্কি রচনাবলীর সস্তা সংস্করণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি সবাধিক পঠিত রুশ লেখক।[২] ফস্টার তা স্বীকার করলেন। মজা করে বললেন গ্রামে পাকানো সিগারেটের কাগজ অনেক সময়ই হল ইডিয়ট বা কারামাজভ ভ্রাতৃবৃন্দ বইয়ের ছেঁড়া অংশ। ওদের নেতা ছেলেটি বলল, বলশেভিকরাই হচ্ছে রাশিয়ার জীবন্ত সত্তা তাদের মধ্যে স্বৈরতন্ত্রী, রক্ষণশীল মনোভাব থাকলে ও তারা জন হৃদয়ের খুব কাছের মানুষ। ডষ্টয়েভস্কি ছিলেন খৃষ্টান, কিন্তু যীশুবিদ্বেষী নীটশে তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত। বলশেভিকরা ও তাই। তাছাড়া ডষ্টয়েভস্কি শিখিয়েছেন মানুষ সংকল্প করে, অবস্থা বদলানোর কথা ভাবে, আর জীবন পাপ পুণ্যের

ঊর্ধ্বে। 'দি পজেস্‌ড্‌' উপন্যাসে তো তিনি বলেছেন আসছে নতুন সুখী গর্বিত এক মানব সমাজ। সেই ইহুদি ছেলেটি আরও বলল, দেখুন আপনি খোলামেলা বলছেন বলে আমি ও স্পষ্ট বলছি, ডস্টয়েভস্কির চরিত্রগুলোর দুশ্চারিত্র্য আমাদের মধ্যে ও আছে, কিন্তু সুন্দরতম মহত্ব ও আছে। ওঁর উদাসীন্য যেমন খারাপ, ওর প্রদীপ্ত হৃদয় তেমনি প্রশংসনীয়। যারা বুদ্ধিজীবিতা ও উদারতার মুখোশ প'রে অর্থহীন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় রাখে তাঁদের উনি ভীষণ ঘৃণা করতেন। এই ছেলেটি সতের বছর বয়স থেকেই নানাস্থানে বিপ্লবের জন্য লড়ছে। বন্ধুত্ব হয়ে গেল সহজেই। কামিস্‌লি বাস এ এসে ফ্র্যাঙ্ক নামে একটি সাদাসিধে, শিশু সুলভ কবিত্বময়, অত্যন্ত সৎ পোলিশ ছেলের সঙ্গে পরিচয় হল। ট্রেন পথে রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে সে। বিল বিপ্লবকে বন্দনা করেছিল টাকার জন্য, ফ্র্যাঙ্ক মানুষের ভালো হবে ভেবে। খেয়াল বশতঃ ই সে আমেরিকা ছেড়ে চলে এসেছে এখানে। ওরেনবুর্গ পৌঁছে মালপত্র রেজিষ্ট্রি ক'রে আবার তাসখন্দের ট্রেনে ওঠার অপেক্ষা। খবর পেয়ে এক মধ্য যৌবনা ভদ্রমহিলার বাড়ী গেল ঘরের জন্য। তিনি ঘর দিলেন, কিন্তু মেয়ের বিদেশী বর বাগাবার জন্য বিস্তর ছলাকলা শুরু করলেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না। দুইশত রুগ্ন এবং একশত তাজা ঘোড়া, খুঁটি, দড়ি, ঝুড়ি, কুড়ুল, লণ্ঠন, নিয়ে যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি হল। চারটে করে ঘোড়া দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হল। ফক্সকে যাত্রা পথের জন্য টাকা, কাগজ পত্র, খাবার দিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ইঞ্জিন আর আসে না। চল্লিশজন কর্মচারী যাবে, যাদের অর্ধেক রাশিয়ান, অর্ধেক কিরঘিজ। রাত্রে বন্ধ ওয়াগনে পশু ও মানুষের সহাবস্থানে, দুর্গন্ধে ফক্সের ঘুম এল না। সকালে সাকসোলস্ক-এ ইঞ্জিন বদলানোর কথা। কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টার ঘুষ না নিয়ে ইঞ্জিন দিতে চায় না। বিকেলে খবর এল ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ছটফট করতে করতে সেটা মারা গেল এবং আর একটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। পরের দিন, পাছে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাই ভয় পেয়ে ষ্টেশন মাষ্টার ইঞ্জিন দিল। চেলকার পৌঁছানোর আগেই দুটো ঘোড়া মারা গেল। এ এক রহস্যময় অসুখ, প্রতিটি রাত্রিই বিভীষিকাময়। শেষোক্ত ষ্টেশনে সব রেখে একজন গেল খড়ের সন্ধানে। ইতিমধ্যে আর ও সাতটা ঘোড়া মরল। সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে অনেক কষ্টে দুটো ট্রাক জোগাড় ক'রে খড় নিয়ে এসে দেখা গেল কয়েকজন কিরঘিজকর্মী পালিয়েছে। সকাল বেলা খবর এল শান্ত ঘোড়াদের মাঝে, একটা রক্তাক্ত মানুষ পড়ে আছে, তার মাথাটা কুড়ুল দিয়ে থেঁতলানো। একটা ঘোড়া নেই।

চেকার লোক দিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে তদন্ত করে জানা গেল ওই মৃত লোকটি ওরেগনবুর্গ-এ একটা বড় চাষীকে পাকড়েছিল। রাতে পানোন্মত্ত অবস্থায় খুন করে চাষীটা ঘোড়া নিয়ে সরে পড়েছে।

শুয়ে শুয়ে নভেম্বরের রক্ত লাল চাঁদ দেখতে দেখতে ফ্র্যাঙ্ক আগের রাত্রে বাড়ীউলির মেয়েটির চুম্বন, এবং এ রাত্রে নৃশংস খুনের কথা ভাবছিল। সে স্বপ্ন দেখল তার প্রহরী পিতা সতর্ক ঘণ্টা বাজাচ্ছে, সন্ত্রস্ত লোকেদের হাতে লোহার প্রদীপ ; স্লেজে ঘোড়ার নাল লাগানোর যন্ত্রাদি।

সকালে ট্রেন পৌঁছাল এক বিরাট গুদাম বাড়ির কাছে। মিশনের প্রধান এই দলবলকে দেখে খুশী। সে রাত্রে নৈশ ভোজের আসরে দেখা গেল বজ্জাত বিলটাও হাজির। বিল ফ্র্যাঙ্ককে ঘোড়া চুরির অপবাদ দেয়। সে রেগে গিয়ে একটি কাঁটা চামচ তুলে নিয়ে বিলের কাঁধে বসিয়ে দেয়। রক্তাক্ত বিল গালাগালি দিতে থাকে। কর্তৃপক্ষ ফ্র্যাঙ্কের এই হিংসাত্মকতা পছন্দ করলেন না, কর্মী হিসেবে ও তার নৈপুণ্য ছিল না। অগত্যা তাকে আবার যেতে হল কামিসলি বাস্-এ।

এবার ফ্র্যাঙ্কের সহযোগী হিসেবে গেল ইলিয়া আদ্রোয়িচ। ১৯ বছর বয়স হলেও ঘোড়ার ব্যাপারে অভিজ্ঞ, রাশিয়ার এক বিখ্যাত লেখকের ছেলে। ইলিয়ুশা সর্বজনপ্রিয়, ফিওদর ইগনাটিচ্-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, দুজনেরই দিল-দরিয়া ও বন্য স্বভাব। ত্রিশ ভার্স্ট দূরে বিয়ে করে আবার সেই রাত্রে বাড়ি ফিরে মাকে জানিয়েছিল খবরটা। রাত্রে টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেলে গিটার নিয়ে সবল ও সুন্দর স্বরে গায় জিপসী লোকসঙ্গীত। তাসখন্দ থেকে একটা লোক হাসিশ নিয়ে এলে ইলিয়ুশা ও ফক্স খবরের কাগজে পাকিয়ে তামাকের সঙ্গে তা খায়। হাসিশের প্রভাবে হৃদয় হালকা বোধ হয়,মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়, আনন্দ যায় বেড়ে। একদিন খবর এল চারটে সশস্ত্র লোক আসছে। নিরাপত্তার জন্য প্রহরীরা এসে খবর দিলে দলবল নিয়ে গিয়ে দেখা যায় তারা অনেক অনেক দূরে—বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে পাহাড়ের ওপর গ্রামের ওপরে উঠে আসে শুক্র গ্রহ আর তার বিমর্ষ আলো, নীচের সমতল তখন অন্ধকার আর নীরব। এক লহমা দাঁড়িয়ে সবাই এ সৌন্দর্য দেখে। একদিন সতর্ক করে দেওয়া হল, সৈন্যবাহী ট্রেনের দিকে কেউ যেন না যায়। ওরা লুঠ করছে। কাছের দুটো স্টেশনের বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ট্রেন থামলে কিছু উপহার না পেয়ে সৈন্যরা স্টেশন মাস্টারের জমানো কয়লা নিয়ে চলে গেল। এতে রাশিয়া সম্পর্কে লোকের ধারণা খারাপ হবে বলে ইলিয়ুশার

মনে হয়। ফক্স বলে, ভেবো না। লোকে শেষ পর্যন্ত দেখবে সৈন্যরা কেমন যুদ্ধ করেছে। রেড আর্মি অনেক দক্ষ, অনেক আগ্রহী, অনেক উচ্চ প্রাণসত্তার অধিকারী। একদিন ফিওদর এসে বলে এবার ঘোড়া কেনার জায়গা বদলাতে হবে। কিরঘিজরা আর কামিস্‌লি বাস্‌-এ আসছে না। তারা চলে যাচ্ছে সীর-এ, আরো দক্ষিণের পশু চারণ ভূমিতে। ইলিয়ুশা জানতে চায়, তাহলে কি যুসালি যেতে হবে? ফিওদর বলল সে যুসালি গিয়ে খোঁজ খবর নেবে। কিন্তু চারদিন পরে ও কোনো খবর না পেয়ে ইলিয়ুশা ও ফক্স রওনা হয়ে গেল। ট্রেন থেকে বহু বর্ণিল ঘোড়াদের ঘোরাফেরা। এ সবই ত উৎস জীবন ও কবিতার। ইলিয়ুশা বলে, সুন্দর ঘোড়া আর সুন্দর মেয়েছেলে আমার চলা থামিয়ে দেয়। ফক্স বলে, এ দুইই ত তোমার মাথা বিগড়িয়ে দেয়। ইলিয়ুশা বলে, তা ঠিক। তবু ওরা আমার কাছে আসবেই। সে তার বৌকে নিয়ে খুশী নয়। বৌটা তার থেকে সাত বছরের বড়। টাইফয়েডের সময় খুব সেবা করত। কিন্তু সে সময় প্যাশন বেড়ে যায় দশ গুণ। সে সামাল দেওয়া কি ওর কর্ম্ম। জীবনটা যেন ধ্বংস হয়ে গেছে মনে হয়। ফক্স জিজ্ঞেস করে, সে কাউকে ভালো বাসে কিনা। ইলিয়ুশা জানায়, হ্যাঁ। সে তার পড়শীর বৌ। এসেছিল তাদের বাড়িতে কয়েকদিন কাটাতে। ফিরিয়ে দেবার দিন ট্রয়কায় চলতে চলতে হঠাৎ তারা পরস্পরের দিকে তাকায় আর অনুভব করে ভালোবাসার টান। সেদিন আর সে তাকে বাড়ী পৌঁছে দেয় নি। এসব শুনো না, আমি এক বর্বর রাশিয়ান, আমার আত্মা কৃষ্ণকায়। সে বলে।

বিকেলে পৌঁছানো গেল যুসালি। কিন্তু স্থানীয় লোকে প্রশ্ন বোঝে না। শেষ পর্যন্ত ইয়াগানভের খোঁজ মিলল। সন্ধ্যের আগেই সাক্ষাৎ হল। ফক্সদের দেখে স্বাগত জানায়। তার কাছে বসে আছে তুর্কসোয়ুর একজন, নোংরা পোষাক পরা। শোনা গেল এখানে ঘোড়ার দাম বেশী। যেতে হবে অন্য জায়গায়। ট্রেন ছাড়লে কথা শুরু হয়। ফিওদর বলে, ফক্স বুর্জোয়া হলে ও সরকারের শত্রু নয়। ডেনিস এবং অ্যাকবালা মাঝে মাঝে ফুট কাটে। ইলিয়ুশার মতে, নেপের কালে কষ্ট বেড়েছে অসম্ভব। ফিওদর এক তরুণ কম্যুনিস্টের কথা বলে যে নেপ বিরোধিতার জন্য বরখাস্ত। এবার ঠিক হল এদলের লোক-জন ঘোড়া কিনে কিনে পাঠাবে কামিস্‌লি বাস-এ। ইজকম গোলের আপত্তি নেই, কারণ যত বেশী ঘোড়া কেনা, তত বেশী ট্যাক্স মিলবে। ইলিয়ুশা স্টেশনে ওয়াগন পাঠানো তদারক করতে গিয়ে এক মাতাল কসাকের পাল্লায় পড়ে। ওরে বুর্জোয়া, তোরা কেন আমাদের ওপর ডাকাতি করতে এসেছিস? কেঁচিয়ে

বিদেয় করব তোদের এদেশ থেকে। সে জানায়, এখন সে পার্টি ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু বিদেশীদের বিরুদ্ধে এককাট্টা। ইলিয়ুশা আর সামলাতে পারল না,মুখে এক ঘুষি মেরে বলল, নেপ এল ব'লে ব্যাটা পার্টি ছাড়লি, নিশ্চয়ই আর লাভ হচ্ছে না। মাতালটার সঙ্গীরা হেসে উঠল একথা শুনে। হ্রদের তীরের কিরঘিজ জেলেরা নৌকা দিতে চায় না। বেশী টাকা পেলে ও না। অগত্যা বন্দুকের আওয়াজ করতে হল। ঠাণ্ডা জল সাঁতরে রক্তাক্ত হাঁস আনা হল। তারপর খানা পিনা, পুরোনো গান আর গল্প। পুরাকাহিনীর দেশে সবকটি তরুণ এক সুরে মেতে ওঠে।

বইটির ২য় অংশের ১-৩ অধ্যায়ে কাহিনী নেই, আছে কাছে থেকে দেখা এই অঞ্চলের মানুষের সামাজিক জীবন-বৈশিষ্ট্যের কথা। প্রথমে কসাকদের কথা। তিনি একে একে বলেন কাজাক শব্দটির অর্থ, তারা কবে এল, 'কির-ঘিজদের দুটি বিভাগ, তাদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কথা, স্বাতন্ত্র্যবাদী শিল মোহর, মোঙ্গলদের সঙ্গে যোগাযোগ, রুশ বিপ্লবের প্রভাব ইত্যাদির কথা। রুশজাপান যুদ্ধের পর থেকেই এরা,এশিয়ার এই সব মানুষেরা যেন ভারতীয়-দের মতই বলতে চায় স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার। বলশেভিক সাফল্যের পর প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলেও যথার্থ স্বাধীনতা তখনও আসেনি। নয়া তুর্কস্থানী সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এই সব যাযাবরদের কাছে এসেছিল অভিশাপ হিসেবেই। সৈন্যদের হাতে তাদের গোষ্ঠীগুলো অবরুদ্ধ হয়, জল সরবরাহ নষ্ট করে দেওয়া হয়। ফলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে দুর্ভিক্ষ। ফক্সের মনে হয়েছে, এদেরকে বলা যেতে পারে নব্য রাশিয়ার বখে যাওয়া সন্তান। এর পরের অধ্যায়ে বলা হয় কাজাক চরিত্রের কথা। এখানে তাদের চৌর্য প্রবৃত্তি, ধূর্ত্ততা, হাস্যপ্রিয়তা, নিষ্ঠুরতা, তাদের বিবাহপ্রথা, কুসংস্কার ধর্ম বিশ্বাস, প্রাচ্য প্রতীচ্যের ধর্মের তুলনামূলক বিচার, ইসলামে কিরঘিজদের বিশ্বাস নিয়েও অল্প অল্প বলা হয়। তার পরের অধ্যায়ের নাম—যাযাবর জীবন। সেখানে তাঁবুর বর্ণনা, আসবাব, পোষাক পরিচ্ছদ,ছেলে মেয়েদের পোষাক, পারিবারিক জীবন, ঘোড়ার সংখ্যা দিয়ে বিত্তের পরিমাপ, সবল জীবনযাত্রা, বিবাহ ও শবানুগমন, উৎসব প্রথা, ক্রীড়া বিশেষতঃ কুস্তি প্রভৃতি নিয়ে ফক্স যেমন দেখেছেন তেমনি ২।১ টি কথা বলেছেন। তাঁর মনে প্রশ্ন ওঠে—কি হবে এই কিরঘিজ কাজাকদের ? কি হবে তাদের তৃণভূমির ? তারা কি রেড ইণ্ডিয়ানদের মত হারিয়ে যাবে ? নয়া রাশিয়া কি মহান মোঙ্গলদের অভিযানের পুনরাবৃত্তি ক'রে স্তেপের জনগণকে পুনরুদ্ধার করে দেবে অতীত ঐতিহ্য ? তার মনে

হয়েছে ১৯০৫ থেকে ১৯২৫ এর মধ্যে রুশ বিপ্লব এবং এশিয়াটিক নবজাগরণ পাশাপাশি চলেছে, কে বলতে পারে এই মিলিত শক্তিই একদিন পথনির্দেশ করবে কিনা। এই অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে ফিরে আসে কাহিনী, রচিত হয় এক বিচিত্র সংলাপিকা। সেটা এরকম—

তেপ্লস্কাতে দ্বিতীয় রাত্রে ফক্স স্বপ্ন দেখলেন তিনি যেন আবার আয়রন হীল-এ পেঁাছে গেছেন। অন্ধকার রাত, মখমল আকাশে তারাগুলো চমকে চমকে উঠছে, নিষ্প্রভ মাটি ও জলের মধ্য দিয়ে রহস্যময় রাস্তা চলে গেছে অজ্ঞাত অঞ্চলের দিকে। রহস্যময় নিস্তব্ধতা এক ঝুলে আছে অ্যারাল সাগরের ওপর, রেইম ও কামিসলি বাস্ হ্রদের ওপর। মাটির দেওয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে একটা লোক, তাকিয়ে ছিল নীল অসীমের দিকে, যেন এক ব্যাপ্তিকে সে অধিগত করতে চায়, তারপর আসন্ন কোনো ঊষায় চলে যাবে মৃত্যুর পারে? লম্বা খালাত-এ তার অবয়ব পুরো মাত্রায় রাজোচিত; কোমরে বাঁকা তলোয়ার। এ বুঝি কোনাট্। দুজনেই দুজনকে বলল—আমেন্। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে বোঝা গেল, এ কোনাট্ নয়, ইনি সেই তৈমুর লঙ্, যিনি এশিয়াকে গড়ে তুলেছিলেন নিজ কল্পনানুযায়ী। ফক্স জানতে চাইল, অনন্ত থেকে কি হিঁচড়ে টেনে আনতে চাইছেন তিনি।

এক মহিলার অবয়ব।

আমিও। ফক্সের মনে হল এ অ্যাক বালা। কিন্তু দেখা গেল, সে নয়। সে চেঙ্গিজ খান, বিশ্বপতি।

তৈমুর বলল, আমি খুঁজে চলেছি আমার সাধ্বী বিবি হানিমকে। আমি যখন পশ্চিমে লড়ছি, রোম জয় করে নিচ্ছি তখন আমার বিবি এক তরুণ স্থপতিকে দিয়ে আমার প্রতি ভালোবাসার স্মারক হিসেবে স্বাগতমের উদ্দেশে নির্মাণ করাচ্ছিল সুন্দরতম এক মসজিদ, যার তোরণ হবে অপার্থিব, স্বর্গ-লোকের। বিবির তাড়া দেওয়া দেখে স্থপতি বলেছিল, সৌন্দর্য বাড়ানো যায় একমাত্র ভালোবাসা দিয়ে। কি হবে তোমার পারিশ্রমিক, স্থপতি? শুধু আপনার চিবুকের ওপর একটি চুম্বন, হে নারী শ্রেষ্ঠী। তা মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু চুম্বন প্রদাহের চিহ্ন নিয়ে মৃতের মত পড়ে যান বিবি মাটিতে। মসজিদ সম্পূর্ণ হল। আমি ফিরে এলাম। সৌন্দর্যে সবাই হতবাক্। কিন্তু আমার বিবির চিবুকের চিহ্ন ঈর্ষান্বিত আমার হৃদয়কে উত্তেজিত করেছিল তলোয়ার হাতে সেই তরুণ স্থপতির সন্ধানে। সে তখন ও কাজ করছিল পর্বতকল্প মসজিদ চূড়ায়। খোলা তলোয়ার হাতে আমাকে দেখে সে লাফ দিল বাতাসে,

আর ঈশ্বর তার পতনোন্মুখ দেহটিকে টেনে নিলেন, রূপান্তরিত করলেন একটি ঘুঘু পাখিতে। কিন্তু ঈশ্বরের অলৌকিকতা পারেনি আমার উদ্বেলিত হৃদয়কে শান্ত করতে। আমি সেই শিলীভূত সঙ্গীতকে টেনে নামালাম, আবার নির্মাণ করালাম, কিন্তু হায়, তখন মসজিদের সৌন্দর্য গেছে মরে, কারণ, আজ বুঝতে পারি. আমি ধ্বংস করেছিলাম এক রমণীর গৌরব, এক সুন্দরতম কবিতাকে।

চেঙ্গিজ বসেছিল ফক্সের পাশে। সে বলে উঠল, আমি ও পাপ করেছি সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে। পৃথিবীটাকে সজ্জিত করতে চেয়েছিলাম আমার পছন্দ অনুযায়ী। একটা জিনিস শুধু খচ্‌খচ্‌ করে···বলুন, বলে মনে স্বস্তি আনুন —বললেন তৈমুর। আমি যখন খোরাস্‌মিয়া জয় করি, তখন আমার ছেলে যুজি বন্দী করে এনেছিল সুলতানের গায়িকা বৃন্দকে। তাদের মধ্যে ছিল বেণ্ট জেণ্ডাকিজা, স্টেপে বিচরণরত কৃষ্ণসার মৃগের সৌন্দর্যও তার কাছে হার মানবে আমার পাশে ছিল পিশাচসিদ্ধ জিন। সে সবে তখন আমার চোখের যন্ত্রণা নিরাময় করেছে। রিমহীন চশমার আড়াল থেকে একটা পেঁচার চোখ থেকে একটা কুৎসিত দৃষ্টি যেন গুঁড়ি মেরে নেমে এল। চক্ষু নিরাময়ের কৃতজ্ঞতাবশতঃ আমি ওই জেণ্ড্‌কিজাকে ভেট্‌ দিলাম জিন্‌কে। আজও একথা ভাবলে মনটা খচ্‌খচ্‌ করে।

দুজনের দুঃখনিবেদন শেষ হলে তারা তিনজন বসে রইল চুপ করে। ফক্স বলল—তোমরা তোমাদের বিক্ষত আত্মার কথা বললে। কিন্তু যে মানুষ গুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছ, শহরগুলোকে চুরমার করেছ তার জন্য কি কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করে? চেঙ্গিজ নীরব রইল। তৈমুর বলল, আমি ওই নারীর ব্যাপারে দুঃখবোধ করি ঠিকই। কিন্তু যে নিধন ও ধ্বংসের জন্য তুমি আমাকে অভিযুক্ত করছ, তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ পাথর বা ছবি বা শব্দ চাতুর্যের সৌন্দর্যের থেকে ও আমি তলোয়ার দিয়ে যা নির্মাণ করেছি তা বিরাট।

মৃতদের ছায়া কি তোমাকে অভিশাপ দেয় না?

তুমি বোকার মত কথা বলছ। যদি ওরা বাঁচত তাহলে কি পৃথিবীটা আরও ভালো হত? হতে পারে তাদের কেউ কেউ ছিল জ্ঞানী বা ভালো। কিন্তু জীবন তো সমৃদ্ধ। পৃথিবীতে তো জ্ঞানী বা ভালো মানুষের অভাব নেই। প্লেগের মত কোনো মড়কে ও তো ওদের মৃত্যু ঘটতে পারত। তাছাড়া আমি ত এশিয়াকে দিয়েছি শান্তি, তার ব্যবসা বাণিজ্যকে করে দিয়েছি শক্ত-

পোস্ত, পূর্বদেশকে এনে দিয়েছি পশ্চিমের কাছে। চেঙ্গিজ বলে গেল। তৈমুর বলল—আমি ও ঈশ্বরের কাজ করেছি। ইসলামকে করে দিয়েছি এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ। ফক্স তাকে তার বিজয় সাফল্যের জন্য জানায় অভিনন্দন। তৈমুরের মতে, এক বড়ো অভিযানকারী হল এক বড়ো শিল্পী।

নুড়ি পাথরের ওপর শব্দ উঠছিল লোহার লাঠির। ফক্স দেখল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে ফিওদর ইগনাতিচ। তার পিছনে আরও দু একজন। ফক্সের ভয় হল লোকটা বুড়ো ইয়াগানভ-এর ক্ষতি করতে পারে। স্টেকলভকে দেখা গেল, ফক্সকে উদ্দেশ্য করে সে বলছে—ওহে রিভলবার নামাও। তুমি যার কথা ভাবছ, আমি সে নই। কথা বলতে বলতে এই শরীরটা বদলে গেল, তাতার মুখটা হয়ে পড়ল বড্ড চেনা, দেখা গেল মুখটা ভলাদিমির লেনিনের। ইয়াগনভের মুখটা ও মনে হল যেন হয়ে গেল ইভান দি টেরিবল্-এর।

ইভান বসল, কটমট্ করে তাকাল দুই সম্রাটের দিকে, বলল, আমিই রাশিয়ার প্রথম মুকুটমণি। আমিই তোমাদের ছেলেপুলেদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম কাজাক এবং আস্ত্রাখান।

হাসল চেঙ্গিজ, সালাম দিল তৈমুর।

ইভান বলল, আজ আমরা বাতিল। কিন্তু পশ্চিমকে আমি জাগিয়েছিলাম তোমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে গেছিলাম পূবের দিকে। রাশিয়াকে পরিণত করেছিলাম একটি নেশনে। লেনিন এসে পড়লেন এই দলের মধ্যে। বললেন—সেই রাশিয়া আজ আর নেই। আমরা আজ সবাই এক। ইভানের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করছি আমি। ফক্স লেনিনের দিকে তাকালেন। তার চোখ দেখে মনে পড়ছিল স্টেকলভ-এর কথা। ফক্স বলল, ভলাদিমির লেনিন, আমি আপনাকে দেখে ভেবেছিলাম আমার চেনা একটা বজ্জাত ও চোরকে। আজকে আপনার কর্মপথে এমন লোকজন আছে। এইসব বিরাট অভিযানকারীদের পাশে, দুর্ভিক্ষ ও হত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন কিভাবে? ওদের সৌন্দর্যের স্বপ্ন এবং শক্তির ব্যাপারটা বুঝি। কিন্তু আপনার, ওই কি যেন, জনৈক জার্মান ইহুদির কথামৃত তো? লেনিন সগর্বে উত্তর দিলেন, এ হল জীবনের কথামৃত। জীবন মানে উৎপাদন, আর ধ্বংস, জীবনের প্রণালী হল উৎপাদনেরই প্রণালী। জীবন মানে হল ভালোবাসা, মত্ততা, সৃজন, বিস্তর, বিশাল, বৈচিত্র্যময়, স্টেপেরই মত। বাঁচতে হলে আমাদের জয় করতেই, সংগ্রাম করতেই, আনন্দ বা দুঃখ ভোগ করতেই হবে। কিন্তু সর্বদাই চাই সন্ধান, দর্শন ও সৃজন। ইন্দ্রিয়পরতা ও পাপ, ভালোবাসার প্রয়োজনীয় উপকরণ, জীবনেরও

প্রয়োজন, নিদ্রা যেমন প্রয়োজনীয় জীবনে। এর জন্য লজ্জিত নই, কারণ এ হল হয়ে ওঠার, আকার ও গতি পরিবর্ত্তনের গৌরবের অংশ। মানুষ আর মেশিন করে উৎপাদন, মানুষ আর মানুষি জন্ম দেয় সন্তানের। কাজ হল একটা প্যাশন, ভালোবাসারই মত। উৎপাদনের শক্তিগুলোকে মুক্ত করতে আমি লড়াই করেছি, ফিরিয়ে দিতে চেয়েছি তার পূর্ব গৌরব। এই আমার কথামৃত, এ সব জনৈক জার্মান ইহুদির কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, শেষ পর্যন্ত এসব তো এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে।" চেঙ্গিজ বললেন, কথাগুলো সত্য। তৈমুর বললেন, জানিয়ে যাই সবাইকে, ভালবেসেছিলাম স্টেপের প্রকৃতিকে। ইভান চেঙ্গিজ দুজনেই বললেন—আমরাও। লেনিন বললেন, আমিও এই ধরিত্রীর সন্তান।[২]

সূর্য উঠল পাহাড়ের আড়াল থেকে। ফক্সের স্বপ্ন ভেঙে গেল। চোখে পড়ল কোনাট এবং অ্যাকবালা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে দক্ষিণ পূর্ব দিকে, স্টেশনে রয়েছে স্টেক লভ, সে ফক্সের দিকে চেয়ে হাসল একটু।

বইটির তৃতীয় ও শেষ অংশ ২য় দশকের প্রথম পাঁচ বছরের রাশিয়া ও তার উপকণ্ঠের জনজীবনের কথা, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অপ্রতিহত জীবনাবেগের কথা। এর মধ্যে বুখারিনের বিচার সভায় উপস্থিতি, কয়েকজন লেখক শিল্পী সম্পর্কে দু একটি কথা এবং প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী। তিনি মস্কো এবং গ্রামাঞ্চলে শিশুকেন্দ্রের তুলনা করে বলেন, গ্রামে তাদের আলাদা বিছানা নেই, খেলার ঘর নেই। অসুস্থদেরই কখনো কখনো আলাদা চাদর দেওয়া হত। অনেক সময় বয়সী ছাত্ররাই ছোটদের পড়াত। স্ক্যাবিশ বা মামস হওয়া বাচ্চাদের সবার সঙ্গে রাখার জন্য সুপারিনটেণ্ডণ্টেকে জবাবদিহি করতে হত। পরিদর্শকরা জোর করত, কিন্তু গ্রামের টাকা নেই, ট্যাক্সের বোঝা ও বেশী। গ্রামগুলো এমনই দুর্ভিক্ষপীড়িত ছিল যে ছেলে বা শিক্ষক কেউই প্রয়োজনীয় উপকরণ পেত না। বুট, গরম জামা কাপড়, আলো নেই বলে তারা সন্ধে হলেই বিছানাই ঢুকে পড়ত। চাষীদের ঘোড়া মরে যাচ্ছে, চাষবাস বন্ধ। গ্রামে গিয়ে ফক্স ও তাঁর সঙ্গীরা দুর্ভিক্ষ কমিটির ঘর থেকে খাবারের মজুত, রোগ ব্যাধির খবর, ঔষধের চাহিদা, সুতো, কাঁটা উল বোনার জিনিসের তদারক করতেন। কখনও দেখা যেত দুর্ভিক্ষ কমিটির লোকরাই রেশন মেরে দিচ্ছে আবার শাসাচ্ছে, তাকাচ্ছে। এক্ষেত্রে এঁরা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন।

উঁচু ন্যাড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে দুর্গম লোগাচোভকা গ্রামে যাবার সময় ফক্স পড়েন প্রবল হিমঝঞ্ঝার কবলে। তুষারের এক মুখোশ যেন মুখের

ওপর জমাট বেঁধে গেল, ঘোড়ারা পথ খুঁজে নিচ্ছিল নিজেদের। ঝড়ের পর নিঃসঙ্গ রাস্তা হয়ে ওঠে ভুতুড়ে, সেই রাস্তা দিয়ে চশমা কিনতে এফিমোভকা যাওয়া ছিল কষ্টকর, থামলে অসম্ভব। কখনও বুক অবধি তুষার, সীমানাহীন সাদা প্রান্তর, আকাশের সঙ্গে এক হয়ে যায়। একটা সাদা ঈগলের ওড়াওড়ি হয়ে উঠল চমকপ্রদ। নেকড়েবাসী রাস্তায় এক ঘোড়ায় টানা স্লেজকে দেখে তারা ভাবে লোকটা হয় বোকা, নয় প্রচণ্ড সাহসী। সন্ধে হয়ে গেলে ফক্স অনুভব করলেন তুষারাচ্ছাদিত ভুতুড়ে বন্যতার মধ্যে অপার্থিব নিস্তব্ধতা কাকে বলে। (এইসব বর্ণনা পড়তে পড়তে বাঙালী পাঠকের বিভূতিভূষণ না মনে পড়ে পারে না।) শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যান এক খামার বাড়িতে ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে। ২৭ বছরের বিষণ্ণ টাইফাস আক্রান্ত মাইকেল ডনেলোভিচের সঙ্গে আলাপ হয়। পার্টির লোকজন তাকে শিখিয়েছিল ডস্টয়েভস্কি বুর্জোয়া লেখক, কর্মীর কাছে অপ্রয়োজনীয়। এখন ডস্টয়েভস্কি প'ড়ে সে তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলেই জেনেছে। রাতে নাচ গান হয়, পুরোহিতের তরুণী মেয়ের সঙ্গে মাইক নাচতে থাকে রাত বারোটাতেও। একসময় গ্রামে গ্রামে অনাহার আর অসুস্থতা, কোনো উৎসব, আনন্দ নেই। ১৯২৩ এ এ অবস্থাকে জয় করে মানুষ। এফি মোভকা গ্রামে নববর্ষ উদযাপনের এক ছোট্ট বিবরণ দিয়েছেন ফক্স। আলাপ হয় ভূতপূর্ব জমিদারপুত্র সদ্য-কম্যুনিস্ট, সুবক্তা এক তরুণের সঙ্গে। এরপর আসে প্রাভদা অফিসের বিবরণ। ব্যস্ত অফিস, হালকা পোষাকের কর্মরত পুরুষ মহিলার মধ্যে, ফক্স যাকে খুঁজছিলেন তাকে পেলেন না। খুঁজতে খুঁজতে এক হোটেলে তার ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়, কোনো বান্ধবী তাঁকে পরের দিন আসতে বলে প্রাভদা অফিসে। পরের দিন রেডস্কোয়ারে জনরীডের কবর দেখা হল, কমরেড জি. র সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা গেলেন বুখারিনের বিচার দেখতে।

বৈকালিক অধিবেশন আরম্ভ হল তিনটেয়। স্ফটিকের ঝাড়বাতিদান সমন্বিত হল ঘরে নীল ইউনিফর্ম পরিহিত স্থির বেয়নেট সহ সৈন্যদল দাঁড়িয়ে। মঞ্চের ওপর চেয়ার টেবিল ট্রাইবুনালের জন্য তিনটি উঁচু আসন, দুজন রিভলবারধারী বাম দরজার কাছে। উপস্থিত ছিলেন ক্লারা জেটকিন, জ্যাক সাদুল, লুনাচারস্কি প্রজাতন্ত্রের কাস্তে হাতুড়ি অঙ্কিত বিরাট এক লাল ব্যানার দেওয়াল টাঙানো, যাতে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' লেখা। একে অবহেলা করার জন্য সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী দলের অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীকে বিচারের জন্য ডাকা হয়েছে। ফক্সের সামনে ডানদিকে বসছেন প্রসিকিউটররা যাঁদের

নেতৃত্ব দেবেন ক্রিলেঙ্কো, মধ্যস্থলে সুপ্রীম বিপ্লবী ট্রাইবুনালের তিনি সদস্য, বামদিকে বসছেন বন্দীরা এবং তাঁদের পক্ষসমর্থনকারীরা দুই সারিতে। বুখারিন ছিলেন এই বামদিকে। অত্যধিক গরমের জন্য সভাপতির অনুমতি নিয়ে বাড়তি পোশাক বাইরে রেখে শুধু হাতাওয়ালা জামা পরে বসাতে একটু ফিসফিসানি উঠল। বুখারিন মাঝে মাঝে সহনীয় রসিকতা করছিলেন। যদিও ফক্সের মনে হয় বুখারিন সবচেয়ে কম সহিষ্ণুদের একজন। তিনি সমর্থন করছিলেন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে। প্রহরীদের পাহারায় বন্দীরা এলে সাড়া পড়ে গেল। মঞ্চের ওপর কাছাকাছি ছিলেন গোৎজ, পার্টির চেয়ারম্যান, চালাক চতুর দেখায় এমন এক ইহুদি, আধাকৃষকী পোষাক, স্বপ্নাবিষ্ট স্বাস্থ্যবান চেহারা। ক্রিলেঙ্কোর প্রতিটি শব্দ তিনি শুনছিলেন। ক্রিলেঙ্কোর শব্দোচ্চারণ—যেন একটা কুকুরকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ফাঁস থেকে। অনর্গল শব্দের ঝড় বইতে শুরু করল। তিনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এদের পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়ে দিলেন। ক্রমশঃ হয়ে উঠলেন আরও উদ্দীপ্ত, তার অঙ্গভঙ্গী হল প্রতিহিংসাপরায়ণ, এবং ব্যঙ্গ মর্মভেদী। বন্দিরা ছিল শাস্তি সম্পর্কে নিরুদ্বেগ। বুখারিনের মুখ দেখেও তাই মনে হচ্ছিল। গোৎজ সব অপরাধ স্বীকার করেও এমন পুনরায় করার কথা বললেন। এখানে ফক্সের বর্ণনা অত্যন্ত জীবন্ত এবং যথোচিত নাটকীয়।[৩]

এক মজুর ও ছাত্রদের নোংরা খাওয়ার দোকানে খাবার সময় ফক্স তাঁর বন্ধুকে বলেন, খাবার দোকানেই ধরা পড়ে রাশিয়ার প্রতিচ্ছবি। এ সেই ডস্টয়েভস্কির নীচুতলার রাশিয়া। রাস্তায় বেরুনোর পর চোখে পড়ল একে একে রাদেক, সাদুল এর চলে যাওয়া। ফক্স দোকানে গেলেন একটি রাশিয়ান শার্ট কিনতে—পরিষ্কার হলেও দাম অনেক বেশী। দোকানদার ইংরেজ ক্রেতা দেখে তাজ্জব। লণ্ডনের খবর জিজ্ঞেস করেন। একদা তিনি ফ্যাশন-দুরস্ত দরজি থেকে হয়েছিলেন মাংসের দোকানের প্রতিনিধি। নয়া সরকার সম্পর্কে তার প্রশংসাও ছিল, নিন্দাও ছিল। তখন ছোট ছোট দোকানে ২ শিলিং এ ডিনার মেলে। এমন একটি দোকানের বর্ণনা তিনি দেন। মস্কোর ট্রেন নিয়মিত, ষ্টেশন পুনরলঙ্কৃত। বুক ষ্টলে বিক্রীর জন্য খ্রীষ্টমাস ক্যালেণ্ডার যাতে মহান রুশ লেখক বা বলশেভিক নেতাদের ছবি। এখানে সামারার মত অনাহারী ভিক্ষুক বা উদ্বাস্তু নেই। ফক্সের চোখে পড়ে এক রেস্তোরাঁয় ক্যাবারে রাত সাড়ে এগারোটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত, তবে বিদেশীদেরই আনাগোনা। একদিন তিনি ৩য় শ্রেণী থেকে দেখলেন 'দি ম্যাজিক

'মিরব' নামক এক ব্যালে, যাতে স্বর্গীয় নাচ নেচেছিলেন কান্দাউরোভা ও তাঁর সুন্দরী সঙ্গিনীরা। লেখকের মনে পড়ল পারীতে দেখা কার্মেন থিয়েটারের কথা। কিন্তু বিপ্লবের থিয়েটার ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। ফক্সের সঙ্গী পারী এমিগ্রেদের মুখপত্র zevenoর নাট্য সমালোচক উত্তেজিত হয় আধুনিক জীবনের নায়কদের রঙ্গমঞ্চে দেখে—যারা শিখেছে কিভাবে সুন্দর করে বাঁচতে হয়। ফক্স অনুভব করেছিলেন মনোজগতের বিপ্লবকেও। থিয়েটার নিঃসন্দেহে এগিয়েছিল ছবির থেকে। সাহিত্যের ছবিটা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। নতুন মস্কো থেকে পুরোনো সাহিত্য দেবতারা কেউ নির্বাসিত বার্লিনে, কেউ বেলগ্রেড, কেউ রোম কেউ প্রাগ, কেউ পারীতে। আরামের সন্ধানে বিবেক নিয়ে আনন্দে স্বস্তিতে থাকার জন্য তাঁদের এই বিদেশযাত্রা। পেট্রোগাডে ছিলেন এমনই দু একজন, যেমন সর্বাধিক পরিচিত আনা আখমাতোভা। আন্দ্রে বেইলি এবং আলেকজান্ডার ব্লকের মত লেখকরা তাদের চকিত ইনটিউশন দিয়ে চিনতে পারেন বলশেভিকদের, কিন্তু অনুধাবন করতে পারেন না। ব্লক মারা গেলেন, বেইলি বুঝলেন তাঁর প্রাথমিক উৎসাহ ভ্রান্ত, অগত্যা আশ্রয় সন্ধান করলেন উপলব্ধির অসাধ্য মিষ্টিসিজমের মধ্যে। বাদবাকীরা বুনিন, কুপ্রিন, বালমোণ্ট, মেরে ঝ কোভস্কি, গোর্কী সবাই পালিয়েছিলেন খরস্রোত প্রবাহের রাস্তা থেকে, কারণ তাঁরা সুনিশ্চিত ছিলেন এই খরস্রোত সবকিছুকে দেবে ঝেঁটিয়ে মুছে। কিন্তু তা মনে করেন নি, জামিয়াতিন এবং সেরাপিওন ভ্রাতৃবৃন্দের মত গোষ্ঠীর লেখকরা। তারা দিলেন প্রাণবন্ত, মৌলিক নতুন ও আকর্ষণীয় নানা অবয়ব। জামিয়াতিন তরুণদের নিজস্ব কক্ষে ডেকে শিক্ষা দিতেন বিষয়সংরচনের শৃঙ্খলা। গর্ব করার মত এই লেখক যুদ্ধের সময় নিউক্যাসলে রাশিয়া থেকে আগত এক দলে পূর্তবিদ্যার কাজ করতেন কিন্তু ইংরেজ বা আমেরিকান লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। নতুন রাশিয়ার মৌল স্বর ছিল সক্রিয়তা, তবে তা বন্য নয়, বিশৃঙ্খল নয়, যেখানে সম্পদের জন্য আঁচড়াকামড়ি ছিল না। প্রত্যেক রাশিয়ানের মধ্যে ফক্স দেখেছেন এই অনুভব যে সৃজনের বেদনা ছাড়া নব ছন্দো স্পন্দ অসম্ভব, তবে বস্তুর বিনষ্টি এবং কর্মের অসংযম যতদূর সম্ভব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইভাবে ফক্স রুশ সাহিত্যে বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে সংক্ষেপে মন্তব্য করেছেন।[8]

সর্বশেষ অধ্যায়ের নাম—সীমান্তের দিকে যাত্রা। ট্রেনে তুলে দিতে এল যারা তাদের চোখে জল। নির্দিষ্ট কুপে দেখা গেল এক তরুণীর মালপত্র। অতীব সুন্দরী এই তরুণীকে ভিতরে এসে বসতে অনুরোধ জানান হল। সে

অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য চলেছে বোনের কাছে বার্লিনে। তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলল। সে খ্রীষ্ট ভক্ত, গির্জাগামিনী, পুরোহিতদের সাহায্য করে। তাছাড়া যে কোনো ভাবে বিপন্নের বান্ধবী। এরকম মহিলা তো বিপ্লবের দিনে কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য। বুদ্ধিমতী তরুণী কয়েক লহমার আলাপেই ফক্সকে একজন আদর্শবাদী,একজন কর্মপ্রিয় মানুষ হিসাবে চিনে ফেলে। রাতে তরুণীটি ওপরের বিছানায় যায়, নিচের বিছানায় সঙ্গী এবং ফক্স কুঁকড়ে শোয়, ফলে ঘুমে স্বস্তি নেই। এমন অবস্থায় নানা অর্ধস্বপ্ন, নানা স্মৃতির টুকরো মনে আসা যাওয়া করে। এশিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, তিব্বতের টেবিল সদৃশ মালভূমি, মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি, ফেল্টের গোল তাঁবু, ডিম্বাকার মুখ, উঁচু গালওলা তাতার, ব্যাকটিরিয় উটবাহিনীর যাত্রা মনের মধ্য দিয়ে চলে যায়। এক ষ্টেশনে তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে বাদামী ও ভঙ্গুর তৃণাঞ্চল। গাওয়া হল জার্মান ছাত্রপ্রিয় একটি এবং একটি রুশ গান। মনে পড়ল উয়েজ্‌ডে নগরে যীশু পরব, পুরুষ ও স্ত্রীদের পোষাক, ওল বিলের কথা। সকালে বড় বড় টিনের মগে চা পানের সময় মেয়েটি তার মস্কোর বন্ধুদের স্বপ্ন দেখার কথা বলল। মিনস্ক ষ্টেশনে ট্রেন পেঁছালে ষ্টেশনের বইয়ের দোকান থেকে মেয়েটি তাঁকে উপহার দেয় রবীন্দ্র নাথের 'গার্ডেনার' এর রুশ অনুবাদ। সে ফক্সকে ট্রেনে রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাস পড়তে দেখেছিল।* হঠাৎ ট্রেনের সচলতার শব্দে তারা দৌড়তে থাকে। গাড়ি সান্টিং করছে জেনে তাদের স্বস্তি ফিরে আসে, খুব হাসাহাসি হয়। মেয়েটি চাইছিল রাশিয়া সম্পর্কে ফক্সের মতামত জানতে, ফক্স চাইছিল মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা জানতে। মেয়েটি মনে করে না রাশিয়াকে, তার অসংখ্য উপজাতিকে কখনই পাশ্চাত্যপন্থী করা যাবে। সে মনে করে বলশেভিকরা টিঁকে যাবে। আর ভবিষ্যৎ বলশেভিকদের হাতে শিক্ষিত হতে থাকা চাষীদের হাতে। তবে ব্রিটিশদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে সে জানে যে ওদের খুব কম লোকই নতুন রাশিয়াকে জানে বা বোঝে। ফক্স একথা সমর্থন ক'রে বলে রুশ চাষীদের দেহও মনের জোর বিস্তর, তারা পাশ্চাত্ত্য ধ্যান ধারণাকে প্রয়োজনে টুকরো করে দিতে পারে। ফক্স জানায়, খুবই তরুণ বয়সে, আত্মবিশ্বাস এবং জীবন সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তিনি এসেছিলেম,কিন্তু সে সবই মিশে গেছে রুশ জীবনে। রুশদের কাছ থেকে তিনি অর্জন করেছেন সাহস—নির্ভীকভাবে কৃষ্ণকায়ার দিকে তাকানোর। অনেক দোষ দুর্নীতি ও নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করেছেন রুশ জন গণকে, রুশ বিপ্লবকে। জনগণের শারীরিক সামর্থ্য ও সৌন্দর্য তাঁকে করেছে মুগ্ধ।

আর মেয়েটিত জানে অনেক কিছু প্রাচীন ও অশক্ত ও আত্মিক ভাবে দুর্বল ধারণা এই সব তিক্ত বছর গুলিতে গেছে মরে। তিনি দেখেছেন রাশিয়ানদের মধ্যে আছে এক অদ্ভুত আত্মিক যৌক্তিকতা যা তাদের মরিয়া হতে প্রণোদিত করেছে, কিন্তু এসব থেকে তিনি পান এক স্বস্তি, এক আত্মবিশ্বাস, শিখেছেন জীবন সর্বদা নিয়ে চলে সাধকের দিকে। এই সব কথাবার্ত্তার পর আবার ট্রেন যাত্রা ; পোলাণ্ডের একটি স্টেশন, কয়েক মিনিটের মধ্যে সীমান্ত পার হওয়া, কাস্টমস পরীক্ষায় সংগৃহীত রুশ সংবাদ পত্র গুলি বাজেয়াপ্ত হওয়া। আবার ট্রেন,ছোট্ট কামরায় গাদাগাদি,রুটি ও সূর্য দগ্ধ কিশমিশ ভক্ষণ। যতই রাশিয়া দূরে সরে যায় এক ও ফক্স বিষন্ন বোধ করে। ওয়ারশ এল দুপুরে। ভারভারা (তরুণী) চলে গেল যেন রুশী ম্যাডোনা বিদায় নিল। রাত্রে আন্তর্মহাদেশীয় এক্সপ্রেসে যাত্রা, দুটো সিট প্রথম শ্রেণীতে, এবার ট্রেন কর্মচারীরা রুশ ভাষা বোঝে না, জার্মানীর ওপর দিয়ে যাবার সময় ইহুদি, ইংরেজ, উত্তর দেশীয় ভাষা, পরিব্রাজক এবং মুমূর্ষু ইউরোপের অনেক অনুর্বরতা ও নিরানন্দ আসতে থাকে। সন্ধ্যা বেলা এসেন্, প্ল্যাটফর্মে চোখ পড়ল আকাশী নীল ইউনিফর্ম ও ষ্টীলের হেলমেট পরা ফরাসী প্রহরী কাঁধে তার বেয়নেট লাগানো রাইফেল। এই দিনেই ফরাসীরা অধিকার করে নিয়েছে রুড়্কে। মনে হল সত্যিই এবার তাঁরা এসে গিয়েছেন স্বদেশে। এখানেই বইটির সমাপ্তি।

টাইমস্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্টের সমালোচক ঠিকই লিখেছিলেন (অক্টোবর ২৯, ১৯২৫) এরই থেকে লেখকের প্রাণবন্ততা, অনুভবের যোগ্য মনটার পরিচয় পাওয়া যায়। যে রুশ দরিদ্র জনগণের জীবনকে তিনি দেখেছেন তা যে জীবন শক্তিতে ভরপুর তার পরিচয় আমরা বইটির সর্বত্র পাই। সফিষ্টিকেশন বর্জিত যে জীবনের চিত্রকে তিনি এঁকেছেন তাতে তাঁর আকর্ষণ ও আনন্দ কখন ও বিনষ্ট হয় নি। এ দৃষ্টি, আমরা বলতেই পারি, নিরুত্তেজিত ঔপন্যাসিকের। একজন দক্ষ রুশ ঔপন্যাসিকের মতই তিনি দৃষ্ট চরিত্রগুলির শারীরিক গতি-বিভঙ্গের এবং মনোভূমির নিপুণ চিত্ররচনা করেছেন। পরিস্থিতি রচনায় তাঁর দক্ষতা একজন নিপুণ কথাসাহিত্যিকের মত, এবং তা একাধিক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাবে। পাঠক লক্ষ্য করবেন, ফক্সের মধ্যে অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনার—প্রকৃতি বা মানুষ—দিকে একটা ঝোঁক আছে অনাধুনিক ঔপন্যাসিকের মত। আর তাঁর প্রাচ্যমনস্কতা এবইয়ে ও সর্বাতিশায়ী। উপজাতি গোষ্ঠীর জীবন বর্ণনায় রোমাণ্টিক গল্প বর্ণনার ভঙ্গিমা (বিশেষতঃ মহান বিজয়ীদের স্বপ্ন—২য় অংশ, ১৪ শ অধ্যায়) চমৎকার মিশে গেছে। বিষয়ের দাবীতে যে শব্দাবলি উপযুক্ত

বিবেচিত হয়, যা উঠে আসে সমস্ত ঔপন্যাসিকের আন্তরিক জীবনবীক্ষা থেকে তা আমরা এখানে পাই। জীবনের রূক্ষতা এবং জীবনের ছন্দোস্পন্দ দুইই এখানে মিশে আছে। তৃণভূমির বিশালতা ও ব্যাপ্তির ওপর দিয়ে বয়ে যায় রুশ বিপ্লব সম্ভূত নব জীবনের তরঙ্গ, তার উপযুক্ত বর্ণনা কাবিাক, তবে তা জীবনেরই অঙ্গীভূত কাব্য, বাইরে থেকে সংযোজিত নয়। ২য় দশকের উপজাতি জীবনের চিত্র যেমন তিনি উপস্থিত করেছেন, তেমনি দেখিয়েছেন রুশ বিপ্লব সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া। এসেছে নব্য ও প্রাচীন রুশ জীবনের পার্থক্যের কথা। এই দ্বান্দ্বিকতার চিত্রণে তিনি মোটেই অন্ধ প্রচারক নন, বিপ্লবের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে উল্লেখ করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত নন। যদি ও সামগ্রিক ভাবে রুশ বিপ্লব, জনজীবন এবং আন্তর্জাতিকতায় তাঁর আস্থা এক মুহূর্তের জন্যও টলেনি। যৌবন পর্বের এই অভিজ্ঞতা সাম্যবাদে তাঁর আস্থাকে এমন একটি ভূমিতে স্থাপন করেছিল যে অচিরেই তিনি সাম্যবাদী তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় ল্যাস্কির সঙ্গে বিতর্কে নামেন। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিও সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর ভূমিকা অচিরেই হয়ে ওঠে দায়বদ্ধ লেখক-যোদ্ধার। আর, শেষ পর্যন্ত লেখক-যোদ্ধার ঝাঁপিয়ে পড়া স্পেনের যুদ্ধে। এই অবশ্যম্ভাবী অগ্রগতির সমস্ত সম্ভাবনা এই চমৎকার বইটিতে নিহিত আছে, এমন কথা বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না।

উল্লেখ সূত্র

১ ডস্টয়েভস্কি সম্পর্কে রাশিয়ার মতামত বহুবার বদলেছে, কখনও তিনি নিন্দিত, কখন ও নন্দিত। ১৮৭১-এ জার্মানী থেকে ফেরার পর ডস্টয়েভস্কি যখন The Possessed (১৮৭১) ও The Brothers Karamazov (১৮৮০) প্রকাশ করলেন তখন তিনি হয়ে পড়লেন রক্ষণশীল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তির প্রবক্তা। ফলে চরম পন্থী বুদ্ধিজীবীরা সরে যান তাঁর কাছ থেকে। এখানে নীটশের প্রসঙ্গ আছে বলেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্রেফ ঘটনাচক্রে নীটশে আবিষ্কার করেন ডস্টয়েভস্কিকে। Notes from the underground (১৮৮৭) পড়ে তিনি মন্তব্য করেন—একমাত্র এই মনস্তাত্ত্বিকের কাছেই তার ক্রিমিনালদের, দাস মনোভাবের ও অসন্তোষের মনোভাব বিষয়ে শেখার আছে। কিন্তু ওঁর কাছে ডস্টয়েভস্কি আর একজন অবক্ষয়ী লেখক মাত্র। নীটশে ওঁর ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থানকে ও বুঝতে পারেন নি। ১৯০৫ এ গোর্কি ডস্টয়েভস্কিকে রাশিয়ার evil genius আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করেন, বলেন উনি প্রতিক্রিয়াশীল

ও অত্যাচারীর কাছে নিষ্ক্রিয় সমর্পণের পক্ষপাতী। অক্টোবর বিপ্লবের পর টলস্টয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডস্টয়েভস্কি সিংহাসনচ্যুত হন। স্ট্যালিন পর্বে ডস্টয়েভস্কি পাঠ ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। রাশিয়াতে একটি বহু সমর্থিত মত হল এক ডস্টয়েভস্কি ভাল, প্রগতিশীল, মানবতাবাদী (ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট পর্যন্ত) আর একজন মন্দ, প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মপ্রবণ (ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট পরবর্তী লেখায়)। প্রথম দিকের বইগুলির সস্তা সংস্করণ ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করা হত (এখানে যার উল্লেখ আছে) কিন্তু The Possessed বা The Brothers Karamazov পাওয়া যেত স্বল্প সংখ্যক মুদ্রিত সংস্করণে বা সেট হিসাবে। কেউ কেউ তাঁকে জার শাসিত রাশিয়ার সমালোচক এবং বিপ্লবের ভবিষ্যৎ বক্তা রূপেই দেখেন এবং তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক ধর্মীয় এবং দার্শনিক মতামত অগ্রাহ্য করেন। রাশিয়ায় যখন আঙ্গিকবাদী আন্দোলন শুরু হয় তখন কতিপয় সোভিয়েত লেখক ডস্টয়েভস্কির রচনাকৌশল ও রীতি অধ্যয়ন করতে থাকেন। মিখাইল বাখতিন এর 'ডস্টয়েভস্কির রচনার সমস্যাবলী' (১৯২৯) এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা স্পষ্টতঃই ডস্টয়েভস্কির শিল্প চেতনা সম্ভূত নয়, কিন্তু তা হলেও বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান সাহিত্যে তাঁর প্রভাব সর্বত্রচারী।

২. ফক্স এখানে কিছু অসঙ্গত কথাবার্তা লেনিনের মুখে বসিয়েছেন বলেই মনে হয়।

৩. বুখারিনের বিচার বলতে সাধারণতঃ যেটা মনে পড়বে তা হল ১৯৩৪-৩৭ সালের ঘটনা। ফক্স উল্লিখিত প্রসঙ্গটি ভিন্ন। ১৯২২ এর ফেব্রুয়ারীতে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের সাতচল্লিশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়। এ ঘটনা দেশের বাইরে ও চাঞ্চল্যসৃষ্টি করে। ১৯২২ সালের ৮ই জুন বিচার শুরু হয়, দু মাস চলে। এই শাসনতন্ত্রে এটাই হল প্রথম বড়ো মাপের রাজনৈতিক বিচার। এই সমাজতন্ত্রীরা অস্থায়ী সরকারে কেরেনস্কি মারফৎ নানা দায়িত্ব পেয়েছিল। গৃহযুদ্ধকালে একাধিক শ্বেতসরকারে তারা অগ্রগণ্য ভূমিকা নেয়, মীরবাখ এর হত্যা এবং লেনিনকে হত্যার চেষ্টা করে এরাই। ১৪ জনকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। যদি ও অনেকের দণ্ড লাঘব করা হয়। The Bolshevik Revolution 917—1923, Vol I—E.H. Carr, pg. 189-9J.

৪. বিপ্লবের কাল থেকে সোভিয়েত সাহিত্যে (১৯১৭-১৯৩২) তিনটি প্রধান পর্ব দেখা দিয়েছিল বলা যায়—(ক) ঐতিহ্য ও ইতিহাসের দ্বন্দ্ব (১৯১৭-২৩)—

এর মধ্যে পড়ে প্রতীকবাদী, ইমেজিস্ত ফিউচারিস্ত, প্রোলেটকাল্ট প্রভৃতি গোষ্ঠীর বিকাশের চেষ্টা (খ) নেপ্ প্রভাবিত সাহিত্যের প্রকাশ ও বিকাশ (১৯২১-২৭) (গ) পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের প্রথম উদ্যমের ও উৎসাহের যুগের সাহিত্য (১৯২৯-৩৪)। বিপ্লবকে প্রথমে মহা উৎসাহে যাঁরা স্বাগত জানান তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্লক, বেলী, আখমাতোভা। হয়ত ফক্স তাই আখমাতোভার প্রশংসা করেন। প্রতীকী সাহিত্যের লেখক বেলীর স্বভাবে ছিল বহু ভাবের দ্বন্দ্ব, চরিত্র ও কর্মে অস্থিরতা ও গতিচঞ্চলতা। জীবন তাঁর কাছে নিয়মহীন। প্রতীকী গোষ্ঠী থেকে আসেন জনবাদী বিপ্লবের পক্ষে, পরে ভবিষ্যবাদীদের মধ্যে। প্রতীকী সাহিত্যের আর এক বিশিষ্ট লেখক ব্লকের মধ্যে পাওয়া যায় কখনও বিপ্লব বিপর্যয়ের গান, কখনও সংস্কৃতির সৌন্দর্য সুষমায় আকর্ষণ। প্রথমাবধিই ছিলেন যুবসমাজের শিরোভূষণ। ইউরোপে গিয়ে পশ্চিমী ধনিক তন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা দেখে আহত হন। বিপ্লবকে সূচনা থেকেই উদ্বাহু সম্বর্ধনা, কিন্তু বিপ্লবের কঠিন রূপ ও বাস্তবের বিসদৃশতা তাঁকে করে নিরাশ ও সংশয়ী। আখমাতোভা ছিলেন এ্যাকমিইস্ত, যাঁরা রহস্য ও কুহেলিকার বিরুদ্ধে মূর্তভাবনা, অস্পষ্ট ভাষণের পরিবর্তে স্বচ্ছভাষণ আনতে চেয়েছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবে প্রভাবিত হয়ে ভেবেছিলেন এ যন্ত্রণাও দহন বিধাতা প্রেরিত। কিন্তু তারপর মোহভঙ্গ হয়। ফ্যাসিস্ত আক্রমণের সময় লেখেন স্মরণীয় দেশপ্রীতিময় কবিতা। যুদ্ধশেষে কট্টর শিল্প শাসনের যুগে (১৯৪৬) আখমাতোভা ও জোশচেঙ্কোর ওপর কঠিন কশাঘাত করেন ঝাদনভ। ক্রুশ্চভের কাল থেকে তিনি আবার অভিনন্দিত হতে থাকেন।

বিপ্লবের উন্দামতা দেখে ভয়ে পালিয়ে যাওয়া কয়েকজন লেখকের নাম করেছেন ফক্স। এর মধ্যে ছিলেন বুনিন, যিনি ছিলেন মৃত্যু ভাবনায় বিষণ্ণ, হতাশাবাদী। সোভিয়েত উগ্রতা ও আশাবাদিতায় সায় দিতে পারেন নি। ১৯২০তে প্যারী যাত্রা, বাস্তুত্যাগীদের মতো দেশে দেশে পর্যটন। ২য় মহাযুদ্ধের পর আবার ফেরেন স্বদেশে। কুপরিন ও ১৯২৩-২৭-এ দেশত্যাগ করে বিদেশে ছিলেন। ইনি জীবনাগ্রহী, সুস্থ বাস্তব ধর্মী। নজরুলসুলভ বিদ্রোহী ও ব্যক্তিত্ববাদী। বেলমন্ত ১৯০৭ এ বিদেশ চলে যান। মেরেঝ্কোভস্কি বিদেশে থেকে সোভিয়েত বিরোধী প্রচারে বড় ভূমিকা নেন। ১৯০৯ থেকেই বিভ্রান্ত। ১৯১৭র বিপ্লবের পর দেশত্যাগী রুশদের প্যারীচক্রে সমাসীন। আশা করতেন কম্যুনিস্টদের হাত থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করবে পাশ্চাত্য শক্তি। গোর্কী ১৯০৭-১৯১৭র মধ্যে কখন ও কখন ও রাশিয়ার বাইরে কাটিয়েছেন। বিদ্রোহ এবং মান–

বতায় আস্থা থাকলে ও কম্যুনিস্ট পত্রিকায় লিখলেও পার্টি মতের প্রচারক ছিলেন না। গৃহযুদ্ধের দুঃসময়ে তিনি অবশ্য বিপ্লবের জয় চান। পার্টি সদস্য না হলেও লেনিন তাঁকে শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতিসৃষ্টির নেতৃত্বের ভার দেন। এক্সপ্রেশনিস্ট জামিয়াতিন গোড়া থেকেই বলশেভিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ১৯৩১ এ দেশত্যাগের ইচ্ছা করেন ও প্যারীতে বসবাস করেন। বিপ্লবের অনিশ্চয়তার সময় জামিয়াতিনের কৌতুক, ব্যঙ্গ সবসময় শাসকরা বরদাস্ত করে নি। তবে তাঁর রচনারীতিতে নতুন লেখকরা অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। বিস্তর সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল দেশে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যটি ছিল পিটার্সবুর্গে যেখানে গুমিলেভ শেখাতেন কাব্যশিল্প আর জামিয়াতিন গদ্যশিল্প। আর একটি খ্যাত কেন্দ্র ছিল সরকারী সমর্থিত সর্বহারা কবিকেন্দ্র মস্কোতে, চালনা করতেন ব্রুসভ। সেরাপিওন ভ্রাতৃমণ্ডলী গড়ে ওঠে ১৯২১এ, লুপ্ত হয় ১৯২৪-এ। গোর্কী এদের উৎসাহদাতা, জামিয়াতিন রচনাশিক্ষার গুরু। এদের মধ্যে ছিলেন ইভানভ, নিকিতিন, জোশচেঙ্কো স্লোমিনস্কি কাভেরিন, কাতায়েভ, ফেদিন, স্কোলোভস্কি, তিখোনোভ, পোলোনস্কায়া। ঝাদনভ এদের নিন্দা করেছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও কলাকৈবল্যের পরিপোষক বলে। মিশরের এক জ্ঞানী সন্ন্যাসীর নাম ছিল সেরাপিওন, এরা ও নিজেদের মনে করতেন সাহিত্য তপস্বী। ১৯২১ এর এক ঘোষণাপত্রে তাঁরা কম্যুনিস্ট শাসনের ধরা বাঁধা সাহিত্যের বিরুদ্ধে দাবী জানালেও বিপ্লব বিরোধী নন। অনেকেই পরে কিন্তুআঙ্গিকবাদী বলে নিন্দিত হন। ফক্স কিন্তু ইমেজিস্ট এসেনিন, ফিউচারিস্ট মায়াকোভস্কি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন নি। এই অংশটি লেখা হয়েছে প্রধানতঃ গোপাল হালদার রচিত "রুশ সাহিত্যের রূপরেখা" অবলম্বনে।

৫. রবীন্দ্রনাথের Gardener হল ক্ষণিকা, কল্পনা, সোনার তরীর কিছু কবিতার কবিকৃত ইংরাজী গদ্য অনুবাদ। এর চারটি রুশ অনুবাদের কথা জানা যাচ্ছে যেগুলি করা হয়েছিল ১৯১৪, ১৯১৪, ১৯১৫ ও ১৯১৭ তে। উল্লেখ আছে ফক্সের হাতে ছিল রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাস। সেটি যে রুশ অনুবাদ এমন কথা বলা হয় নি। যতদূর জানা যায় রুশ ভাষায় ১৯১৫ তে প্রকাশিত হয় ১৩টি ছোট গল্পের একটি সংকলন 'বাংলা জীবন থেকে' এই নামে। 'ঘরে বাইরের দুটি পৃথক অনুবাদ হয় ১৯২৩-এ। অন্যতম জনপ্রিয় নৌকাডুবির দুটি পৃথক অনুবাদ হয় ১৯২৩-এ, 'গোরা'র তিনটি পৃথক অনুবাদ হয়েছিল ১৯২৪, ১৯২৪, ১৯২৬-এ। এছাড়া বেশ কয়েকটি গল্প সংকলনের অনুবাদ হয়

১৯২৩-২৫ এর মধ্যে। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে ফক্সের মনোভাব ছিল কেমন সে স্বাভাবিক কৌতূহল মেটানোর কোনো উপকরণ আমাদের হাতে নেই। তবে একটি স্মৃতিকথার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে। ফক্স যখন 'চেঙ্গিজ খান' বইটি লিখছিলেন এমন এক সময়ে লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের ঘরে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ নিয়ে আলোচনা কালে ফক্স বারংবার সতর্ক করে দিচ্ছিলেন প্রগতিয়ানার উৎসাহ যেন সংকীর্ণ চিত্ত ও পক্ষপাতী করে না তোলে। একজন বাঙালী ছাত্র যখন রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধি ও প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করতে থাকে, তখন ফক্স তা অপছন্দ করেন। এ ধরনের আলোচনা তাঁর মনে হয় মার্ক্সবাদের ক্যারিকেচার। তাঁর বক্তব্য ছিল—কোনো কবি বা লেখককে এতো সহজে কোনো কাল্পনিক গোত্রে বেঁধে দেওয়াটা উচিত নয়।

[Reminiscenes—Sajjad Zaheer, Marxist cultural Documents, Ed. by SUDHI PRADHAN vol I, pg. 37.]

৬. চেঙ্গিজ খান

এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। পরে ১৯৬২ সালে আর একজন প্রকাশক বইটি প্রকাশ করেছিলেন। (একটি ভারতীয় সংস্করণও হয়েছিল) নিশ্চয়ই বিষয়টির প্রতি কোনো না কোনো রূপ আগ্রহ জেগেছিল ছাব্বিশ বছর আগে ও পরে। ফক্সের বন্ধু টি. এ জ্যাকসন লিখেছিলেন, এই বইটি কখনই যথেষ্ট পরিমাণে সমাদৃত না হলেও এটি যথেষ্ট মাত্রায় সুলিখিত। তবে জন্ম সূত্রে সহজতা, সাবলীলতা এবং ইতিহাসকে আয়ত্তকরণের গভীরতা রচনাটির গতির তলায় হারিয়ে যায়। একথা অস্বীকার করা যায় না। আমরা জানি এশিয়া বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল দীর্ঘকালের। তিনি ছিলেন সেই কতিপয়ের একজন যাঁরা বুঝেছিলেন লোকে যাকে বিশ্বইতিহাস বলে বোঝে তা হল মানব জাতির ইতিহাসের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। মধ্য এশিয়া বিষয়ে অধ্যয়ন যেমন একদিকে ব্যাবিলন, নিনেভে পিছিয়ে যায় তেমনি এগিয়ে আসে দিল্লীতে মোঘল সাম্রাজ্যের দিকে। আর ইউরোপীয় ইতিহাস বুঝতে ও তা প্রয়োজন। একেই জ্যাকসন সঙ্গত ভাবেই ইতিহাসের মার্ক্সীয় পথে অনুধাবনের পদ্ধতি বলে মনে করেছেন। এই অর্থেই চেঙ্গিজ বিষয়ক অধ্যয়ন পেতে পারে "বৈপ্লবিক তাৎপর্য।" চেঙ্গিজ খান বইটি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হলেও ফক্সের বিভিন্ন বইগুলি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব বিস্তার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ কোনো সাময়িক প্রেরণা, উত্তেজনা বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। ১৯২৪-২৬ সালে যখন 'পিপলস অফ দি স্টেপস' লিখছেন তখন তাঁর একটি অধ্যায়ে (A DREAM OF GREAT CONQUERORS, Part II, ch. 14) তিনি এ-সব কথা বলেন। এই সূত্রেই সেখানে আসে চেঙ্গিজ ও তৈমুরের কথা, তাদের স্বভাব চরিত্র এবং অবদানের কথা। এই বইয়ের আর এক জায়গায় তিনি বলেন, "চেঙ্গিজ ও তৈমুরের মত মানুষের ছিল পৃথিবী সম্পর্কে এক মহৎ ধারণা, ওরা পৃথিবীকে সেই ধারণা অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ করেছিলেন এমন একটা সময়ে যখন মানবজাতি হয়ে পড়েছিল রুগ্ন, যখন তারা স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিল আমাদের জীবনের উপর চিরকালের মত।" তিনি আরো বলেন, এরা আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়নের মত সমকালের জীবন স্পন্দনকে করে

তুলেছিল আরও বলবান। (Part II, ch, 12) মধ্যপ্রাচ্য মনস্কতার এইসব দিকগুলি বিস্তারিতভাবে লেখার জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেন ব্যাপক অভিনিবেশে, যার পরিচয় মিলবে 'চেঙ্গিজ খান' বইটিতে। জন লেহম্যান বলে-ছিলেন, ফক্সের ইচ্ছে ছিল ভবিষ্যতে সৃজনশীল লেখায় আরো বেশী করে নিবিষ্ট হবেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এ্যাতো প্রিয় পূর্ব পরিমণ্ডল তাঁকে সংরচনে ক'রে তুলবে আগ্নেয়।[১] 'চেঙ্গিজ খান' বইটি সে অভিলাষ সর্ব্বাংশে পূরণ করেছে একথা কেউই বলবেন না। কিন্তু এতে যে তাঁর এবংবিধ প্রবণ-তার পরিচয় আছে তাতে কেউই সংশয় প্রকাশ করবেন না। ফক্সের এই বইটি পড়লে বোঝা যাবে, শুধুই লুণ্ঠনকারী হিসেবে চেঙ্গিজকে দেখার দৃষ্টিগত ভ্রান্তিকে তিনি অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। আর চেঙ্গিজকে তিনি দেখান দেশ কাল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসেবে নয়, দেখান কালের মধ্যে সক্রিয় হিসাবে, তাঁর বিজয়কে দেখান জনগণের সামাজিক জীবন ও ইতিহাসের যৌক্তিক বিকাশ হিসাবে। চেঙ্গিজের আবির্ভাব গোবি মরুতে শেষ গ্রীষ্মে বজ্রঝঞ্ঝার মত কোনো অব্যাখ্যেয় প্রাকৃতিক বিস্ফোরণ নয়। এক প্রাচীন গোষ্ঠীপ্রথার ভাঙনের দিনে, তার জন্মভূমির দুই পাশের দুই সাম্রাজ্য—খওয়ারিজ মিয়ান এবং কিন সাম্রাজ্যের ভাঙনের কালে অনেকগুলি উপজাতি গোষ্ঠীকে একত্রিত করে নতুন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন।

এশিয়া প্রীতি, মার্ক্সীয় বিশ্ববিশ্লেষণে আগ্রহ, চেঙ্গিজ সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যার অভাব পরিপূরণ ছাড়াও এ বইটি লেখার পিছনে আর একটি কারণ হয়ত কাজ করে থাকতে পারে। রুশজাতির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় মোঙ্গল সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কের কথা এসে পড়ে অনিবার্যভাবেই। চেঙ্গিজের জ্যেষ্ঠপুত্র জিউচি ১২০৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান সোভিয়েত ভূমির অন্তর্গত দক্ষিণ সাইবেরিয়া অধিকার করে। খোরেজম্ সাম্রাজ্যও ছিল এই সোভিয়েত ভূমিতে, যা মোঙ্গল-দের পদানত হয়, আর আত্মসমর্পণ করে আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া। চেঙ্গিজের ছেলে ও নাতিরা আরও কয়েকটি রাজ্য দখল করে নেয়। মোঙ্গল শাসন রুশ দেশে ছিল প্রায় আড়াইশ বছর। চেঙ্গিজ বংশের এক 'খান' উজবেগ বর্তমান স্তালিন গ্রাদের কাছে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে মস্কো মোঙ্গলশক্তিরপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়। ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চেঙ্গিজ বংশের উত্তর পুরুষ তৈমুর আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া অধিকার করে নেয় এবং মস্কো আক্রমণের জন্য উত্তরে অভিযান করে, কিন্তু রিয়াজান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। মোঙ্গল শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ৩য় ইভান

পশ্চিম সীমান্তবর্তি রুশ অঞ্চলকে ধীরে ধীরে মুক্ত করতে চেষ্টা করে। এই সংক্ষিপ্ততম বিবরণ থেকে বোঝা যায় রুশ জাতির প্রাচীন ইতিহাস লিখতে গেলে প্রবল পরাক্রান্ত, বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিকারী চেঙ্গিজের কথা এসেই যায়। এই কারণেই অধ্যাপক ভলাদিমিরৎ সোভ, বার্থহোল্ড মোঙ্গল ইতিবৃত্ত নিয়ে বিশাল গবেষণা গ্রন্থ লিখেছেন এই শতাব্দীতে। ভ্যাসিলি ইয়ান চেঙ্গিজ খান নামে একটি চমৎকার উপন্যাস লেখেন (যা এক ঐতিহাসিক উপন্যাসের ১ম খণ্ড) যা ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়! সমাজতন্ত্র ও রুশ দেশের প্রতি সংশয়হীন শ্রদ্ধা পূর্বোক্ত তিনটি কারণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ফক্সকে চেঙ্গিজ খান বিষয়ে লিখতে প্রবুদ্ধ করেছিল ১৯৩৩ সালে। সোভিয়েত বিশ্বকোষ চেঙ্গিজ খান এবং তার উত্তরাধিকারীদের নিছক ধ্বংসের প্রতীক বলেই মনে করে। ষ্ট্যালিন ও একদা জারবৃন্দ, ইভান দি টেরিবল, পিটার দি গ্রেটকে নিয়ে ইতিহাস চর্চা পছন্দ করেন নি।[২] তবে চিরকাল তা ছিল না। মোঙ্গলীয় সাহিত্যে চেঙ্গিজ, তার বংশধর এমনকি তার চমকপ্রদ ঘোড়াগুলিকে নিয়ে কবিতা ও গল্প লেখা হয়েছে। ১৯৬২ তে মোঙ্গলরা চেঙ্গিজের আটশত বছরের জন্মদিন উদযাপন করেছে। সোভিয়েতের অন্তর্গত মোঙ্গলীয় গণ প্রজাতন্ত্র তা উদযাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। যদিও ষ্ট্যালিন তখন মৃত। ১৯২০র শেষের দিকে কম্যুনিস্ট বিরোধী শক্তি সাইবেরিয়ার বলশেভিক নিয়ন্ত্রণের সংহতি দেখে বহির্মঙ্গোলীয়ায় আশ্রয় নেয়। ১৯২১ সালের ৬ই জুলাই লাল ফৌজ এই অঞ্চলের কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করে। এর পরই ফক্সের মস্কো যাত্রা সেখানে পড়াশুনা, আবহাওয়ায় অনুপ্রাণিত হওয়া। অনুমান করতে পারা যায়, মস্কোয় চেঙ্গিজ প্রভৃতিকে নিয়ে চর্চা বিরোধী কোনো আবহাওয়া তখন ও গড়ে ওঠেনি ব্যাপক ভাবে। তাহলে ফক্স এই প্রভূত পরিশ্রমে প্রয়াসী হতেন না।

আর একটি কারণও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। ৩য় দশকে ইংরেজ লেখকদের অনেকেই জাতীয় জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিষয় অনুপ্রেরণার সন্ধানে বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি দেন। V. S. Pritchett 'A writer in Arms বইটির আলোচনা কালে চীন, চেঙ্গিজ এবং লেনিন বিষয়ক বই রচনার পিছনে লক্ষ্য করেছিলেন an exotic clutch of interest calmly taken as characteristic of the times. লেখক যে বীরত্বপূর্ণ সংঘাত ঘটমান, যাতে ইংরেজ শ্রেণীগুলির অগন্য বিশৃংখলা নেই, যার মধ্যে উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের সম্পর্ক যথেষ্ট জীবন্ত, সেই জগতেই তিনি সন্ধান করেছিলেন মহাকাব্যোপম বিষয়। (New

statesman, I. may, 1937) এ সম্পর্কে একালের এক লেখক বলেছেন— He was thus like "Other English romantics, our catholics, for example", who "have turned with nostalgia to pre reformation times, to contemplate a society more dramatically divided and free of the gradual greyness ot the English scene ·····[৩]

বইটি উপন্যাস নয়, আবার প্রবন্ধ ও নয়। সূচিপত্রটি উপস্থিত করলে পাঠক এ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করতে পারবেন।

Maps

1936 edition

বইটির একটি ভূমিকা লিখেছিলেন ফক্স। তা থেকে বইটি লেখার অন্তর্প্রেরণা, রচনা পদ্ধতির একটা ভঙ্গি এবং প্রস্তুতি পর্বের অধ্যয়ন বিষয়ে জানা যায়। ফক্স লেখেন—"এমন একটা বই লেখার ব্যাপারে চতুর্দ্দিক থেকে স্পষ্ট আক্রমণ সম্ভাবনার বিপজ্জনকতা এড়িয়ে যাওয়া কোনো মতেই সহজ নয়। চেঙ্গিজখান নামটার সঙ্গেই এমন এক রোমাণ্টিক অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে যে তা নিয়ে চিত্রবৎ গল্প রচনার ক্ষেত্রে সেই অনুষঙ্গে বাহিত হওয়া আটকানো শক্ত। অন্যদিকে সাধারণ পাঠক এবং ঐতিহাসিকদের কাছে ও এমন বই নেই যা চেঙ্গিজকে ইতিহাসে তার যথাস্থানে বসাতে পারে, জনপ্রিয়তা বহালও যথার্থ্য রক্ষার সংমিশ্রণের কঠিন কাজটা সম্পন্ন করতে পারে অথবা পাণ্ডিত্যের নীরসতা

ও পল্লবগ্রাহী পরিচয়সূত্রে আনীত বিকৃতকরণ এড়াতে পারে। অবশ্য এ সব বিপদ কতোখানি এড়ানো গেছে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে পাঠকরা তা ঠিক করবেন।"

"অন্তত আমি যদি আমাদের পৃথিবীর রক্তাক্ত অতীত ইতিহাসের অন্যতম আশ্চর্যজনক কিন্তু অবহেলিত পৃষ্ঠা গুলির বিশ্বাস্য বিবরণ দিতে সমর্থ হই, যদি দেখাতে পারি আজও তা কিছুটা অর্থবহ, যদি দেখানো যায় হুন বা মোঙ্গল বা অশ্বারোহী সেনাদ্বারা সম্পন্ন বিপর্যয়ের তুলনায় তা আরও আতঙ্ক জনক, তাহলে বইটি লেখার পরিশ্রম হারিয়ে যাবে না।"

ফক্স দেখান, ৩য় দশকের একাধিক বুদ্ধিজীবী সমকালের মানব ও মানব সংস্কৃতির অর্থহীন জবাই দেখে ছোটোবেলার ওই বীভৎস লোকগুলোর (অ্যাটিলা, চেঙ্গিজ) দিকে নৈরাশ্যের অভিব্যক্তিরূপে তাকায়। মিলিটারীবাদ ও যুদ্ধ প্রেমীরা ওদের মধ্যে নিজকার্য্যের সমর্থন খোঁজে। কিন্তু এঁদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মিল নেই। "আমি মানুষটি এবং তার কালকে যথাযথ ভাবে আঁকতে চেয়েছি এই বিশ্বাস নিয়ে যে, বাস্তব সর্বদাই তাঁর গূঢ় অভিপ্রায়কে তুলে ধরবেই, জীবন তো কখনোই নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না। যে লোকের নিজের জীবন গেছে অর্থহীন হয়ে তার পক্ষে এ কাজ করার সুবিধে আছে, যদি ও সামগ্রিক ভাবে মানবতার, তার ঐতিহাসিক বিকাশের অর্থ হারিয়ে যায় নি।"

এরপর আসে রচনারীতির কথা। এ বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠার পর চেঙ্গিজ নামটাই অদৃশ্য হয়ে যায়। তার জায়গায় আসে এক মোঙ্গল তেমুজিন—তার কথা। এই তেমুজিন-ই জিতে নিয়েছিল রাজকীয় উপাধি 'চেঙ্গিজ খান'। ফক্সের ব্যাখ্যা হল, সাধারণ পাঠক চেঙ্গিজ নামটা জানলেও তার কাছে এশব্দটি অর্থহীন। তাহলে এই পুরাকাহিনীর নামটা সরিয়ে রেখে তেমুজিন-এর ঐতিহাসিক বাস্তবতা উপস্থিত করা যাক। বলাবাহুল্য এই দৃষ্টিভঙ্গি মার্ক্স-বাদী সাহিত্যিকেরও।

এই ধরনের বই লিখতে গিয়ে ফক্স নিছক গালগল্পের ও নিজ কল্পনার ওপর নির্ভর করেন নি। তাঁর ব্যাপ্ত অধ্যয়নের উল্লেখ আছে ভূমিকায় এবং গ্রন্থ পংক্তিতে। তাতে যেমন আছে পারস্যের, তেমনি রুশ ও ইংরেজ ঐতিহাসিক-দের প্রবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্থের কথা।

আমরা আগে উল্লেখ করেছি ফক্সের এই বইটি লেখার পিছনের কারণ-গুলি। বইটির প্রথম অধ্যায়ে আছে একটি প্রাথমিক প্রেরণার কথা। ২য়

শতকের কোনো এক সময় আরাল সাগরের কোনো এক তীরবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল এক যুবক (লেখক)। সে দেখছিল শীতল সরীসৃপ সম রেলসড়ক দিয়ে হেঁটে আসছে একটা লোক। ঘটনাটা অবাক করার মতোই। কারণ পৃথিবীর এই প্রান্তে লোকে হাঁটে না, চড়ে ঘোড়া বা উটে। লোকটা মাথা নীচু করে হাঁটছিল, পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হচ্ছিল হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তখন থার্মোমিটারের পারদ নেমে গেছে শূন্যের নীচে। লোকটার গায়ে কোনো চামড়ার কোট নেই, যে পোষাক গুলো আছে তা আস্ত নেই। মাথায় ফারের একটা পুরোনো টুপি। যাযাবরী অভিজ্ঞতার সম্বল করেই লোকটা পা ফেলছিল। যে ইংরেজ যুবকটি লোকটিকে লক্ষ্য করছিল সে পুরো একটা গ্রীষ্ম কাটিয়েছে যাযাবর কিরঘিজ কাজাকদের সঙ্গে। এই লোকটির দৃষ্টি ও বোধ-উদাসীন চলিষ্ণুতা তার চেতনায় হুমড়ি খেয়ে থেকে যায় তেরটি বছর ধরে যা তাকে বইটি লিখতে প্রাণিত করে। এরপর ফক্স বললেন, কে ছিল এই চেঙ্গিজ। চেঙ্গিজ এর উত্থান তো আকস্মিক নয়, দেশকাল বিরহিত ঘটনা নয়। তারপর তিনি মোঙ্গল উত্থানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এরা বিজয় করে নিচ্ছে প্রায় পুরো এশিয়া, ইউরোপে পাঠাচ্ছে হানাদারের দল। তারা শাসন ক্ষমতায় আসে পুরো চীন দেশে, শাসন করে মধ্য এশিয়া, পারস্য, রাশিয়ার তৃণভূমি, সে বংশের উত্তর পুরুষ আসে ভারতে। এক ধরনের ঐতিহাসিক ইসলাম ও খ্রীষ্টিয় পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরদ্রোহী রূপে গণ্য করেন মোঙ্গলদের আর কেউ বলেন প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝার মত। তাদের কোনোটাই কিন্তু মানা যায় না। কিন্তু মোঙ্গল সমাজের বিকাশের এবং প্রাচ্য প্রতীচ্য সভ্যতার পারস্পরিক প্রভাবের পর্যালোচনা ছাড়া সত্যকে জানা যাবে না। মোঙ্গলদের জাগরণে চীন থেকে অনেক কিছু এসেছিল ইউরোপে। তারা এশিয়াকে বঞ্চিত করে ইউরোপে শিল্প কৌশল প্রসার সহ আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতার বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছিল। ফক্স লক্ষ্য করেন বৈকাল হ্রদের তীরবর্তী উপত্যকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হচ্ছে, ব্লাস্ট ফার্নেস বসছে। এগুলো হচ্ছে রুশ সীমান্ত অঞ্চলে। তাছাড়া রুশ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও আছে অনেক মোঙ্গল ছাত্র, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীতে আছে এক মোঙ্গল অশ্বারোহী সেনাপতি, মোঙ্গল বিমান চালক উঠে যায় স্তেপস এর জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার ওপর দিয়ে। মোঙ্গল কবিরা গান লেখে তাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা তেমুজিন চেঙ্গিজের বন্দনা করে। এর পরের অধ্যায় থেকে শুরু হয়ে যায় মোঙ্গল জাতির অভ্যুদয়ের কাহিনী।

এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে আসে চেঙ্গিজের জন্ম, জন্মস্থান তাঁর. সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের মন্তব্য, তাঁর ছয়টি স্ত্রীর কথা, ছেলে, নাতিদের কথা তার প্রথম জীবনের দারিদ্র্য, জেলাল-এদ-দিন এবং তেলতেংরীর কাছে বন্দীত্ব, পলায়ন; হারানো ঘোড়ার সন্ধান, চারটি ভয়ঙ্কর কুকুর, খওয়ারিজম শাহদের সঙ্গে যুদ্ধ, সমরখণ্ডে ব্যাপ্ত হত্যাকাণ্ড, চীন আক্রমণ, সৈন্য সংগঠন বৈশিষ্ট্য, সিল ব্যবহার, আইন প্রণয়ন, মুসলমান পুঁজিপতি ও সামন্ত রাজাদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা, আছে তার শেষ অসুস্থতা, উত্তরাধিকারী নির্বাচন, মৃত্যু ও কবর দেওয়ার কথা।

বইটির শেষে ফক্স তাঁর নিজস্ব বিদ্যাবুদ্ধি বিশ্লেষণ অনুযায়ী চেঙ্গিজ খানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ফক্স বলেন, এমন আর একজন অশিক্ষিত যাযাবর লোকের বিশ্বব্যাপী অভিযানের কথা ইতিহাসে নেই। সে লোকটা এতো বিস্তারী কর্মপ্রয়াস সত্ত্বে ও আমৃত্যু সমুদ্র দেখে নি। তাঁর সমকালীন ইউরোপ ও এশিয়ার কেউই তাঁর বিরাটত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিল না। চীনের প্রাচীন ঐতিহাসিক জুজানির মতে বিশাল লম্বা চওড়া এই লোকটির ছিল বিস্তর প্রাণশক্তি, অনুধাবনের সামর্থ্য, আবার সে ছিল কসাইয়ের মত সংকল্পিত, নির্ভীক অথচ নিষ্ঠুর, যাদু ও প্রতারণায় দক্ষ, কিছু শয়তানের বন্ধু। ইবন এল আথির-এর মত গোঁড়া মুসলমান ঐতিহাসিক অন্য রকম বলেন। তার মতে চেঙ্গিজের পশ্চিম অভিযান ইসলাম প্রসারের আতঙ্কজনক সমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছে। ইউরোপের বণিক শ্রেণীর তরুণ প্রতিনিধি মার্কো পোলো চেঙ্গিজের বিরাট সামর্থ্য, শৌর্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। চসার লিখেছিলেন এক চেঙ্গিজের (CAMBYN ,KAN) কথা যেমন প্রভু ছিল না কোনো খানে।

ইতিহাস তার মূল্যায়নে সাফল্য না দেখালেও এটা তো সত্য তার পৌত্র প্রপৌত্রদের কালে মোঙ্গল সাম্রাজ্য মানব সমাজের অর্ধাংশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এটাও ঠিক যে ঐক্য রচিত হয়েছিল তা বহিরঙ্গিক ও সাময়িক। কিন্তু এশিয়ায় (ভারত সহ) এমন কোনো দেশ নেই যার জীবন ও প্রতিষ্ঠান মোঙ্গল অভিযানের দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হয় নি। অধ্যাপক বার্থহোল্ড খুব পরিষ্কার ক'রে এই মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার রাজনৈতিক কারণগুলি উপস্থিত করেছিলেন। ফক্স শ্রী গ্রুসে, শ্রী কাহান বা শ্রী ওয়েন ল্যাটিমোরের মত জাতীয় আন্দোলন এবং তাঁবু বাসীদের ঐক্য রচনার ফলাফল হিসেবে দেখতে চান না। আধুনিক মোঙ্গল লেখক যারা দাভান-এর মতো মোঙ্গল মিশন নিয়ে

আগুয়ান বিশ্ব অভিযানকারী হিসেবেও দেখতে চান না। ফক্স বলেন, তিনি এই বইতে যাযাবর প্রতিভার দীপ্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায় ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। মোঙ্গল উপজাতিদের মধ্যে যে ঐক্য তিনি সম্ভব করেছিলেন তা আকস্মিক নয়, বরং এই তৃণভূমিতে বাসকারী যুদ্ধপ্রিয় মানুষগুলির মধ্যে সামন্তবাদের বিকাশের একটা পর্যায় তা সম্ভব করে তুলেছিল। এই যাযাবর লোকগুলির সঙ্গে এশিয়ার মহান সভ্যতা সমূহের সম্পর্ক স্থাপন ও কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, মর্জির ব্যাপার নয়, বরং অর্থনৈতিক জীবনের প্রয়োজন সম্ভূত। ফক্স সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন চেঙ্গিজের সাফল্যের: উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়া, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, প্রতিবেশী শক্তিগুলির রাজনৈতিক নৈরাজ্য চেঙ্গিজকে বিশ্ব অভিযানে ঠেলে দিয়েছিল। যে সব মুসলমান এবং উইঘুর বণিক উটের সারি নিয়ে তাঁর অধীন রাজ্যগুলি দিয়ে যেত, তারা এই বাণিজ্য পথে চেঙ্গিজ সৃষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা লক্ষ্য করেছিল। এই নিরক্ষর বণিকেরা কিন্তু এশিয়াকে চিনতেন তাদের নিজেদের হাতের তালুর মত। তাই অবাক হবার কিছু নেই চেঙ্গিজ এই সব বণিকদের অনেক সম্মান জানাতেন। চেঙ্গিজ প্রতিভাধর ছিলেন বলেই এই সব সংগৃহীত ধারণা থেকে তিনি নিজের মনে গড়ে তুলতে পারতেন এক বিশ্বচিত্র। তরুণ বয়সের শিকারী জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে যুদ্ধের সময় প্রকৃতিকে ঝট করে বুঝেফেলতে সাহায্য করত। চেঙ্গিজের প্রতিভাদীপ্ত নির্দেশকে কার্যকরী করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাঁর সেনাপতিরা। এটা মনে রাখতে হবে, চেঙ্গিজ ব্যক্তিগতভাবে বোখারার পশ্চিমে আর অগ্রসর হন নি। অভিযানের ব্যাপ্ত বিস্তার ঘটেছিল তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের কালেই। সুতরাং ফক্স ভ্লাদিমিরৎসভের সঙ্গে একমত হতে পারেন না যে চেঙ্গিজের উচ্চাভিলাষ ব্যর্থ হয়েছিল।

মোঙ্গলরা চীনের ঐক্য সম্ভব করেছিল, পশ্চিমের সঙ্গে ব্যবসার প্রসার করেছিল। সেই পথ ৩য় দশকে শুধু জনবহুল হয়নি, হয়েছে নিরাপদ ও সুসংগঠিত। নৌবাণিজ্য গড়ে উঠেছে ভারতের সঙ্গে। তিন তলা জাহাজ, তার মেঘসদৃশ পাল, দোলন খাওয়া যাত্রীদের নিয়ে, বিলাস বহুল কেবিনে করে দক্ষিণের বন্দরগুলি পার হতে হতে চলে যাচ্ছে কলকাতা পর্যন্ত। মোঙ্গল সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রকৃত প্রভাব, ফক্সের মতে, এক বাস্তব বিশ্ব বাজার ও বিশ্ব বাণিজ্য গড়ে তোলার পরিস্থিতি তৈরী হওয়া। চীন, পারস্য, ভারত, মধ্য এশিয়া, কৃষ্ণসাগর এলাকা, দক্ষিণ রাশিয়া, কাজাকাস্তান, মাসকোভি সবই এক এক বাণিজ্যশৃংখলের মধ্যে। জেনোয়া এবং ভেনিসের ইটালীর বণিক যারা

ছিল প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারী, তারা এবার ব্যবসা শুরু করল ফ্রান্স, জার্মানী, ফ্ল্যাণ্ডার্স, ও ইংলণ্ডের সঙ্গে। ফক্স বলেন, চেঙ্গিজের তলোয়ারে এসেছিল এক বিরাট বিপ্লব, কিন্তু এশিয়ার তুলনায় ইউরোপই এতে লাভবান হয়েছে বেশীমাত্রায়। শেষ দুটি অনুচ্ছেদে চেঙ্গিজ বিষয়ক গভীর অনুশীলন ও বিশ্লেষণের উপান্তে পৌঁছে তিনি বলেন—তেমুজিন এশিয়ার সম্পদকে পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে তুলে ধ'রে আধুনিক মানুষের জন্ম সম্ভব করে তুলেছে। রেনেসাঁসের পুষ্পিত বিকাশে আমরা পেলাম ব্যক্তি মানুষকে, যে জীবনের মধ্যে শুভকে খুঁজে পেল; আবার সৌন্দর্য ও সম্পদের অন্তরালে দেখল দারিদ্রের অশুভ দেঁতো হাসি, অনুভব করল এক পরিবর্ত্তন আসছে। এক যুগের অবসানকে চিহ্নিত করে দিয়েছিল তেমুজিন। তার সেনাপতিরা দেশ জয় করেছে বটে, কিন্তু বিজিতের সংস্কৃতির দ্বারাও হয়েছে নবীকৃত। বাবর, তৈমুর অনেক নামী, কিন্তু চেঙ্গিজের সাফল্য অনেক বেশী। কিন্তু চেঙ্গিজ হয়ে গেছে পরা কাহিনীর অন্তর্গত, যাতে স্পষ্টতা কম, সারার্থ কম। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে তিনি জাগরূক, আলেকজাণ্ডারের মতই। এটাই প্রমাণ করে অনেক ঐতিহাসিকের তুলনায় তাঁরা আরো ভালো বিচারক।

এইখানে আমরা ভ্যাসিলি ইয়ান লিখিত 'চেঙ্গিজ খান' (১৯৩৯) উপন্যাসটি এবং ফক্সের বইটির (১৯৩৬) ছোট্ট করে তুলনা করতে ইচ্ছে করি। ইয়ান নানা কাজ করছেন—শিক্ষকতা, পত্র পত্রিকা সম্পাদনা, অর্থনীতিচর্চা, নাট্যরচনা ও পরিচালনা। ১৯০৫ থেকে ১৯১৭-র মধ্যে একাধিকবার মধ্যএশিয়া, মাঞ্চুরিয়া, বলকান, মিশর, তুরস্ক, প্রভৃতি দেশে তিনি বারবার ভ্রমণ করেন রুশ সংবাদদাতা হিসেবে। কারাকুম মরুভূমি অতিক্রম ক'রে ইরান ভ্রমণে গিয়েছিলেন খিভা এবং বুখারায়। সেখান থেকে তিনি যান পারস্যে, সিয়েস্টান, বালুচিস্তান এবং আফগানিস্তানের সীমান্তে আর ভারতে। এশিয়ার এই ব্যাপ্ত অঞ্চলে ৩য় দশকেও ছড়িয়েছিল আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিজ, তৈমুর, বাবর এবং অন্যান্য পূর্ব দেশ অভিযানকারীদের স্মারক। তিনি প্রথমে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন "great shadows of Asia" বিষয়ে লিখতে। ১৯২৩-এ মস্কোতে এসে তাঁর জীবনের তৃতীয়পর্ব কাটাতে থাকেন আর ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। ফক্স এবং ইয়ান দুজনেরই শেষ প্রেরণা এক মঙ্গোলীয়। এক বিধ্বস্ত মরুপ্রায় অঞ্চল পার হবার সময় ইয়ানকে এক বৃদ্ধ রাখাল বলেছিল—ভেবো না ফিরিঙ্গি, যে আমাদের জায়গাটা বরাবরই এমন ফাঁকা ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল।

এ দেশ এককালে ছিল ধনী, গমগম করত লোকজনে। এ পথ দিয়েই গেছে মহাবীর ইস্কান্দার, চেঙ্গিজ, বাবর, নাদির শাহ, তৈমুরলঙ। ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কাহিনী রচনায় ছিল ইয়ানের প্রবণতা, ফক্স ইতিহাসের, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের আগ্রহী ছাত্র হলেও ঐতিহাসিক কাহিনী অপেক্ষা অন্য ধরনের প্রবন্ধ রচনাতেই হয়েছেন বিশেষ তৎপর। 'পিপল অফ দি স্টেপস' এর কোনো কোনো অংশে এবং 'স্টর্মিং হেভেন' নামক উপন্যাসে এই জগতের বর্ণাঢ্য পরিচয় আছে। ইয়ানের 'চেঙ্গিজ খান' ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। তিনটিতেই মোঙ্গল অভিযানকারীদের কাহিনী, বিকাশ প্রতিষ্ঠা ও বিলয়ের ইতিবৃত্ত। ফক্সের লেখাটি জীবনী ও ইতিহাসের মধ্যবর্ত্তী রচনা। অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক ছবি ও মানচিত্র যোগ সে দিকে ইঙ্গিত করে। 'চেঙ্গিজ খান' কেন লিখলেন তা বলতে গিয়ে ইয়ান লেখেন—"অনেকে আমাকে চেঙ্গিজ খান ও মোঙ্গল অভিযান বিষয়ে আমি যা কিছু জেনেছি তা সবই লিখে ফেলতে বলেছিলেন। আমি অনেকদিন ধরে ইতঃস্ততঃ করছিলাম। এখন আমি সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আমার এই নীরবতায় কোনো লাভ নেই। আমি এই মহান ট্র্যাজেডির এক বিবরণ উপস্থিত করতে প্রয়াসী হলাম। এর তুল্য ঘটনা পৃথিবী পৃষ্ঠের দিন ও রাত্রির মধ্যে আর কখনও দেখা যায় নি। এই ট্র্যাজেডি সমগ্র মানবজাতির ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে সব কিছু এপাশ ওপাশ করে দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে খোরেজেমের শান্ত কৃষিমজুরদের ওপর দিয়ে। এ ঘটনা তাদের জীবনে এনেছিল অত্যাচারের দুর্ভাগ্য।" (পৃ. ১০, ইং সংস্করণ) অন্যদিকে ফক্স কেন লিখলেন তা বলেছেন ভূমিকায় ও শেষে। ইয়ান তাঁর রচনার অভিপ্রায় সম্পর্কে বলেন, চেঙ্গিজের স্বৈরাচার তাঁর অন্বিষ্ট। এটা ফক্সও করেছেন যথেষ্ট যত্ন নিয়ে। ইয়ান যখন বইটি লিখতে শুরু করেন তখন জার্মান ফ্যাসীবাদের কালো মেঘ ইউরোপের দেশগুলোর ওপর পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। ফলে নিজ দেশের ভবিষ্যৎচিন্তা উপন্যাসচিন্তার মধ্যে প্রতিফলিত। লেখক শত্রুর বিরুদ্ধে স্বদেশবাসীর বিজয় কল্পনা করেছেন। আর প্রকাশ করেছেন হিটলারী নাৎসী অভ্যুদয়ের প্রতি বিরাগ। ইয়ানের লেখায় আর একটি স্বাদেশিক প্রেরণা মেলে। বাতুর অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে ইয়ান রুশ জনগণের পুরুষোচিত সংগ্রামের বিরাট তাৎপর্য উদ্ঘাটন করেন। ১৩৮০তে কুলিকোভো প্রান্তরের এই যুদ্ধে রুশীদের বিজয় হয়। ৩য় খণ্ডে তিনি দেখান কিভাবে রাশিয়ায় অনন্ত প্রসারিত প্রান্তর মোঙ্গলদের শক্তিকে গ্রাস করে এবং ইউরোপের ঠিক প্রান্তদেশে তাদের বিজয় অভিযানের গতিরোধ করে দেয়।

ফক্সের এমন কোনো স্বাদেশিক প্রেরণা ছিলনা, ফ্যাসীবাদের আগ্রাসনের এমন কৃষ্ণ মেঘ মাথার ওপরে ছিল না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আন্তর্জাতিকতাই তাঁকে এমন রচনায় মনোনিবিষ্ট করেছিল। ফক্সের বইয়ের ৫টি পর্ব। প্রথম পর্বে স্বভাবতঃই মোঙ্গলদের জগৎ, এশিয়ার ভূমি ও মানুষের বৈশিষ্ট্যের কথা। ইয়ান কিন্তু শুরু থেকেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিমার আশ্রয় নেন। ইয়ানের বইয়ের দুটি পর্ব। প্রতি পর্বে ৯টি অধ্যায়। ১ম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদ থেকে এক দূতের মুখে খরেজম শাহ শুনছেন চেঙ্গিজ বৃত্তান্ত। প্রথমে মোঙ্গল ও তাতারদের কথা। তারপর আসে সংক্ষেপে বাল্যজীবনকথা। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে আসে চেঙ্গিজের কথা। ৭ম ও ৮ম পরিচ্ছেদে চেঙ্গিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা। তারপর ঐতিহাসিক উপন্যাস পল্লবিত বিকাশের পথ নেয়। ফক্স ও মোঙ্গল তাতারদের কথা সংক্ষেপে বলে চেঙ্গিজের বাল্যজীবনের সংক্ষিপ্ত, প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলে দেন। তিনি যেন গল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন, সংলাপ অংশ অল্প, মাঝে মাঝে কবিতাও ব্যবহৃত হয়েছে—ওই অঞ্চলের প্রথানুযায়ী। ফক্সের লেখাটি যেহেতু ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, তাই তাঁর মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথা গোপন থাকে নি। ইয়ানের লেখায় উপন্যাসের রীতি মান্য করে তা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

র‍্যালক ফক্সের রচনাবলীর মধ্যে, সন্দেহ নেই, 'চেঙ্গিজ খান' বইটি সবচেয়ে অভিনব। রসিক এবং সুধী পাঠক সমাজ এই কম জনপ্রিয় বইটির প্রশংসা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। তাঁর বন্ধু জ্যাকসনের সপ্রশংস বক্তব্যের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেণ্টের পুস্তক পর্যালোচনায় (১৪ই মার্চ, ১৯৩৬) বলা হয়েছিল, 'মি. ফক্সের চমকপ্রদ অধ্যয়ন (অনুদিত) মৌলিক তথ্যভিত্তিক', প্রশংসা করা হয় সর্বোত্তম এই যাযাবরী প্রতিভার জীবন রূপায়ণের 'অনুপম দক্ষতার', প্রাঞ্জল রচনাভঙ্গির। এই পত্রিকার বিজ্ঞ সমালোচকবৃন্দ ফক্সের অন্যান্য বইগুলি সম্পর্কে নানা ভ্রূকুটি, বিরূপ ভঙ্গি, তাচ্ছিল্য, অপশ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও 'চেঙ্গিজ খান' কিন্তু তাদের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল। সে কি কম্যুনিজমের আদর্শ এখানে অনেক পরোক্ষভাবে বিদ্যমান ব'লে, না অন্য কিছু?

উল্লেখসূত্র

---

১. A writer in Arms, pg. 110

২. Stalin—Isaac DEUTSCHER, Pg. 547

৩. British writers of the Thirties—Valentine cunningham, Pg.344

৪. নীডহ্যাম তাঁর অসামান্য রচনা মারফৎ আমাদের জানান চীনা সভ্যতার অবদানে পাশ্চাত্য জগৎ হয়েছে নানাভাবে সমৃদ্ধ। যথা—বীজগণিত, মৌল সংখ্যায়ন, চৌম্বক তত্ত্ব, সুদক্ষ অশ্বসাজ, চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি, সেতু নির্মাণ, গভীর ছিদ্রকরণ, লৌহশিকলযুক্ত নিলম্বন সেতু, পশম পোকার চাষ, পশম শিল্পের উন্নয়ন, গলিত ধাতব ব্যবহার, কাগজ ও বারুদের উন্নত ব্যবহার ইত্যাদি।

THE GRAND TITRATION—JOSEPH NEEDHAM বইয়ের Science and china's influence on the world প্রবন্ধ।

৭. কয়েকটি না দেখা বই

ক. মার্ক্স এঙ্গেলস অ্যাণ্ড লেনিন অন দি আইরিশ রেভলিউশন

জানা যচ্ছে এটি একটি পুস্তিকা। আমরা দেখার সুযোগ পাইনি। ১৯০৫-০৭ এর রুশ বিপ্লব আয়াল্যাণ্ডের শ্রমিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। সিনফিন পার্টি প্রচার করছিল আয়ারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা। লেবার পার্টির নেতারা কিন্তু নিয়েছিল সংস্কার নীতি। যানবাহন ইউনিয়ন, ডাবলিনের বিরাট ধর্মঘট প্রভৃতি সশস্ত্র সর্বহারা সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি করে। আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী পরিস্থিতি ব্রিটিশ উদারনৈতিক সরকারকে নয়া হোমরুল প্রস্তাব তাড়াহুড়ি আনতে বাধ্য করে। ১৯১২-১৪ হোমরুল বিরোধী আন্দোলন সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করে এবং গৃহযুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ব্রিটিশ সরকার হোমরুল আইন প্রয়োগ স্থগিত রাখে। সর্বহারা সংগঠন এবং আইরিশ পেটি বুর্জোয়ার একাংশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং গ্রেট ব্রিটেনের অসুবিধার সুযোগ নিতে চায়। অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য আয়াল্যাণ্ডের বিপ্লবী আন্দোলনে প্রচণ্ড সাড়া জাগায়। ১৯১৯-২১-র মধ্যে সারা দেশ জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ বিকশিত হয়, যার চেহারা ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। ১৯২২ এর ২৬ অক্টোবর ডি ভ্যালেরা মিলিটারী নেতাদের সাহায্য নিয়ে 'প্রজাতন্ত্রী শক্তির' অগ্রসরণ শুরু করেন। ১৯২৩, ৩০শে এপ্রিল যুদ্ধ বন্ধ হয়, আয়াল্যাণ্ডে আসে ইংল্যাণ্ডের মত পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র। ডি ভ্যালেরার দল ১৯৩২ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে, দক্ষিণ আয়াল্যাণ্ডের ওপর বিধিনিষেধ গুলি কমানো শুরু হয়। ব্রিটিশ সম্পর্ক বিষয়ে অসম্মান বাড়তেই থাকে, টারিফ নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে লড়াই ১৯৩৬ পর্যন্ত তীব্র হয়, এই সব কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আয়াল্যাণ্ড নিরপেক্ষতার নীতি নেয়।

১৮৪০ থেকেই আয়াল্যাণ্ড-প্রশ্ন মার্ক্স, এঙ্গেলসকে আকৃষ্ট করে। তাঁরা দুজনেই আয়াল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেন, এঙ্গেলস কয়েকবার আয়াল্যাণ্ড পরিদর্শনে যান। তিনি আয়াল্যাণ্ডের একটি বিস্তৃত ইতিহাস লেখার জন্য অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন, যার প্রথম অধ্যায় ও পুরো রচনার খসড়া মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়। ক্যাপিটালের

বিভিন্ন খণ্ডে, দি কণ্ডিশন অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি বইতে, বেশ কিছু প্রবন্ধে এবং বহু পত্রে আয়াল্যাণ্ডের সমস্যা আলোচিত হয়েছিল। তাঁরা এই দেশটিকে এক শক্তিশালী প্রতিবেশীর উপনিবেশ হিসেবেই দেখেন। উপনিবেশ করণের শুরু দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে। আয়াল্যাণ্ডকে লুঠ করেই ইংল্যাণ্ড শিল্পোন্নত হয়েছে, তাঁর পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রসার ঘটিয়েছে। লেনিনও একথা সমর্থন করে লেখেন বৃটেনের যত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে আয়াল্যাণ্ড তত অনুন্নত, আধা বর্ব্বর, কৃষিনির্ভর দেশ থেকে গেছে। মার্কস কথিত 'ইংল্যাণ্ডের এই কৃষিঅঞ্চল' যোগান দিয়ে গেছে নানা শস্য, গবাদি পশু, শিল্প মজুর ও সৈন্য। তাঁদের লেখা থেকে আমরা ওই দেশে ঔপনিবেশি-কতার বিভিন্ন পর্যায়গুলিকেও জানতে পারি। মার্ক্স দেখান ইংল্যাণ্ডে বড় বড় ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন (যেমন ১৬৮৮ র গৌরবময় বিপ্লব) আয়াল্যাণ্ডে দমনের মাত্রা বাড়িয়েছে, রক্তাক্ত পদ্ধতিগুলি অনুসৃত হয়েছে, দেশের অংশগুলি স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুনর্বিভাজন করা হয়েছে। তাঁরা দুজনেই আইরিশ মুক্তি আন্দোলন বিষয়েও ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। তাঁরা বারংবার বলেন এই আন্দোলন দমনে পুলিশী সন্ত্রাসের কথা। তাঁরা দেখান আইরিশ মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের এবং পৃথিবী ব্যাপী সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা। এইসূত্রে লেনিন বলেন, একদা মার্ক্স ভেবেছিলেন যে নিপীড়িত জাতির জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা আয়াল্যাণ্ড মুক্ত হবে না, হবে নিপীড়ক জাতির মধ্যকার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের দ্বারা। একসময় এটাও ভেবেছেন যে আয়াল্যাণ্ডের মুক্তি ইংরেজ শ্রমিকদের সমাজতন্ত্র লাভের জন্য লড়াইকে প্রজ্বলিত করে তুলবে। বোঝা যায় এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত আলোচনা ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোলবিদদের উৎকট স্বাদেশিকতা এবং পক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে।

দেখা যাচ্ছে আয়াল্যাণ্ডের এই সমস্যাগুলি ইংল্যাণ্ডের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইংল্যাণ্ড ও পৃথিবীর মার্ক্সিস্টদের কাছে আইরিশ প্রশ্ন তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, এমন সংকলন আইরিশ জনগণের মার্ক্সবাদে ঔৎসুক্যকে বর্দ্ধিত করবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই র‍্যালফ ফক্স কিছু পত্র এবং কিছু প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলনটি করেছিলেন। বলাবাহুল্য, তখন তা ছিল অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে সহায়তা করা, তাদের ও আয়াল্যাণ্ডের আন্দোলনের যোগসূত্রটি তুলে ধরা।

তৃতীয় দশকে ফক্সের এই প্রয়াস যে শ্রমিক আন্দোলনকারীদের মনে প্রভাব ফেলেছিল তা কোনো কোনো গবেষক জানান।[১]

খ· দি ক্লাস স্ট্রাগল ইন ব্রিটেন ইন দি ইপক অফ ইম্পিরিয়ালিজম

এই বইটি দেখার সুযোগ আমরা পাই নি। এর দুটি খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন মার্টিন লরেন্স ১৯৩৩ এ। ৩য় খণ্ড হয়তলেখা হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশিত হয় নি। এই দুটি খণ্ড খুব বড় ছিল না। এই বইটি এবং কলোনিয়াল পলিসি অফ ব্রিটিশ ইমপিরিয়ালিজম, আইরিশ রেভলিউশন, লেনিন বায়োগ্রাফি বইগুলি মস্কোয় মার্ক্স এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটে তাঁর সংযোগের ফলশ্রুতি। সেখানে যে বিস্তৃত নোট করেছিলেন তার ভিত্তিতেই বইগুলি লেখা হয়। এই কর্মসূত্রেই তিনি ব্রিটেনে শ্রমজীবী আন্দোলন বিষয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলস এর চিন্তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন। র‍্যালফ ফক্স মার্ক্স এঙ্গেলসকে গ্রন্থকীট বানানোর গালগল্পকে নস্যাৎ করেন, দেখান এঙ্গেলস এর ব্যক্তিগত সক্রিয়তাতেই ১৮৮১তে ব্রিটেনে সমাজতন্ত্রের পুনর্জাগরণ ঘটে। তাঁর 'ব্রিটেনে শ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং আইরিশ প্রশ্ন বিষয়ক রচনায় এর কথা আছে। শ্রেণী দ্বন্দ্ব বিষয়ক বইটিতে ফক্সের ইচ্ছে ছিল ১৯৩২ পর্যন্ত বিকাশের ইতিহাস টেনে আনা। ২য় খণ্ড ছিল ১৯২২ পর্যন্ত। ৩য় খণ্ডটি হওয়ার কথা ছিল সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নানা কাজে জড়িয়ে পড়ায় তা আর লেখা হয়নি। কোনো এক প্রকাশকের তাগাদায় লেনিন জীবনী রচনা করতে গিয়েও তাঁকে এই বইটি লেখা স্থগিত করতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুগে যখন সাম্রাজ্যবাদের সংকট ঘনিয়ে ওঠে তখন যেমন অন্য উপনিবেশ ও দেশগুলির সঙ্গে আধিপত্য এবং মালের কেনাবেচা নিয়ে সংঘাত দেখা দেয় তেমনি দেশের মধ্যে শাসকশ্রেণী তার ক্রমবর্ধমান সংকটের চাপে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র করে ফেলে। ফলে দেশে নিপীড়িত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের দুঃখ বাড়তে থাকে এবং সরকার বিরোধী আন্দোলন ঘনীভূত হতে থাকে। ফক্স এই বইয়ে সেই বিশ্লেষণকে, যেমন উপস্থিত করেছেন, তেমনি আন্দোলনের একটি রূপরেখা রচনা করেছেন-এমন অনুমান আমরা হয়ত করতে পারি।

গ এসেজ ইন দি হিস্টরি অফ মেটেরিয়ালিজম

প্লেখানভের লেখা এই বইটি ফক্স অনুবাদ করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জন লেন নামক প্রকাশন সংস্থা অনুদিত বইটি প্রকাশ করেন। মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিবর্তন বিষয়ক ইতিহাসে প্লেখানভকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। প্লেখানভই সেই প্রথম রুশ ব্যক্তিত্ব যিনি মার্ক্সবাদকে একটি অখণ্ড

স্বয়ংনির্ভর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিরূপে গ্রহণ করেন, তিনিই এই তত্ত্বকে রাজনৈতিক কর্মের দিশারী হিসেবে দেখান। সেকারণেই লেনিন-প্রজন্মের অধিকাংশ মার্ক্সবাদী নেতারা প্লেখানভের এই অবদানকে স্বীকার করে নেন। তবে তিনি এ তত্ত্বের মৌলিক উদ্গাতা নন, বরং বলা যায় আপন অনুধাবন অনুযায়ী পক্ষ সমর্থনকারী। তিনিই দেখান মার্ক্সবাদের সঙ্গে দর্শনের প্রধান প্রশ্নগুলি জড়িত, শিল্প সাহিত্য অর্থনীতি রাজনীতি একই সূত্রে বাঁধা। 'ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম' সংজ্ঞাটি তিনিই খুব সম্ভবতঃ প্রথম ব্যবহার করেন। 'এসেজ ইন দি হিস্টরি অফ মেটেরিয়ালিজম' তাঁর একটি বিখ্যাত বই। অন দি কোয়েশ্চনস্ অফ দি ডেভেলাপমেণ্ট অফ দি মনিস্টিক ভিউ অফ হিস্টরি, দি মেটেরিয়ালিস্ট কনসেপশন অফ হিস্টরি, দি রোল অফ দি ইনডিভিজুয়াল ইন হিস্টরি এবং পূর্বোক্ত বইটিতে তিনি মার্ক্সবাদ পূর্ব ভাববাদী ও আধিবিদ্যক মতবাদ এবং বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া দার্শনিক ও সমাজতন্ত্রী তত্ত্ব যেগুলি মার্ক্সবাদের বিরোধিতায় তৎপর তা নিয়ে আলোচনা করেন এবং দেখান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি হতে পারে একমাত্র মার্ক্সবাদ। ফলে রুশ মুক্তি আন্দোলনের তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক, রুশ সামাজিক চিন্তার বিজ্ঞান সম্মত আলোচনার তিনিই প্রথম রচয়িতা। এইসব কারণে তাঁর রচনা শুধু রাশিয়ার ক্ষেত্রে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছিল প্রাসঙ্গিক। ইংল্যাণ্ডে মার্ক্সবাদী চিন্তার প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়েই হয়ত পার্টির নির্দেশে ফক্স এই বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেলেন।

খ. মার্ক্সিজম অ্যাণ্ড মডার্ণ থট

১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় মার্ক্সিজম অ্যাণ্ড মডার্ন থট বইটি। এক বছরের মধ্যে বইটির পুনর্মুদ্রণ (আগস্ট ১৯৩৬) প্রমাণ করে এর জনপ্রিয়তা। বইটি মার্ক্সবাদ বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধের সঙ্কলন। লিখেছিলেন এন. আই. বুখারিন, এ. এম. ডেবোরিন, ওয়াই. এম. উরানোভস্কি, এস. আই ভ্যাভিলভ, ভি. এল. কোমারভ এবং এ. আই টিউমেনিয়েভ। পুরো বইটির অনুবাদ করেন র‍্যালফ ফক্স। এই বইটির সূচীপত্রটি দেখলে পাঠক বুঝতে পারবেন সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টি কি ধরণের সঙ্কলন জনসাধারণের চেতনার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে মনে করেছিল।

ভূমিকা

মার্ক্সের শিক্ষা এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব : এন. আই. বুখারিন

১. মার্ক্সের দার্শনিক সংশ্লেষণ

২. ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব

৩. পুঁজিবাদের তত্ত্ব

৪. সর্বহারার একনায়কত্ব এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব

কার্লমার্ক্স এবং আধুনিককাল ঃ এ. এম. ডেবোরিন

১. মার্ক্স ও এঙ্গেলস এর ভবিষ্যৎবাণী বিষয়ে

২. পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক সংকট এবং ফ্যাসিবাদের জ্ঞানতত্ত্ব

৩. ফ্যাসিবাদ এবং সামাজিক ফ্যাসিবাদ

মার্ক্সবাদ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ঃ ওয়াই. এম. উরানোভস্কি

পুরাতন ও নূতন পদার্থবিদ্যা ঃ এস. আই. ভ্যাভিলভ।

১. বিজ্ঞানের ইতিহাসের কতিপয় করণীয়

২. ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা এবং নূতন পদার্থবিদ্যা

৩. নূতন পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা ও তাত্ত্বিক প্রণালীসমূহ।

জীববিদ্যা বিষয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলস। ভি. এল. কোমারভ

১. মার্ক্স এঙ্গেলস পত্রবিনিময়ে ডারউইন সম্পর্কে মন্তব্য।

২. 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা' বইতে ডারউইন সম্পর্কে এঙ্গেলস্।

৩. 'অ্যান্টি ড্যুরিং' বইতে ডারউইন সম্পর্কে এঙ্গেলস্।

৪. সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে ডারউইন তত্ত্বের কোনো অর্থ আছে কি ?

৫. বিবর্ত্তন সম্পর্কিত মতবাদের আরো বিকাশের ক্ষেত্রে মার্ক্স ও এঙ্গেলস এর ধারণার প্রভাব।

মার্ক্সবাদ এবং বুর্জোয়া ঐতিহাসিক বিজ্ঞানসমূহ ঃ এ. আই. টিউমেনিয়েভ।

১. মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এবং বুর্জোয়া ঐতিহাসিক বিজ্ঞান।

২. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রবণতা এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের প্রণালী।

৩. বুর্জোয়া ঐতিহাসিক বিজ্ঞান এবং মহান ফরাসী বিপ্লব।

৪. বুর্জোয়া ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের প্রতিক্রিয়া অভিমুখিতা ঃ পজিটিভিজম

৫. জার্মাণীর ঐতিহাসিক গোষ্ঠী ঃ র‍্যাঙ্কে, স্কমোলার। রিকারটিয়ানিজম।

৬. বুর্জোয়া মতাদর্শের সংকট এবং সাম্রাজ্যবাদ কালের বিজ্ঞান।

৭. ফ্যাসিস্ট দেশগুলিতে স্কলাস্টিসিজমের আধিপত্য। আধুনিক জার্মানী ও ইটালীতে ঐতিহাসিক বিজ্ঞান।

৮. পজিটিভিস্ট প্রবণতার সংকট।

৯. অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক প্রবণতার সংকট।

১০. উপসংহার।

নোটস (এন. আই. বুখারিন)

সূচী

এই বিস্তৃত সূচীপত্র থেকে পাঠক বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন।

ইংরেজি বইটির ভূমিকা (যদি ফক্সের লেখা হয়) থেকে আমরা বইটি সংকলনের এবং অনুবাদের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই বুঝতে পারবো। ভূমিকায় বলা হয় "মার্ক্সবাদের আলোকে আধুনিক চিন্তার পূর্ণ নিরীক্ষণ তুলে ধরার দিক থেকে এটি প্রথম প্রচেষ্টা। লেখকরা যে বিরাট সম্ভাবনাময় রচনাপ্রয়াসী তা সাধারণ ঔৎসুক্যের থেকেও বেশী, তবে সমবেত কার্যের এই যে সুবিধে তাকে অধিকতর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী দেশগুলির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি হিংসে করতে পারে। বুখারিনের যে দীর্ঘ রচনাটি আছে তা হল যুদ্ধ পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদের প্রথম পূর্ণ পুনর্মূল্যায়ন, যাতে যথেষ্ট বিদ্যাবত্তা ও গভীরতার ছাপ আছে। যেমন পরিকল্পনার প্রশ্নটি, যা বর্তমানে বহু মনকে উত্তেজিত করেছে। এখানে উপস্থিত করা হয়েছে এমন আলোকে যে পাঠকের কাছে তার ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক উদ্ঘাটন রূপে দেখা না দিয়ে পারে না। সাম্প্রতিক বইতে যার আলোচনায় অধ্যাপক ল্যাস্কি উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পেরেছেন, তা-ও তার যাবতীয় নিহিতার্থ নিয়ে নিবিড় আলোচনায় প্রকাশ পায় এবং আলোচনা সূত্রে বিস্তর বিভ্রান্তি পরিষ্কার হয়ে যায়। দর্শন, রাষ্ট্রতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইতিহাসের এইসব আলোচনায় সব লেখকই এক সিদ্ধান্তে পৌছান যে আধুনিক চিন্তার সাধারণ প্রবণতা হল ঐতিহাসিক প্রণালী ত্যাগ ও চিন্তার অগ্রগতিকে অস্বীকার করা। এই প্রবণতা বিশ্বজনীন হোক বা না হোক, লেখকরা যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েও বিতর্ক করেছেন, তাই এর অস্তিত্ব এবং জনপ্রিয়তা অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসে মার্ক্সবাদ যে একমাত্র ঐতিহাসিক এবং প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এই স্পষ্ট সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এর দাবীর ন্যায় বিচারটা ছেড়ে দিতেই হবে সমালোচকদের কাছে। অত্যন্তঃ যুক্তি বিস্তারের গুরুত্ব এবং বিদ্যাবত্তার দ্রুতগতি রোধ করা সহজ নয়।"

নাম থেকেই বোঝা যায় বইটি প্রধানত আধুনিক চিন্তার সমালোচনা, তবে নিছক নেতিবাচকতার থেকে বহু দূরবর্তী, অধ্যাপক ভ্যাভিলভের চমৎকার রচনাটির দিকে একনজর তাকালেই সঙ্গে সঙ্গে তা বোঝা যাবে। বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ে এত গুলো কার্যকরী ও আকর্ষণীয় ধ্যানধারণা সন্নিবেশ এমন একটি ছোট চৌহদ্দিতে ক্বচিৎ ঘটে থাকে।

ইংরেজ পাঠকরা দুঃখ করবেন যে ইংরেজী দর্শন ও ইতিহাস তো এখানে আলোচিত হয়নি। ন্যায় বিচার করতে গেলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে সাম্প্রতিক বছর গুলিতে আমরা এমন কোনো ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ বা দার্শনিক জন্ম দিতে পারিনি যাদের বিশ্বখ্যাতি আছে ম্যাক্স ওয়েবার, ওয়ার্নার সোমবার্ট, এডওয়ার্ড মেয়ের, অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার, জেন্টিল, ক্রোচে বা উই-লিয়ম জেমসের মতো। মি. জে. জি. ক্রোদার এর সঙ্গে আলোচনার কালে 'মার্ক্সবাদ ও আধুনিক চিন্তা' নামের এই ইংরাজী বইটি অংশতঃ বা সম্পূর্ণ অনুবাদের জন্য অনুমোদন করেন মি. এন. আই. বুখারিন। রাশিয়ার প্রচন্ড অগ্রগতি যাদের জন্য সেই চিন্তাবিদদের দার্শনিক ধ্যানধারণা বিষয়ে ইংরাজীতে বই পত্রের অভাব আছে।

মি. ক্রোদার জানতে চেয়েছিলেন সাম্প্রতিক কোনো রচনাবলী আছে কিনা, যা যদি অনুবাদ করা যায়, ইংরেজ পাঠকদের রাশিয়ার পুনর্গঠন অগ্রগতির বুদ্ধিজীবিত ভিত্তির অনুধাবনে সাহায্য করবে। মি. বুখারিন পরামর্শ দেন কার্লমার্ক্সের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমী যে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তা ইংরেজ পাঠক শিক্ষণীয় মনে করতে পারেন। সেই গ্রন্থের রচনার নির্বাচিত অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ ও প্রকাশ করা হল। পছন্দ করা রচনাগুলি থেকে প্রকৃত বিস্তারী নির্বাচন করতে গিয়ে কিছু গুরুত্বহীন অংশ বাদ দেওয়া হল। বুখারিনের রচনাটিতে কিছু পাদটীকা বাদ দেওয়া হল, কিন্তু মূল অংশ রাখা হল যথাযথ। ডেবোরিন, উরানোভস্কি, এবং টিউমেনিয়েভের কিছু অংশ যা প্রধানতঃ রুশ পাঠকদেরই আগ্রহ সঞ্চার করবে, আর কিছু পাদটীকা—বাদ দেওয়া হল। অন্য রচনাগুলি মুদ্রিত হল সম্পূর্ণই।

বুখারিনের দ্যুতিময় জীবন তাঁকে কম্যুনিস্ট পৃথিবীর শক্তির চূড়ায় শুধু পৌঁছে দেয় নি, তাঁর চিন্তার শক্তি বলশেভিকবাদের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। উর্বর চিন্তন, বিস্ময়কর বাগ্মিতা এবং প্রভূত লেখন ক্ষমতা তাঁকে একদা লেনিনের মতই পার্টির অন্যতম সক্ষম, অন্যতম বহুধাগতি চিন্তা

বিদে পরিণত করেছিল। এই কারণে লেনিন বলেছিলেন বুখারিন হচ্ছেন সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে বড়মাপের তাত্ত্বিক। মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক মতবাদের বুখারিনকৃত ব্যাখ্যা একদা পার্টি কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। দর্শন এবং সমাজতন্ত্র বিষয়ে তাঁর রচনা ১৯২০-র দশকের একাধিক তরুণ কম্যুনিস্ট চিন্তাবিদের চিন্তার গঠনে সহায়ক হয়েছিল এবং মনস্তত্ত্ব, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রাজনৈতিক তত্ত্ব, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার প্রাথমিক উপকরণ জুগিয়েছিল। বহু সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অগ্রগণ্য নায়ক হিসেবে বুখারিন ওই সব বিষয়ে একটি মার্ক্সীয় উপস্থাপন ভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন।

আমাদের আলোচ্য বইটি সেই প্রচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই মূল্যবান রচনা সংগ্রহটি ইংল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্র মনস্ক পাঠকদের কতখানি আগ্রহী করে তুলেছে বলতে পারছি না। তবে নানা ভ্রান্তি নিরসনের পক্ষে এবং সোভিয়েত চিন্তাবিদদের চিন্তার বিজ্ঞানসম্মত ধরণ সম্পর্কে পরিচয় লাভের উদ্দেশে বইটি যে অত্যন্ত সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই।

৬. ফ্রান্স ফেসেস দি ফিউচার

'ফ্রান্স ফেসেস দি ফিউচার' বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। ১৯৩৫ সালে প্যারিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের ব্রিটিশ প্রতিনিধি ফক্স। সে সময়ে সংগৃহীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে এটি। এই বইয়ের ভূমিকা লেখেন আঁদ্রে মার্তি, যিনি ছিলেন তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম কর্তৃপক্ষ। তিনি আশা প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনে বইটি প্রশংসনীয় ভূমিকা নেবে এবং ফ্রান্সের মতো সেখানে ও কম্যুনিস্ট এবং সোসালিস্টরা এক হয়ে কাজ করবে। ইতিহাস বলে গ্রেটব্রিটেনে তা খানিকটা পরিমাণে সম্ভব হয়েছিল, তবে সে ব্যাপারে এই বইটি কতখানি ভূমিকা নিয়েছিল তা বলতে পারি না।

র‍্যালফ ফক্স কম্যুনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফ্রান্সের পপুলার ফ্রণ্টের উদ্ভবের সোজাসুজি বিবরণ দেন। তাঁর মতে ইউরোপের জাগরণ প্রয়াসী সংগ্রামে ফরাসী শ্রমজীবী শ্রেণী নেতৃত্ব দিয়েছে, জন্ম দিয়েছে সমাজতন্ত্রের মহান চিন্তা নায়কদের ও বিপ্লবী ঐতিহ্যের। তিনি স্যাঁত সিমন, ফুরিয়র, বাবুফ প্রভৃতি চিন্তানয়ক এবং ১৮৩২ সালের লিয়ঁর পশম শিল্পীদের সশস্ত্র সংগ্রামের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে সমাজ তন্ত্রের প্রবর্তন হয় ফরাসী দেশে, ফরাসী ইউটো-

পিয়ানদের ধ্যান ধারণা প্রভাবিত করেছিল মার্ক্স, এঙ্গেলস্-এর চিন্তাধারাকে। তিনি ১৮৪৮ ও ১৮৭১ এর প্যারী মজুরদের বিদ্রোহ এবং শেষোক্ত বছরে সাময়িক সরকার গঠনের কথাও উল্লেখ করেন। এরপর ১৯৩৪ সালে ফরাসী মজুর শ্রেণীর নব উত্থানের আগেই এই শ্রেণীর নেতৃত্ব দেখা যায় জার্মানীতে ও পরে রাশিয়ায়। এই পূর্ব গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বলে নিয়ে তিনি ফিরে আসেন সমসাময়িকতায়। উনি দেখান কিভাবে ফ্যাসিস্ট বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে ওঠে। ১৯৩৪ এর জুনে কম্যুনিস্টদের প্রস্তাব, সমাজতন্ত্রীদের সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা, ২৭শে জুলাই একত্র কাজের চুক্তি স্বাক্ষর, দুমার্গ সরকারের পতন, ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ইত্যাদি উল্লিখিত হয়। ফক্স জানেন ফরাসী জনগণ যেমন লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, দার্শনিককে সম্মান করে, তাঁরা ও তেমনি বিপ্লবী কাজে অংশ নেয়।

আঁদ্রে মালরোর মত লেখক বলেন কম্যুনিজম মানুষের উর্বরতাকে দিয়েছে ফিরিয়ে। ১৯৩৫ এর মে মাসের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐক্য সম্ভব হল বলেই ব্যাপক সাফল্য আসে। প্যারিতে কম্যুনিস্ট পার্টি ভোট পায় সবচেয়ে বেশী, যদিও সরকার গঠন করে প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রী রিপাবলিকান ইউনিয়ন।

কাউন্সিল নির্বাচনে জয় হল তিন পার্টিতে গড়া পিপলস্ ফ্রন্টের। নানা শাসানি সত্ত্বেও এর প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া হল দেশব্যাপী কমিটি। বাস্তিল অধিকারের দিনটি হল ১৪ই জুলাই। সেদিন শোভাযাত্রা বার করার আগে সকালে এবং তার আগের দিন সন্ধ্যায় শান্তি ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ কমিটির সভায় যুবকদের ভিড় হয় যথেষ্ট। দুটি বক্তৃতার মাঝে গাওয়া হয় অতীত বিপ্লবের গান—কাল্‌রা, লা কারমানোল, মার্সেলেইজ। মিলিটারীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বন্দনা গান শুরু হলে দাঙ্গা লেগে যায়, কিন্তু যুবকেরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে দ্রুততা ও স্বতঃস্ফূর্ততায়। তারপর মুষ্টিদৃঢ় করে গেয়ে ওঠে জাতীয় সঙ্গীত। গণতন্ত্র এবং দাঙ্গাবিরোধী শপথ তোলা হল বিকেলের বিশাল শোভাযাত্রায়। এই অবিস্মরণীয় শোভাযাত্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটেছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। সকলের একই পতাকা, একই দাবী, একই শত্রু, একই সামর্থ্য, একই ভ্রাতৃত্ব। ফক্স এ শোভাযাত্রার একটি চমৎকার বর্ণনা দেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানি, অধ্যাপক জাঁ পরাঁ এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সর্বহারা জোটে বুর্জোয়া অনুপ্রবেশ বিষয়ে সতর্ক ক'রে দেন, প্রসঙ্গ তোলেন জোয়ান অফ আর্কের। ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচার সম্পাদক জাক দুক্লো বলেন,

তেরঙা পতাকায় আমরা পেয়েছি অতীত যুদ্ধের প্রতীক আর লাল পতাকায় পেয়েছি বর্তমানের সংগ্রাম ও ভবিষ্যতের বিজয়ের কথা। আমরা কম্যুনিস্টরা দেশের গৌরবময় বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। হে নাগরিক বন্ধুরা, এগিয়ে চলুন আপনারা, ফ্যাসীবাদকে নাক গলাতে দেবেন না। এই শপথ নেওয়া হল। প্লাস দ্য লা বাস্তিল এর মধ্য দিয়ে মার্চ করে যাবার সময় বিকেলে পাঁচলক্ষ লোক এর পুনরুচ্চারণ করল। ফা বুর্গ সাতাঁতোয়ান দিয়ে শোভাযাত্রা যাবার সময় রাস্তার ছোট দোকানী, ছোট ব্যবসায়ী, ছোট আসবাব কর্মীরা দিয়েছিল প্রবল আবেগ পূর্ণ অভ্যর্থনা। অপরাহ্ণে যথার্থ জন ঐক্য রচিত হচ্ছিল মহামিছিলে। সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী র্যাডিকাল দোকানী, লেখক, শিল্পী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, বয়স নির্বিশেষে নরনারী হেঁটেছিল দুপুর তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। পরেরদিন প্রতিক্রিয়াশীল কাগজ ফ্রান্সের ঐক্য, অহিংসা দেশভক্তি ইত্যাদি কথার আড়ালে পিপলস্ ফ্রন্টের নিন্দা করারই চেষ্টা করল। ফরাসী বুর্জোয়াদের ও অ্যাকাদেমীর স্তম্ভ অবিশ্বাসের ঔপন্যাসিক আঁরি বোরদু বলেন, পিপলস ফ্রন্টের শোভাযাত্রা মোটেই চিত্রবৎ হয় নি। তা ছিল নিস্তেজ। ওঁর মত ঔপন্যাসিক ও প্রতিক্রিয়াশীল সাংবাদিকরা আপাত প্রশংসার আড়ালে নিন্দাই করেন বিস্তর। এ সম্পর্কে ফক্সের মন্তব্য হল—ফ্যাসিস্টদের যে মিছিল বেরিয়েছিল তার জনসমর্থন ছিল না, তাদের কোনো কর্মসূচী ছিল না। এতে ছিল দশ হাজার প্রাক্তন সৈনিক, পুরোহিত, অফিসার। এরা তো শৃঙ্খলাপরায়ণ হবেই। বোরদু 'একো দ্য পারী' পত্রিকায় প্রশ্ন তোলেন—এই পিপলস ফ্রন্ট এবং ক্রোয়া দ্য ফ্যু-র শক্তি কি সম্মিলিত হবে? তিনি বলেন ফ্রান্স ফ্যাসীবাদকে চায় না কিন্তু আমাদের কর্তৃপক্ষের হওয়া উচিত দায়িত্বশীল ও অভিজাত। তা না হলে দেশের সর্বনাশ। ফক্স বলেন, হ্যাঁ পতন হবেই, তবে সে ফ্রান্স আঁরি বোরদুর, যা ড্রেইফুসকে অভিযুক্ত করেছিল, পতন হবে সেই ফ্রান্সের যা ভার্সাই চুক্তির, স্টাভিস্কির। ফক্স দুর্মর আশাবাদী, তাই বলেন এর জায়গায় আর এক ফ্রান্স, যা ইতিহাসে অপরিচিত নয়, জিতে নেবে নতুন জীবন; জয় হবে জাকোবিন এর ফ্রান্সের, ১৮৪৮ এর জুনের ফ্রান্সের, পারী কম্যুনের ফ্রান্সের, পিপলস ফ্রন্টের ফ্রান্সের।

পুরো বইটি সাংবাদিক রীতিতে লেখা। তবে প্রাণোন্মাদনায় ভরপুর। টুকরো টুকরো ঘটনা, ২/১টি বিদ্যুৎগর্ভ উক্তি বা বাণী রচনাটিকে করে তোলে প্রাণবন্ত। কখনও কখনও অংশবিশেষ উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক। টাইমস লিটারারী

সাম্প্লিমেণ্টের আলোচক যে রচনারীতির অকপটতার কথা বলেছেন তা যে কোনো পাঠকই অনুভব করবেন।

ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ফক্সের এই স্বপ্নদর্শন ও প্রত্যাশার সঙ্গে আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় সংকট ও সম্ভাবনা জড়িত। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক থিওডোর জেলডিন ফক্সের বর্ণনার যাথার্থ্যকেই প্রতিষ্ঠা দেন এইভাবে—"দেশের প্রথম সমাজতন্ত্রী সরকারের অগ্রগতি শ্রমিকদের মনে সৃষ্টি করেছিল এক আনন্দ চাঞ্চল্য এবং মুক্তির বোধ। তারা অনুভব করেছিল, এবার অন্ততঃ তারা নিজেদের সত্তাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে, যে অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে তাদের হয়নি বললেই চলে। মনোজগতে পপুলার ফ্রণ্টের গুরুত্বের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা শুধুমাত্র ১৮৪৮র বিপ্লব এবং ১৯৬৮র ঘটনাবলীর সঙ্গে তুলনীয়।[২] কিন্তু ফক্সের স্বপ্ন সুদূরপ্রসারী হয় নি। ১৯৩৬ এর জুলাই থেকে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে অন্যান্য পার্টিগুলির বিরোধ শুরু হয়। এই জুলাইয়েই শুরু হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ। ফরাসী পপুলার ফ্রণ্ট স্পেনের পপুলার ফ্রণ্টকে সর্বাধিক সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্লুম সরকারের নীতি ছিল নিরপেক্ষতা। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রামূল্যহ্রাস প্রভৃতি ফরাসী শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে। ফক্স যুদ্ধে গেলেন, নিহত হলেন, তাই এ পর্বের মূল্যায়ন আমরা পেলাম না। কিন্তু তবুও "পপুলার ফ্রণ্ট আজও এক জীবন্ত স্মৃতি, আর এর কার্যাবলির সামান্যতম সমালোচনা অংশগ্রহণকারী প্রবীণদের মনে আজও জাগিয়ে তোলে স্পর্শকাতর প্রতিক্রিয়া।"[৩]

চ. পর্তুগাল নাউ

আন্তর্জাতিক বাহিনীর সঙ্গে ফক্স স্পেনে যান ১৯৩৬ এর শেষ দিকে। স্পেনে যাওয়ার আগে তিনি প্যারিতে এবং পোর্তুগালে ঘুরে যান। পোর্তুগালে তিনি ছিলেন মাত্র কয়েকটি দিন। কিন্তু এই কয়েকটি দিনেই তিনি বেশ কয়েকজন পোর্তুগীজ ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, স্পেনের যাত্রী কয়েকজন জার্মান বিমানকর্মীর সঙ্গে গল্পগুজব করেন, স্পেনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন দূতাবাসের বাইরে পাহারারত জনৈক সশস্ত্র পর্তুগীজ প্রহরীর দ্বারা সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়), এবং ডঃ সালাজারের একনায়কতন্ত্রের কিছু কাহিনী ও কিছু পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন। ফক্সের উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাসিস্ট পোর্তুগাল সরকার স্পেনে ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থানবাদীদের কতটা সাহায্য করেছে সে সম্পর্কেও কিছু সংবাদ জোগাড় করা। এইসব নিয়েই গড়ে উঠেছে

এই পুস্তিকাটি। যা লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট প্রকাশ করেন ফক্সের মৃত্যুর পর ১৯৩৭ সালে।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারীতে ওপোরতো ও লিসবনে ঘটে বিশাল জনবিক্ষোভ, দেশে বেশ কয়েকটি মিলিটারী বিদ্রোহ এবং অর্থনৈতিক সংকট। এসব নিয়ন্ত্রণ করে গঠিত হয় আন টোনি ও দে অলিভিরার সরকার। ১৯৩২এ প্রধানমন্ত্রী হন সালাজার। তিনি একনায়ক হিসাবে ক্ষমতার সিংহভাগ নিজের জন্য রাখেন এবং প্রেসিডেণ্ট কারমোনা ও মিলিটারী অফিসারদের হাতে থাকে ক্ষমতার তলানি। এ সবই করা হয় লোক দেখানো এক নির্বাচন, শক্তিহীন এক অ্যাসেম্বলি এবং বিরোধী দলসমূহের ছায়া দেখিয়ে। ১৯৩৩ মার্চে গৃহীত নতুন সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের বহিরবয়বটাই মাত্র ধরা পড়ে। কারণ সাধারণ নাগরিকের জীবনে খবরদারী করে মিলিটারী, নির্বাচনে চলে স্বেচ্ছাচারিতা, দেশে শ্রমিক বিক্ষোভ দমন এবং আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে ধারাবাহিক দমন পীড়ন চলে জাতি ঐক্য বিধানের নামে। ১৯৩২-১৯৬৮ ক্ষমতাকালে সালাজার সরকারের ধাঁচটা অনেকটাই ছিল ফ্যাসীবাদী। যুব আন্দোলন, প্রবীণ সভা প্রভৃতির মাধ্যমে জনবিক্ষোভকে বিপথগামী করেন, তার নিজের দল ছাড়া অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এখানে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয় ১৯২১-এ। কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেবার নানা চেষ্টা হয়েছে। এই সব প্রসঙ্গের কিছু আভাস আমরা আলোচ্য পুস্তিকাটিতে পাব। প্রথম দুটি অধ্যায়ে আছে বাস্তুত্যাগীদের সঙ্গে জাহাজযাত্রার বিবরণ, হোটেলের পানশালায় নানা কথাবার্তা। এই অংশটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত। যা হোক, বোঝা যাচ্ছে পুস্তিকাটি সাংবাদিক সুলভ রচনা, এতে আমরা পাব মাঝে মাঝে উপন্যাসোপম চরিত্রের উপস্থাপনা, তার জীবন্ত কথোপকথন তুলে ধরা, একটা গতিময় জীবন এবং জীবনের নাটকীয়তাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা—যে সব ব্যাপারে ফক্স ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

উল্লেখসূত্র

১. C. DESMOND GREAVES—Marx Engels, Ireland and the Irish Question, Pg. 12.

২. ৩. FRANCE 1848—1945: ANXIETY AND HYPOCRISY —Theodore Zeldin.

৮. ফক্সের কয়েকটি উপন্যাস

উপন্যাস বিষয়ে ফক্সের এক অতিরিক্ত আগ্রহের কথা বলেছিলেন তাঁর বন্ধুরা। উপন্যাস বিষয়ক প্রগতিশীল আলোচনায় তিনি যে শুধু বিস্ময়কর পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তাই নয়, কয়েকটি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় 'স্টর্মিং হেভেন' এবং ১৯৩৭ সালে, তাঁর মৃত্যুর একবছর পর, প্রকাশিত হয় 'দিস ওয়াজ দেয়ার ইয়ুথ'। মৃত্যুর সময় ট্রেঞ্চের মধ্যে একটি অর্ধসমাপ্ত ডিটেকটিভ উপন্যাসের কথাও জানা যায়। কম্যুনিস্ট রিভিউ' পত্রিকার ১৯২৯, মার্চ সংখ্যায় 'থিঙ্ক বিফোর রাইটিং' নামের ছোট প্রবন্ধে ফক্স জনগণের সঙ্গে পরিষ্কার ও বিশদ সংযোগের কথা বলেছিলেন। এ পথে দুটি বাধার কথা বলেছিলেন টি. এ জ্যাকসন। তা হল ব্রিটিশ মার্ক্সবাদী লেখকরা প্রাণবন্ত ইংরেজির পরিবর্তে বড্ড বেশী পার্টি জার্গন ব্যবহার করছিলেন। এছাড়া বাস্তব ও জঙ্গম চিন্তা ভাবনার পরিবর্তে তাঁরা ব্যবহার করছিলেন এক ধরণের প্রস্তরীভূত ধ্যানধারণা। ফক্স এ দুটিকে যে এড়াতে চেয়েছিলেন তা তাঁর প্রবন্ধে যেমন তেমন উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যাবে। ফক্স উপন্যাসে মানবতার এক পূর্ণায়িত চিত্র পরিবেশনের পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনি তিনি মনে করতেন উপন্যাস হবে ব্যক্তির জীবনকাহিনী। সে কাহিনীটি হবে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতির দ্বৈরথের। ফক্স মনে করতেন যে সমাজে ব্যক্তি মানুষ ও সামাজিক আবহের মধ্যকার ভারসাম্য হারিয়ে গেছে সেখানে এই সংঘাত দেখা ও দেখানো একান্তই জরুরী। (উপন্যাস ও জনগণ দ্রষ্টব্য)

উপন্যাস দুটির সামান্য পরিচয় দিতে গিয়ে ২য় ও ৩য় দশকের ইংরেজি উপন্যাসের প্রধান প্রধান ধারাগুলি স্মরণ করা যেতে পারে। বার্ণার্ড ব্ল্যাক স্টোন ভার্জিনিয়া উলফের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ২য় দশকের উপন্যাস ধারাকে সেন্ট্রিফুগাল এবং সেন্ট্রিপেটাল, বা সক্রিয় জীবনের সাহিত্য এবং স্মৃতিজীবী সাহিত্য এই দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই দুই ধারাকেই যদি আমরা আরও কয়েকটি উপধারায় বিভক্ত করে নিই তাহলে অপ্রধান পার্থক্যগুলিও স্পষ্ট হয়।

(ক) উপন্যাসে জীবনের ব্যাখ্যান—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জীবনে

নৈতিক মূল্যবোধগুলি ভেঙে পড়া, মোহভঙ্গ, নৈরাশ্য, হতাশা, বিহ্বলতার ব্যাপক প্রকাশ এল উপন্যাসে। অ্যাকশন অপেক্ষা চরিত্র এল। সে চরিত্র ব্যাখ্যা নয় পরিস্থিতি উত্থাপনেই তৎপর। কেউ পুরাতনের বদলে নূতন মূল্যবোধকে কেউ বা যুদ্ধ মধ্যবর্তী জীবনের জটিলতাকে, কেউ বা ব্যক্তি চৈতন্যের ওপর জীবনের অভিঘাতকে চিত্রিত করতে চাইলেন। হার্ডি ও লরেন্সের উপন্যাস এ পর্যায়ের উদাহরণ। ইশারউডের 'অল দি কনস্পিরেটরস' বা 'দি মেমোরিয়াল' উপন্যাসে আমরা যেমন পাই ১৯২০-র ইংরেজ মধ্যবিত্তের বিপদ ও দুশ্চিন্তার চিত্র। গলসওয়ার্দি সমাজের পুরুষপরম্পরার চিত্র অংকন করেছেন, সন্ধানী দৃষ্টিতে প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন।

(খ) নব আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা—নিয়ন্ত্রিত, বলয়িত, শিল্পিত অবয়বের পরিবর্তে এল অপেক্ষাকৃত শিথিল, তরলায়িত, সঙ্গতিভ্রষ্টতা, যদিও শৈল্পিক প্রণালী ও উদ্দেশ্য বিষয়ে অসচেতনতা তাতে নেই। এক্সপ্রেশনিস্ট কলা-কৌশলের পরিবর্তে এল ইমপ্রেশনিস্ট কলাকৌশল, যেখানে ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট হল জীবনের আভ্যন্তরীণ বাস্তবতা। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল স্ট্রিম অফ কনশাসনেশ, ইনটিরিয়র মনোলগ, সময়ের অনবচ্ছিন্নতা, ধ্যানধারণার খেয়ালি-পনার পুংখানুপুংখতা ইত্যাদি। জয়েস, উলফ, হাক্সলি ছাড়াও এ পথের পথিক হলেন ডরোথী রিচার্ডসন, মে সিনক্লেয়ার প্রমুখ। প্রফেটিক ফ্যানটাসী অরওয়েলের নাইনটিন এইট্টি ফোরকেও এ ধারায় ফেলা যেতে পারে।

(গ) মনস্তত্ত্বপ্রধান—ভিক্টোরীয় নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভাঙন, ফ্রয়েডের রচনার প্রতিক্রিয়ায় মানব মনের অবচেতন ও অচেতন স্তরের উল্লেখ, যৌনতার গুরুত্ব, বিকৃত মনোভঙ্গি প্রভৃতি গুরুত্ব পেল অনেক ঔপন্যাসিকের কাছে। লরেন্স, উলফ, জয়েস এই তিনজনের উপন্যাসেই আধুনিক মনস্তত্ত্বের প্রভাব প্রবল। রেবেকা ওয়েস্ট, থিওডোর পাওয়িস, জন কাউপার পাওয়িস, উইন্ড-হ্যাম লিউয়িস, এলিজাবেথ বাওয়েন, কম্পটন বার্নেট প্রভৃতির উপন্যাসও এ গোত্রীয়।

(ঘ) প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যমূলকতা—ওয়ালপোল, মম, প্রিস্টলি, কম্পটন ম্যাকেঞ্জি প্রভৃতির উপন্যাসকে ফেলা যায় এ পর্যায়ে।

(ঙ) ডিটেকটিভ উপন্যাস—১৯২৭এ এলিয়ট লেখেন গত ১/২ বছরে ডিটেকটিভ উপন্যাসের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে গেছে। ডিটেকটিভ গল্প শুধু বিনোদনের উদ্দেশ্য সাধন করে না, বাঁধাধরা গল্পে অবসাদগ্রস্ত পাঠককে সরবরাহ করে রোমাঞ্চ। কানিংহ্যাম বলেছেন, এ ধরণের বই চরিত্রকলুষ বর্ধনে

ওকালতি করে না, শৃঙ্খলা বিধানের অভীপ্সার কথা বলে। ধ্রুপদী ডিটেকটিভ ভয় পায় না, বিচলিত হয় না, যাবতীয় বিশৃঙ্খলার মধ্যে পথ করে নেয়, কার অপরাধ, কে নিরপরাধ নির্ধারণ করে দেয়। যথার্থ সত্যই তাঁর অনিষ্ট। এই সব কারণেই খ্রীষ্টিয় এবং মার্ক্সবাদীরাও ডিটেকটিভ গল্পের লেখক ও পাঠক হয়েছেন। সাংবাদিকতার যাঁতাকল থেকে মুক্তি খুঁজছিলেন কডওয়েল দুটি উপন্যাস লেখা শুরু করে। 'ইলিউশন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি'র মধ্যে থ্রিলার এবং পপুলার সাংবাদিকতাকে তিনি **full of the easy gratifications of ins.incts starved by modern capitalism** বললেও থ্রিলার লেখা থেকে বিরত হন নি। ব্রানসন এবং হাইনম্যান দেখান ১৯১৪-৩৯ এর মধ্যে এ ধরনের রচনার সংখ্যা বেড়ে যায়, আঙ্গিকগত কলাকৌশলও অনেক উন্নত হয়ে ওঠে। বেশী বেশী সংখ্যক সিরিয়াস লেখকরা আসতে থাকেন থ্রিলার লিখতে। শুধু অর্থোপার্জনের জন্যেই নয়, তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাঠকের মনোযোগকে ধরে রাখতে চান একটি উত্তেজক উপন্যাসে, যাতে থাকতে পারে আচরণগত অন্ত্যমিলের আনন্দ, অথবা সাহিত্য সমালোচনা বা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। কডওয়েলের বা ফক্সের মত সিরিয়াস মার্ক্সবাদী লেখকদের এই ফর্মটি গ্রহণ করার ২/১ টি যুক্তি পাওয়া যায় এখান থেকে।

(চ) ব্যঙ্গাত্মকতা ও দক্ষিণপন্থা—উইণ্ডহ্যাম লুইসের ব্যঙ্গাত্মকতা ও প্যারডি প্রবণতা তাঁর 'দি চাইল্ডার মাস' (১৯২৮) এর ফ্যানটাসিতে। 'দি এপস্ অফ গড'-এ আছে ব্লুমস বেরী গোষ্ঠীকে নিয়ে ঠাট্টা। 'টার' (১৯১৮)-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধপূর্ব প্যারির চিত্রকরদের জীবন নিয়ে ব্যঙ্গ, 'মেন উইদাউট আর্ট' (১৯৩৪)-এ আক্রমণ ভার্জিনিয়া উলফকে। ইভলিন ওয়া ইংরেজ কম্যুনিস্টদের বিদ্রূপ করেন 'স্কুপ' (১৯৩৮)-এ, মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট-দের সমর্থন 'ওয়া ইন অ্যাবিসিনিয়া' (১৯৩৬)-তে।

(ছ) ইতিহাসকেন্দ্রিক এবং অপরিচিত স্থানকালপাত্রকেন্দ্রিক উপন্যাস—২য় ও ৩য় দশকে ইংরেজী উপন্যাসের পট বহু প্রসারিত হয়। গ্রাসিক গিবন দাস নেতাকে নায়ক করে লেখেন 'স্পার্টাকাস' (১৯৩৩)। জিওফ্রে ট্রীজ এর বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত ঐতিহাসিক গল্প গোপনে পড়া হত নাজিশাসিত অস্ট্রিয়ায়। তাঁর 'কমরেডস্ ফর দি চার্টার' (১৯৩৪)-এ আছে চার্টিস্ট আন্দোলন। 'বোজ এগেনস্ট দি ব্যারনস' (১৯৩৪) বইতে রবিনহুডের গল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের সব ক্ষমতা দেওয়ার কথা। এ রকম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখছিলেন রবার্ট ব্রিফল্ট এবং সিলভিয়া টাউন সেণ্ড ওয়ার্ণার এবং জ্যাক

লিণ্ডসে। উপন্যাসের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল অনেক অপরিচিত আবহ। যেমন দক্ষিণ ওয়েলস (লুই জোননস) লিভারপুল (হ্যানলি, ফেলান, রোলি), ডারহ্যামের কয়লাখনি (হেস্লপ্ এবং সিড চ্যাপলিন) নটিংহ্যাম শায়ার (লেসলি হলওয়ার্ড), ম্যানচেষ্টার (ওয়াল্টার গ্রীন ওয়ার্ড), গ্ল্যাসগো (জেমস বার্ক, গ্র্যাসি গিবন) আফ্রিকা (জয়েস কেরী), মধ্যপ্রাচ্য (ফক্স) ইত্যাদি।

জ. বিপ্লবী চেতনা সম্পন্ন

১৯৩০ এর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিপ্লবী লেখক সম্মেলনে (খারকভ্-এ) দুজন ইংরেজ প্রতিনিধিই বলেন ইংলণ্ডে সর্বহারা শিল্প সাহিত্যের খুবই অনগ্রসর অবস্থা। ফক্সের মত শ্রমজীবী আন্দোলনের কর্মীরা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বেশী সময়ও দিতে পারছিলেন না, পথও পাচ্ছিলেন না। ফক্সের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে না পারা, এডওয়ার্ড আপ ওয়ার্ডের ৩য় দশকের নীরবতা ; শার্লট হ্যালডেনের চিরতরে উপন্যাস লেখা বন্ধ করার রহস্য এইখানে। দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে সাহিত্যে এল কুস্মৃতি, আতঙ্ক, পত্রাবলী, উপন্যাস, আত্মজীবনী লেখা হল বিস্তর। 'দিস ওয়াজ দেয়ার ইয়ুথ'-এর বাল্যস্মৃতির ব্যবহার হয়ত এই প্রবণতা থেকে। ৩য় দশকের লেখায় যে যুদ্ধপরবর্তী ভূদৃশ্য, ভৌগোলিক ও আত্মিক জগতের বর্ণনাতিরেক দেখা যায় তার ও তো পরিচয় মেলে ফক্সের এই উপন্যাসটিতে। ইণ্টারন্যাশনাল লিটারেচার, নিউ মাসেস্, বিপ্লবী উপন্যাসের অল্পজীবী পত্রিকা 'স্টর্ম' (১৯৩৩), লেফট রিভিউ (১৯৩৪) সর্বহারা শিল্প বিকাশে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমেরিকার মত ইংল্যাণ্ডে যথার্থ শ্রমিক আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস রচনায় উৎসাহ দেখা যায় নি। হয়ত শ্রমজীবী শ্রেণীর নায়ক সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব এর একটা কারণ।

তিনজন শ্রমজীবী শ্রেণী সম্ভূত লেখক ছিলেন হ্যারল্ড হেস্লপ্, জেমস বার্ক ও জন সোমারফিল্ড। এরা সাম্যবাদী আদর্শকে উপন্যাসের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ. পি. রোলি সর্বহারাশ্রেণীর জীবন নিয়ে লেখেন 'রিভোল্ট' (১৯৩৩ যার পটভূমিতে আছে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টি, বিশের ও বাইশের শ্রমসমস্যার কথা। হ্যারল্ড হেস্লপের বিপ্লবী উপন্যাস বলা হয় 'লাস্ট কেজ ডাউন' (১৯৩৫)-কে যেখানে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ডিমিট্রভের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাঁকে নিয়ে ফক্স উপন্যাস লিখতে চেয়েছিলেন। তার 'গোফ্' (১৯৩৪), দি গেট অফ এ স্ট্রেঞ্জ

ফিল্ড (১৯২৯)-এ আছে খনি শ্রমিক ও রাজনীতির কথা। জেমস বার্কের 'মেজর অপারেশন' (১৯৯৬) এবং জন সোমারফিল্ড-এর মে ডে (১৯৩৬) তে আছে সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব, প্রথমটিতে এক কম্যুনিস্ট নেতার হাতে ফতুর হয়ে যাওয়া এক ব্যবসায়ীর পরিবর্তনের কাহিনী। দ্বিতীয়টিতে আমরা পাব পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পর্যায়, ছোট প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করার, শ্রমজীবীদের ক্রমবর্ধমান মারমুখী মেজাজের, কম্যুনিস্ট বিক্ষোভ, মে' ডের প্রস্তুতির কথা আছে। কিন্তু এসব উপন্যাস থেকে সমাজতন্ত্র আগমনের অনিবার্যতা ঘোষিত হয় না। লুই জোনস 'কুমারদি' (১৯২৭', উই লিভ (১৯৩৯) প্রভৃতি উপন্যাসে ১৮৯০-১৯৩৬ কালের শ্রমজীবী শ্রেণীর ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন। 'কুমা-রদি' উপন্যাসের নায়ক লেন রবার্টস এর খনি অঞ্চলে ভয়াবহ বাল্যজীবন, সদ্য পার্টিতে যোগ, বিরাট ধর্মঘট, রবার্টস এর সদ্য পরিণীতা মেরীর একমাত্র কম্যুনিস্টকে সমাধান মনে করা, স্পেন গৃহযুদ্ধ কালে স্পেনে যাবার জন্য পার্টি কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া, যুদ্ধে মৃত্যুবরণ, স্বদেশে তার আরব্ধ কাজ মেরীর দ্বারা চালিয়ে যাওয়া, শ্রমিক শোভাযাত্রা চালনা ইত্যাদির মধ্যে ফক্সের মত তরুণের জীবনের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। তাঁর 'স্টার্টিং পয়েণ্ট'এ প্রধান বিষয় পার্টিতে যোগদানের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার। বার্কের দ্বিতীয় উপন্যাস 'দি ল্যাণ্ড অফ দি লীল' (১৯৩৯)-এ বস্তি ও বাল্য জীবন এবং বুয়র যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের অপ্রাধান্য ফক্সের 'দিস ওয়াজ দেয়ার ইয়ুথ' উপন্যাসের সমধর্মী। র‍্যালফ বেটস, এর উপন্যাসে শ্রেণী সংঘাত বেশী নেই, সম্ভাব্য ঘটনার অনুমান নেই। স্পেন পটভূমি হয়েছে তাঁর দুটি প্রশংসিত উপন্যাস' 'লীন মেন' (১৯৩৪) এবং 'দি অলিভ ফীল্ড' (১৯৩৬)-এ। লিউয়িস গিবন-এর 'আ স্কটস্ কোয়ার' নামক ত্রয়ী উপন্যাস-এশ্রমিক জীবন বর্ণনা মাধ্যমে যুগের রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ। ১৯২৭-২৮ নাগাদ সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শপূর্ণ উপন্যাস আবার লেখা শুরু হয়। ফক্সের 'স্টর্মিং হেভেন', উইলকিনসনের এর 'ক্ল্যাস', হেস্-ল্যারের 'দি গেট অফ এ স্ট্রেঞ্জ ফিল্ড', ল্যাগ্রস ক্লার্কের 'অ্যাপারিশন', অ্যাশলে -র 'র‍্যামবলিং কিড' এর উদাহরণ। আগের সমাজতান্ত্রিক উপন্যাসের থেকে এর পার্থক্য হল এই উপন্যাস গুলিতে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ়। তাতে হয়ত আসন্ন অবস্থার কিঞ্চিৎ অভাব থাকতে পারে কিন্তু তা ভরিয়ে দেওয়া হয় ধৈর্যশীল আবিষ্করণে। 'স্টর্মিং হেভেন' এবং 'র‍্যাম্বলিং কিড' এই দুটি উপন্যাস এর ব্যতিক্রম, যা কল্পিত হয় তা পরিষ্কার BILDU NGSTROMANE হিসাবে। বলা যেতে পারে এ দুটি উপন্যাস বৃদ্ধি ও

অগ্রগতিময়। তবে দুই ক্ষেত্রেই প্রধান প্রবক্তা যাত্রা করেছে সমাজতন্ত্র আয়ত্ত-করণে। আর একটা কথা। ১৯২০র প্রথম দিকে সমাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গভীর ভাবে প্রোথিত ছিল শ্রমিকশ্রেণী সম্ভূত লেখকদের মধ্যে (যেমন—ওয়েলস, কার্নি), কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল এই চিন্তার শিল্প রূপ দিচ্ছেন মার্ক্সবাদপ্রাণিত বুদ্ধিজীবিরা (যথা—অ্যাসলে, ফক্স, উইলকিন-সন, ল্য গ্রস ক্লার্ক প্রভৃতি)।

কোনো উপন্যাসের ইতিহাস রচয়িতা ফক্সের উপন্যাস নিয়ে বড়ো মাপের কোনো আলোচনা করেন নি, করার কথা ও নয়। কেননা ফক্স অনেক উপন্যাস লেখেন নি, আর যা লিখেছেন তার জীবনবীক্ষা ব্যাপকতর গভীরতর হয়ে ইংরেজ পাঠক সমাজের বড়ো অংশকে কোনোদিনই আকৃষ্ট করতে পারে নি। তবু ফক্স যেহেতু একজন শক্তিমান উপন্যাস আলোচক এবং স্বল্প শক্তিমান ঔপন্যাসিক, তাই এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত রচনা। এর উদ্দেশ্য তাঁর উপন্যাস রচনার পটভূমিটি পাঠকের সচেতনতার কাছে উপস্থিত করা। মূল ধারা-গুলির কোনো কোনোটির প্রভাব ও তাঁকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা ফক্সের উপন্যাসে আছে।

যে দুটি উপন্যাসের কথা আমরা জেনেছি তাঁর একটি "স্টর্মিং হেভেন' অপরিচিত জগতের স্থান কাল পাত্রের উন্মোচন, মধ্যবিত্ত ইংরেজ জীবন যাপনে বীতশ্রদ্ধ লেখক ব্যবহার করেছেন নতুন এক অভিজ্ঞতা, নতুন এক জগৎকে। কোয়েকার সঙ্ঘের হয়ে ফক্সের মতো তরুণ কর্মীদের উপজাতি অধ্যুষিত পরি-বেশে জীবনযাপনের সমস্যা, দুই ভিন্ন রুচি, সংস্কৃতি, পরিবেশের মানসিক সংঘাত এখানে উপন্যাসের মনন ও অনুভবের অবলম্বন হয়েছে। এই বইতে তাঁর সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র মানবিকতার পরিচয় ধরা আছে, যাকে আমরা বলতে চাই Undidactic celebration, হথর্নের মতো। এ উপন্যাসের বেশীর ভাগ ঘটনা ঘটেছে তরুণ সোভিয়েত ইউনিয়নে, অঙ্কিত চরিত্র গুলি বাস্তব মানুষকে অবলম্বন ক'রে এসেছে ; এরা কেউই রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার জন্য নেহাৎই তৈরী চরিত্র নয়। এ উপন্যাসের নায়ক হত্যাকাণ্ডের জন্য কারারুদ্ধ হয়। তবুও ফক্সের লেখার ভঙ্গিমার প্রভাবে পাঠকের সমানুভূতি এই কারারুদ্ধ হত্যাকারী নায়কের প্রতি অর্পিত না হয়ে পারে না। অন্যদিকে 'দিস ওয়াজ দেয়ার ইয়ুথ' উপন্যাসটি একটি মফঃস্বল শিল্প শ্রমিকপ্রধান অঞ্চলের চিত্র। দুটোই প্রচলিতরীতির উপন্যাস নয়, আবার নবানিরীক্ষা প্রধান ও নয়। শ্রমজীবীজীবনকেন্দ্রিক যে সব উপন্যাসের কথা আমরা জেনেছি তার অনেক

ধর্ম এখানে নেই। বরং বলা ভালো, এ দুটিই স্মৃতিজীবী চরিত্রচিত্রশালা, প্রথমটি অজানিত জীবন ও রোমাণ্টিক তারুণ্যের দ্বন্দ্ব এবং দ্বিতীয়টি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর মফঃস্বলীয় জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যথা বেদনার শিল্পরূপ।

পুঁজিবাদী সমাজের দ্বন্দ্ব থেকে যে সব দ্বন্দ্ব উঠে, আসে তার একটা হল যৌন সংঘাত। ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তি ও প্রকৃতি এবং যৌন দ্বন্দ্ব—এই তিনটি বিষয়ই অল্প স্বল্প আছে তাঁর উপন্যাসে। মাইকেল গোল্ড ফক্সের anti philistine gaiety, thirst for experience, sensitive response to human beings, deep interest in the technique of writing এর উল্লেখ ক'রে মেজাজের দিক থেকে একজন খাঁটি লেখক বলেছেন। তাঁর উপন্যাস দুটিতে সেই পরিচয় আছে।

প্রথম বইটির একটু আভাস দেওয়া যাক্। বিত্তশালী, একাধিক স্ত্রীলোকের অধিকারী, সংকীর্ণ ধর্মপ্রাণ, বিস্তর ভূসম্পত্তির মালিক আলি হোজা উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র। বহিরাগত জন পেয়েছিল তার আতিথ্য ও হৃদয়ের সান্নিধ্য। এ উপন্যাসের যে কালভূমি তাতে দেখি নতুন রুশ সরকার তুর্কিস্তানের এই সব বড় জোতদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দিচ্ছে। তাদের ভোগ ও যৌনব্যাধিময় জীবন ও ধর্মের নামে অত্যাচার সমালোচিত হচ্ছে। অন্যদিকে এরাও বলশেভিক ও বলশেভিকবাদকে করে তীব্র ঘৃণা। উপজাতিগোষ্ঠীর অনেকে সোভিয়েত শক্তিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিল। আলিদের দুঃখ নতুন শাসন এলে, এই ভোগসুখের প্রতিপত্তির বংশ পরম্পরা কি ক'রে অব্যাহত থাকবে? ফক্স কেরিম বাই এর অন্তঃপুরের বর্ণনাসূত্রে মুসলমানী হারেমের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। এই কেরিমের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে আধুনিক চিন্তা, যার প্রভাবে সে পরিবার ও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু সিফিলিস রোগগ্রস্ত বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে আটকাতে পারে না। আর এক উপজাতি নেতা, আলির বন্ধু হজরত বেক্ আলির বৌ হানিম জানের দ্বারা ঘোড়া চোর, সতীত্বনষ্টকারী, দাগী আসামী বলে নিন্দিত হয়। এ কথা শুনে আলি বৌকে চাবুক মারে। সে তখন মিলিশিয়া বাহিনীর কাছে স্বামীকে শাস্তি দেবার জন্য খবর পাঠায়। আলি ঘাবড়ে যায়। জন আলিকে হজরত বেকের অনুগামী হতে বারণ করেছিল কারণ তা হলে দুঃখ ও মৃত্যু আসবে অনিবার্যভাবে। আলি কথা শোনে না। বেশ কিছুদিন পর আলি ফিরে আসে আহত হয়ে। এবার লড়াই লাগে।

আর সেই লড়াইয়ে স্বামীর পাশে রাইফেল নিয়ে দাঁড়ায় তার তরুণী বৌ হানিম জানে। যুদ্ধে দুজনেই মৃত্যুবরণ করে। কোয়েকারদের হয়ে কাজে এসেছে জন, পিটার, মিসেস পেনিফোল্ড। জন সমাজ সেবায় খুব সিরিয়াস হলেও এতটা উচ্ছল আর বেনিয়মী যে বাড়ি ফেরার ঠিক থাকে না, দলের সঙ্গে গ্রামে গেলে ভালো না লাগলে একা ফিরে আসে। অপর পক্ষে মিসেস পেনিফোল্ড প্রাণমন দিয়ে কাজ করে, তবে সে কঠিন স্বভাবিনী, ও অহংবাদিনী। পিটারের মতে জন মোটেই ডন জুয়ান স্বভাবের নয়, যা পেনিফোল্ড মানতে চায় না। তিনি ওর মধ্যে বস্তির নোংরামিও পেয়ে যান। পিটার বলে, জন মার্জিত গোষ্ঠীতে বেশী ঘোরাফেরার সুযোগ পায় নি বলে হয়ত কোথাও কোথাও রুচি অসংস্কৃত থেকে গেছে। কিন্তু বস্তিজীবনেও আছে কিছু কবিতা, ভবঘুরে-মিতে আছে কিছু রোমান্স। কাজ কারবার পণ্ড হওয়াটা অবশ্য তার অভিপ্রেত নয়। সংকল্পিত মহিলা পেনিফোল্ড বস্তি জীবনের কবিতা বা ভবঘুরেমির রোমান্সে আগ্রহী নয়। বয়স হলে পিটারকে এসবের জন্য দুঃখ পেতে হবে, জানিয়ে দেন। পিটার উত্তরে জানায়, জন পেনিফোল্ডকে বিশ্বাস করে না, তাই জনকে উনি পছন্দ করেন না। পিটার আর ও বলে—দ্যাখ, আমরা ইংরেজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যা গ্রহণ করি, তা আঁকড়ে ধরি। যদি কেউ আমাদের কাজে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে আমরা ক্ষেপে যাই নেকড়ের মতো। একথায় রেগে গিয়ে সে উঠে বাইবেল পড়তে, ধ্যান করতে চলে যায়। পিটার অবশ্য জানে, পেনিফোল্ড রুশ চাষীদের পছন্দ করেন তাদের চালাক স্বভাবের জন্য, দুষ্টামি করলে তাঁদের বকেন, চেষ্টা করেন তাদের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের। আর এ সব ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ তার ভালো লাগে না। পিটার হাঁটতে বেরোয়। এখানে দেখে স্টেপের ঘন ফসল, ইতঃস্তত অবস্থিত পুরুষ ও স্ত্রী-লোকের কাজকর্ম, ফসল আঁটি করা ইত্যাদি। পিটার দ্যাখে নদীর দিক থেকে একটি যুবক আর একটি যুবতী আসছে। রক্তলাল রুমাল মাথায় নাদিয়া আর কোঁকড়া চুল, বুক খোলা, রোদে পোড়া জন। তাদের পেছনে পেছনে আসে একটি ছোট মংগ্রেল কুকুর। ওরা হাত ধরাধরি করে গ্রামের দিকে চলে। গ্রামের মুখে এসে নাদিয়া আলাদা হয়ে যায়। জন কুকুরটা নিয়ে চলে রাস্তা দিয়ে। পার হয়ে যায় ইজপোলকোম, বিদ্যালয়, আসে গির্জা। জন কুকুর নিয়ে গির্জায় ঢোকে। অসংখ্য কৃষক নরনারী তখন সুরেলা গান ধরেছে। কুকুর দেখে ওদের আতঙ্ক হয়। কারণ, তাদের বিশ্বাস কুকুর হল অপ্রাকৃতিক অপরিশুদ্ধির প্রতীক। এক মুঝিক বুট তুলে লাথি মারতে গেল। জন পড়ল

ঝাঁপ দিয়ে। সে কুকুরটাকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু ইতিমধ্যে জনতা তাকে ধরে ঘিরে। শেষ পর্যন্ত পুরোহিতই তাকে রক্ষা করে জনতার রোষ থেকে। বিকেলবেলা এ ঘটনা শুনে পেনিফোল্ড খুবই নিন্দে করে। কেউতো ভাববে না, কুকুরটাই জনকে গির্জেয় ঢুকিয়েছে। তারা ভাববে কোয়েকাররা তাদের ধর্মের ওপর ঘৃণা ছড়াতে চাইছে। তা বদলাতে জোর করছে। দুর্ভিক্ষের সময় তো গল্প ছড়িয়েছিল যে, রুশ চাষীরা বাইবেল না নিলে এদের মিটিং-এ না এলে, কোয়েকার কর্মীরা খাবার দেবে না। এরকম ঘটতে থাকলে কোয়েকারদের তো দেবে তাড়িয়ে। পিটার বুঝল, পরিস্থিতি বেশ কঠিন। সে পুরোহিতের মাধ্যমে রুশ চাষীদের বোঝানোর চেষ্টা করবে ঠিক করল। কাহিনী বয়নের এই ধরণের মধ্যে আছে একটা রোমান্স-রীতি। সেই রীতির অবয়বে আছে অনুভবের তীব্র তপ্ততা, বর্ণবন্ত প্রকৃতি,পোষাক, স্বভাব আর প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য নাটকীয়তা। নতুন পৃথিবীর জন্য স্বপ্ন, পৃথিবীকে বাসযোগ্য ও স্বাস্থ্যবান ও স্বাধীন করে তোলার যে স্বপ্ন, তা যেমন দেখেছে এ উপন্যাসের এক তরুণী নায়িকা, তেমনি লেখক ফক্স। উপন্যাসটির অংশ বিশেষ পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয় রুশী বিস্ময়কর নবীনতা তাঁকে অভিজ্ঞতায় আপ্লুত করেছিল, জীবন বোধে করেছিল উজ্জীবিত। এই সঞ্চয়কে তিনি শুধু 'পিপল অফ দি ষ্টেপস' নামের ভ্রমণকল্প রচনায় বিধৃত ক'রে তৃপ্ত পাচ্ছিলেন না। সেই অতৃপ্তিই 'স্টর্মিং হেভেন'-এর রচনার পিছনে কাজ করেছে, ফক্সের রচনায় যে প্রাচ্যপ্রীতি তাও তো এখানে। উপন্যাসটির নামের মধ্যেও কিন্তু নিহিত রুশ বিপ্লবের টানে ওঠা ঝড়ের কথা, স্বর্গ কল্পনার মর্ত্যায়নের কোনো কোনো খণ্ড কালের অভিজ্ঞতা। (রুশ উপন্যাসের নামে ঝড়ের ব্যবহার পরে অনেকেই করেছেন) রাশিয়ায় বিপ্লবের সাফল্য নারীকে পুনরর্জনে সাহায্য করেছিল তার স্বাধীনতা, আর তা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও পুরুষতন্ত্রের হাত থেকে। আলি হোজার বউয়ের রুখে দাঁড়ানোর মধ্যে তার পরিচয় আছে। রাশিয়ার যে অংশ ইউরোপের, তা নিয়ে উপন্যাসের সংখ্যা বিস্তর, কিন্তু যে অংশ এশিয়ার, তা নিয়ে উপন্যাস খুব কম। সে দিক থেকে ফক্সের উপন্যাসটি উল্লেখ্য সন্দেহ নেই। র‍্যালফ বেটস লিখেছিলেন—তিনি 'স্টর্মিং হেভেন' উপন্যাসের সুগভীর নিষ্ঠা ও চমকপ্রদ গতিবিভঙ্গ উপভোগ করেছেন। বিষয়ের নূতনত্ব, গতিবিভঙ্গ ও নিষ্ঠা ও **involvement** দুটি উপন্যাসেই লভ্য।

'দিস ওয়াজ দেয়ার ইয়ুথ' ঠিক কবে লেখা হয়েছিল জানা যায় না। তবে

লেখার ধরণ দেখে মনে হয়, এ তাঁর লেখক জীবনের প্রথম দিকেরই লেখা, হয়ত পরের দিকে তিনি এর কিছু পরিমার্জনা করে থাকবেন। উপন্যাসটিতে আছে বারটি অধ্যায়। প্রথমেই আছে কয়েকজন কিশোর কিশোরী বীফার, হ্যারল্ড (স্নেক), জেরী, ম্যাট, জেনীর কথা। তারা বড়ই দুরন্ত, অতিরিক্ত রোমাঞ্চপ্রিয়, পড়াশুনায় অমনোযোগী, পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যে উদাসীন। এরা সবাই নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে, কারুর বাবা মুদি, কারুর বাবা পুলিসের সার্জেণ্ট, অথবা গ্রাম্য পুরোহিত। রাতের অন্ধকারে তারা অভিযান করে, পুলিশ দেখে পালায়। ২য় অধ্যায়ে আর এই কিশোরেরা নেই। এলসি নামে এক তরুণী এবং জিমি নামের এক রুগ্ন তরুণের প্রেমের কথা। তারা দু-জনেই শিক্ষকতা করে। জিমি কবিতা লেখে। তারা তাদের শিক্ষকতার কথা বলে, কিছু সাহিত্যের কথা বলে আর কথার আড়াল আবডাল দিয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বিনিময় করে। স্পর্শ সুখ এবং দৈহিক আকর্ষণের চাপা উষ্ণতা ছড়িয়ে আছে এ অধ্যায়ে। শিক্ষকতার কথা বলতে বলতে তারা এর ফলশ্রুতি, এই পার্বত্য শহরের পরিস্থিতি, পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে। প্রসঙ্গতঃ ওঠে জিমন্যাস্টিক শিক্ষক সার্জেণ্ট হুইট্যামের কথা, যাকে তার পুরোনো বর্জনীয় ধ্যানধারণা সত্ত্বেও সবাই ভালোবাসে। যাবার সময় ছেলেটি মেয়েটিকে এগিয়ে দিতে যায়। বাইরে প্রবল কুয়াশা, যা তাদের মনে ও। তৃতীয় অধ্যায় কুইন এলিজাবেথ স্কুলের পটভূমি। ফ্র্যাংক হুইট্যামের আফ্রিকার অভিজ্ঞতা, তার দূরে থাকা স্ত্রীর কথা, মিনকে বিয়ে করতে চাওয়ার কথা আসে। ভবিষ্যৎ দাম্পত্য পরিকল্পনা চলে চতুর্থ অধ্যায়ে। গল্প চলে আসে শহরের প্রাঙ্গণে। এক মেরু অভিযাত্রীর বক্তৃতা শুনতে গেল পূর্বোক্ত কিশোর কিশোরীরা। ছেলেদের মধ্যে পথে স্নোবল ছোঁড়াছুড়ি হয়। জেরী নৌ-বাহিনীতে যেতে চায় শুনে রীফার আহত, কারণ সে মনে করে সমুদ্রে যাবার অধিকার একমাত্র তারই। কোন নৌবাহিনী ভাল, নাবিক বা অভিযাত্রী হিসেবে কোন জাত দক্ষ এ নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা হয়। বক্তৃতা সভার ছোট্ট বিবরণ আছে। ফেরার পথে প্রিয়স্থানে এসে তারা চুরি করা আলু আগুনে সিদ্ধ করে খায়। ম্যাট ও জেনী বলে তারা কখন ও বিয়ে করবে না। জেনীর ভাই বলে, মেয়ে মাত্রকেই বিয়ে করে ঘরকন্না করতে হয়। এই সূত্রে ম্যাটের বাবার বিয়ের কথা উঠে পড়ে। কেউ বলে নতুন মা এসে খবরদারি করবে, কেউ বলে, না, সে ভালো মানুষ। বন্ধুদের সবারই মনে ম্যাটের বাবা স্মিথ্যামের প্রতি ঘৃণা, তার ভ্রাম্যমাণ পুলিসবৃত্তির জন্য। কথা ঘুরে এল প্রধান

শিক্ষক প্রসঙ্গে, যিনি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, বিমান চড়েছেন। গ্রামার স্কুলের ছেলেরা তাদের দিকে বরফের গোল্লা ছুঁড়েছে বলে প্রতিশোধ নেবার কথা হল। এরপর দুইদল স্কুল কিশোরের লড়াই, এক সময় পালানোর পালা, বীফার একা মার খায়। বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পায় ছেলেমেয়েরা কাগজের নৌকা ভাসাচ্ছে। ৫ম অধ্যায়ের শুরুতে আছে উচ্ছল হতে থাকা এক বাসন্তী প্রকৃতির কথা। এই আবহাওয়ায় অসুস্থ জিমির বাড়িতে আসা এলসির সঙ্গে আদর বিনিময়ের কালে দেশযাত্রার কথাও হয়। জিমির ভালো লাগে জর্জিয়ান কবিতা। বিয়ের কথা প্রসঙ্গে বাবার কথা উঠলে এলসির কেন যেন মনে হয় তার দোকানদার বাবা সম্পর্কে জিমির কথায় ইঙ্গিত থেকে যাচ্ছে। বাড়ি ফেরার পথে মেয়েটির বুকের একটি পংক্তি—"সহসা আর চুম্বনের থাকে না কোনো মানে" মনে পড়ে যায়। নির্জন রাস্তায় এবং গেরস্ত বউয়ের কলকাকলিপরিবৃত রাস্তা দিয়ে তাকাতেতাকাতে সে ভাবল জিমিকে সুস্থ করে তুলতে হবে। "মূক ও মত্ত, দৃষ্টিহীন আকাশের মত" পংক্তিটি মনে এসে যায়। বাড়ি ফিরে নিজেকে ছুঁড়ে দেয় বিছানায় আর ভাবে স্বপ্নিল প্রেমকে অবশ্যই বাস্তব করে তুলতে হবে। এ অধ্যায়ের অন্য অংশে ওয়াটার্লু মিলের রাস্তায় প্রথম বসন্তের আবাহন উৎসবে মেতে ওঠে ছেলে মেয়েরা। এখানে আমরা এই মফঃস্বলের আরও কয়েকটি নিম্নবিত্ত বাড়ীর তরুণ তরুণীর সঙ্গে পরিচিত হই। প্রথমা স্ত্রীকে এড়িয়ে আইনের শাস্তি বাঁচিয়ে কিভাবে নতুন বিয়ে করা যায় এ নিয়ে সার্জেণ্টের প্রসঙ্গ দিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শুরু। সে পরামর্শ নেওয়ার জন্য গির্জার পুরুত ক্যাননের কাছে যায়। কিন্তু সে এমন জটিল বিষয়ে পরামর্শ দিতে অপারগ। ৭ম অধ্যায়ে ফ্র্যাংক স্মিথ্যামের নিকলদের স্পোর্টসের জিনিস পত্রের দোকান থেকে হেড মাস্টারের ছেলে অ্যালান ব্রাউনের ওখানে যাওয়া। সাংবাদিক অ্যালান ব্রিটিশ ইথিওপিয়ার খবর ফাঁস করার অপরাধে ছমাস জেল খেটে এসেছে। তার জীবনে ভ্রমণ, যুদ্ধ, অদ্ভুত উপজাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রায় দিন-কার ঘটনা। একমাত্র এখানেই আছে রেলওয়ে ধর্মঘট, ধর্মঘটিদের ওপর গুলি ছোঁড়ার প্রস্তুতি ও বিরুদ্ধ প্রচারের এবং ভারতবর্ষের উল্লেখ। ফ্র্যাংক ও মিনের বিয়ে, মধু চন্দ্রিমা, নতুন মার সঙ্গে ম্যাটের মানিয়ে নেওয়া ইত্যাদি উল্লেখে বলা হয় ফ্র্যাংকের বাড়িতে এই প্রথম সুখ এল। অষ্টম অধ্যায় বর্ণনা প্রধান। প্রথমে সমুদ্র ও জাহাজের চিত্রকল্প। আসন্ন গ্রীষ্ম সম্ভাবনায় ছেলেমেয়েদের মনে বিবাদের অবসান হয়। নবম অধ্যায়ে আছে ওই মফঃস্বলে একটি সার্কাসের প্রস্তুতি, বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের উপস্থিতি। আর কুইন

এলিজাবেথ স্কাউট দলের মার্চ, ড্রাম ও বিউগলের শব্দ। অধ্যায় শেষ হয়, প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে পূর্বর্বর্ণিত কিশোরদের কয়েকজনের চায়ের আসরের বর্ণনায়। দশম অধ্যায়ের প্রথমে দেখি শহরে একটি এরোপ্লেন এসেছে। পাঁচ পাউন্ড দক্ষিণার বিনিময়ে এক চক্কর, এক মেয়ের প্যারাশুট থেকে ঝাঁপ, এর মেকানিক, যন্ত্রটিকে প্রস্তুত করা, যথাসময়ে ওড়া, কিছু প্রচারপত্র আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া,—এসব পরপর আসে। ভারমন্থর জীবনে ছেলেরা এ সব নিয়ে একটু চাঙ্গা হবার চেষ্টা করে। ফেরার পথে হেনরী মাতাল অবস্থায় মলি নামের একটি তরুণীকে টানা হেঁচড়া করতে যায়। দৌড়াতে থাকা মেয়েটার পিছনে মাতাল ছেলেটাকে দেখে স্মিথ্যাম তাকে ধাক্কা মারে। সে পড়ে যায়। একাদশ অধ্যায়ে দেখি স্মিথ্যাম ওৎ পেতে ম্যাটকে ধরে, হুইস্কি ও সিগার কে চুরি করেছে জিজ্ঞেস করে। কব্জির মোচড়, সংশোধনী আবাসে পাঠানোর ভয় দেখিয়েও কাজ হয় না! অগত্যা ছেলের কারণে বাবার চাকরী চলে যাবার ভয় দেখানো হয়। কায়দা করে জেনে নেওয়া হয় তার মা কোথায় থাকে। ম্যাট দৌড়ে ব্রাউনের কাছে যায় ও ব্যাপারটা বলে। অ্যালান ব্রাউন আশ্বাস দেয় সে সার্জেন্টকে বুঝিয়ে বলবে। অ্যালান সার্জেন্টকে নতুন বৌ নিয়ে তার বন্ধুর কাছে ভিন দেশে যেতে বলে। এরপর স্বামীস্ত্রীর মধ্যে অ্যালানকে নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়। অ্যালানএর সঙ্গে তার প্রধান শিক্ষক পিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়। রাতে টেলিগ্রাম এলে জিনিস গুছিয়ে ভোরে অ্যালান রওনা হয় তুরস্কের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। তিন সপ্তাহ পর টিউনিস ও ট্রিপলির সীমান্ত থেকে তার খবর আসে। দ্বাদশ ও শেষ অধ্যায়ে একদিকে দেখি কুইন এলিজাবেথ স্কুল আবার খুলেছে, নতুন ড্রিল টিচার এসেছে। অন্যদিকে ম্যাট বাড়ি ছেড়ে পালায়, স্যাম মোটর কারখানায় কাজ নেয়, জেনী যায় হ্যামার স্মিথে। জেনী, ড্যান কারুরই আর স্কুল ভালো লাগে না। শহরের জীবন ও না। যুদ্ধের কথা হয়। স্কাউট শিক্ষকের সঙ্গে ড্যানের কথা কাটাকাটি বিদ্রূপ চালাচালি, জেরীর সঙ্গে মারামারি হয়। সন্ধে বেলায় শিক্ষক জিমি তার প্রণয়িনীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে চলে। মেয়েটির মতে হুইট্যাম আবার বিয়ে করে ঠিকই করেছে। কারণ পৃথিবীতে সুখ বড় স্বল্প। ঘাসের ওপর বসে পরস্পরের স্পর্শ সুখ অনুভব করতে করতে তারা হুইট্যামের মত ঝুঁকি নেওয়ার কথা তোলে। জিমির দুঃখ সে বছর খানেক কবিতা লেখেনি। এলসী অনুভব করে, এ শহরের অধিকাংশ লোক কত গরীব আর ধনীরা কত বোকা ও নীচমনা। আবহাওয়ার শীতলতায় মেয়েটিকে

কাছে টানে ছেলেটি, যে তার সব শীতলতা দূর করে দেবে। তবে দুজনের মধ্যেই আছে এক ভাবালুতা, বাস্তববিবর্জিত কাব্যিকতা। ঠাণ্ডায় জিমি অসুস্থ হলে, ভবিষ্যতে এলসিকে বিধবা হতে হবে এ ভয় দেখিয়ে সে জিমিকে ঘরে নিয়ে যায়। এবার ফ্র্যাঙ্ক ও মিনের কথা। দূর দেশের পানশালায় বসে দীর্ঘক্ষণ তারা পান করে দুজনে। তারপর ঠাণ্ডা বাতাস যখন মুরল্যাণ্ডের ওপর কাঁপুনি ধরিয়ে দেয় তখন তারা মরিয়া অথচ কোমল প্যাশনে পরস্পরকে ভালোবাসাবাসি করে। অক্টোবরের শেষে মিন জানায়, তার পেটে এসেছে ভবিষ্যৎ বংশধর। তারপরের মাসগুলো অনুত্তেজিত কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে কেটে যায়। ফ্র্যাঙ্কের ছেলে ম্যাট বাড়ির আকর্ষণ হারিয়ে ফ্যালে। লোকজনের পরামর্শে তাকে নৌবাহিনীতে পাঠানো হয়। নদীর মোহানায় বড় বড় জাহাজের আনাগোনা, সৈন্যদের যাতায়াতের মধ্যে সে ফিরে পায় স্কুলের দু একজন বন্ধুকে। এদিকে প্রধান শিক্ষক ছেলের চিঠি পান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। অ্যালানের যুদ্ধোন্মাদনা নেই। চিঠি থেকে জানা যায় শীতের বৃষ্টিতে অসুস্থ হয়ে পড়া, এক আরবীর সঙ্গে মারামারি, দু সপ্তাহ অজ্ঞান হয়ে থাকা, আলজিরিয়ায় কিছুদিন থেকে ভিয়েনায় যাবার কথা। বাবা রাজনীতিতে আগ্রহী না হলে ও যুদ্ধের ফলাফল তো তাকে সহ্য করতে হবে। যা হোক, অসাধারণ সুন্দর বুনো ফুল ফোটার কথা বলতে সে ভোলে না। ছেলের সম্ভ্রমবোধ বাবাকে খুশী করে। বাবা অনুভব করলেন, বার্ধক্যের কারণে তার আর দূর দেশে যাবার উপায় নেই। তাকে বাদবাকী জীবন এই ঝুলকালি মাখা, অদ্ভুত লোকজনের মধ্যে, ট্রাম বা কারখানায় মানুষের হুড়োহুড়ির মধ্যেই কাটিয়ে দিতে হবে। প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের ঘর থেকে একঘেয়ে আওয়াজ শুনতে পেলেন। ওরা তো একদিন চলে যাবে কলেকারখানায়। এইসব ভাবতে ভাবতে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ ঘুমিয়ে পড়েন। এইখানেই উপন্যাসটি শেষ হয়।

উপন্যাসটিতে, সমকালীন সমালোচকের অনুমান হয়ত ঠিক, তাঁর বাল্যস্মৃতির ছাপ আছে যথেষ্ট মাত্রায়। ফক্সের অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তারও প্রতিফলন ঘটেছে এ উপন্যাসে। প্রথম দশকের ইংল্যাণ্ডের একটি অনগ্রসর মফঃস্বল জীবনের ভারমন্থরও উদ্দেশ্যহীন জীবন সম্পর্কে বিবিক্তি এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা এখানে স্পষ্ট। তরুণী এলসির মত ফক্স হয়ত তাঁর স্বপ্নিল সমাজ প্রেমকে, যা স্ফুটমান, বাস্তব করে তুলতে চান। একদিকে সমাজের রক্ষণশীলতা, অন্যদিকে মধ্য ও নিম্নবিত্তের জীবনযাত্রার উদ্দেশ্যহীনতা,

প্রশ্নহীনতা লেখক ফুটিয়ে তোলেন। দরিদ্র চরিত্রগুলির প্রতি সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন হলেও অনুভব করা যায়। কিন্তু তবু উপন্যাসটি নানা কারণে পাঠক চিত্তজয়ে সমর্থ হয় না। দৃশ্যগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত, সংলাপের কার্কশ্য, বর্ণনার খুঁটিনাটি থাকলেও সত্য সত্যই এ উপন্যাসটি তেমন কোনো আলোকবিস্তার করতে সমর্থ হয় না। বারোটি অধ্যায় জুড়ে রাস্তা, বাড়ি, স্কুল, জনগণ, প্রেমিক, প্রেমিকা, বাচ্চা ছেলেমেয়ে, সযত্নে চিত্রিত হলেও সেগুলো মিলে মিশে যায়নি। এ উপন্যাসে প্লটের ত্রিধারা—স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায়তন ভালো না লাগা, রোমাঞ্চ অভিযান, মারামারি, ভবিষ্য কল্পনা, শেষে ছিটকে যাওয়া। তাছাড়া ফ্র্যাঙ্কের নববিবাহ এবং জিমি ও এলসির প্রেম। অ্যালানের যুদ্ধে যাওয়া এবং তার বৃদ্ধ পিতার চিন্তা ভাবনাকে চতুর্থ অংশ, কেউ বলতে পারেন। এই তিন চারটি ধারার পরিবেশগত ঐক্য ইয়র্ক শায়ারের একটি মফঃস্বলে (১৯১১ সাল, হয়ত 'ডনকাস্টার' নামক শিল্পশহরটি অবলম্বিত, সমকালীন একজন এমন অনুমান করেছেন) সেখানের স্কুলে, ঘরে, রাস্তায়। কিন্তু ভাবগত ঐক্য, যে কোনো পাঠকই অনুভব করবেন, নিবিড় নয়। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অনেক খুঁটিনাটি ফুটলেও Stubborn naturalism এবং coarseness of speech কেউ কেউ আবিষ্কার করলেও (টি. এল্ এস.) একে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যাবে না। শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত জীবনের কথা থাকলেও তাদের জীবনের কোনো গভীর সমস্যা এখানে আসে নি। উপন্যাসটির শেষাংশে মহাযুদ্ধের কথা থাকলেও এটি যুদ্ধ উপন্যাস তো নয়ই, এমনকি যুদ্ধের অভিঘাতও এখানে তীব্র নয়। সমকালীন সমালোচক যে বলেছিলেন, এ উপন্যাসে আছে এক কল্পনাসঞ্জাত মোটিভের অভাব, তা অস্বীকার করা যায় না। (টি. এল. এস.—২৩শে অক্টোবর, ১৯৩৭ এই সমালোচকই বলেছিলেন, এর পর্যবেক্ষণ যথার্থ এবং অতিশয়োক্তিবর্জিত। কিন্তু এখানে আছে এক সৃজনশীল উদ্দীপনার অভাব। কথাটা ঠিক নয়। সৃজনশীল উদ্দীপনা আছে অবশ্যই, নেই যা তাহল সৃজনশীল উদ্দীপনার লক্ষ্য সচেতনতা। তাই জীবনযাপনের যে ভার মন্থরতা, উদ্দেশ্যহীনতা তা কেন এবং অতিক্রমের প্রয়াস কোন দিকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। উপন্যাসটির ভাষা সর্বহারা বা দরিদ্র জীবনের প্রবল কর্কশ গদ্যে নয়, বরং তাতে কাব্যিকতা যথেষ্ট। এখানে ফক্সের নৈপুণ্য যথেষ্ট। উপমা, চিত্রকল্পের ব্যবহারও কম নয়। তবে এ নৈপুণ্য উপন্যাসের থীমকে ফুটিয়ে তুলতে কতদূর অনিবার্য ? সর্বক্ষেত্রে নয়, মাঝে মাঝে এ কথা উঠে পড়ে বৈকি। সব

শেষে প্রশ্ন উঠবে— উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গে। এ যৌবন কাদের ? এ যৌবন যাদের তারা ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবী আন্দোলনে এসে কি বদলেছিল নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ? যৌবনের এই কি একমাত্র চেহারা ? এই দুটি উপন্যাসকে ফক্সের বন্ধু জন লেহ্‌ম্যান one or two of the finest revolutionary novels of our generation বলেছেন। কিন্তু কথাটার মধ্যে মৃত বন্ধুর প্রতি দুর্বলতার যতটা প্রকাশ, সত্য ততটাই নেই। কডওয়েলের 'দিস মাই হ্যাণ্ড' (১৯৩৬) উপন্যাসটিতে ১ম বিশ্বমহাযুদ্ধকালীন পতিত পৃথিবীর জমির কথা আছে, এক অর্থে ফক্সেও তাই। দুজনেই বেছে নিয়েছেন ইয়র্কশায়ার। এ দুটি উপন্যাসই বাল্যস্মৃতিভিত্তিক। দুটি উপন্যাসেই যুদ্ধ ক্যাটালিটিক এজেণ্ট হিসেবে কাজ করে যায়। তবে কডওয়েলের উপন্যাসটিতে যুদ্ধের প্রভাব একটু বেশী। কিন্তু দুটিরই প্রেক্ষণবিন্দু শিথিল, দোকানীর ছেলে দুটিতেই ব্যবহৃত। 'এই আমার হাত'-এ আছে এক খুন ও তা চাপা দেওয়ার চেষ্টা। তবে প্রচলিত অর্থে হয়ত ডিটেকটিভ উপন্যাস নয়। এমন কোনো ব্যাপার 'এই তাদের যৌবন'-এ নেই। প্রথমটিতে বারবারার সমাজ সেবার সূত্রে আসে শ্রমজীবী শ্রেণীর জীবন পরিবেশ, যেমনটি দ্বিতীয়টিতে নেই। দুজনেই সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংশ্লেষ চেয়েছিলেন, কিন্তু দুজনেই এক্ষেত্রে সফল হন নি।

৩য় দশকের ইংরেজী সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ কানিংহ্যাম একটা প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছেন। তাহল—বুর্জোয়া ফর্ম, ফর্মনিয়ন্ত্রণের বুর্জোয়া পদ্ধতি থেকে বার হয়ে আসা বড়ই কঠিন। আর সাহিত্যের ফর্ম চট করে বদলাতে চায় না। অরওয়েল বলেছিলেন—এমনকি সর্বহারা লেখকও সত্যিকারের স্বাধীন ধাঁচের কোনো সাহিত্য রচনা করতে পারে না। তাঁরা অনেক সময়ই লেখেন বুর্জোয়া পদ্ধতিতে, মধ্যশ্রেণীর উপভাষায়। ফক্সের তরুণ বয়সের এই উপন্যাসটিতে এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি, দুঃখের সঙ্গেই।

সবশেষে কিছু সুন্দর পংক্তি পাঠকের আস্বাদনের জন্য তুলে দেওয়া যাক।

(ক) Disaster was in the air, heavy in the awed manner of these quickly gathering grown-ups and the murmurs of the errand boys with their baskets. (P.11) কুয়াশা ও বিবর্ণতা প্রকৃতি ও মানুষের চরিত্র প্রকাশক হয়েছে।

(খ) From a gap in the bushes a pale, freckled face stared at

him, a face whose paleness was deepened by sandy hair and rather watery blue eyes. (P.13)

(গ) Arm in arm, singing, begging, dodging blows, answering jests, they swung through the streets, drunk also with the autumn night, the new moon, the ancient, ancient sacrifice of Guy Fawkes. (P.28) শব্দের দোলা এখানে লক্ষণীয়।

(ঘ) Where the whole town gave suck to the bare breast of the gaunt, protecting hills, the wind exhausted its Violence. P 38) এখানে প্রকৃতি মানব ব্যবহারে বিশেষ ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে।

(ঙ) The fog was their home. It sought to blot out life and life went on the quicker because of it, because it was a cover, a blanket for the sly, hot love of the world. (P.59) ক, খ, ঙ, একই ধরনের চিত্রকল্প, যা কুয়াশাঘেরা জীবনের কথা বলে।

(চ) The winter stars were coldly indifferent to their great plans but they gave light enough for them to seek out once more the deep tracks they had made in the snow on the way down to the lecture. (P.97)

প্রকৃতি বর্ণনার অতিরেক এবং তাঁর নানা বৈচিত্র্য এ উপন্যাসে তাঁর বর্ণন দক্ষতার সামর্থ্য প্রকাশ করে।

(ছ) Sometimes it was almost impossibly painful to look at the pale blue sea of the sky, with its ships of cloud scudding towards the evening heavy with the promise of the unknown. (P.167)

এ উপন্যাসে কাব্যিকতা এবং কাব্যের স্থান একেবারে বহিরঙ্গিক নয়। সবকটি চরিত্রই রোমান্টিক। জিম কবিতা লেখে, কবিতা পড়ে। তার প্রণয়িনী কবিতার পংক্তি উচ্চারণ করে। আর তাদের স্রষ্টা কাব্যের প্রতি ভালোলাগাকে সুযোগমত প্রকাশ করে দেন।

(জ) She drew close to him, warm and heavy with her love, her arms around him, as though she would draw all the chill from him to dissolve it in the bitter heat of her blood. (P.242). ভাষা এখানে হয়ে উঠেছে প্রকৃতির উপমান সহযোগে চরিত্রদ্যোতক।

এমন সব পংক্তি যিনি অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর লেখনীরসামর্থ্য-কে আমরা কোনোমতেই অবজ্ঞা করতে পারি না। দু একটি ক্ষেত্রে আমাদের মনে পড়ে ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ডের লেখার কথা। ম্যানসফিল্ডের লেখায় আমরা দেখি সাধারণতঃ একটি পরিবার, কয়েকটি সম্পর্কের কৌশলী টানাপোড়েন, চরিত্রের ওপর ঝোঁক ইত্যাদি। পাই ছোটদের পারস্পরিক ও বড়দের সঙ্গে সম্পর্কের কথা। শিশুদের দৃষ্টিতে শিশু ও বয়স্ক জীবন 'দিস ওয়াজ দেয়ার ইয়ুথ'-এ বীফারু, জেনি প্রভৃতির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে। ম্যানসফিল্ডের ভাষার কাব্যিকতা আলোচ্য উপন্যাসটির কাব্যিক পংক্তিমালা পড়তে পড়তে মনে পড়ে। তবে তফাৎও আছে। ম্যানসফিল্ডের প্রতিটি বাক্যাংশ যেন অন্তর্নিহিত অনুভবের সংহত প্রকাশ, দৃশ্য শুধু পট নয়, তা অনেক কিছু। এতোটা ফক্সে নেই। মনোভঙ্গির ভিন্নতাই তার কারণ। বক্তব্যের তীব্রতা, সমাজ-রাজ অর্থনীতির কোনো সমস্যা এখানে স্পষ্ট নয় (ফক্সের অন্য লেখা পাঠে অভ্যস্ত পাঠক ১৯৩৭ এ প্রকাশিত এ উপন্যাসে তা আশা করতেই পারেন)। হয়ত তাই চরিত্রের গতি বিভঙ্গের ফাঁক ফোকর কাব্যিকতায় ভরাট করে দেন, জীবনের বাস্তবতা ও জীবনের কাব্যকে রাখতে চান একই পাত্রে। সে প্রচেষ্টা ক্বচিৎ তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। কখনও বিচ্ছিন্নভাবে সুন্দর। এটা প্রশংসাও বটে, অপ্রশংসাও বটে।

———

৯. দি নভেল অ্যাণ্ড দি পিপল

ফক্সের মৃত্যুর পর ১৯৩৭ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়।[১] এই বইটিই, কালের জটিল জঞ্জাল এড়িয়ে, আজ পর্যন্ত ফক্স নামে যে একজন লেখক ছিলেন এ সত্য টিঁকিয়ে রয়েছে। কিন্তু ইংরেজি উপন্যাস আলোচনার মধ্যে ফক্সের এই বইটির গুরুত্বের কথা প্রায় কেউই তোলেন নি। সমকালে টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে প্রকাশিত আলোচনার প্রাসঙ্গিক অংশটি আমাদের মনের অনুমোদন পায়—"উপন্যাসের ইতিহাস, সাম্প্রতিক উপন্যাসের উদ্ভবের পিছনের ধ্যান-ধারণা নির্ণয় এবং মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ প্রয়োগের দিক থেকে বইটি একটি আকর্ষণীয় চর্চা। আর লক্ষণীয় ব্যাপার হল আন্তরিকতা, সাহিত্যে সূক্ষ্ম অনুভবশীলতা এবং প্রভেদ নির্ণয়ে পারদর্শিতা।" (৬, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭) এই বইটির সাম্প্রতিক ভূমিকা রচয়িতা জেরেমি হথর্ন-ও আমাদের জানান, বইটি তৃতীয় দশকের মার্ক্সবাদচর্চার এক বিশিষ্ট ফসল। শুধু তাই নয় এর মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন এবং অভিজ্ঞতার সমগ্রতা। তাঁর বন্ধু এবং পরিচিতরা জানান, পদ্য নয়, গদ্য কবিতা নয়, উপন্যাস গল্প প্রভৃতির দিকেই তাঁর ঝোঁকটা ছিল বেশী। তাঁর বন্ধু জন লেহম্যান লিখেছেন—"উপন্যাসেই ছিল তাঁর আবেগাতিরেকী ঔৎসুক্য। ফিল্ডিং থেকে ডি. এইচ. লরেন্স যে কোনো ইংরেজি ঔপন্যাসিক বিষয়ে যতক্ষণ আপনি চান ততক্ষণ উনি কথা বলতে পারতেন। সে আলোচনায় থাকত রচনারীতির সৌন্দর্য-ব্যাখ্যান, বর্ণনা অথবা চরিত্রসৃজনের চমৎকৃতি বিষয়ে কথাবার্তা। সে আলোচনার মধ্য দিয়ে শুধু যে বোঝা যেত এ বিষয়গুলি তাঁর কাছে যথেষ্ট বাস্তব, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তা-ই নয়, বোঝা যেত তাঁর নিজের মধ্যেও আছে এক ঔপন্যাসিকের অর্জিত প্রবৃত্তি। একটি উপন্যাস যতক্ষণ না ধীর ভাবে পরিপাক হয়ে যায় যতক্ষণ না তাঁর অনুভব হয় যে লেখকটির প্রয়াসের সব কটি দিক তিনি অনুধাবন করেছেন, ততক্ষণ তিনি তা পড়তে ভালোবাসতেন। কথা-সাহিত্যে ফক্সের আগ্রহ ছিল যেমন তারিফ দারির, তেমনি সমালোচন সামর্থ্যের পরিচায়ক।"[২] 'সানডে' এবং 'ডেইলি ওয়ার্কার' পত্রিকা দুটিতে N P লেখার অনেক আগে যে সব পুস্তক পর্যালোচনা তিনি করেছিলেন তা উপন্যাস আলো-

চনায় মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রয়োগ উন্নয়ন বিষয়ে তাঁর আগ্রহই সূচিত করে। ১৯২৮ সালের ১২ই আগণ্ট 'সানডে ওয়ার্কার' পত্রিকায় ড্রেইজার-এর 'দি টাইটান' উপন্যাসটি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—"কোনো দেশের কোনো একটি ঐতিহাসিক কালের মধ্যে ব্যক্তিবৃন্দ যে সমস্ত সামাজিক শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে বসবাস করে, তারা উৎপাদনের এই দুটি কর্মের ওপর নির্ভরশীল। তা হল অংশতঃ শ্রমের উন্নয়ন এবং অংশতঃ পরিবার ব্যবস্থার উন্নয়ন। এঙ্গেলস এমন লিখেছিলেন। মহান ঔপন্যাসিক তিনিই যিনি তাঁর স্বদেশ ও স্বীয় ঐতিহাসিক কালে এই দুই শক্তির সক্রিয়তাকে এবং ব্যক্তির ওপর তার অভিঘাতকে লক্ষ্য করেন ঘনিষ্ঠভাবে। শ্রম, পরিবার এবং যৌনতার বিকাশ অন্যান্য শিল্পাবয়বের মধ্যে পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করতে পারে একমাত্র উপন্যাসই। ড্রেইজার, তাই অচেতন ভাবেই, একজন মার্ক্সবাদী ঔপন্যাসিক।" তেমনি ১৯২২ সালে 'প্লেবস্' পত্রিকায় ফক্স লিখেছিলেন 'লিটারেচার অ্যান্ড লাইফ' নামে একটি প্রবন্ধ, যাতে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ছিল অসংশয়িত। এই প্রবন্ধটির সঙ্গে 'হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড লিটারেচার'—এর একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচির ও সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছিল। এটি ফক্সের করা কিনা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত না হতে পারলেও এর সন্নিবেশ পদ্ধতির মধ্যে ফক্সের রুচিরীতির পরিচয় ধরা পড়ে। পাঠ্যসূচিটি এবং প্রবন্ধটির মধ্যকার নানা নামোল্লেখ, পনের বছর পর প্রকাশিত আলোচ্য বইটির মধ্যে স্থান পেয়েছে। উক্ত প্রবন্ধের বিন্যাস বা কিছু পরিভাষা পরে বদলের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে হয়ত, কিন্তু প্রবন্ধটির অস্তিবাচক বক্তব্যের বিস্তার আছে N P-র মধ্যে।

যা হোক বিশদ আলোচনায় ব্যাপৃত হবার পূর্বে সূচিপত্রটির কথা তোলা যাক। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত জেরেমি হথর্ন লিখিত ভূমিকা সহ সর্বশেষ সংস্করণে তেরটি প্রবন্ধ আছে' যার প্রথমটি 'ভূমিকা' এবং শেষটি 'পরিশিষ্ট' নামধেয় (যেটি গোর্কি স্মরণে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা)। ১৯৫৪ সালে মস্কো প্রকাশিত সংস্করণে দেখা যায় আঠারটি প্রবন্ধ 'লিটারারি আর্টিক্‌লস্' এবং 'দি নভেল অ্যান্ড দি পিপল' এই দুটি উপনামে বিভক্ত। সেখানে পূর্বোক্ত গোর্কি বিষয়ক 'পরিশিষ্ট' চলে যায় প্রথম উপনামের মধ্যে। তাছাড়া 'দি ওপন কনস্পিরেটর' নামধেয় ডিমিট্রভ বিষয়ক প্রবন্ধটি কেন মস্কোর দুটি সংস্করণের একটিতে থাকে আর একটিতে থাকে না জানি না। যা হোক সব সংস্করণ মিলিয়ে আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের সংখ্যা আঠার। প্রবন্ধ ধরে ধরে নয়, কয়েকটি প্রসঙ্গ সূত্রেই আমরা বারংবার প্রবন্ধগুলির কাছে যাব এবং

প্রাসঙ্গিকতা ও পুনর্পাঠের যৌক্তিকতা নির্ণয় করব।

বইটি পড়তে গেলে পাঠক লক্ষ্য করবেন সাহিত্যের একটি ফর্ম আকারে ইউরোপীয় উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং পৃথকভাবে কিছু উপন্যাস রচনার প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিঘাত এখানে দেখানো হয়েছে। ফক্স শুধু উপন্যাসের উদ্ভব (রাবলে এবং সেরভেন্তেস) এবং ফিল্ডিং ও রিচার্ডসনের রচনা মারফৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর উত্থান ও বিকাশ নিয়ে অনুসন্ধান চালান নি, এই উপন্যাসের •মহান পূর্বসূরী হিসেবে চসার এবং ম্যালরির প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। আলোচনাসূত্রে তিনি ধ্রুপদী বাস্তববাদী ও প্রাকৃতবাদী (naturalist) ঐতিহ্যের পার্থক্য নিরূপণ করেন। তাছাড়া ব্রণ্টিদ্বয়, গোঁকুর বালজাক, গলসওয়ার্দি, আলডুয়াস হাক্সলি, ওয়েলস, ডি. এইচ. লরেন্স, গোর্কি প্রভৃতির রচনার তাৎপর্য এবং নিহিত রসাবেদনের হিসাব নিকাশ করেছেন। আধুনিক বিপ্লবী উপন্যাসের আলোচনায় (মালরো, শলোকভ) ফক্স রাজনীতি ও সাহিত্যের সম্মিলনে মার্ক্স এঙ্গেলস এর বক্তব্য বিষয়ে তাঁর অধ্যয়নের পরিচয় দেন শুধু নয়, নিজ জীবনের বিপ্লবী পরিচয়ও রাখেন। লেখক এবং কম্যুনিস্ট হিসেবে তাঁর গভীর সাহিত্য ও রাজনীতিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে সবচেয়ে কম যান্ত্রিক তত্ত্বব্যবহারী এবং সবচেয়ে বেশী তরতাজা মার্ক্সীয় আলোচক রূপে তুলে ধরে।

মার্ক্সীয় সাহিত্য সমালোচনায় যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলি উত্থাপিত হয় তার কয়েকটি হল—সমাজ অর্থনীতি রাজনীতির চলিষ্ণু পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার, লেখকের শ্রেণী অবস্থান নির্ণয়, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাতে ঐতিহাসিক অনিবার্যতার অভিঘাত—তার সমগ্রতা ও ভিন্নতা, বিষয় ও প্রকরণের সাযুজ্যে বার হয়ে আসা সমগ্রতা, বিভিন্ন শ্রেণীগুলির সংঘাতময় সম্পর্কের ওঠানামার পরিচয় দানের মাধ্যমে বাস্তবতার বিচার, তত্ত্ব ও কর্মের সম্পর্ক, শিল্পের সঙ্গে শিল্পভোক্তার সম্পর্ক নির্ণয় ইত্যাদি। আরও অনেক বিভাগ, উপবিভাগ, তস্যবিভাগ, নূতন, নূতনতর পরিভাষা আর রেখাচিত্র সহযোগে মার্ক্সীয় সাহিত্য বিচার চলতে পারে ও চলছে। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সীমিত তাই এ সবে আমরা অনাগ্রহী। তাই পূর্বোক্ত কয়েকটি দিক থেকে র‍্যালফ ফক্সের উপন্যাস সংক্রান্ত বইটির আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হতে পারি।

সাহিত্য ও অর্থনীতি

মার্ক্স বলেছিলেন শিল্প হল সামাজিক সচেতনারই ফর্ম। একথা থেকে

বোঝা যায় সমাজ চেতনার কথা বাদ দিয়ে শিল্প সংস্কৃতিকে দেখানোর ঐতিহ্যের তিনি বিরোধিতাই করেন। মার্ক্সই প্রথম স্পষ্ট করে বললেন সভ্যতার অগ্রগতি, সংস্কৃতির বিকাশ, চিন্তার পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সব কিছুই উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের ওপর নির্ভরশীল। এই বক্তব্যের পরের ধাপ বোধকরি এই কথাটি যে 'মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে—যা তিনি বলেছিলেন 'এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি' গ্রন্থের বিখ্যাত ভূমিকায়। মার্ক্স এর এই বক্তব্যটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিচারের একটি মৌলিক সূত্র হিসেবে অসংখ্য ক্ষেত্রে এমনকি অমার্ক্সবাদীদের আলোচনাতেও পরোক্ষতঃ ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্ত্তীকালে প্লেখানভ তাঁর 'আর্ট অ্যান্ড সোসাল লাইফ' গ্রন্থে বলেন উৎপাদন পদ্ধতি, ব্যবহারিক উপকরণ, কলাকৌশল ও উৎপাদনের সম্পর্কগুলি নিয়ন্ত্রিত করে সামাজিক মানুষের জীবনকে এবং এর থেকেই গড়ে ওঠে তার মানসিক গড়ন। র‍্যালফ ফক্স তাঁর আলোচনায় মার্ক্সের এই কথাটি ব্যবহার করেছেন নিয়ামক হিসেবে। N P-র একটি প্রবন্ধে সরাসরি এই উদ্ধৃতিটিই ব্যবহৃত হয় (মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য) শুধু তাই নয় বেশ কয়েকজন লেখক সম্পর্কে মতামত নির্মাণের ক্ষেত্রে এই চিন্তনের প্রতিফলন আমাদের চোখে না পড়ে পারে না। মার্ক্স যে নিয়ন্ত্রণক্ষম সামাজিক অস্তিত্বের কথা বলেন তার চালিকাশক্তি হল অর্থনীতি। মার্ক্স তাঁর বিভিন্ন রচনায়, বলা যেতে পারে, তাঁর প্রায় অধিকাংশ রচনায়, এই চালিকাশক্তি অর্থনীতির কথা বলেছেন। যে বছর পূর্বোক্ত পলিটিক্যাল ইকনমি বিষয়ক বইটি লিখিত হয় সেই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দেই তিনি ফার্দিনান্দ লাসালের লেখা একটি নাটকের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সংস্কৃতির ওপর অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্যকে ব্যবহার করেন যা আমরা প্লেখানভ এবং লেনিনের সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনার মধ্যেও লক্ষ্য করি। ফক্সের সতীর্থ কডওয়েলও বলেন শিল্পসাহিত্য অর্থ-নীতিরই অঙ্গ, শুধু উৎপাদনের ফল বা উৎস নয়। ফক্সের N P-তে কি এই বক্তব্য আমরা নানাস্থানে লক্ষ্য করি না? কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'মার্ক্সবাদ এবং সাহিত্য' প্রবন্ধের ১৪ নং অনুচ্ছেদের শুরুতেই তিনি বলেন—"অতএব এর থেকে একটা জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে। তা হল মার্ক্সবাদ স্বীকার করে যে কোন ধরনের পরিবর্তনে অর্থনৈতিক কারণ হচ্ছে চূড়ান্ত এবং নিষ্পত্তিমূলক হেতু।" 'সত্য এবং বাস্তব' প্রবন্ধে ফক্স দেখান কিভাবে "গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাস্তব জগৎ শিল্পীর ওপর এমন কিছু মানদণ্ড জীবন-

ধারা ইত্যাদি সজোরে চাপিয়ে দিচ্ছে বা আরোপ করছে"। 'দি প্রমেথিয়ানস' প্রবন্ধে বালজাক প্রসঙ্গ আলোচনাকালে দেখান কিভাবে ১৮৪৮র বিপ্লবকালীন অবস্থা বালজাকের সাহিত্যিক চেতনাকে করেছে নিয়ন্ত্রণ, মানুষের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে করেছে বিবর্তিত।

রেমঁ আরোঁ, ওয়াল্ট রস্টো, ড্যানিয়েল বেল প্রভৃতি সমাজ ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা মার্ক্সীয় বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটেছে এককভাবে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নয়। পপার, মার্লো পোন্তি, মারু প্রভৃতিরা মার্ক্স এঙ্গেলস বর্ণিত বস্তুবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যার তীব্র বিরোধিতা করেন। আবার এদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন মরিস কর্ণফোর্থ। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা অনুযায়ী ব্যাখ্যাই অধিকাংশ বস্তুবাদী চিন্তাবিদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এবার আসা যাক কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর সম্পর্ক বিষয়ে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস একথা বলেন যে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো (বেস) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং আকার এবং সামাজিক চেতনাকে (সুপার স্ট্রাকচার) প্রভাবিত করে। এ ধারণা প্রথম ব্যক্ত হয় 'দি জার্মান ইডিয়লজি' গ্রন্থে। উপরিকাঠামো স্বয়ংক্রিয় নয়, স্বয়ম্ভু নয়, একথা আছে মার্ক্সের লেখায়। ফক্স এই কাঠামো উপরিকাঠামো সম্পর্কের দিকটি তাঁর লেখায় সমর্থন করেন নানা ক্ষেত্রে। তবে এই সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। মার্ক্স এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, বস্তুগত উৎপাদন শৈল্পিক উৎপাদন এবং আইনি সম্পর্কের সঙ্গে সমভাবে বিকশিত নয়। গ্রুন্ডরিসের ভূমিকায় বলেন—কোনো কোনো সময় শিল্পের বিকাশ সমাজের সাধারণ উন্নয়নের সঙ্গে আনুপাতিক নয়। আলথুসের এবং অন্য স্ট্রাকচারালিস্টরা নির্ধারণ (determination) এবং কর্তৃত্ব (dominance) এর পার্থক্য প্রসঙ্গে বেস্—সুপারস্ট্রাকচার এর ব্যাখ্যা করেন, বলেন শেষ পর্যন্ত অর্থনীতি সর্বদাই নির্ধারক, কিন্তু সর্বদা তা প্রধান ভূমিকা নেয় না। অর্থনীতি দুটি উপরিসৌধ স্তরের কোন একটা স্তর কিছুকাল প্রাধান্য বিস্তার করবে তা ঠিক করে দেয়। হার্বার্ট মার্কুস বলতে চান, তার নান্দনিক অবয়বের কারণে শিল্প স্বয়ংশাসিত। তবে এ নিয়ে কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা করেছিলেন গ্রামচি। তিনি বলেন উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উপরিসৌধের যথেষ্ট স্বাধীন ভূমিকা আছে। উপরিকাঠামো নিজেই একটি কার্যকর ও সক্রিয় বাস্তবতা। তিনি বলেন পশ্চিমের দেশগুলোতে উপরিকাঠামোর বিষয়-গুলি যথা জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠানসমূহ এত বিকশিত হয়েছে যে তা সব সময় অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখে নি। ফলে শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রাম মারফৎ এগুলির পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। পশ্চিমের দেশে সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিকতা (Institutionalisation) এত সুবদ্ধ যে অর্থনীতিতে কোনো তাৎক্ষণিক বিপর্যয় তা সহ্য করে নিতে পারে। তবে তিনি এও বলেন এক বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে কোন সামাজিক শক্তি কি কিভাবে কাজ করছে তা বোঝার জন্য কাঠামো আর উপরিকাঠামোর মধ্যকার সম্পর্কটি নিখুঁত ভাবে জানা চাই। ফক্স এ বিষয়টি নিয়ে এত বেশী ভাববার সুযোগ পান নি। তবে উপরিকাঠামো নিয়ন্ত্রণে কাঠামোর ভূমিকা যেমন মেনেছেন, তেমনি শিল্প সাহিত্যে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব প্রয়োগের যান্ত্রিকতা বিষয়ে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত 'অ্যাসপেক্টস অফ ডায়ালেকটিকাল মেটেরিয়ালিজম' সংকলনে ধৃত ফক্স লিখিত 'দি রিলেশন অফ লিটারেচার টু ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম' প্রবন্ধে এর পরিচয় আছে। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলিতেও এর প্রয়োগ সতর্কতার কথা বলেছেন N P-র নতুন সংস্করণের সম্পাদক জেরেমি হথর্ন।

সাহিত্য ও রাজনীতি

র‍্যালফ ফক্স প্রসঙ্গে জন গ্রস বলেছেন তিনি ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির সাহিত্যতাত্ত্বিক, পোমেরান্তসেবা বলেছেন ফক্স ছিলেন এক বিশিষ্ট সমালোচক এবং সাহিত্যতাত্ত্বিক, তাঁকে বলা হয়েছে অস্ত্রে সজ্জিত লেখক।[১] একজন স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন তাঁর কালের মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় তিনি অনেক আগে থেকেই মার্ক্সিস্ট, তাঁদের তুলনায় মার্ক্সীয় তত্ত্বে আরও বেশী মাত্রায় পরিশীলিত ও উন্নত। এসব মন্তব্যের সূত্রেই আমাদের ইচ্ছে করবে মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার পূর্বাপর ইতিবৃত্তের মধ্যে ফক্সের রচনাগুলিকে স্থাপন করে বিচার করতে। মার্কসবাদী সাহিত্য বিচারের গোড়ার একটি শর্তই হল সাহিত্য ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের কথাটা সদা স্মরণে রাখা। কারণ অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সুবিপুল উপরিকাঠামোটিও কম বেশি রূপান্তরিত হতে থাকে। মাও সে তুঙ বলেছিলেন —শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে অথবা রাজনীতির স্বার্থে সম্পর্কহীন অথবা স্বাধীন শিল্প বলেও কিছু নেই। ফক্স গোর্কি প্রসঙ্গে বলেছেন, "রাজনীতির এই প্রশ্নকে গোর্কির নামের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।" (NP—লিটারেচার অ্যান্ড

পলিটিক্‌স)। আমরাও বলতে ইচ্ছে করি রাজনীতির প্রশ্নকে ফক্সের নামের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না কিছুতেই। গোর্কী প্রসঙ্গে যে সব সমালোচকরা বলেন রাজনীতিই গোর্কির সর্বনাশ করেছে, ফক্স তাদের সমালোচনা করেন। তখন কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে একথা হঠাৎ বলা হয়নি, এর একটি অনিবার্য পরিপ্রেক্ষিত আছে। ৩য় দশকের প্রারম্ভ থেকেই ইংল্যাণ্ডে স্থায়ী মন্দা ক্রমবর্ধমান বেকারী, পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস, স্পেনে বিপ্লব, মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী অভিযান, লণ্ডনে ক্ষুধার্ত জনতার বিক্ষোভ মিছিল, হাইড পার্কে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ পোলাণ্ডে রায়ট, বার্সেলোনায় অ্যানার্কিস্টদের অভ্যুত্থান হিটলারের চ্যান্সেলার পদ অধিকার, রাইখস্ট্যাগ দহন, ইহুদী ও বামপন্থী নিধন প্রভৃতি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটের উপর্যুপরি ধাক্কায় ইংল্যাণ্ডে এক দুর্দমনীয় বামপন্থী হাওয়া বইতে শুরু করে। এই আবহে সাহিত্যিকরা হয়ে উঠতে চাইলেন কর্মী। জন লেহ্‌ম্যানের 'নিউ সিগনেচারস্‌' প্রকাশ, প্রমেথিয়ান সোসাইটি স্থাপন, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী পত্রিকা প্রকাশ, দি অক্‌সফোর্ড আউটলুক বা কেমব্রিজ লেফট পত্রিকা প্রকাশ, অক্‌সফোর্ডে অক্টোবর ক্লাব প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মারফৎ এই নবোদ্গত বামপন্থী হওয়ার পরিচয় মিলবে।

১৯৩৩-এ প্রকাশিত মাইকেল রবার্টস্‌ সম্পাদিত 'নিউকাণ্ট্রি' সংকলনে ডে লিউয়িস-এর 'লেটার টু এ ইয়ং রেভলিউশনারী' এবং স্পেণ্ডার-এর 'পোয়েট্রি অ্যাণ্ড রেভলিউশন' নামক প্রবন্ধ দুটি এবং নিউষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে ফক্সের সহযোদ্ধা এবং স্পেনের রণাঙ্গনে নিহত জুলিয়ান বেল-এর একটি চিঠিতে সাম্প্রতিক জীবনাচরণে রাজনীতির দুর্নিবার অভিঘাতের কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিটলারের ন্যাশনাল সোসালিজমের অপরাধ যজ্ঞ বৃটিশ বুদ্ধিজীবীদের করে তোলে আরও রাজনীতিমুখী। ১৯৩৪-এ আন্তর্জাতিক লেখক সঙ্ঘের বৃটিশ শাখা স্থাপন, 'ভিউপয়েণ্ট' নামে বিপ্লবী শিল্প সমালোচনার পত্রিকা প্রকাশ, এ বছরই প্রকাশিত 'লেফট রিভিউ' ও ডেলি ওয়ার্কার পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে আন্তর্জাতিক লেখক সঙ্ঘের মতামতের মুদ্রণ সংস্কৃতি ও রাজনীতির নৈকট্যের মাত্রাকে বর্দ্ধিত করে। মনে রাখতে হবে, ফক্সের অনেক লেখাই কিন্তু এ সময় প্রকাশিত হয়েছিল এই সব পত্রিকায়।

১৯৩১ সালেই ঝাদনভ জানালেন শ্রেণী সংঘাতের এই যুগে সাহিত্য মাত্রই শ্রেণীর সাহিত্য, যে কোনো রচনারই অন্তরালে বহমান এক রাজনৈতিকতা যা আসলে শ্রেণী রাজনৈতিকতা। ডে লিউয়িস, মাইকেল রবার্টস্‌, স্পেণ্ডার সবাই একথা ব্যক্ত করতে লাগলেন যে 'রাজনীতির পৃথিবীকে সংস্কৃতি সেবীদের

ভুলে থাকা আর সম্ভব নয়। ফক্সের মত লেখক ও কর্মীও তাই একথা ভুলে থাকতে চাননি। বরং আরও বেশী মাত্রায় জড়িয়ে পড়েন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, চেতনাকে করে তোলেন ক্রমশঃ পরিশীলিত। জে. ক্রোদার আমাদের জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীনই তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন সামাজিক কর্মকাণ্ডে, আগ্রহ বাড়ে রুশ বিপ্লব ও তৎপরবর্তী কার্যকলাপে। এই আগ্রহ বশতঃই সোবিয়েত ইউনিয়নে দুর্ভিক্ষ নিবারণে একটি ত্রাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি রাশিয়ায় যান, (যে অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে তাঁর লেখা 'পিপল অফ দি স্টেপস্' নামের বইতে) ১৯২৬ সালেই তিনি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন, ১৯৩০ সালে পুনরায় রাশিয়ায় যান, এবং মস্কোর মার্কস এঙ্গেলস লেনিন ইনস্টিটিউট-এ মার্কসীয় শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩২ সালে দেশে ফেরার পর তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটিতে নির্বাচিত হন, তখন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি নিজ জীবনকে চালিত করেন রাজনৈতিক সক্রিয়তায়। হ্যারী পলিট যে লিখেছেন, পার্টি কার্ড নেবার মুহূর্ত থেকেই তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত হয়েছিল কম্যুনিজমের স্বার্থে, দেখা যাচ্ছে কথাটায় অতিশয়োক্তি নেই একেবারেই। এই বামপন্থী হাওয়াটা কিন্তু অবামপন্থীরাও অনুভব করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভার্জিনিয়া উলফ্ ১৯৪০ সালে তাঁর 'দি লীনিং টাওয়ার, প্রবন্ধে লেখেন —১৯৩০ সাল নাগাদ ইংল্যাণ্ডে অনুভূতি ও কল্পনাপ্রবণ তরুণদের রাজনীতি আগ্রহী না হওয়াটাই ছিল অসম্ভব। রাশিয়া, জার্মানী, ইটালি, স্পেনের সংকটের সামনাসামনি হয়ে নান্দনিক অনুভব আর ব্যক্তিক সম্পর্কের টানাপোড়েন-এ মার্কস এর রচনা পাঠ হয়ে উঠেছিল আবশ্যিক। জর্জ অরওয়েল-ও ১৯৪০-এ লেখা 'ইনসাইড দি হোয়েল' প্রবন্ধে একই কথা বলেন। সে সময়ের মার্কসিস্ট সমালোচক ফিলিপ হেণ্ডারসন বলেছিলেন যে, মানুষ যে আদতে এক সামাজিক মানুষ, আজকের উপন্যাস সেই চেতনাই পারে জাগিয়ে দিতে। এর থেকে মহত্তর কর্তব্য হতে পারে না। ফক্সের দুটি উপন্যাস কিন্তু এই চেতনারই ফসল। তাঁর উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধেও এই রাজনীতি সচেতনতা, এই প্রত্যয় সহজদৃষ্ট। গোর্কি বিষয়ক প্রবন্ধটির নাম-ও তো 'সাহিত্য এবং রাজনীতি'। এই প্রবন্ধ ছাড়াও বারবুস বিষয়ক প্রবন্ধে এবং ডিমিত্রভ বিষয়ক রচনায় এই প্রত্যয়ের স্পন্দন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। অন্য সাহিত্য বিষয়ক রচনাতেও তা দুর্লক্ষ্য নয়।

মাও সে তুঙ তাঁর ইয়েনান বক্তৃতায় যে বলেছিলেন "মতাদর্শগত ও শিল্পের

ক্ষেত্রের বিপ্লবী সংগ্রাম উভয়কেই রাজনৈতিক সংগ্রামের অধীন হতেই হবে কারণ রাজনীতির মাধ্যমেই শ্রেণী ও জনগণের দাবী কেন্দ্রীভূত আকারে প্রবেশ করে", তা ফক্সের বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসের দ্বারা আর একবার প্রতিষ্ঠিত হল। আজ আমরা ইতিহাস মারফৎ জানতে পারি জীবনাচরণে শ্রমজীবীসান্নিধ্য, শ্রেণী সংঘাতে সক্রিয়তা অধিকাংশ ইংরাজ বুদ্ধিজীবীদের জীবনে আসেনি। সে কারণে এক ধরনের রোমান্টিকতা, বই টই পড়া—বড়ো জোর চাঁদা দেওয়া, চাঁদা তোলা, কাগজ বিক্রি করা কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে বিপ্লবী জীবন-যাপনের কথা ভেবেছেন বহু বুদ্ধিজীবী। ফলে দুঃখজনক পশ্চাদপসরণের নানা ঘটনার কথা আমাদের জানতে হয়। এই সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা কাটানোর জন্য প্রাণপণ সচেষ্ট ছিলেন ফক্স। মার্কসীয় রাজনীতির মত মার্কসীয় সাহিত্য তত্ত্বের অনেক কথার গোড়ার কথাটা হল সাহিত্য শুধু সমাজকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই করবে না, তা সমাজ পরিবর্তনের অনিবার্যতার কথাটা ভুলতে দেবে না। ফক্সের লেখায় সে প্রবণতা সহজেই চোখে পড়ে যায়।

এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের জেনারেল ম্যানেজারের ছেলে ছিলেন ফক্স। পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছেন সম্ভ্রান্ত বিদ্যালয় থেকে শেষতঃ অক্সফোর্ড পর্যন্ত। তৎকালীন ব্রিটেনে ছিল দুটি নেশন, ডিসরেলি যেমন বলেছিলেন, ধনী ও দরিদ্র নেশন। এই দুটি নেশনের মধ্যে ছিলো অবস্থানগত দূরত্ব। এই দূরত্ব কাটানোর অভীপ্সা পরিপার্শ্বের চাপে নিশ্চয়ই জেগেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভূত সংস্কৃতি জীবীদের মধ্যে। তথাকথিত আভিজাত্য এবং মর্যাদার অবস্থান ত্যাগ করে শ্রমজীবীদের মধ্যে যাওয়ার জটিল পরিক্রমার কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন অনেক ঐতিহাসিক। লেনিন বলেছিলেন এই শ্রেণী চ্যুতির তিনটি প্রাথমিক শর্ত—ক্ষিধের জ্বালা নিয়েই কাজ চালাও, কাজ, সর্বহারার কাজ করো আইনকে কলা দেখিয়ে আর সে কাজে যেন আত্মবিজ্ঞাপন কখনো না থাকে। অনেকেই তা করতে পারেননি, সেটা স্বাভাবিক। ফক্সও অনুমান করা যায়, এ ব্যাপারে সীমিত সাফল্যের অধিকারী। তবে রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চার পারস্পরিকতার অনিবার্য গুরুত্বকে ফক্স তাঁর জীবন দিয়ে বুঝিয়ে গিয়েছেন।

সাহিত্য ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নে শ্রেণী চেতনার প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখক এবং পাঠক উভয়ের ক্ষেত্রেই তাদের অর্থনীতিগত অবস্থান, তত্ত্ব ও কর্মলব্ধ প্রতীতি তাদের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তোলে। সাহিত্য রচনা এবং সাহিত্য আস্বাদন এই উভয়ক্ষেত্রেই তাই শ্রেণী

চেতনা নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। মার্ক্স বলেছিলেন, মানবতা কোনো বিমূর্ত ব্যাপার নয়। লেনিনও সাহিত্য শিল্পবিচারে শ্রেণী চেতনায় গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে রচিত সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির খসড়া কর্মসূচীর ব্যাখ্যায় তিনি ঘোষণা করেন বিজ্ঞান সংস্কৃতি ও শিল্পের যাবতীয় উত্তরাধিকার শ্রমজীবী জনগণের। তিনি মনে করতেন সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং বুর্জোয়া লেজুড়বৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম একই সংগ্রামের দুটি দিক, ঠিক যে কথাটি ইয়েনান বক্তৃতায় পরবর্তীকালে মাও বলেন। ১৯২০ সালের ২রা অক্টোবর যুবলীগের ৩য় কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে গোটা মানবজাতির বিকাশধারায় গড়ে ওঠা সংস্কৃতির সঠিক চরিত্র নিরূপণের এবং প্রলেতারীয় সংস্কৃতি নির্মাণের প্রসঙ্গে লেনিন বলেন, শ্রেণী সচেতনতা ছাড়া যে পথে যাত্রা পদে পদে বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। লুনাচারস্কিও বলেন—লেখক নিজে যে শ্রেণীর অন্তর্গত, সেই শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব কোনো না কোনো ভাবে সাহিত্যে সর্বদাই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। মাও সে তুঙের পূর্বোক্ত লেখায় স্পষ্টতর ভাবেই বলা হয়েছে,শ্রেণী সমাজে মানব প্রকৃতি শুধুমাত্র শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্নই হতে পারে, শ্রেণীর ঊর্ধ্বে মানব প্রকৃতি বলে কিছু থাকতে পারে না। প্লেখানভের শিল্প ও সমাজ জীবন-এও বলা হয় শিল্পী প্রতিফলিত করেন তাঁর শ্রেণী ও সময়কে। র‍্যালফ ফক্স ৩য় দশকের ইংল্যান্ডে জীবনাদর্শ থেকে অর্জন করেছিলেন এই শ্রেণীচেতনা যা তিনি ব্যবহার করেছেন N P-র অন্তর্গত গোর্কি' বারবুস, ওয়েলশ ফিল্ডিং থেকে লরেন্সের সাহিত্য বিচারে। এমন কিছু উদ্ধৃতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তুলে ধরা যাক ঃ—(ক) গলসওয়ার্দির রচনার সার্বিক মূল্যায়ন করে বলেন তাঁর অধিকাংশ লেখাই হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃশ্য, বিশ্বস্ত পর্যবেক্ষক হিসেবে এ শ্রেণীর মূর্খতা নিষ্ঠুরতা লাম্পট্য ও অর্থগৃধ্নুতাকে গলসওয়ার্দি তুলে ধরেন। (সোয়ান সঙ) (খ) ওয়েলশ, মিডল টন মারী এবং লরেন্স প্রসঙ্গে ফক্স তিনজনেরই শ্রমিক শ্রেণীর পরিবার থেকে উঠে আসার কথা বলেন, যাঁরা তিনজনই নিজশ্রেণীত্যাগ করেছেন। এভাবে দেখাটা লুনাচারস্কির বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়। (সাহিত্য ও রাজনীতি) (গ) 'সচেতনভাবেই হোক বা অচেতনভাবেই হোক, এই রাজনৈতিক সংঘাতে প্রত্যেকটি লেখক তাঁর নিজের একটি অবস্থান বেছে নেন, এবং সেই অবস্থান থেকেই তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেন' (সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ) ফক্স এর এই সব মন্তব্য কিন্তু মার্ক্স এঙ্গেলস লেনিন মাও এর বক্তব্যের সঠিক অনুসারী একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। (ঘ) জীবনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে ফক্স মন্তব্য করেন—"আমাদের

জীবন শুধু আমাদের ঐতিহ্য, পৈতৃক-সূত্রের ওপর দাঁড়িয়ে নেই, তা দাঁড়িয়ে আছে শ্রেণী সংগ্রামের ওপরেও।" (সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার) পরবর্তীকালে অনেক মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক এই ধাঁচেই কথা বলেছেন। ফক্সের সমকালেই লুকাচ তাঁর সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় শ্রেণীসংগ্রামের উৎপাদন এবং অস্ত্র হিসেবে সাহিত্যকে তুলে ধরেন। আর্নস্ট ফিশার তাঁর 'দি নেসেসিটি অফ আর্ট' গ্রন্থে যখন বলেন শিল্পীকে একটা পক্ষ নিতেই হয়, হয় তা প্রগতিপক্ষ অথবা প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষ তখন আমরা ফক্সের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির (গ) প্রতিধ্বনি শুনি। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ আঁরি লেফেব্যর লেখেন—"ইতিহাস দেখায় শ্রেণীগুলির হাতে বিস্তৃত ধ্যানধারণাগুলির ভাঙাগড়া চলছে…ইতিহাসের অন্তরালে বহমান শ্রেণীগত ধ্যান ধারণাগুলি বাস্তবতার অবয়বকে মুখোশে ঢেকে রাখে।"[৪] আজকের কোনো কোনো মার্ক্স এঙ্গেলস উদ্ধৃতি সম্বলিত সংস্কৃতি আলোচনায় সাহিত্য বিচারে শ্রেণীসচেতনাকে সদাজাগ্রত রাখার ব্যাপারটা উপেক্ষিত, কিন্তু সেটা বোধহয় গৌণ প্রবাহ। ফক্স পূর্বোক্ত মুখ্য প্রবাহের সার্থক এক অনুসারী।

বাস্তবতা

এবার আমরা শিল্পসাহিত্যের বাস্তবতা নির্ণয়ের কথায় যাই। যে কোনও মার্ক্সীয় সাহিত্য সমালোচনায় বাস্তবতায় অভিঘাতের প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবেই চলে আসে। কারণ, বোধকরি মার্ক্সবাদী দর্শনতত্ত্ব বস্তুবাদী দর্শনতত্ত্ব। 'বাস্তব' কথাটি দর্শনশাস্ত্রসম্ভূত। এর সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত যদিও কেউ কেউ সে চেষ্টা করেছেন। শিল্প সাহিত্যে বাস্তবতার প্রসঙ্গ এ শতাব্দীর সমালোচনা সাহিত্যে প্রায়শঃ দেখা যায়। ডেমিয়ান গ্র্যাণ্ট তাঁর 'রিয়ালিজম' নামক ছোট্ট বইটিতে ছাব্বিশ প্রকার বাস্তবতার একটি তালিকা দিয়েছেন—আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যের জটিলতা এবং এই শব্দটির প্রয়োগ বৈচিত্র্যের দিকেই এই তালিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাহোক, দীর্ঘকাল বাস্তবতা বলতে শিল্পসাহিত্য বাহ্যবস্তু বা ঘটনার অনুকরণ বোঝাত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বেলিনস্কি বলেন সাহিত্য বাস্তব জগতের প্রতিফলন ঠিকই, তবে সে জগৎ নবসৃজিত, সে জগৎ নির্মাণে শিল্পীর কল্পনার একটি সক্রিয় ভূমিকা অবশ্যই আছে এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পার্থক্য বস্তু জগৎ সম্পর্কে ভাবনায় নয়, পার্থক্য রূপায়ণের প্রকরণ বিষয়ে। মার্কস এবং এঙ্গেলস বালজাক, জোলা, গয়টে, শিলার প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সূত্রে

সাহিত্যে বাস্তবতার ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য করে যান। মার্গারেট হার্কনেস এবং ফার্দিনান্দ লাসালের কাছে লেখা মার্কস ও এঙ্গেলসের চিঠি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেসব চিঠিতে বর্ণনার যথার্থ্যরক্ষা, বর্ণনীয়ের প্রতি লেখকের ঐতিহাসিকশোভন দৃষ্টির ব্যবহার এবং প্রতিভূ স্থানীয় চরিত্র যথার্থ-ভাবে সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরে ফ্রাঞ্জ মেরিং এবং প্লেখানভ এবং তারপর লেনিন বিশেষতঃ তাঁর টলস্টয় বিষয়ক প্রবন্ধ দুটিতে এবং গোর্কির সঙ্গে পত্র বিনিময়ে বাস্তবতার স্বরূপ নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন।

র‍্যালফ ফক্স যাত্রা শুরু করেছিলেন এই উত্তরাধিকার নিয়েই। তাঁর NP-র সব কটি প্রবন্ধেই শিল্পক্ষেত্রে বাস্তবতা সম্পর্কিত মার্কসীয় সূত্রগুলি প্রযুক্ত হয়েছে সাধারণভাবে এবং লেখকদের রচনাবিশেষের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ-ভাবে। প্রবন্ধের শীর্ষ নামগুলি থেকেও (যথা, সত্য এবং বাস্তব. উপন্যাস ও বাস্তব, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ইত্যাদি) তা বোঝা যায়।

ফক্স আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে ঔপন্যাসিকের কর্তব্য হল, জীবনের বাস্তব, ঐতিহাসিক চিত্র তুলে ধরা।' (সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ) উপন্যাসের উদ্ভব প্রসঙ্গে ফক্সের মূল্যায়ন হল এই প্রকার যে, 'ধনতন্ত্র বাস্তববাদকে সৃষ্টি করেছিল তার সর্বোৎকৃষ্ট আঙ্গিকের পর্যায়ে।' (উপন্যাস ও বাস্তব) এ কথাই তো সবিস্তারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পরবর্তী পর্যায়ে লুকাচ, আর্নল্ড কেটল, ইয়ান ওয়াট প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাবন্ধিকরা। গোর্কি বলেছিলেন—'মহৎ শিল্পীদের রচনায় বাস্তবতা ও রোমাণ্টিকতা বিমিশ্রিত হয়ে থাকে। তবুও এদুয়ের মধ্যে থেকে যায় শিল্পীর জীবনাচরণ এবং জীবন সম্পর্কিত বীক্ষার কারণে দ্বান্দ্বিক এক সম্পর্ক, সে কথা মার্কসীয় সমালোচনায় এসেছে স্বাভাবিক টানে। ভিক্টোরিয়ান উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডিকেন্স প্রসঙ্গে এইভাবেই ফক্স বলেন যে ডিকেন্স 'বাস্তবকে ভাবপ্রবণতার রসে জারিত করে-ছিলেন।' এই সূত্রেই বলে নেন, 'ফ্রান্সে বাস্তববাদ ও রোমাণ্টিসিজমের দ্বন্দ্ব ভিন্ন উপায়ে সমাধা হয়েছিল' যদিও শেষ অবধি তা ফলপ্রসূ হয়নি। ফক্সের সময়কালেই লুকাচ তাঁর বাস্তবতা সংক্রান্ত রচনাগুলি লিখে চলেছেন। যদিও তাঁর বাস্তবতা বিষয়ক ধারণার ও বদল ঘটেছে সময়ে সময়ে। খুব সম্ভবতঃ ফক্স সেগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। কিন্তু তাঁর NP-র মধ্যে বাস্তবতা সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বা ধারণা আছে তার মধ্যে বহু বিস্তার নেই, অনেক জটিল সমস্যার স্পর্শ নেই, অনেক গ্রন্থিমোচন নেই, কিন্তু তবুও কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

১৯৩৪ সালে লেখা 'আর্ট অ্যাণ্ড অবজেকটিভ ট্রুথ' প্রবন্ধে লুকাচ বলেন —"বহিঃ পৃথিবী সম্পর্কে প্রতিটি বোঝাপড়া ও ধারণা আমাদের চেতনা বহির্ভূত স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট বাস্তবতার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়।" এই জ্ঞানতত্ত্ব লুকাচ সংগ্রহ করেছিলেন লেনিনের জ্ঞানতত্ত্ব থেকে। জনৈক সমালোচক বলেন, প্রতিফলন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই লুকাচ বাস্তবতার সংজ্ঞা স্থির করেন—আনেন বাস্তবতার মধ্যে সমগ্রতার স্বীকৃতি দ্বৈতের বিন্যাস এবং দ্বৈতের অবলুপ্তি।[৫] 'স্টাডিজ ইন ইউরোপিয়ান রিয়ালিজম'-এর ভূমিকাতেই লুকাচ বিশদ করে বলে নেন—বাস্তব সাহিত্যের কেন্দ্রীয় শর্ত হল এক অদ্ভুত সংশ্লেষ যাতে চরিত্র ও পরিবেশের সাধারণ ও বিশেষ-এর সাংগঠনিক ঐক্য রচিত হয়। পরের অনুচ্ছেদেই তিনি বলেন—যথার্থ মহান বাস্তবতা মানুষ ও সমাজকে বর্ণনা করে এক অস্তিত্বের সমগ্রতায়। ব্যক্তিক আতিত সামাজিক ঐতিহাসিক ও নৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে সমন্বিত হয়েই এই বাস্তবতার জন্ম দেয়। আর এই সমন্বয় জঙ্গম হলেই মানুষের অন্তর্জীবন তার প্রয়োজনীয় লক্ষণ ও সংঘাতগুলি সৎভাবে চিত্রিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে। বাস্তবতার যাবতীয় ইন্দ্রিয় গোচরতার সমগ্রতা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর ক'রে সত্যের গঠন হয়—লেনিনের এই কথা ফক্স উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন সত্যে পৌঁছান যায় বাস্তব কর্মকে এড়িয়ে না গিয়ে। সমগ্রতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক এই দুটি প্রসঙ্গই 'উপন্যাস ও জনগণ' বইয়ের কেন্দ্রীয় ভূমিতে রয়েছে। ফক্সের মতে বাস্তবতা সংক্রান্ত জ্ঞানের সংগ্রামে উপন্যাস হল একটি শক্তিশালী অস্ত্র। তাঁর আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসে—

(ক) স্রষ্টার বস্তু সংক্রান্ত নিবিড় অনুসন্ধানের ফসল ও রেকর্ড হল উপন্যাস

(খ) সব সাহিত্য শিল্প ফর্মের মধ্যে উপন্যাসই সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবতার সমগ্রতা ও পারস্পরিক সম্পর্ককে চিত্রণ করতে পারে। এই সমগ্রতা সাধনে ব্যর্থতার কথাও তিনি বলেন শলোকভের কম্যুনিস্ট বীরদের চিত্ররচনা প্রসঙ্গে।

কয়েকজন সার্থক বাস্তববাদী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ফক্সও বলেছেন —'সামগ্রিকতার ওপর এই রকম স্থির দৃষ্টি না থাকলে ঔপন্যাসিক ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য নিয়ে তাঁর গল্প লিখতে পারেন না।' (মার্কসবাদ ও সাহিত্য) ফক্স যখন উপন্যাসে ব্যক্তি চরিত্রের অন্তর্মুখী দ্বন্দ্ব, জ্বালা, যন্ত্রণা, তার মানসিক বিক্ষিপ্ত ঘাত প্রতিঘাত, সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তি মানুষের সংগ্রামের কথা বলেন, (উপন্যাস ও বাস্তব) তখন কিন্তু তিনি বাস্তবতার সমগ্রতার কথা স্মরণ রেখেই বলেন, যা বিশদ হয় লুকাচের লেখায়। ফক্স

যখন ফলস্টাফ, ডন ক্যুইকজোট, টম জোনস, জ্বলিয়েন সোরেল, মসিয় দ্য শারলাস প্রভৃতি চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেন তখন আমরা দেখি তিনি সমগ্রতা এবং পারস্পরিক অন্বয়ের ওপরেই জোর দিয়েছেন। এঙ্গেলস-এর পথ ধরেই মহান বাস্তবতার বিজয় দেখেছেন ফক্স এবং লুকাচ—দুজনেই বালজাক এর উপন্যাসমালায়। গোর্কী এবং বারবুস এর বাস্তবতা, সেরভেণ্টেস, ফিল্ডিং, ডিফোর বাস্তবতা বিচারে কখনো সদর্থকতা, কখনও নঞর্থকতা, কখনও অপূর্ণতা, কখনও বিভ্রান্তি নির্ণয়ে ফক্সের মন্তব্য হয়তো সংক্ষিপ্ত, হয়তো অস্ফুট। কিন্তু লুকাচের অনেক মন্তব্যের আভাস মিলে যায়। এঙ্গেলস বালজাক ও জোলার মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে দেখান রাজনৈতিকভাবে রাজতন্ত্র সমর্থক হয়েও ফ্রান্সের রাজতন্ত্রী সামন্ত শাসনের পাপ ও দুর্বলতা কোথায় তা বালজাক দেখিয়েছেন। আর এই সমাজব্যবস্থার যন্ত্রণার্ত্ত মুমূর্ষার চিত্র অংকন করেন অত্যদ্ভূত কাব্যিক প্রাণপ্রাচুর্য্যে। লুকাচের 'স্টাডিজ ইন ইউরোপীয়ান রিয়ালিজম'-এ এর বিশদ ব্যাখ্যা আছে নানা অধ্যায়ে।

NP-তে 'দি প্রমেথিয়ানস্' প্রবন্ধে লুকাচের সমকালেই কিন্তু ফক্স বালজাক সম্বন্ধে একই কথা বলেন "বালজাক নিজে ছিলেন রাজতন্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ্বাসী এবং ক্যাথলিক। তাঁর কোমেদি হিউমেঁই মানবজীবনের বিশ্ব-কোষস্বরূপ। এই রচনা তাঁর কালের এক বৈপ্লবিক চিত্র। চিত্রটি এর রচয়িতার উদ্দেশ্যের জন্য বৈপ্লবিক নয়। তৎকালীন মানুষের অন্তর্জীবন সংক্রান্ত যে সততা নিয়ে এটি লেখা, সেই সততাই একে দিয়েছে এর বৈপ্লবিক চরিত্র।" লুকাচের সদ্যোদ্ধৃত বইটির প্রথম অধ্যায়েই আছে 'দি 'পেজাণ্টস্'' উপন্যাসটি কেন্দ্র করে বালজাকের শিল্পীসত্তার স্বরূপ বিচার। এ উপন্যাসটি সম্পর্কে ফক্সও কিন্তু সমভাবনার পরিচয় রেখে গেছেন 'দি প্রমোথিয়ানস্' প্রবন্ধ মারফৎ গোঁকুর ভাইদের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ ক'রে। বালজাক প্রসঙ্গে লুকাচ যে তাঁর লেখক চরিত্রের নির্মমতার কথা বলেন ফক্সের লেখাতেও তার আভাস মেলে।

বাস্তবতার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দুটি মাত্র প্রসঙ্গের উত্থাপন করবো। প্রথমটি হল, সমালোচনামূলক বাস্তবতা বা ক্রিটিকাল রিয়ালিজম। উদাসীন ও নিরপেক্ষ না থেকে সাম্প্রতিকের চিত্রনই এই বাস্তবতায় লক্ষণীয়, যেমন ফ্লোবেয়রের লেখায়, বলেন দোমিয়ান গ্রান্ট। ব্রণ্টি ও ডিকেন্সের মত জীবন-বাস্তবতার চিত্রকর। এই লেখকরা সমাজের স্থিতাবস্থার পরিবর্তন চান না যদিও সমাজ পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। এ ধরনের বাস্তববাদীদের গোর্কি বলতে চান

ক্রিটিক্যাল রিয়ালিষ্ট। গোর্কি দেখান ক্রিটিক্যাল রিয়ালিষ্টরা বুর্জোয়া জীবন ও ঐতিহ্যের প্রচারক। তাঁর মতে ক্রিটিকাল রিয়ালিজম পর্ব দীর্ঘকাল বিস্তৃত, রুশ সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকার গ্রিবয়েদভ থেকে গোর্কির সমকালীন বুনিন পর্যন্ত। সোভিয়েত সমালোচকরা এই প্রসারিত অর্থেই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। যেমন বোরিস সুচকভ তাঁর বইতে ক্রিটিকাল রিয়ালিস্ট হিসেবে বালজাক, টলষ্টয়, ফ্লোবেয়র, ইবসেন, কিংসলে, ডিকেন্স, শার্লট ব্রণ্ট, মিসেস গ্যাসকেল, এবং হাইনরিষ মানকে গন্য করেন।[৬]

লুকাচও ষ্টাডিজ ইন ইউরোপীয়ান রিয়ালিজমে মোটামুটি এ ব্যাপারে সোভিয়েত মতানুগামী। ফ্লোবেয়রকে তিনিও বলেন ক্রিটিকাল রিয়ালিস্ট, বলেন জোলার কোনো কোনো রচনাকে, আনাতোল ফ্রাঁস, রোলাঁ, শ, ড্রেইজার, বিশেষতঃ টমাস মান এর রচনায় সে বৈশিষ্ট্য পান। ফক্স এই ক্রিটিকাল রিয়ালিজমের কথা আনেন ফ্লোবেয়র প্রসঙ্গেই। লাফর্গের ফরাসী বাস্তববাদীদের সম্পর্কে কঠোর সমালোচনার উল্লেখ করে ফ্লোবেয়রকে মহৎ বলেও তিনি মন্তব্য করেন যেহেতু ফ্লোবেয়র এর মতো লেখকরা সমাজের কোনো বিকল্প দেখতে পান নি, সেটা তাদের কৃতির দুর্বলতা এবং "ফ্লোবেয়র-এর মৃত্যুর পর সমালোচনামূলক বস্তুবাদ আর বেশীদূর এগোতে পারে নি।" (দি প্রমেথিয়ানস্)
তবে পরিভাষা প্রসঙ্গে বিস্তারের বেশী সুযোগ ছিল না ফক্সের।

এবার আসা যাক ২য় প্রসঙ্গে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা প্রসঙ্গে। NP-তে একটি প্রবন্ধই আছে এই নামের। আমাদের মনে রাখতে হবে এই শিল্প সংজ্ঞাটি তখন সদ্য উদ্ভাবিত। 'প্রাভদা' পত্রিকায় ১৯৩৬ সালের ৬ই মে সংখ্যায় লেখা হয়েছিল—'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হল সেই শৈল্পিক রীতি যার মূল শর্ত হল বাস্তবতার বৈপ্লবিক বিকাশের সৎ, ঐতিহাসিক, মূর্ত্ত চিত্রণ প্রয়াস। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হবে জনগণের মধ্যে কম্যুনিস্ট শিক্ষা প্রচার।' এই ১৯৩৪ সালের ১৭ই আগষ্ট সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে ভাষণ দেন দেন গোর্কি, ঝাদনভ প্রভৃতি। গোর্কি সমালোচনামূলক ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সুন্দর পার্থক্য তুলে ধরেন। প্রথমটিতে জীবনযুদ্ধে বিচ্ছিন্ন, সমাজ প্রগতিতে অবিশ্বাসী লেখকের হাতে জীবনার্থ খুঁজে না পাওয়া চরিত্রের চিত্রণ। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সৃজনধর্মী কর্মযজ্ঞ, পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সঙ্ঘবদ্ধ মানসিকতা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যাঁরা এ বিষয়ে আলোচনার প্রবর্তক তাঁদের অন্যতম হলেন অ্যালিক ওয়েস্ট এবং ফক্স। ফক্সের

প্রবন্ধটিতে কিন্তু সংজ্ঞাটির উৎস সংক্রান্ত তথ্য নেই, এর প্রয়োগ নিয়েও বিশদ আলোচনায় তিনি নামেন নি। তাঁর লেখাটিতে তিনি সঙ্গতভাবেই সোভিয়েত রাশিয়ার পরিপ্রেক্ষিত বিশদ না এনে যেটুকু ইংলণ্ডের শ্রেণী সচেতন বামপন্থী লেখকশিল্পীর কাছে গ্রহণীয় সেটুকু তুলে ধরেন। যেমন—একজন বিপ্লবী লেখক একজন দলীয় লেখক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তিকামী সংগ্রামী শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির সমান।" এখানে লেখকের পার্টি আনুগত্যের কথাটা যা লেনিনের পার্টি লিটারেচার সংক্রান্ত লেখাটি থেকে ঝাদনভের বক্তৃতা পর্যন্ত চলে আসছে তা স্মরণে আনে।

ফক্স বলেন লেখক সত্তাকে 'খাঁটি মার্কসবাদী', 'দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন' এবং দ্বান্দ্বিক করে তোলার কথা। এ প্রবন্ধে তিনি অবশ্য বলেন 'খুব সামান্য দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সোভিয়েত উপন্যাস বা পাশ্চাত্য বিপ্লবী ঔপন্যাসিকদের কেউই পুরোপুরি এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারেননি।' রুশীয় গৃহযুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক শিল্পস্থাপনা, কৃষকজীবনে বিপ্লব, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ফ্যাসীবাদের হাত থেকে শ্রমজীবী মানুষদের বাঁচার সংগ্রামের উল্লেখ করে ফক্স মন্তব্য করেন যে, 'এই ঘটনাগুলি নিজেরাই এত বৈচিত্র্যপূর্ণ এত বীরোচিত, এত স্মরণীয় যে লেখকদের ধারণা হয়েছিল নিছক এই ঘটনাগুলির বর্ণনাই এক অভূতপূর্ব প্রভাব সৃষ্টি করবে। প্রভাব প্রকট হয়েছে, তবে তা বেশীর ভাগ সময়েই তীব্রতম আবেগময়তার প্রভাব এবং সেই আবেগ সব সত্ত্বেও প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিকতার মানের সমপর্যায়েই পড়ে।' ফক্সের এই মৃদু সমালোচনাই আমরা দেখব পাশ্চাত্য মার্কসোলজিষ্টদের লেখায় নানাভাবে বিস্তৃত হয়েছে। ফক্স দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনেভ, এরেনবুর্গ, শোলোকভ, গোর্কি টলষ্টয়ের সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকলেও এই সাহিত্য নিয়ে তেমন কোন বিশদ মন্তব্য করেননি। শুধু বলে নেন—"প্রলেতারীয় সাহিত্যের বয়স অল্প, সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে তার বয়স দশ বছরেরও কম।" পুঁজিবাদী দেশে এই সর্বহারার সাহিত্য সীমিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরে, প্রবক্তা চরিত্রগুলি অনেক সময়ই রক্তমাংসের হয় না—এ অভিযোগ কিছুটা স্বীকার ক'রে ও তিনি বিপ্লবী উপন্যাসের বিরাট সম্ভাবনার, সময়ের নায়কের দ্বারা জীবন সত্য অনুধাবনের আশা প্রকাশ করেন। উদাহরণ হিসেবে আসে মালরোর মহাকাব্যিক উপন্যাস, র‍্যালফ বেটস এর দুটি উপন্যাস, জন ডন প্যাসোস-এর এবং এরস্কিন কল্ডওয়েলের উপন্যাসের কথা। তবে কর্তব্য পূরণ করতে নতুন সাহিত্যের করণীয় যে অনেক কিছু, প্রয়োজন

বড়ো মাপের ঔপন্যাসিকের—সেকথা বলেন। উল্লেখ করেন বুর্জোয়া সেরা লেখকরা পৃথিবীব্যাপী আন্দোলনের প্রভাবে চলে আসছেন বামপন্থী শিবিরে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় 'পিপল অফ দি স্টেপস'-এ প্রকাশপন্থী জামিয়াতিনের প্রশংসা এবং বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে না পারা কিছু লেখকের রাশিয়া ত্যাগের তিনি সমালোচনা করেছিলেন। তৃতীয় দশকের রুশ সাহিত্যের সংবাদ তাঁর অজানা নয় (যেমন নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির ইস্পাত, শলোকভের ধীরে বহে ডন, ডন উপত্যকার ফসল, গোর্কির আর্তামানভ ব্যবসায়, ক্লিম সামঘিন ইত্যাদি)। যে কোন কারণেই হোক, এ সব নিয়ে তিনি লেখার সুযোগ করে উঠতে পারেন নি।

লুকাচ তাঁর একাধিক বইতে সমালোচনামূলক এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা গোর্কি বলেছিলেন। তা হল—কর্মসূচী, সংঘবদ্ধতা, আশাবাদিতা, ডাই-ড্যাকটিসিজম। প্রথম দুটি সম্পর্কে লুকাচের মন্তব্য বিরূপ। তিনি দেখান সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে লেখকের সমাজসম্পর্কিত শিল্প-বীক্ষা এবং তার বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন দ্বান্দ্বিকতা নেই। তিনি বলেন মার্কসবাদ অধ্যয়ন এবং পার্টি অনুগত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রতিবন্ধক হল প্রোলেট কাল্টের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিপ্লবী রোমান্টিকতার প্রচার এবং স্ট্যালিনের পার্সোনালিটি কাল্ট। গোর্কি কথিত বিপ্লবী রোমান্টিকতা বৈপ্লবিক উদ্দীপনাকেই প্রাধান্য দেয় বলে এর বিরুদ্ধেও তিনি আপত্তি তোলেন। রাশিয়ায় এই তত্ত্বের শৈল্পিক প্রয়োগ এবং সাহিত্য সমালোচনা দুই ক্ষেত্রেই তিনি দেখেন দ্বন্দ্বমুক্ত যান্ত্রিকতা, এক দেশদর্শিতা, মন্ময়তার ভ্রান্তি। সমাজ বিকাশের প্রয়োজনীয় পর্যায়গুলিকে তা যথাযোগ্য লক্ষ্য করে না এবং ভবিষ্যত ও বর্তমানকে গুলিয়ে ফেলে বলে লুকাচ মনে করেন সমালোচনামূলক এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নিবিড় নৈকট্য একান্ত কাম্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে অধিকাংশ পশ্চিমী 'মার্কসবাদী' সাহিত্যসমালোচক এই সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতার সংজ্ঞারই বিরোধী, বিশেষ ধরনের রচনা রীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার তাঁরা সমালোচনা করেন। আর্নস্ট ফিশার বলেন সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতা সংজ্ঞাটি অতি সরলীকৃত। এই সংজ্ঞা মারফৎ আমরা কোন রচনা শৈলীকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করব গোর্কির না ব্রেখটের? মায়াকোভস্কি না এলুয়ারের? মাকারেঙ্কোর না আরাগঁর? অতএব তাঁর মতে সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক শিল্প বলাটাই ভালো, কারণ

তা'হলে জেগে উঠতে থাকা সমাজতান্ত্রিক পৃথিবী এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতি নৈকট্যই থাকবে শিল্পীর অন্বিষ্ট।[৭] ফক্সের সৌভাগ্য তখনও পৃথিবী এত জটিল হয়ে পড়েনি।

তত্ত্ব ও কর্ম

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আলোচনায় আমরা দেখলাম একটি নির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী ও তার প্রয়োগের কথা। স্বয়ং গোর্কি জীবনের অন্যান্য কর্মপ্রয়াস এবং সৃষ্টিশীল রচনাব্রতকে একই কর্মের অন্তর্গত এবং একই রূপ কর্ম বলে যখন ঘোষণা করেন তখন তার মধ্যে লেখক শিল্পীকে পৃথক কোনো অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধে না দেওয়ার, যা বুর্জোয়া সমাজে দাবী করা হত, ব্যাপারে সচেতনতা বজায় রাখেন। শিল্প সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্ম-কাণ্ডের যোগ মার্ক্সপন্থার প্রথমাবস্থায় ছিল না—এডমণ্ড উইলসনের একথাটা ঠিক নয়। লেনিন ১৯০৫ সালে জানান সাহিত্য হবে সর্বহারার সাধারণ চাহিদার অনুকূল এবং পার্টির কর্মের একটি অঙ্গ। লুনাচারস্কি ও তাঁর মার্ক্সীয় সমালোচনা সংক্রান্ত থিসিসে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন। চীনা সাহিত্যতত্ত্বের প্রবক্তাদের নিবন্ধে ও এ গুরুত্বের কথা স্বীকৃত হয়। ফক্স যখন বলেন 'একজন বিপ্লবী লেখক একজন দলীয় লেখক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তিকামী সংগ্রামী শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির সমান' (সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ) তখন একথার মধ্যে যেন লেনিন ও মাওয়ের বক্তব্যেরই সুর শোনা যায়। মাও ইয়েনান বক্তৃতা-মালায় পরিষ্কার করেই বলেন—সাহিত্যরচনা ও শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ—একই উদ্দেশ্য সাধনের দুটি ফ্রণ্ট। ফক্সও বলেন মহৎ সাহিত্যিকের 'সংগ্রাম বাস্তবের সঙ্গে। এই সংগ্রাম বৈপ্লবিক, কেননা তা বাস্তবকে পরিবর্তিত করতে সচেষ্ট থাকে প্রতিনিয়ত।' মার্ক্সবাদ সাহিত্যিককে প্রস্তুত করে তুলতে পারে এই সংগ্রামের জন্য। (সত্য এবং বাস্তব) মাও বলেন—'আজকের পৃথিবীতে সমস্ত সংস্কৃতি, সমস্ত সাহিত্য ও শিক্ষা একটি বিশেষ শ্রেণীর হ'য়ে বিশেষ রাজনীতির প্রচার করে। আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয় শিল্পের জন্যই শিল্প এরকম কোনওব্যাপারের অস্তিত্বই নেই। ফক্সওবলেন সচেতনভাবেই হোক বা অচেতনভাবেই হোক এই রাজনৈতিক সংঘাতে প্রতিটি লেখক তাঁর অবস্থান বেছে নেন, এবং সেই অবস্থান থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেন।' (সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ) আমাদের তো মনে রাখতেই হবে, চীন বা রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা ইংলণ্ডের থেকে ভিন্নতর, ইংল্যাণ্ডে তখন কোনো যুদ্ধকালীন

পরিস্থিতি ছিল না। তাই ফক্স যুদ্ধের তত্ত্বটা মার্ক্সবাদ সম্মত রেখে নিজ দেশীয় পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ নিয়ে চিন্তা করেছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন উপনিবেশগুলির সংগ্রামের সঙ্গে ব্রিটিশ শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে একাত্মীভূত করাটা একান্তই জরুরী। **NP**-র প্রথম প্রবন্ধেই কোস্টার-এর 'টিল উলেনস্পিগেল' উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি এক 'দুর্নিবার বিদ্রোহী' ও 'বিদ্রোহী শ্রমিকদের এক অবিনশ্বর প্রতিভূ' চরিত্রকে তুলে ধরেন আর লেখক সম্পর্কে প্রবন্ধটির শেষে দুটি মন্তব্য করেন—(ক) দ্য কোস্টারের কাছে একজন শ্রমিকই তার দেশের শাশ্বত তেজ এবং একমাত্র এই শ্রমিকের মাধ্যমেই সেই দেশের মুক্তি আসবে। (খ) তিনি তাঁর বইটি লিখেছিলেন শ্রমিকদের জন্য। শ্রমিকরাই বইটিকে সযত্নে রক্ষা করুক। এই দুটি মন্তব্য থেকেও কিন্তু বোঝা যায় ফক্স তত্ত্ব ও কর্মের ওপর যৌথ গুরুত্ব দিতে চান। তৎকালীন অন্য কিছু ব্রিটিশ লেখকের মতোই তিনি মনে করতেন—'লেখক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা আরও নিবিড় হওয়া প্রয়োজন প্রগতির স্বার্থে।' (সাহিত্য ও রাজনীতি) এতো গেল তাঁর অভীপ্সার দিক। প্রশ্ন উঠতে পারে, ফক্স তাঁর জীবনাচরণে কি একথা মান্য করতেন? আমরা আজ যেটুকু জানতে পারি তা হল, সোভিয়েত ইউনিয়নে দু বার যাত্রা, সেখানে দু বছর কাটানো থেকে স্পেন যুদ্ধে মৃত্যুবরণের মধ্যবর্তী পর্যায়ে তিনি সানডে ওয়ার্কার, ডেইলি ওয়ার্কার প্রভৃতি পত্রিকার জন্য এবং পার্টির জন্য বহু পারিশ্রমিকবিহীন কাজ করতেন। এখানে ওখানে লেখালিখি এবং অনুবাদ করে তাঁকে গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা করতে হত। অ্যান হার্বার্ট রিচার্ডসন জানিয়েছেন ১৯৩৪ সালে উনিগার অঞ্চলে ধর্মঘট বিষয়ে ডেইলি ওয়ার্কার পত্রিকার জন্য একটি রচনা লেখার কাজে সাত সপ্তাহের ধর্মঘটে তিনি প্রায় প্রতি দিনই আসতেন। তিনশত স্ত্রীলোককে উৎসাহ ও পথনির্দেশ দিতেন, আরো বেতন এবং আরো ভালো পরিবেশের দাবীতে ধর্মঘটের দিনগুলিতে। ধর্মঘট উঠে যাবার পরও কিন্তু ধর্মঘটিদের রাজনৈতিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব শেষ হয় নি। অ্যান সেই সব দিনের কথা স্মরণ করে বলেন, সদ্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সামিল এই কারখানা শ্রমিকদের কাছে তিনি ব্যাখ্যা করতেন তাদের শ্রমসাধ্যকার্য এবং রাজনৈতিক চিন্তনের সংযোগ বিষয়ে। তাঁর পক্ষে এই দুরূহ কাজ সম্ভব হয়েছিল তাঁর কঠোর শ্রম, সহানুভূতিময় প্রকাশভঙ্গি, এবং চরিত্রের প্রশান্তির জন্য। তাঁর রাজনৈতিক কার্যাবলী তাঁকে কখনও সাংস্কৃতিক ও অবসর বিনোদনের থেকে বিচ্যুত হতে পারেনি।[৮]

সমালোচকরা যে বলেছেন NP-র অন্তর্গত লেখাগুলি মার্ক্সীয় তত্ত্বালোচনা অপেক্ষা রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকেই বেশী অনুপ্রেরণা পেয়েছে সেকথা কিন্তু অপলাপ বলে মনে হয় না। বলাই বাহুল্য, আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে অ্যাংলো আইরিশ কোম্পানীর পলিটিক্যাল কমিশার হিসেবে বীরের মতো তাঁর মৃত্যু-বরণও একথাই আর একবার প্রমাণ করে।

তাঁর বন্ধু জন লেহ্‌ম্যান একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—সমস্ত বিশ্ব দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যে সর্বাধিক মানবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি হল মার্ক্সবাদ, যা র‍্যালফ ফক্সের প্রকৃতির মধ্যে নিঃসংশয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৯] NP-র মধ্যে তিনি লেখেন —মার্ক্সবাদই সচেতনভাবে মানুষকে তার পূর্ণ মূল্য দান করে। তিনি বলেন 'মার্ক্সবাদ ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই সেই প্রয়োজনীয় সত্যের কাছে যাওয়া যায় না, যা লেখকের মুখ্য বিষয়বস্তু।' এবং 'আধুনিক লেখকের পক্ষে মার্ক্সবাদ শুধু একটা কুচকাওয়াজের সৌখিনপোশাক হতে পারে না।' মার্ক্সবাদ তাঁর জীবনদর্শন, বাস্তবকে পরখ করার মাপকাঠি।' (সত্য এবং বাস্তব) এই প্রসঙ্গে 'ডেইলি ওয়ার্কার' পত্রিকার ১৯৩৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ফক্স লিখিত 'কম্যুনিজমস্ ফাইট অন দি কালচারাল ফ্রন্ট' প্রবন্ধটির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে ডিমিট্রভের প্রসঙ্গ তুলে এ বিষয়ে তিনি তাঁর স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেছিলেন। আজকের পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড সংগ্রামরত মানুষেরা একভাবে, মার্ক্সবাদ বিষয়ে পণ্ডিতরা আর একভাবে, তৃতীয় বিশ্বের মানুষেরা একভাবে, ইউরোপের মানুষরা আর একভাবে মার্ক্স-বাদের ব্যাখ্যা করছেন আর তাই মার্ক্সবাদ এর সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ বহুতর জটিলতায়, নবতর পরিভাষায় আকীর্ণ, কে যে মার্ক্সবাদী কে যে মার্ক্সবাদ-বিরোধী তা বোঝাও রীতিমত দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবীর সক্রিয় ও সংগ্রামী জীবনের অংশী-দার যিনি, তিনি অবশ্য বোঝেন কোনটি মার্ক্সীয়, কোনটি নয়। সেই পটভূমিতে ফক্সের মন্তব্য, সিদ্ধান্ত অনেক পণ্ডিতের কাছে অতি সরলীকৃত মনে হতে পারে, কিন্তু বঞ্চিত মানুষের, তার প্রতিনিধির কাছে তা শ্রেণী-সংগ্রামেরই প্রেরণা।

যাইহোক, এ প্রসঙ্গে প্রগতিশীল লেখক সম্পর্কে ফক্সের মতামত জেনে নেওয়া যাক। NP-তে ফক্স বলেন—আজকের দিনের সাহিত্যের বিপ্লবী কাজ হল তার মহান ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা, ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের সব বন্ধন ভেঙে ফেলা, ভেঙে ফেলা সংকীর্ণ বিশেষীকরণকে এবং সৃষ্টিশীল, প্রতি-

শ্রুতিময় লেখককে তাঁর একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া।" (সত্য এবং বাস্তব) 'মানুষকে ফিরিয়ে আনতে হবে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে সমসাময়িক মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতিটি স্তর পুনর্চিত্রিত করতে হবে।' ফক্স চান শিল্পী সাহিত্যিক যেন শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লবের কাজে ব্যবহার করেন সাহিত্যকে। ফক্স বিপ্লবী লেখকের কাছে দলীয় আনুগত্য ও আশা ত্যাগ করেন। (সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ) তাঁর মতে, একমাত্র বৈপ্লবিক ঔপন্যাসিকই এ যুগের সদর্থক নায়ক সৃজনে সক্ষম। (ঐ) গোর্কির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানান প্রগতিশীল লেখক 'পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডের শোষিত জনগণের দুঃখ যন্ত্রণা আশা এবং জয়ী হবার আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর লেখার মধ্যে আন্তরিক ভাবে ব্যক্ত' করেন। (সাহিত্য ও রাজনীতি) প্রগতিশীল লেখক তাঁর সম-সময়ের সঙ্গে সৃজন সংযোগার্থে অবশ্যই ছদ্মতা অভ্যাস করবেন, অবশ্যই সক্রিয় হবেন ইতিহাসের এক মহৎ স্বৈরাচারী হিসেবে 'যিনি তাঁর প্রজাদের সঙ্গে মিশবেন রাতের অন্ধকারে, আর এজন্য ধারণ করবেন সাধারণ মানুষের বেশভূষা।' (এর কিছু প্রয়াসের উদাহরণ আছে কানিংহামের বইটিতে।)[১০] ফক্স এই সব উপলব্ধিকে আত্মীকরণে প্রয়াসী হয়েছিলেন নিজ জীবনে, কর্মে, মননে, ধ্যানে।

কনটেণ্ট ও ফর্ম

আর্নস্ট ফিশার বলেন, শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কনটেণ্ট ও ফর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এও বলেন, এ পৃথিবীর যে কোনো কিছুতেই ফর্ম ও কনটেন্টের যৌগিকতা আছে। হেগেল বলেছিলেন, কনটেন্ট ফর্মহীন নয়, আর ফর্ম-ও কনটেণ্টের মধ্যে থেকে যায়, এর বাইরে ও থাকে। একথাটা পরে আরও অনেকে বলেছেন। লুনাচারস্কি বলেছিলেন, সত্যকার শিল্প বিষয়বস্তুর নূতনত্বে দাবী করে নূতন রূপের। মাও ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতায় বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দিলেও এক জায়গায় একথা বলেন সেই শিল্পের কোনো ক্ষমতাই নেই যা রাজনীতির দিক থেকে প্রগতিশীল কিন্তু যার মধ্যে রয়েছে শিল্পগুণের একান্ত অভাব। লেনিনের আলোচনায়, চিঠিপত্রে, ফিউচারিস্টদের সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াতেও এই একই বক্তব্য ছাড়িয়ে আছে নানাভাবে। তিনি কণ্টেণ্টও ফর্মের পারস্পরিক দ্বান্দ্বিকতার কথা বলেছেন। ফক্স ও কম্যুনিস্ট লেখক ও সমালোচক হিসেবে বিষয়ের গুরুত্ব, বিষয়ের শ্রেণীবিচার, বিষয়ের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের

আলোচনা করলেও একস্থানে বলেন—'মার্ক্সবাদী চিন্তাভাবনা কখনও শিল্পের ফর্মের দিকটিকে অবহেলা করতে বলে না। মার্ক্সের কাছে ফর্ম ও কনটেন্ট অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত, জীবনের দ্বন্দ্বের দ্বারা পরস্পর সম্পর্কিত।' (অবলুপ্ত গদ্য শিল্প) তবে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকের কাছে ফর্মের প্রশ্ন সবচাইতে প্রথমে'—একথা মানা যায় না। এটা বড়ো করে তুলতেন ফর্মালিস্টরা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী লেখক ফেদিনের ১৯৫৩ সালের বক্তব্য বরং সঠিক যে, চিন্তা ও ভাবের ঐশ্বর্যের রূপায়ণেই প্রয়োজন ফর্মের ঐশ্বর্য, অন্যদিকে চিন্তার মহত্ত্বকে প্রকাশ করতে যে ফর্ম ভূমিকা নেয় না, তা প্রতারক। চিন্তার সারার্থকে যা মেঘাচ্ছন্ন করে রাখে না, সেই শিল্পচাতুর্যই যথার্থ। লুকাচ বিষয় ও অবয়বের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলেন কিন্তু বিষয়ের, তার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের দিকটাই তুলে ধরেন, অবয়বের বিন্যাসগত জটিলতার ব্যাখ্যায় বা উপস্থাপনায় ততোটা আগ্রহী হন না।

লুকাচ পার্টি অনুগত, বিষয়ের প্রাধান্যমানা সাহিত্য চিন্তাকে 'রিফ্লেকশন থিয়োরি' চলতে চান, যা বেড়ে উঠেছিল ২য় দশকে। এর পাশাপাশি গড়ে উঠছিল ফর্মালিস্ট গোষ্ঠী যারা ১৯৩০ থেকেই প্রায় মৃত, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে ভিক্টর এর্‌লিচ এবং তোদোরভ-এর সংকলনগুলি বার হবার সময় আবার এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। মার্ক্সীয় ও বিপ্লবী সাহিত্যের পতাকাবাহীরা যাদের 'ফর্মালিস্ট' আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই বলশেভিক পার্টির বিপ্লব প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না (যদিও কেউ কেউ পরে বিপ্লবকে স্বাগত জানান) এবং বিষয় অপেক্ষা অবয়বের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। সোশুর যেমন ভাষাকে তার ইতিহাস বা পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে গতিহীন কাঠামো রূপে দেখতে চান; জেকবসন তেমনি রুশ কবিতার আলোচনায় ইডিয়লজির ভূমিকাকে উপেক্ষা করতে চান। ট্রটস্কি স্পষ্টতম ভাষায় তাই বলেন—ফর্মালিজম সর্বশক্তি দিয়ে তত্ত্বগত ভাবে বিরোধিতা করেছিল মার্ক্স-বাদের। তবে তিনি এবংবিধ প্রয়াসের খানিকটা যে দরকারী সেকথা স্বীকার করেন। আবার প্রোলেটকাল্ট বা র‍্যাপ্‌-এর লেখকরা তীব্রভাবে আঙ্গিকবাদের বিরোধিতা করেন। রেমণ্ড উইলিয়ামস এই একপেশে মতকে বলেন ভ্রান্ত। ফর্মালিস্টরা চাইছিলেন সাহিত্যের স্বায়ত্বশাসন। সমালোচকের সত্যিকারের কাজ হবে শুধুমাত্র সাহিত্য 'টেক্সট'-এর ফর্মাল প্রোপোরশন এর বিচার। যেটা আমরা নব্য সমালোচকদের (৫ম দশকের) মধ্যেও দেখব। মাচেরে এবং ঈগলটন বলতে চান ব্যাখ্যাপ্রবণ এই আলোচনার ভেতরে একটা বৈপরীত্য থেকে যাচ্ছে।

যদি 'টেক্সট্'-এর সত্য, প্রচ্ছন্ন, অর্থকে আবিষ্কার করতেই হয় তাহলে পাঠক ও টেক্সট-এর মধ্যে 'ডিসকোর্স'-এর প্রয়োজন। ঈগলটন বললেন, মার্ক্সীয় সমালোচনায় কোন পরিস্থিতিতে সাহিত্যটি গড়ে উঠছে তা জানা একান্ত প্রয়োজন। ষষ্ঠ দশকের স্ট্রাকচারালিস্ট মার্ক্সিস্টদের অন্যতম লুসিয়েন গোল্ডম্যান টেক্সট যে কোনো এক ব্যক্তি প্রতিভার সৃষ্টি একথা উড়িয়ে দেন, বলেন এ রচনা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর **trans—individual mental structures**-কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি নিত্য গড়ে উঠছে। তিনি বিভিন্ন সমাজ ও রচনার মধ্যে **structural homologies (similarities of form)**সন্ধান করেন,যে প্রবণতায় লুকাচের হেগেলীয় মার্ক্সবাদের অনুসরণ। তিনি সাহিত্যের কাঠামোর সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর যোগের কথাটা বলেন। আলথুসের সমাজ ব্যবস্থা এবং 'অর্ডার' কথা দুটোকেই বাতিল করে সামাজিক 'ফর্মেশন' কথাটা ব্যবহার করতে চান এবং সাহিত্যকে শুধু 'ফর্ম অফ ইডিয়লজি' রূপে দেখতে নারাজ। তার মতে কোনো বড়ো মাপের সাহিত্য **conceptual understanding of reality** দেয় না, কোনো বিশেষ শ্রেণীর মতাদর্শ প্রতিফলিত করে না। রেমন্ড উইলিয়ামস একসময় মনে করতেন মার্ক্স এর সৌধ উপরিসৌধ ফর্মুলা বিমূর্ত্ত, তা কোনো জীবন্ত অভিজ্ঞতার **interwoven texture**-কে ধরতে পারে না। যা মানেন না ঈগলটন। তিনি আলথুসেরের মত সাহিত্য সমালোচনাকে **'ideological prehistory'** থেকে ছিন্ন করে 'বিজ্ঞান' করে তুলতে চান কিন্তু পূর্বোক্তের মত সাহিত্যকে 'মতাদর্শ' থেকে দূরে রাখতে চান না এবং জর্জ এলিয়ট থেকে ডি. এইচ. লরেন্স-এর উপন্যাসের আলোচনাসূত্রে 'ইডিয়লজি' এবং 'লিটারারি ফর্ম'-এর সম্পর্ক দেখান। ১৯০৫ এ এসে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আলথুসেরের 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসে ব্রেখট ও বেঞ্জামিন এর ধারণার দিকে। তিনি মার্ক্স এর 'থিসিস অন ফয়ারবাখ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রয়োগের গুরুত্ব, পৃথিবীর সমস্যার ব্যাখ্যান অপেক্ষা পরিবর্তনের কথা বলেন। কিন্তু এও বলেন, দেরিদা, পল দে ম্যান, প্রভৃতির ডিকনস্ট্রাকটিভ তত্ত্ব দ্বারা জ্ঞানের তথাকথিত সুনিশ্চিত, চূড়ান্ত ফর্ম-কে ধ্বংস করে ফেলা যাবে। আবার তাদের **petit - bourgeois denial of objectivity** এবং শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার সমালোচনা করেন।

ঈগলটন অবশ্য ল্যাকান এর ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের প্রসারণ এবং দেরিদার ডিকনস্ট্রাকটিভ তত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মার্ক্সবাদী ও আধুনিক থাকতে চান। ফ্রেডেরিক জেমসন-ও নব্য মার্ক্সবাদী, যিনি বিশ্বাস করেন **narrative is not just a**

literary form or mode but an essential 'epistemological category', reality presents it self to the human mind 'only in the form of stories Even a scientific theory is a form of story. ইনিও ফ্রয়েড থেকে Concept of repression কে নিয়ে ব্যক্তিক থেকে সমষ্টিগত মাত্রায় উন্নীত করেন। আবার বলেন, প্রত্যেক সাহিত্যের মধ্যেই রয়েছে একটা Political subtext এবং বিশ্বাস করেন প্রত্যেক সাহিত্যই শ্রেণী সংগ্রামে সম্পর্কিত এবং সাহিত্যকে যথার্থভাবে বুঝতে গেলে ইতিহাসও বোঝা দরকার। ৮ম দশকে এসে তিনি পোস্টমর্ডার্নিজমে, পুঁজিবাদের বিলম্বিত স্তরের সামাজিক অর্থনৈতিকতায় আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু এই ত্রিশ বছরের 'মার্ক্সবাদী' তত্ত্বালোচনা কি রাজনৈতিক ব্যাখ্যান কি সাহিত্য সংস্কৃতি ব্যাখ্যান দুইকেই করে তোলেনি যথেষ্ট জটিল ও বিপথগামী? সেখানে বিষয়ের প্রশ্ন যেমন, ফর্মের প্রশ্নও কি জটিলতর হয়ে যায়নি? বিশেষ শ্রেণীর পণ্ডিতদের বাইরে তার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ কোনোটাই পৌঁছায় কি?

ইংরেজী উপন্যাসের বিকাশ

NP-র রুশ সংস্করণের ভূমিকায় পোমেরান্তসেভা মন্তব্য করেছিলেন যে এ বইতে ফক্স বিশেষ করে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী উপন্যাসের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাস্তবিকই আঠারোটি প্রবন্ধ একে অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে, বিশেষতঃ 'মহাকাব্য হিসেবে উপন্যাস', 'ভিক্টোরিয়ান পশ্চাদপসরণ', প্রবন্ধ দুটি পড়লে সেকথা সত্য বলে মনে হবে। আমাদের মনে হয় সমাজ অর্থনীতির বিকাশের ও সংঘাতের ইতিহাসের কালানুক্রমের সঙ্গে উপন্যাসের বিকাশের আলোচনাটি মার্ক্সীয় সমালোচকদের হাতেই শুরু হয় এবং তারও শুরু বোধ হয় ৩য় দশকের উপান্তে। আর্নল্ড কেট্ল বলেছেন ইংরেজী উপন্যাসের উত্থান ও বিকাশের ইতিবৃত্ত, সাহিত্যের অন্যান্য ব্যাপারের মতো, একমাত্র বোঝা যেতে পারে ইতিহাসের অংশ হিসেবে দেখার মধ্য দিয়ে।[১১] যা হোক ফক্স বলেন উপন্যাস হল বুর্জোয়া সাহিত্যের মহত্তম সৃষ্টি,' 'আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের মহাকাব্যিক শিল্পরূপ হল উপন্যাস' (উপন্যাস ও বাস্তব) কেটল্-ও এমনটিই বলেন। এই সমাজের বিকশিত অবস্থায় উপন্যাস তার গোটা রক্তমাংসের চেহারা লাভ করে। আমাদের সমকালীন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ক্ষয়ক্ষতি বা অবক্ষয় অবধারিতভাবে এই উপন্যাসের ওপর প্রতিক্রিয়া ফেলে। (উপন্যাস ও বাস্তব) এটা যে ফেলে তা বিস্তৃত ভাবে,

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সহ আলোচনা করেছেন আয়ান ওয়াট তাঁর 'দি রাইজ অফ দি নভেল' বইতে। তাঁর মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা, সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিকদের নব্যচিন্তা, সমাজে নারীমর্যাদার বিচিত্র পরিবর্ত্তন, 'ক্রমবর্ধমান পাঠক সমাজ, মুদ্রণ-যন্ত্রের সহজ আনুকূল্য প্রভৃতিই উপন্যাস নামক নব্য শিল্প অবয়বের জন্ম সম্ভব করে তুলেছিল। স্পষ্ট ভাবে না বললেও এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি আভাসে ইঙ্গিতে ছড়িয়ে আছে ফক্সের আলোচনায়। ফক্স মুদ্রণযন্ত্র এবং রাষ্ট্র অর্থনীতি ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শ্রমবিভাজনের কথা স্পষ্টতঃ বলেছেন। পরবর্ত্তীকালের গবেষকরা এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বিশ্বমনস্কতা, দর্শনে দ্বিমুখী চিন্তন, ব্যক্তি অহং ও বহিঃপৃথিবীর দ্বন্দ্ব, নগরায়ন, অন্য শ্রেণীর অভিজ্ঞতা জানার কৌতূহল, বর্দ্ধিত সাক্ষরতা ও অবকাশ প্রভৃতি উপন্যাসের জন্মলগ্নের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু কেউই স্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি, ফক্সও নন—যে 'উপন্যাস ও এক নতুন শিল্প।' আজ তাই একথা স্বীকৃতি পেয়েছে যে—'উপন্যাস কেবলমাত্র গদ্য কাহিনী নয়। উপন্যাস হল মানুষের জীবনের গদ্য, উপন্যাস হল মানুষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার ও তাকে অভিব্যক্তি দেবার প্রথম নান্দনিক প্রচেষ্টা।' (মুখবন্ধ) এটা ছিল উপন্যাস উদ্ভবের প্রথম যুগে, কিন্তু পরে যতই বুর্জোয়া সমাজ অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে, তার মূল্যবোধের সংকটও হয়ে উঠেছে অনিবার্য, তখন এই 'সর্বোৎকৃষ্ট আঙ্গিক' ইংল্যাণ্ডে 'এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন' হয়। উপস্থিত করতে থাকে মানুষের 'এক নপুংসক ও বিকৃত রূপ।' ঠিক এমন কথা আমরা পাব জ্যাক লিণ্ডসের 'আফটার দি থার্টিজ', গোর্কির 'দি ডিসইন্টিগ্রেশন অফ পার্সোন্যালিটি' প্রভৃতি রচনায়।

জ্যাক মিশেল লিখেছিলেন—মানবমুখিনতাই উপন্যাসের জন্মের মূলে। মধ্যযুগে মানবমুখিনতার অভাবেই উপন্যাস ছিল না। মানব মানবীর চরিত্র ও জঙ্গমতা সম্পর্কে আগ্রহ, সে জীবনের কার্যকারণ সম্পর্কে ঔৎসুক্যই উপন্যাসের জন্মের মূলে। ফক্স দেখিয়ে দেন রেনেসাঁসের উষালগ্নে, চসার এবং বোক্কাচিও ঔপন্যাসিকের এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে তুলে ধরেন।"[১২] এরপর আরো বিশদ করে ফক্স বলেন, শুধু মানব জীবন নয়, সেই মানব জীবনের বাস্তবতাকে তুলে ধরাই উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করে। তিনি বলেন, অন্যান্য মাধ্যমের থেকে উপন্যাসের তফাৎ এই খানে যে উপন্যাস যা কিছু গোপনীয় তাকেই দৃশ্যমান করে তুলতে পারে

ফস্টারের এ কথাটা ঠিক নয়। বাস্তবতা চিত্রণই হল পার্থক্যকরণের প্রধান মাপকাঠি। এইখানে আমরা স্মরণ করতে পারি এই কথাটা যে মাদাম দ্য স্টেল, হেগেল, তেইন, স্পেঙ্গলার, লেসলি স্টিফেন এরা সবাই বলেন উপন্যাস গদ্যকাহিনীর থেকে পৃথক, আর এই পার্থক্যকরণের ক্ষেত্রে তাঁরা যে সব উদাহরণগুলি দেন সেগুলির ভিত্তি বাস্তবতা। সে কারণেই কোনটি প্রথম যথার্থ উপন্যাস—ডিফোর রবিনসন ক্রুশো (১৭১৯) না সুইফটের গালিভারস ট্রাভেলস (১৭২৬) সে আলোচনা আমাদের কাছে জরুরী নয়। পরিপ্রেক্ষিতটি ফুটিয়ে তোলার জন্য ফক্স এ দুটি এবং রিচার্ডসন ও ফিল্ডিং-এর এর রচনাও আলোচনা করেছেন। এবং সেরভেন্তেস-এর 'ডন কিহোতে' (১ম খণ্ড ১৬০৫, ২য় খণ্ড—১৬১৫)-ও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এইখানে উল্লেখ করি, সম্প্রতি বহু আলোচিত মিখাইল বাখতিন উপন্যাসের উদ্ভব সন্ধান করতে করতে হেলেনিস্টিক গ্রীসে পৌঁছে যান। ফক্সও পূর্বসূত্র সন্ধানে রাব্‌লের উল্লেখ করেন একাধিকবার। রাব্‌লে ও সেরভেন্তেসকে তিনি বলেন "ঔপন্যাসের আসল প্রতিষ্ঠাতা," "তাঁরা দুজনেই ঔপন্যাসিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় পথ দেখিয়ে গেছেন উত্তরসূরীদের।" ফক্স রাব্‌লে, চসার, বোকাচ্চিওর মধ্যে দেখেন নরনারী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য যা অবশ্যই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তিনি আবার বলে নেন "সপ্তদশ শতাব্দী জন্ম দিতে পারে নি সার্থক উপন্যাসের।" (মহাকাব্য হিসেবে উপন্যাস) এ সব মন্তব্য আপাত বিরোধী। বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেছে বিভিন্ন শতাব্দীর রচনায়,কিন্তু উপন্যাসের যুগ এল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আর আর্নল্ড কেটলের মতো, যা ফক্সেরও স্পষ্ট অভিপ্রায়, আমরাও বলতে ইচ্ছে করি, ইংরেজি উপন্যাসের সুনির্দিষ্ট কালক্রম যে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ধরা হবে তাতো কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়।[১৩]

উপন্যাস ও মহাকাব্য

উপন্যাস উদ্ভবের আলোচনাসূত্রে উপন্যাস ও মহাকাব্যের সম্পর্ক বিষয়ে ফক্স যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। 'মহাকাব্য হিসেবে উপন্যাস' প্রবন্ধটিই এক্ষেত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য। ফক্স মহাকাব্য এবং অতীত সাহিত্য তীক্ষ্ণভাবে অনুশীলন করেছিলেন। সেগুলোকে তিনি দেখেছিলেন একটি জাতির জীবনের পূর্ণতর প্রকাশরূপে। তিনি সে সময়ে ব্যক্তি ও সমাজের ঐকতানের কথা বলেন।

অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'উপন্যাস হল আমাদের সভ্যতার এক মহান লোকশিল্প, মহাকাব্যের একমাত্র উত্তরসূরী' (মুখবন্ধ) মহাকাব্যের জন্মবিষয়ক ফক্সের বক্তব্যে যেটি মূল্যবান, তা হল একপ্রকার জনসংহতিই জন্ম দিতে পারে যথার্থ শিল্পের। অতীতের মহাকাব্য অধ্যয়ন করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, আমাদের সময়েরও মহাকাব্য রচনা প্রয়োজন।' যা হোক ফক্সের এ বিষয়ক প্রবন্ধটিতে প্রাচীন ও সাহিত্যিক মহাকাব্যের কথা নেই, মহাকাব্যিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের কথা স্পষ্টতঃ নেই। তবে রাবলে, সেরভেন্তেস, ফিল্ডিং, রিচার্ডসন, স্টার্নের উপন্যাসগুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন যেগুলি মহাকাব্যের আধুনিক পরিবর্ত শিল্পরূপ বলা যেতে পারে। এ সম্পর্কে জেরেমি হথর্ন NP-র আধুনিক সংস্করণের ভূমিকায় লেখেন—'ফক্স উপন্যাসকে দেখেন মহাকাব্যের যোগ্য উত্তর পুরুষ হিসেবেই, কারণ এটি ছিল সে যুগের শীর্ষস্থানীয় শিল্প ধারা, যা বিমূর্ত ও মূর্তকে, সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সক্ষম। কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-বিশেষের ব্যাপারে বা একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে আগ্রহী নয় মহাকাব্য, কারণ যে সমাজ থেকে মহাকাব্যের জন্ম, তাতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের স্থান নেই, তা থাকে ধনতান্ত্রিক সমাজে। ফক্স বলেন—'উপন্যাসের কারবার ব্যক্তিকে নিয়ে, উপন্যাস হল সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির, প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংঘর্ষের মহাকাব্য। এটা সেই সমাজেই একমাত্র বিকশিত হতে পারে, যেখানে মানুষও সমাজের ভারসাম্য গেছে হারিয়ে, যেখানে মানুষ যুদ্ধ করছে তার সঙ্গীদের সঙ্গে অথবা প্রকৃতির সঙ্গে।'' ফক্স আর এক জায়গায় বলেন, অন্তর্নিহিত চরিত্রচিত্রণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় মহাকাব্যিক ঢং-এ। রাবলে ও সেরভেন্তেস-এর পর থেকে এই মহাকাব্যিক রীতি অনেক পরিমার্জনার পর বেশ ক্ষীণ আকারে উপস্থিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে। এপিক স্টাইলই একমাত্র বাঁচাতে পারে উপন্যাসকে।" (ভিক্টোরিয়ান পশ্চাদপসরণ) লুকাচ তাঁর 'দি থিওরি অফ দি নভেল'-এ ও উপন্যাসকে এপিক আখ্যা দেন। তবে এটি এমন এক যুগের এপিক যেখানে জীবন ব্যাপ্তির সমগ্রতা **'has ceased to be sensuously given, but which still has a 'disposition towards totality.'** তিনি ইলিয়াড ও ওডিসি রচনা কালের এবং আধুনিক কালের তুলনা করে বলেন, সে যুগে অন্তর্নিহিত পৃথিবীর, মানবাত্মার আত্ম অনুসন্ধানের ধারণাটা ছিল না। স্বর্গীয়তা ছিল সেকালের ধ্যান ধারণার খুব কাছের ব্যাপার। ফক্স যেভাবে

উপন্যাস ও মহাকাব্যের আলোচনা করেন, সেভাবেই আর্নল্ড কেট্‌ল আলোচনা করেছেন তাঁর 'দি লেট নাইন্টিনথ সেঞ্চুরী নভেল' (১৯৭৩) গ্রন্থে। অনুরূপ বিষয়ে আয়ান ওয়াট-ও আলোচনা করেছেন। ন্যারেটিভ ফর্মের প্রথম উদাহরণ যেহেতু মহাকাব্য, তাই নভেলকেও মহাকাব্য প্রকারের মধ্যে ফেলা যেতে পারে বলে মত দেন। তবে দুয়ের পার্থক্যও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। মহাকাব্য হল পদ্যাত্মক, যদিও জনমুখী তবে ইতিহাস বা পুরাণভিত্তিক, সেখানে সমষ্টির স্থান আছে, ব্যষ্টির গুরুত্ব নেই। রিচার্ডসনের যেহেতু বীরধর্মে ছিল বিতৃষ্ণা তাই তিনি সাহিত্যিক মডেল হিসেবে মহাকাব্যকে বাতিল করার কথা ভাবেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই হোমারীয় এবং সাম্প্রতিক পৃথিবীর বিরাট ও বিচিত্র পার্থক্যের বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা দেখা যায়। রিচার্ডসন এক লেখককে ১৭৪৪ সালেই পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর বইটির টাইটেল পেজ-এ বইটিকে যেন মহাকাব্য হিসেবে উল্লেখ না করা হয়। 'জোসেফ অ্যান্ড্রুজ' (১৭৪২)-এর ভূমিকায় ফিল্ডিং অবশ্য তাঁর উপন্যাসটিকে 'মহাকাব্য' প্রকারের অন্তর্গত করলেও সেখানে বর্ণিত মক-হিরোয়িক যুদ্ধাবলি তার সম সময়ের জীবনের কথা মনে পাড়িয়ে দেয়।[১৪]

উপন্যাস উদ্ভবের আলোচনা সূত্রে ফক্স অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর এবং ভিক্টোরীয় ও তাঁর সম সময়ের উপন্যাস সম্পর্কে সার্বিক ও বিশেষ প্রসঙ্গে মন্তব্য রেখেছেন। অষ্টাদশ শতকে বুর্জোয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ শিল্প ফসল হিসেবে এল উপন্যাস, যে সূত্রে রবিনসন ক্রুশোর কাহিনী উল্লেখ করে তিনি সমাজ অর্থনীতির নিয়ামক ব্যাপারটি দেখান। উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকরা ধনতান্ত্রিক বাজারের সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণে হতাশ হয়েছিলেন। নতুন সমাজের যে কতকগুলি ভালো দিকও আছে তা তারা ভুলে গেলেন। অন্যদিকে আঠারশ চল্লিশের বিপ্লবের মহান মৃত্যু দেখে বুর্জোয়া পৃথিবীর কাছ থেকে আঘাত পাওয়া উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকরা বরণ করে নিলেন না বিজ্ঞানকে। উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তব জগৎ আবার শিল্পীর ওপর এমন কিছু মানদণ্ড সজোরে চাপিয়ে দিল যে শিল্পীরা তা গ্রহণ অসম্ভব মনে করে সে জগৎকেই অস্বীকার করতে চাইলেন। এভাবেই প্রচারিত হল কলাকৈবল্য-বাদ। ফলে উনবিংশ শতাব্দী হল এক পশ্চাদপসরণের শতাব্দী। (মহাকাব্য হিসেবে উপন্যাস) আর্নল্ড কেটলও বলেছেন য়ুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় উনবিংশ শতাব্দী ছিল যে কোনো শিল্প বিকাশের পরিপন্থী। বিংশ শতাব্দীর ৩য় দশকে এসে তিনি দেখেন ইদানীং ইংরেজি উপন্যাস তার লক্ষ্য

এবং উদ্দেশ্য উভয়ই হারিয়ে এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন। উপন্যাসের পাঠক সংখ্যা গেছে কমে, উপন্যাস হয়েছে অপাঠ্য। (মুখবন্ধ) ফক্স একদিকে দেখেন ইভলিন ওয়া বা লরেন্সের মত লেখক দেশের মূল সমস্যাগুলিতে আগ্রহী না হয়ে নানা অপ্রাসঙ্গিক চিন্তায় ব্যাপৃত হচ্ছেন, অন্যদিকে দেখেন আর একদল লেখক মানব জগতের সবকিছুতে নজর রেখে সমাজের সম্পদ-ভিত্তিক নতুন কিছু মূল্যবোধের জন্য করছেন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

'শিল্পীর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি' অর্থাৎ সর্ববিধ অংশ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া মার্লো থেকে ফিল্ডিং-এর কালে ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জায়গায় এসে ইংল্যাণ্ডে উপন্যাসের ক্রমবিকাশ আকস্মিক একটা হোঁচট খায়।' (ভিক্টোরিয়ান পশ্চাদপসরণ) এবং 'অষ্টাদশ শতাব্দী যেভাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের পূর্ণাবয়বকে তুলে ধরেছিল তাঁরা (অর্থাৎ অস্টেন বা থ্যাকারে) তা করেন নি।' (ঐ) সূচকভের অনেক আগেই ফক্স বলেন ভিক্টোরীয় ঔপন্যাসিকরা 'যা দেখার তা সততার সঙ্গে যে দেখতেন না তা নয়।' ফক্সের মতে বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে মৃতপ্রায় ইংরাজী উপন্যাসকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন ভিক্টোরীয় ঔপন্যাসিকরা—বিশেষতঃ ডিকেন্স। তাঁর ধারণায় ভিক্টোরীয়ান যুগের উপন্যাস এক ডিকেন্সের লেখা বাদ দিলে, অসংহত এবং অনেক বেশী বিশেষীকৃত।

অপুষ্টি রোগাক্রান্ত শিশুর মতো বিশ্বসাহিত্য, তার মুক্তি খোঁজেন ফক্স বৈপ্লবিক সমাধানে। বর্তমান শতাব্দীতে দুনিয়াজোড়া শ্রেণীসংগ্রামে ভালো-বাসা ও ঘৃণার যুগপৎ ভঙ্গি নিয়ে যে সাহিত্যিক এগিয়ে আসবেন তিনিই প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন মানব জীবনের সদর্থক দিকগুলি এবং অগ্রগতি। এর উদাহরণ হিসেবে মালরো, বেটস, প্যাসোস, কল্ডওয়েল, শলোকভ-এর রচনার উল্লেখ করেন, আবার তাদের সীমাবদ্ধতার কথাও বলেন। বারবুস ও গোর্কির উপন্যাসেই তিনি প্রত্যক্ষ করেন অন্বিষ্টের সার্থকতা। তবে এই দিকটি আকারে ইঙ্গিতে ছোট খাট মন্তব্যে তিনি রেখে যান, বিস্তারের সুযোগ তাঁর ছিল না।

উপন্যাসের বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা কালে আমরা লক্ষ্য করেছি ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে একটি তরঙ্গভঙ্গকে রীতিমত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কি ঘটেছিল সেই বিশেষ বছরটিতে? ১৮৪৮-র ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮৫১-র ডিসেম্বরে লুই বোনাপার্টের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত ঘটনাকে কার্ল মার্ক্স দুটি ছোট বইতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সে দুটি বই হল—ক্লাস

স্ট্রাগলস্ ইন ফ্রান্স এবং এইটটিন্থ ব্রুমেয়ার। ফ্রান্স এবং জার্মানীতে সেদিন যে স্বল্পস্থায়ী ঘটনা ঘটেছিল তাকে প্রায় কেউই সমাজ রূপান্তরের মহড়া বলে মান্য করতে চান নি। অথচ এই ব্যর্থ বিপ্লবী ঘটনামালার মধ্য দিয়ে ইউ-রোপের প্রলেতারিয়েত তার শক্তি নতুন করে যাচাই করে নেয়, ইউরোপীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সম্পর্কের ধরণটা যায় সাব্যস্ত হয়ে। বলা যেতে পারে ১৮৩৮ সালে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অ্যান্টিথিসিসের ঐতি-হাসিক কার্যকারিতা জন্ম নিল। যে ফ্রান্স নিয়ে মার্ক্স লিখেছেন সেই ফ্রান্স নিয়েই বালজাক শেষ করেছেন তাঁর উপন্যাসমালা। ফ্লোবেয়র এবং স্তাঁদাল তখনো সক্রিয়। জুলাই রাজত্বের ঔপন্যাসিক স্তাঁদাল মারা যান ব্রুমেয়ার-এর বছর দশেক আগে। আর ফ্লোবেয়রের পরিক্রমা ব্রুমেয়ারের চাঞ্চল্য থেকে পারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার দিকে। সুতরাং রাজনীতির তত্ত্ব, ইতিহাসের রচনা পদ্ধতি এবং সাহিত্য বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন এই তিন দিক থেকেই ১৮৪৮ র ঘটনাক্রমের তাৎপর্য মার্ক্সবাদী মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাছাড়া সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকালে দুটি বইতেই মার্ক্স গ্রীক নাটক, দান্তে এবং সেক্সপীয়ারের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। ব্রুমেয়ার-এ যেমন আছে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংকটের বিবরণ-এর সঙ্গে সঙ্গে বেস ও সুপারস্ট্রাকচার,রাজনীতি ও নন্দনতত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু স্পষ্ট কথা, ক্লাস স্ট্রাগল বিষয়ক বইটিতে ছিল যার আভাস। এ সবের গুরুত্বের বিবেচনায় এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৮-এ এ বিষয়ে একটি সেমিনার হয়েছিল, যার আলোচ্য বিষয় ছিল – 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্বঃ ১৮৪৮ ক্যাথলীন টিলোটসন ও তাঁর 'নভেলস্ অফ দি এইটটিন ফর্টিস্' গ্রন্থে আলোচনা করেন উপন্যাসের বিকাশের ক্ষেত্রে এই ৪র্থ দশকের বৈশিষ্ট্যগুলির কথা। গেয়র্গ লুকাচ এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ১৮৪৮-র বিপ্লবের পর, জুনের অভ্যুত্থান, বিশেষতঃ পারি কমিউনের. কালে ইউরোপীয়ান বুর্জোয়াজির আদর্শ এক অপরাধ স্বীকারমূলকতার মধ্যে এসে পড়ে। বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর সংঘাতের কারণে শ্রমিকদের ন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া আদর্শ পুঁজিবাদের সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুগে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিণতি পাচ্ছিল, বুর্জোয়া আদর্শের বিবর্ত্তন হচ্ছিল। ১৮৪৮-র পর বুর্জোয়া সমাজের বিবর্ত্তন মহৎ বাস্তবতার সাবজেকটিভ পরিস্থিতিগুলিকে দিল ধ্বংস করে। এ সময় থেকে লেখকরা বেশী মাত্রায় হয়ে পড়েছিলেন সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার দর্শক বা পর্যবেক্ষক মাত্র। কিন্তু ১৮৪৮-র পূর্বে মহৎ বাস্তববাদীরা

হয় ছিলেন জঙ্গম বাস্তবের অংশীদার নয়ত সক্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জনে আগ্রহী। লুকাচ ১৮৪৮ পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্য বাস্তবতার প্রধানতঃ নঞর্থক দিকগুলিকে চিহ্নিত করলেন এভাবে— ১) সামাজিক সংগঠনের বাস্তব, নাটকীয়, মহাকাব্যিক আন্দোলন অদৃশ্য হয়ে গেল। এল শুধু ব্যক্তিগত ঔৎসুক্য, দু এক পংক্তিতে চরিত্রায়ন, স্থির, মৃত, নিসর্গ তবে সবই প্রশংসনীয় নৈপুণ্যে। (২) মানুষ মানুষের যথার্থ সম্পর্ক, সামাজিক মনোভাব, যা তাদের সক্রিয়তা, চিন্তা অনুভবকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা কমে গেল। লেখক জীবনের অগভীরতাকে রূপ দিলেন ক্রোধ বা বিদ্রূপে, অথবা দেখাতে লাগলেন মানবীয় ও সামাজিক সম্পর্ককে মৃত, অনড়, কাব্যিক প্রতীকের সাহায্যে। ৩) সামাজিক বাস্তবতার এবং সামাজিক প্রভাবে প্রভাবিত মানব ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তে এল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটির দিকে ঝোঁক। লুকাচ উদাহরণ দিয়ে বলেন, বালজাক ও স্তাঁদাল তাঁদের সমসময়ের বুর্জোয়া সমাজের বিস্তৃত ও গভীর চিত্রণ করতে পেরেছিলেন কারণ প্রথম বিপ্লব এবং ১৮৪৮-র সংঘটনের মধ্যবর্তী সময়ের গভীর ও প্রসারিত অভিজ্ঞতায় সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিষয়ে তাঁরা ওয়াকিবহাল ছিলেন। টলস্টয় কিন্তু ১৮৪৮ পরবর্তী লেখক হলেও পূর্বোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য মুক্ত।[১৫] ফক্স এতটা বিশ্লেষণে যান নি। হয়ত সুস্থিতি তাঁর অর্জিত হয় নি। বয়সের স্বল্পতাও একটি কারণ বটে। কিন্তু সাহিত্য আলোচনায় এই ছোট্ট বইটিতে ১৮৪৮-এর গুরুত্বের কথা তিনি কিন্তু উল্লেখ করে গেছেন অন্ততঃ তিন জায়গায়। (ক) 'কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক এইদিকে (অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রভৃতি) দৃষ্টিপাত করতে অক্ষম। কেননা তিনি রীতিমত আঘাত পেয়েছেন বুর্জোয়া পৃথিবীর কাছ থেকে। কেননা তিনি আশাহত হয়েছেন, আঠারশ চল্লিশ সালে ফরাসী বিপ্লবের মহান স্বপ্নসমূহের মৃত্যু দেখে। কেননা শ্রমজীবী মানুষের জীবন তাঁকে করেছে আতঙ্কিত। (সত্য এবং বাস্তব) (খ) '১৮৪৮ সাল অনেক ভ্রান্ত ধারণার সমাপ্তি দেখেছিল। উদারনৈতিক বুর্জোয়াজির যাবতীয় মধুর ইলিউশনের পরিসমাপ্তির এক তিক্ত এবং ব্যাজস্তুতিপূর্ণ চিত্র হল EDUCATION SENTIMENTALE (ফ্লোবেয়রের একটি উপন্যাস) যে ইলিউশন ১৮৪৮ সালের লাল পতাকা এবং জুন মাসের রাইফেলের অগ্ন্যুদগার পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল।...ফ্লোবেয়রের কাছে জীবন মৃত এবং গতিহীন এক জড় পদার্থ। ১৮৪৮-এর পরে জীবনকে তাঁর ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে দেখা বা অভিব্যক্ত করা যেত না। কেননা সেই ক্রমবিকাশ ছিল খুবই

যন্ত্রণাদায়ক এবং অত্যন্ত তীব্র ছিল বৈপরীত্য।' (দি প্রমেথিয়ানস্) (গ) 'ফ্লোবেয়র স্বীকার করেছেন এই চরিত্রের অস্তিত্ব (বিপ্লবী—প্রবন্ধ লেখক) কিন্তু তিনি এই চরিত্রকে তার নিকৃষ্টতম রূপেই কেবলমাত্র দেখেছেন, সেই ১৮৪৮-এর নিম্ন মধ্যবিত্ত রাজনীতিক হিসেবে, সেই টাইপ চরিত্র হিসেবে যাকে চূড়ান্ত ও নিষ্ঠুর সততার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন মার্ক্স ও এঙ্গেলস ৪৮-এর বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে। (তবু ও মানুষ জীবন্ত)

তুলনায় একটি গৌণ প্রসঙ্গে আসা যাক। সেটি হল উপন্যাসের নায়ক সম্পর্কে ফক্সের দৃষ্টিভঙ্গি। NP-তে ফক্স দেখান "সমসাময়িক উপন্যাস থেকে মানবব্যক্তিত্ব অবলুপ্ত হয়েছে, অবলুপ্ত হয়েছে সেই সঙ্গে নায়ক-ও। উনবিংশ শতাব্দীতে উপন্যাসের জগতে নায়ককে বিলুপ্ত করে দেবার ব্যাপারটি ছিল অবশ্যম্ভাবী। বাস্তববাদের অবক্ষয় এই ঘটনা ঘটাতে বাধ্য করেছিল।" (এবং নায়কের মৃত্যু) ফক্স বলেন, কি ভাববাদী, কি প্রকৃতিবাদী সবাই 'মানুষের ঐতিহাসিক চরিত্র অস্বীকার করতে চাইছে। কিন্তু মানুষ তো সময়ের অন্তর্গত এক জীব।' উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যে আমরা নায়ক হিসেবে পেয়েছি এক যুবককে, সমাজের সঙ্গে যার সম্পর্ক সংঘাতের। যেমন স্তাঁদালের নায়ক। হয়ত সে নায়ক লেখক নিজে, অথবা সমাজ ও লেখক মানসের দ্বন্দ্বোদ্ভূত কোনো কাল্পনিক চরিত্র। ফক্সের চোখে পড়েছে দুটি তিনটি শ্রেণী নায়ক হিসেবে উপেক্ষিত হয়েছে পূর্বে, তারা হল— বৈজ্ঞানিক, ধনতান্ত্রিক নেতা, এবং বৃহদায়তন ব্যবসায়ী। তার ধারণা, 'আমাদের আধুনিক উপন্যাসে নায়ক ও ভিলেন, উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে।' (ঐ) যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি হচ্ছে তারা ব্যক্তিত্বহীন আর আসছে তাদের নিতান্ত খণ্ডিত চেতনা।

যা হোক, ফক্স মনে করেন, আমরা দেখছি, 'একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে,কোনো সঠিক জীবন বোধ না থাকলে মানব ব্যক্তিত্বের কোনো পূর্ণ, স্বাধীন অভিব্যাক্তি দেওয়া সম্ভব নয়।' 'উপন্যাস মানুষকে তার হারানো জায়গায় ফিরিয়ে আনাই হল ইংরেজ ঔপন্যাসিকের মূলকাজ। তার পদ্ধতি সম্ভবতঃ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। ফক্স উদাহরণ হিসেবে ডিমিট্রভের কথা তুলে বলেন—'লাইপজিগ-এর ফাসিস্ত বিচারালয়ের সামনে ডিমিট্রভ এবং তাঁর প্রতিরোধ যা শৌর্য ও আত্মিক সাহসিকতার এক মূর্ত প্রতীক।' এবং 'বস্তুতঃ রাইখস্ট্যাগের অগ্নিকাণ্ডের এই কাহিনী আমাদের যুগের এক মহাকাব্য যা শিল্পীর হাতে নতুনভাবে বর্ণিত হবার দাবী রাখে।' (তবু ও মানুষ জীবন্ত)

ফক্স পরিষ্কার বলেন – 'কোনো প্রত্যাশী ঔপন্যাসিক ডিমিট্রভের চরিত্র এবং লাইপজিগের সেইসব ভয়ঙ্কর দিনগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হতেই পারেন।' (অবলুপ্ত গদ্যশিল্প) নাৎসীদের হাতে ডিমিট্রভের বিচারকে তিনি নৈতিকতা ও সাহসিকতার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ হিসেবে দেখেন। ফক্সের পূর্বে অন্য কম্যুনিস্ট লেখকরা ডিমিট্রভকে এক পৌরাণিক বীর হিসেবেই যেন দেখেছেন। যেমন মণ্টাগু শ্লেটার লিখেছিলেন তাঁর ১৯৩৫ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে, যেমন কর্ণফোর্ড তাঁর 'ফুল মুন অ্যাট তিয়েজ'' কবিতায় করেছেন তাঁর নামের ব্যবহার। কিন্তু ফক্সের স্বাতন্ত্র্য হল এখানে যে তিনি ডিমিট্রভের জীবন কাহিনী থেকে আবিষ্কার করেন মহৎ এক উপন্যাসের সম্ভাবনা, যা এখনও অলিখিত। আর সে জীবনকে এক মার্ক্সীয় নীতিকাহিনী করার অভীপ্সা থেকেই আলোচ্য প্রবন্ধে সে জীবনের খুঁটিনাটি তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। এখানে আমরা তথ্য হিসেবে স্মরণ করব যে ডিমিট্রভের জীবন নিয়ে তিনি সত্যিই একটি উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। হায়, তাঁর অনেক পরিকল্পনার মত সেটিও কার্যকরী হয়নি, অকালমৃত্যুর জন্য। এখানে প্রাসঙ্গিক হিসেবে কয়েকটি কথা স্মরণ করি। কবি ওয়েন যে অ্যাণ্টি হিরোয়িজমের কথা বলেছিলেন আগের দশকে, তা বদলে গেল ত্রিশের নাটকীয় পরিস্থিতিতে। ফক্সের মৃত্যুতে ডেইলি ওয়ার্কার এর আন্দ্রে মার্তি যে শোকমূলক লেখাটি লিখেছিলেন তাতে ফক্সের মৃত্যুকে বীরের মৃত্যু হিসেবেই দেখানো হয়েছে। স্টিফেন স্পেণ্ডার এর দীর্ঘ কবিতা 'ভিয়েনা ১৯৩৪'-র ৩য় অধ্যায় এর নাম ছিল 'দি ডেথ অফ হিরোজ' (ফক্সের প্রবন্ধটির নামেরস্পষ্ট অনুপ্রেরণা বোঝা যায়)। তখন যেন ইংলণ্ডে এসে-ছিল এক বীর বন্দনার প্রবল জোয়ার। আঁদ্রে মালরোর স্পেনের গৃহযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস 'ডেজ অব হোপ' এর আলোচনায় স্পেণ্ডার আশা করেছিলেন লেখকের জীবনে এক বীরসুলভ শৈলী অর্জনের কথা, বীর হয়ে ওঠা, সক্রিয় হওয়ার কথা। র‍্যালফ বেটস-এর কোনো কোনো উপন্যাসের চরিত্র তারই শিল্পিত উদাহরণ। ফক্সের মতো অডেন-ও বলেন সেই ভালোমানুষ ইংরেজ, পুরোনো ভালো দিনের জন বুলদের দিন শেষ, দরকার নতুন যুগের নতুন বীরদের (দি ওবেটরস্ কবিতার ৪র্থ অধ্যায়)। স্বয়ং মার্ক্স-ও সাহিত্যে আশা করেছিলেন রাজনৈতিক বীরত্বের প্রতিফলনের। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়াতেও এসেছিল সদর্থক সাহিত্যের নায়ক রচনার দায়। ১৯৩২ সাল থেকেই সেখানে দেখা দিতে শুরু করেছিল শিক্ষা, মনস্তত্ত্ব, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প-সর্বত্র এক বীর ও বীরত্বের বন্দনা, পার্টি এবং সরকার একাজে দিয়ে-

ছিলেন জোর। গোর্কি ১৯০০ সালেই চেকভকে লিখেছিলেন—সময় এসেছে নতুন বীর সন্ধানের। সারা জীবন এই বীরের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি। তাঁর সারাজীবন ব্যাপী নৈতিক সন্ধিৎসা এই বীর সন্ধানের মাধ্যমে রূপ পেয়েছে। তাঁর সৃষ্ট জগতে বীরদের বৈচিত্র্য কম নয়। গোর্কি তাঁর ১ম লেখক কংগ্রেসের ভাষণেও বলেছিলেন, শাসকশ্রেণীর খণ্ডীভবনের মাত্রাবৃদ্ধিতে বীরদের খুদে হয়ে যাওয়ার কথা, লোক সাহিত্যে সৃজিত পূর্ণায়ত বীরদের দিকে দৃষ্টি দেবার কথা এবং শ্রমকে অর্থাৎ শ্রম পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চলা সংগঠিত মানুষকে ৩য় দশকের সোভিয়েত কর্মযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে বীরনায়করূপে চিত্রিত করার কথা। ফলে রুশ বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে সদর্থক নায়ক সন্ধান দীর্ঘদিনের ব্যাপার। এই বিষয়ে বিতর্কের একটা পর্যায়ের অবসান ঘটে ১৯৪৬ সালে ঝাদনভ কর্তৃক সাহিত্য কল্পনায় পার্টির সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণ কালে। স্বদেশের বীরবন্দনা এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় নায়ক বিষয়ক আলোচনা যে ফক্সকে উপরোক্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত করেছিল এটা বুঝতে বোধহয় কারুরই অসুবিধে হবার নয়।

দেশী বিদেশী উপন্যাসিক

ফক্স NP-র নানাস্থানে তাঁর স্বদেশের ও বিদেশের, সমকালের ও অতীত কালের বহু কথাসাহিত্যিক সম্পর্কে নানা মন্তব্য করে গেছেন। এমন কিছু মন্তব্য পাঠকদের কৌতূহল নিরসনার্থে উপস্থিত করা যেতে পারে।

রাবলে এবং সেরভেন্তেসকে তিনি উপন্যাসের আসল প্রতিষ্ঠাতা বলে মন্তব্য করেন। ফক্স রাবলের লেখায় আনন্দদায়ক মানবদেহের স্বাধীনতার যে দাবী খুঁজে পান তাকেই হয়ত কিছুটা ভিন্ন ভাবে লুকাচ এপিকিউরিয়ানিজম-এর ঐতিহ্য বলে মনে করেন। ফক্স জানান রাবলে উত্তরসূরী ঔপন্যাসিককে দিয়ে গেছেন রসবোধ এবং ভাষার কাব্যময়তা, অবশ্য একালের সমালোচকরা তাঁর রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যঙ্গদৃষ্টি এবং মানবমমত্বকেই বড়ো করে তুলে ধরেন। ফক্সের কাছে ফিল্ডিং ও সুইফট দুজনেই প্রতিভাধর। দুজনেই ছিলেন সমাজের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সচেতন আর 'টম জোনস' কে বলেন প্রথম আধুনিক মহাকাব্য। ফিল্ডিং সমস্ত মহান ইংরেজ লেখকদের মত রাজনীতিক, সাংবাদিক ও কাজের মানুষ। নৈতিক উপদেশদান ত্রুটি হলেও সমাজ সমালোচনা প্রশংসনীয়। তিনিই প্রথম ইংরেজ লেখক যিনি বুঝেছিলেন ঔপন্যাসিকের কাজ হল জীবনকে বাস্তব সম্মতভাবে

চিত্রিত করা। NP-র রুশ সংস্করণের ভূমিকা লেখক অবশ্য ফক্সের সমালোচনা করে বলেন, সুইফট বিষয়ে অত্যন্ত কম বলা অসঙ্গত হয়েছে। বুর্জোয়া সমালোচকদের হাতে নিগৃহীত সুইফট পরবর্তী ব্যঙ্গপ্রবণ ইংরেজ লেখকদের কাছে সঞ্চার করেছেন অনুপ্রেরণা। ফক্স ফিল্ডিং বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিলেও তাঁর সৃজনবিকাশের দিকটা তুলে ধরেন নি। তাৎপর্যপূর্ণ হল ফিল্ডিং এর প্রথম দিকের রচনায় আছে র‍্যাডিক্যালিজম, কিন্তু ধীরে ধীরে আসে স্থিতাবস্থার অনুমোদন। ফক্স ডিফোর লেখায় ব্যক্তিমানুষ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সদর্থক ঘোষণার কথা বলেন। স্কটপ্রসঙ্গে ফক্স বলেন, তিনি হলেন শিল্প যুগের প্রথম মহান ঔপন্যাসিক, যিনি অবশ্য সরে গেছেন বাস্তব থেকে এক অদ্ভুত আদর্শবাদী রোমান্টিক অতীতে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মানুষকে দেখতে হবে ঐতিহাসিকভাবে। মানুষের অতীত ও বর্তমান, জীবনের কাব্য ও গদ্যময়তার সংমিশ্রণের কথা ভাবলেও তিনি ব্যর্থই হয়েছিলেন। ই. এম. ফর্স্টার যে স্কটকে কৌশলী গল্প বলিয়ে এবং অসহ্য সেন্টিমেন্টাল কাহিনীর কথক বলেন একথায় ফক্সের আপত্তি আছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, বালজাক কিন্তু স্কটের কাছেই তাঁর ঋণ স্বীকার করেন। স্কটের ব্যর্থতার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে ফক্স বলেন মানুষের যথার্থস্বরূপ দেখতে স্কট ছিলেন অপারগ, তাঁর চরিত্রগুলি ইতিহাসের সত্যকার নরনারী নয়, তারা প্রাক উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত বণিক সম্প্রদায়ের আদর্শকরণ। লুকাচ আমাদের জানান ধর্মীয়, জাতীয়, আদর্শগত নানা সংঘাত স্কট আনলেও তাঁর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সেই শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বাঁধে, যাঁরা শিল্পবিপ্লব এবং ধনতন্ত্রের দ্রুতবৃদ্ধিতে ধ্বংসপ্রায়। স্কট এ বিকাশের উৎসাহীদের পক্ষেও নন, আবার ঠিক বিষণ্ণদের পক্ষেও নন। তিনি মনে করেন, শ্রেণীসংঘাতের মাত্রা এক গৌরবজনক মধ্যপন্থায় শান্ত হয়ে যাবে।

আর্নল্ড কেটল লুকাচের থেকে সামান্য ভিন্নমত পোষণ করেন তাঁর উপন্যাস বিষয়ক আলোচনায়। তাঁর মতে স্কট রোমান্টিক, অষ্টাদশ শতাব্দীর সুবিনয়ী ঐতিহ্যের প্রত্যাখ্যানেই তা প্রকাশিত। তবে স্কটের উপন্যাসের সমাজ জীবন অস্টেনের রচনার তুলনায় প্রসারিত, যা তাঁর উপন্যাসকে এনে দিয়েছে মহাকাব্যিক মহিমা। দ্বিতীয়তঃ স্কট শুধুমাত্র শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লেখেন নি, তার মধ্যে ছিল এক পলায়নমনস্ক রোমান্টিক মনোভাব। নিম্নভূমির কৃষকদের সমস্যা ও অঙ্গীকার বিষয়ে লেখকের সচেতনতা তাঁর উপন্যাসের সামর্থ্য বাড়ায়, যদিও তার ভঙ্গিটা পিতৃপ্রতিম জমিদারের। যে কোনো

রোমাণ্টিক লেখকের মতোই তিনি পঁুজিবাদের নবপদচারণার বিরুদ্ধে। শিল্প-বিপ্লব পুরোনো সমাজবন্ধন দিচ্ছে ভেঙে, যাতে ছিল পারস্পরিক মানব সম্পর্কের মধ্যে এক সহমর্মিতা। হয়ত এ কারণেই তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন মধ্যযুগীয় রোমান্সের স্বপ্নিল পৃথিবীতে। তৃতীয়তঃ,স্কট অনেক সময় মানব জীবনের ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক চলৎশক্তির জটিলতাকে সুন্দরভাবে ধরেন। চতুর্থতঃ স্কটের জাতীয় চেতনা এবং আঞ্চলিক আনুগত্যকে নিছক কৌশল সর্বস্ব বলাটা ভুল হবে। স্কটল্যান্ডের জাতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত নিম্ন-ভূমির মানুষদের সংস্কৃতি, আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিভার সম্পর্কে আমাদের নিঃসংশয় করে তোলে। পঞ্চমতঃ ফক্স স্কটের চোখে যে ঠুলির কথা বলেছেন, তা মেনে নিয়েও কেটল বলেন এ ঠুলি দুর্ভেদ্য নয়। তা তাঁর বীক্ষণকে সীমিত করলেও অন্ধ করতে পারে নি। জেন অস্টেন প্রসঙ্গে ফক্স বলেন, তিনি সমালোচনা মুখরা, ব্যজস্তুতিতে তীক্ষ্ণ, সভ্যতার আলোকে চরিত্রবিশ্লেষণে সিদ্ধা। অস্টেন অবশ্য তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁর চরিত্রগুলির সমস্যার সমাধান পান নি। এর কারণ কারু কারু মতে, অস্টেনের রচনায় শ্রেণী স্বার্থের, শ্রেণী বৈষম্যের পর্যালোচনার অভাব। থ্যাকারের লেখায় ফক্স দেখেন নব্য বুর্জোয়াজির প্রতি অসন্তোষ এবং তীব্র ব্যঙ্গে তা প্রদর্শন।

ডিকেন্সের কথা আছে NP-র অন্ততঃ তিনটি প্রবন্ধে, তার মধ্যে বিশদ আলোচনা 'ভিক্টোরিয়ান পশ্চাদপসরণ' প্রবন্ধে। তাঁর মতে, ডিকেন্স পুনরায় মহাকাব্যকে ফিরিয়ে দেন পূর্ণ মহাকাব্যিক চরিত্র, তাঁর সৃজিত চরিত্রগুলি মিশে গেছে ইংরেজ জীবনের সঙ্গে। ডিকেন্স ছিলেন একান্তভাবে তাঁর নিজ সময়ের জ্যোতিষ্ক। তাঁর কল্পনাময়তা, অজস্র ঘটনা তৈরীর ক্ষমতা, অতি সাধারণ মানুষের চরিত্রাঙ্কন প্রভৃতি কারণে তিনি পাঠকের ঘনিষ্ঠজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। একথাগুলি পরবর্তীকালে অধিকাংশ সমালোচকদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। ডিকেন্সের ঘাটতি সম্পর্কে ফক্সের মনে হয় ডিকেন্সের নায়কেরা সমাজের আপাতদৃষ্ট বহিরঙ্গ থেকে নিম্নাভিমুখী মানুষের অধোগমন যথাযথ পর্যবেক্ষণ করতে পারে নি। তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসাড়তাকে নির্দয় ভাবে আক্রমণ করলেও নৈতিক অধঃপতনের গভীর অর্থবহ প্রক্রিয়া বা ধন-তান্ত্রিক সমাজের দীনতা কোনটাই দেখতে পান নি। লুকাচ তাঁর 'দি হিস্টোরিক্যাল নভেল'-এ ডিকেন্সের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাঁর পেটিবুর্জোয়া মানবতাবাদ এবং আদর্শবাদের কথা বলেন। সেখানে

(বিশেষতঃ এটেল অফ টু সিটিজ) ফরাসী বিপ্লবের পটভূমির বিশ্লেষণ না করে তিনি চরিত্রের আচরণের নৈতিক কার্যকারণগুলিই গুরুত্ব দেন। তার সমাজ বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি সীমায়তি এনে দিতে বাধ্য, যা সামাজিক উপন্যাসে বাস্তবতার তীব্রতার টানে অনেকটা কেটেছে। মেরী ঈগলটন এবং ডেভিড পীয়ার্স ডিকেন্সের প্যাশনমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি,অমানবিককে মানবায়ন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মূল্যবোধের সমালোচনার উল্লেখ করেন। তাঁরা অবশ্য বলেন সমস্যাকে ব্যক্তিক না রেখে বেশ কিছু সামাজিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত করে দেখানোয় আছে ডিকেন্সের র‍্যাডিকালিজম।

ফক্সের তরুণ বয়সের এক অনিবার্য লেখক ছিলেন লরেন্স। স্যামুয়েল হাইনস্ বলেন, ত্রিশের লেখকদের কল্পনায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিল দুজন লরেন্স—টি. ই. এবং ডি. এইচ। অডেন তাঁর কবিতায় একাধিকবার লরেন্সকে ইংল্যাণ্ডের আরোগ্যদাতা রূপে দেখেছেন। জর্জ ওয়াটসন-ও বলেন —৩য় দশকের শেষার্ধে লরেন্সের উপন্যাসকে মনে করা হত প্রলেতারীয় মনোভাবের রূপায়ণের একমাত্র প্রতিনিধি। আজ আমরা বুঝতে পারি, এ কথার মধ্যেই সুনিশ্চিতভাবেই অতিশয়োক্তি আছে। যা হোক এ বিশ্বাস বহমান ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তো বটেই বলে ওয়াটসন মনে করেন।[১৬] যা হোক শ্রমিক শ্রেণীর জীবন রূপায়ণের জন্য লরেন্সপ্রতিম লেখকদের প্রতি মোহ অচিরেই কেটে যায় মার্ক্সীস্ট সমালোচকদের। অ্যালিক ওয়েস্ট অবশ্য মাটির সঙ্গে যোগের সূত্রে পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগের কথা বলেছিলেন 'দি রেনবো' উপন্যাসের উদ্ধৃতি দিয়ে। তবে ওয়েস্ট ও ফক্স দুজনেই একমত যে লরেন্স শ্রমিক শ্রেণী সম্ভূত হলেও প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন শ্রমিক শ্রেণী ত্যাগ করতে। তবে এ করতে গিয়ে তাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে নানা সমঝোতা করতে হয়। ফক্স দেখান ওয়েলস, মারী এবং লরেন্স তিনজনেই শ্রমিক শ্রেণী সম্ভূত, তিন জনেই তীব্র লড়াই চালিয়েছেন দারিদ্র্য এবং স্নবারির বিরুদ্ধে। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ সব ক্ষেত্রেই জয় হয়েছে স্নবারির। (সাহিত্য ও রাজনীতি) ফক্স NP-র ভূমিকা প্রবন্ধে তৃতীয় দশকে ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকট প্রসঙ্গে লরেন্সের মৃত্যুর কথা যখন বলেন তখন লরেন্সের গুরুত্ব সমর্থিত হয়। কিন্তু ফক্সের মতে লরেন্স উপন্যাসে ইচ্ছানুযায়ী রঙ চড়াতে ভালোবাসেন। সানস্ অ্যাণ্ড লাভার্স এবং দি রেনবোর মত উপন্যাসের অভাবনীয়, আকর্ষণীয় সাফল্যের পর তাঁর প্রতিভার অবনমন ঘটতে থাকে, তিনি শুরু করেন অদ্ভুত ধরণের রহস্যময়তায় আকীর্ণ, সুন্দর কিছু গদ্য রচনা। সেখানে আর থাকেনা

কোনো রক্তমাংসের মানুষ। হয়ত 'দি রেনবো' লেখার পর তাঁর সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা, যে কোনো কারণেই হোক, গিয়েছিলো নষ্ট হয়ে। এ পর্যায়ে আদিমতা নিয়ে তার কিছু ভবিষ্যৎবাণী আছে। ১৯৩০ সলে প্রকাশিত STEPHEN POTTER এর D. H. LAWRENCE : A FIRST STUDY গ্রন্থে আদিমতাকে, প্রাণীদেরকে এবং হোলি ঘোষ্টকে গুরুত্ব দেওয়া ও প্রচলিত ধ্যান ধারণা ভাঙার জন্য প্রশংসা করলেও ফক্স মনে করেন এ ঝোঁক অনাধুনিক। ফক্স বলেন, লরেন্স তো ইংলণ্ডের গ্রাম এবং ইংলণ্ডের মাটির কদর করতে প্রস্তুত নন। এক স্বল্প সংখ্যক অজ্ঞ ও বিবেকহীন শ্রেণীর হাতে প্রতিটি ইংরেজের উত্তরাধিকার যে বিকৃত ও বিধ্বস্ত হচ্ছে যথেচ্ছভাবে, তা হার্ডি যতটা বুঝেছেন, লরেন্স তা পারেন নি। যদিও লরেন্সের গদ্যভাষা অনেক বেশী ভাল। (এবং নায়কের মৃত্যু) কডওয়েল-ও বলেন, বুর্জোয়া সংস্কৃতির স্বার্থপরতার ছক এড়াতে তিনি পারেন নি। বুর্জোয়া সংস্কৃতির আত্মবিধ্বংসী উপাদানকে বড়ো করে তোলেন লরেন্স। ওয়েলস-এর থেকে আরও বেশী শিল্প গুণান্বিত হলেও বুর্জোয়া মূল্যবোধের প্রতি ঘৃণা প্রকাশিত হলেও তিনি বুর্জোয়া সমাজেরই লেখক বটে। তাছাড়া লরেন্স ছিলেন সংহতিতে অনাগ্রহী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আগ্রহী—যেকথা আবার ফক্স বলেন নি।[১৭] রক্ত এবং বংশ বা জাতিগত প্রবাহে ছিল লরেন্সের বিশ্বাস যার সমালোচনা করেছেন ফক্স এবং কডওয়েল দুজনেই। রেকস ওয়ার্ণার-ও তাঁর 'দি কাল্ট অফ পাওয়ার' প্রবন্ধে এ ব্যাপারে লরেন্সের তীব্র সমালোচনা করে বলেন এ বিশ্বাস ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, বংশগত শক্তিপ্রাণতা এবং হিংসার দিকে লোককে ঠেলে দেবে। এরপর আর একটি ব্যাপার। ফক্স বলেন ইভলিন ওয়ার লেখায় যে ধর্মাশ্রয়, তার পাশাপাশি আমাদের মনে আসে রোমান ক্যাথলিজম সমর্থন করছে ইতালীর ফ্যাসিস্টদের। দেশের মানুষ যদি লরেন্সের রক্ত এবং বংশপরম্পরার তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে তাহলে তা কিন্তু ক্রমে মানুষের সামনে এনে দেয় যুদ্ধের গৌরব বর্ধনের আধ্যাত্মিকতা, মধ্যযুগীয় অত্যাচার কর্মের গুণকীর্তন যা নাৎসী সংস্কৃতির নামান্তর মাত্র। কডওয়েলও বলেন, মানব সমাজ সংকট সম্পর্কে লরেন্সের সমাধানসূত্র সাম্যবাদী নয়, ফ্যাসীবাদী।

জর্জ ওয়াটসন এ ব্যাপারটিকে আর একটু গুরুত্ব দিয়ে আমাদের জানান —হিটলারের আবির্ভাবের পূর্বেই লরেন্সের মৃত্যু ঘটলেও উভয়ের চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো। লরেন্স তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগেই লিখেছিলেন লেনিন এবং মুসোলিনী স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হলেও বিপরীত-

ধর্মী নন মোটেই, তারা দুজনেই এ পৃথিবীতে ছড়িয়েছেন—'অলৌকিকতা, রহস্যময়তা আর কর্তৃত্বপরায়ণতা।' রাশিয়া জারকে ধ্বংস করে পেয়েছে লেনিনকে, পেয়েছে বর্তমানের যান্ত্রিক সার্বভৌম উৎপীড়নকে, ইটালীও পেয়েছে মুসোলিনীর বুদ্ধিপ্রাণিত সার্বভৌম উৎপীড়ন; আর ইংল্যান্ড ও সন্ধান করছে অনুরূপ কিছু।[১৮] লরেন্স একনায়ক চান, নীটশের ধরণে, যে নীটশের বক্তব্য নাজী দর্শনে অনুপ্রেরণা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। আর এই রক্তের সংযোগ সূত্র বিষয়ক ধারণাও তো জাতীয় সমাজতন্ত্র বিষয়ক চিন্তার সঙ্গে সাদৃশ্য আমাদের কাছে তুলে ধরে। সমকালীন মার্ক্সীয় প্রাবন্ধিক জন স্ট্র্যাচিও এই সুরে সুর মেলান। এরা কেউই লরেন্স বিষয়ে বীর পূজা করতে নারাজ। লরেন্স বুর্জোয়া শিল্পী, তার চিন্তন ফ্যাসিস্ট অনুবর্ত্তী, তিনি প্রফেট ঠিকই, তবে তা 'স্নায়ুসংকটের পুনরাবর্ত্তনে, আদিমতায় প্রত্যাবর্ত্তনে।' জয়েস এবং তাঁর সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় উপন্যাস 'ইউলিসিস' প্রসঙ্গে ফক্স দুই চারটি মন্তব্য করেছেন। তাঁর লেখার সময় জীবিত ছিলেন জয়েস। ফক্স বলেন—জয়েস রীতিমত মতিস্থির করেই ছিলেন সাধারণ মানুষকে চিত্রিত করতে। বেছে নিয়েছিলেন ডাবলিনের নীচ এক মানুষকে। এই মানুষটিকে তিনি তুলে ধরেন তার নিত্য কর্মব্যস্ততার মধ্যে, যদিও মানবতাবাদ সেখানে অস্বীকৃত। কারণ তাঁর উপন্যাসে বিবিধ চরিত্রের সাথে বহির্জগতের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তুচ্ছ হয়ে যায়। অস্বীকৃত হয় মানুষের ঐতিহাসিক চরিত্র। যদিও মানুষ তো সময়ের অন্তর্গত এক জীবই। জয়েসের ব্লুম একটি মানবচরিত্র। কিন্তু 'ইউলিসিস' উপন্যাসে এটিই একমাত্র চরিত্র। তাই কনরাডের মার্লোর চাইতে ডিডেলাসের খুব বেশি রক্ত মাংস নেই। একদিনের ওই ওডিসিতে একাধিক ডাবলিনবাসী আসলে লেখকেরই পরিচিত ব্যক্তিমণ্ডলী। অতীব চমৎকার বর্ণনা, তীক্ষ্ণ চতুর বিশ্লেষণ সবই আছে, কিন্তু চরিত্রগুলির মধ্যে সৃজন নেই। সেগুলি যেন আলোকচিত্র। আর নায়ক বিমূর্ত, বিংশ শতাব্দীর সাধারণ লোকের প্রতীক। (এবং নায়কের মৃত্যু) এভাবে রাবলের লেখায় যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম চিহ্নিত, ইউলিসিসে উদাহৃত হয় সেই সেই ব্যক্তিসত্তার চূড়ান্ত সর্বস্বান্তি—আসে ব্যক্তিমনোভাবের আশা-বিরহিত বিচ্ছিন্নতা। ফক্স বলেন মানুষের অবচেতন সম্বন্ধে আধুনিক মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জয়েস জানতেন বটে, কিন্তু তা তিনি খুব কাজে লাগান নি। প্রুস্ত এবং তিনি মানবব্যক্তিত্ব নির্মাণ করার বদলে মানব ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করাই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য ভেবে নেন। যে মানুষ সামাজিক

সামগ্রিকতার অংশ তাকে ধরেন না। (সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ) কেটল বলেন, ইউলিসিস উপন্যাসে ব্যঙ্গের ছলে আছে মায়াবিস্তারী, বীরত্বব্যঞ্জক, অখণ্ড এক অতীতের সঙ্গে নোংরা, বীরত্বহীন, খণ্ডীভূত বর্ত্তমানের দ্বন্দ্ব। ডাবলিনের অঙ্কিত সমাজ দুই প্রভু—ক্যাথলিক গির্জা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের টানাটানির মধ্যে বঞ্চনা ও ধ্বংসকরণ মনোভাবের প্রভাবে হতাশ ও খণ্ড হয়ে যায়। ইউলিসিসে যে সামাজিক মানুষের ছবি তা ঘূর্ণিপাকের জটিলতার শিকার, তবে সে দেখানোয় আছে অন্তর্দৃষ্টির ঘনিষ্ঠতা এবং বাহ্যব্যাপার সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের দক্ষতা।[১৯] টেরী ঈগলটন ইউলিসিসে দেখেন বিচ্ছিন্ন শিল্পী চেতনার (ষ্টিফেন ডেডেলাস) ও বাস্তবগত অস্তিত্বের (লিওপোল্ড ব্লুম) দ্বন্দ্ব। তাঁর নান্দনিক মতাদর্শ ইতিহাসের সংকট থেকে পশ্চাদপসরণ করতেই চায়।[২০]

জন গলসওয়ার্দির ফোরসাইট সাগা উপন্যাসটির ৩য় খণ্ড সোয়ান সঙ-এর ওপর পৃথক একটি প্রবন্ধে আমরা দেখি ফক্স বলেছেন গলসওয়ার্দির মতো লেখকরা সারা জীবন নিজ দেশের শাসক শ্রেণীকে পর্যবেক্ষণ করে কাটিয়েছেন এবং মধ্যবিত্ত জীবনের ঊর্ধারোহণ ও অবরোহণের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাসটিতে। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডে এসে লেখকের মানসিক ভারসাম্য গেছে হারিয়ে, ইংরেজি মানবতাবাদের চর্বিত চর্বণই যেন সেখানে প্রতিফলিত। কডওয়েল তাঁর 'রোমান্স অ্যান্ড রিয়ালিজম' বইতে গলসওয়ার্দির মূল্যায়ন করেছেন আরও স্পষ্ট ভাবে। তাঁর মত হল, যদিও মানুষের সম্পর্কগুলি বদলায় যে শক্তিগুলো সেগুলি বিষয়ে হার্ডির মতোই তিনি অসচেতন, আবার মৌল মানবিক সম্পর্ক বিষয়ে অজ্ঞ। গলসওয়ার্দির উপন্যাসে ফোরসাইটরা ছাড়া আর সত্যিকারের মানুষ নেই। কিন্তু এই বুর্জোয়া ফোরসাইটরাও আর গলসওয়ার্দি বর্ণিত পটভূমিতে নেই, সেদিক থেকে এই পটভূমি অবাস্তব ও ঘোলাটে। গলসওয়ার্দি ফোরসাইটবাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু তিনি একেবারেই বুর্জোয়া বিদ্রোহী, জীবনে এবং শিল্পে দুইক্ষেত্রেও। তাঁর বিদ্রোহ শুধু ফর্মগত, তাতে বুর্জোয়া আচরণের কোনো অস্বীকৃতি নেই। অতএব, কডওয়েলের মতে এ এক নান্দনিক বিদ্রোহ, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি।[২১]

এইচ. জি. ওয়েলসকে নিয়ে আছে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ। ইনি স্তালিনের ভাষায় একজন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মানুষ। ফক্সের মতে তিনি আধুনিক সমাজের মধ্যবর্তী অংশের কণ্ঠস্বর। শাসক শ্রেণীকে অবিশ্বাসের সূত্রেই ফেবি-

য়ানদের সঙ্গে বেধেছিল তাঁর বিবাদ। পথের ভ্রান্তিবশতঃই ওয়েলস নিজ শ্রেণীর সমস্যা বা নিজ সাহিত্যের সমাধান করতে পারেন নি। তবু তিনি 'এক মহান সাংবাদিক, জনপ্রিয় রচনার সৃষ্টিকর, এক এনসাইক্লোপিডিষ্ট। কেটল অবশ্য বলেন, ওয়েলস উপন্যাস রচনায় পরিশুদ্ধ নান্দনিক অনুভবের দিকে যান না, তবুও তাঁর অনুভব চিন্তাকে করে চাঙ্গা। কডওয়েল অবশ্য ওয়েলস এর প্রতি সহানুভূতির অভাব দেখিয়েই বলেন, তার অবস্থা হল সেই দর্জির মত যার গজকাঠিটা রাতারাতি খেয়ালখুশী মাফিক বদলে যায়। তাঁর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের দ্বন্দ্বগুলি অবাস্তব, তাদের পারস্পারিক সম্পর্কগুলি মনে কোনও রেখাপাত করে না। শিল্প বিজ্ঞান ও কর্মকে পরিত্যাগ ক'রে প্রচারের অনুকূলে কাজ করে জগৎকে পরিবর্ত্তন করতে পারবেন বলে ওয়েলস বিশ্বাস করেন। ওয়েলস এর কাছে সর্বহারার অস্তিত্বই নেই।[২২]

বিখ্যাত ফরাসী প্রগতিশীল লেখক আঁরি বারবুসের ওপর ফক্স লিখে-ছিলেন একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ। ফক্সের দৃষ্টিতে বারবুস প্রেরণাদায়ক অগ্রণী এক মানুষ, তাঁর বক্তব্য শিল্পেরই আয়ুধ। তিনি নতুন জগতের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আগুয়ান। জোলাকে তিনিই করেছেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। বারবুস ছিলেন সভ্যতার ক্ষুব্ধ বিবেকের প্রতীক, মূলধনের দানবচালক ও তাদের গোলামদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। 'আণ্ডার ফায়ার' উপন্যাসটি একটি মহান সৃষ্টি. যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ। ফরাসী শ্রমিক ও বিপ্লবী বুদ্ধি-জীবীদের কাছে তিনি যে আদৃত, ফক্স এটা স্পষ্টতঃ দেখাতে চান। সর্বোপরি আসে ম্যাক্সিম গোর্কির প্রগতিশীল চরিত্রের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ। গোর্কি ছিলেন সাহসী, সরল, গভীর, তীব্রভাবে সৎ, যিনি শোষিত জনগণের দুঃখযন্ত্রণা আশা ও জিগীষাকে আন্তরিকভাবে ব্যক্ত করেন। ফক্স দেখেন রাশিয়ার তিনটি বিপ্লবের সঙ্গে গোর্কির জীবন কিভাবে জড়িয়ে আছে। তিনি রুশ জনগণকে দেখালেন স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথ ও উপায় আছে। রাশিয়ার বাইরের অনেক মানুষও রাজনীতিতে দীক্ষিত হয়েছেন 'মা' উপন্যাসটি পড়ে। গোর্কি ভাষার সবচেয়ে যে মূল্যবান কোষাগার সাধারণ মানুষের কথাবার্ত্তার মধ্যে, তা ব্যবহার করেছিলেন বলে তা জনগণের কাছে এত আদৃত হয়েছে। রাজনীতিক কর্মকাণ্ডেও গোর্কির সৃজনশীলতা ছিল বহমান। অতএব তাঁর সিদ্ধান্ত, রাজনীতির প্রশ্নকে গোর্কির নামের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। গোর্কির এই মূল্যায়ন পরবর্ত্তীকালে নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতি সহানু-ভূতিশীল যে কোনো পাঠক ও সমালোচকের কাছে গৃহীত হয়েছে সঙ্গতবোধেই।

এই ভাবে আমরা দেখি ফক্স সময়ের অভাবের মধ্যেই প্রগতিশীল ও অধোগতিশীল দু ধরণের অগ্রগণ্য লেখকদের সম্পর্কেই সাহসী মন্তব্য রেখে গেছেন যার অনেকগুলিই পরবর্ত্তীকালের বিজ্ঞতার মনীষায় সমর্থিত হয়েছে। সে দিক থেকে মার্ক্সীয় সাহিত্য বিচারে ফক্সের প্রাসঙ্গিকতা কি বাতিল করা যায়?

উপন্যাসের ভাষা

স্তালিন স্পষ্টতঃ জানিয়েছিলেন ভাষা উপরিকাঠামো থেকে পুরোপুরি আলাদা। তা মানুষের উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবেই যুক্ত। একটি সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। কথা-সাহিত্যিক গোর্কি বলেছিলেন, ভাষা জনসৃষ্ট। জনসাধারণের ভাষা হল কাঁচা মাল আর সাহিত্যের ভাষা হল সেই কাঁচামালকে বিশেষজ্ঞ দিয়ে প্রস্তুত করা বস্তু। নির্মাণ শিল্পের কঠিন অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, সঠিক শব্দসন্ধান, গ্রন্থনা, স্বল্প শব্দে গভীর ও পর্যাপ্ত ভাবের প্রকাশ, শব্দ দিয়ে জীবন্তচিত্রের সৃষ্টি, চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তীক্ষ্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা, পাঠক মনে চিত্রিত চরিত্রের স্বভাব ও বাচনভঙ্গি তাৎক্ষণিক তৎপরতার সঙ্গে গেঁথে দেওয়া সত্য সত্যই দুরূহ কাজ। এই কাজের সফলতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বালজাক ও অন্য কয়েকজন ফরাসী লেখকের রচনায়। মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস্ তাঁর 'সিটি গার্ল' উপন্যাসটির বাস্তবতার অভাবের কথা বললেও অনলংকৃত ভাষায় উপস্থাপনার প্রশংসা করেন। মিনা কাউটস্কির 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ' উপন্যাসে কৃষক ও খনি শ্রমিক জীবন চিত্রায়ণের আশ্চর্য সজীবতার, নায়ক চরিত্রচিত্রণে সূক্ষ্ম কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টির সদ্ব্যবহার কিভাবে উপন্যাসটির আবেদন বাড়িয়ে দিচ্ছে সেকথা বলেন। এ দুটি উদা-হরণই উপন্যাসে ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণের পরিচয় দেয়। কডওয়েল এইচ. জি, ওয়েলসের জীবন্ত উপমা প্রয়োগের ক্ষমতা ও শব্দবুনন ক্ষমতার উল্লেখ করেছিলেন। ইলিয়া এরেনবুর্গ, গোর্কি এবং ফক্সের মতই অতীত লেখকদের কাছ থেকে ভাষার সম্পদ ও তার বিশুদ্ধতা, গঠনকৌশল ও সাহিত্যশৈলী শেখার কথা বলেন। এরেনবুর্গ সাহিত্যের জন্য সংবাদপত্রের দরিদ্র ভাষাকে অনুমোদন করেন না। পরিবর্ত্তে টলস্টয়ের অনবদ্য চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা, টুর্গেনিভের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা, চেকভের ইঙ্গিতগর্ভ অথচ স্পষ্ট শিল্পরীতি, গোগোলের বিস্ময়কর ছন্দোময়তা, লেরমোন্তভের কাব্যময়তা ও গভীর স্বচ্ছতামিশ্রিত অনবদ্য গদ্যের

থেকে শেখার কথা বলেন। তবে পাঠক জানেন, মার্ক্সবাদী সাহিত্য আলোচকের কাছে ভাষা ব্যবহারের, আঙ্গিক কৌশলের সূক্ষ্মতা নিয়ে অতিশয়িত আলোচনা গুরুত্ব পায় না।

ঔপন্যাসিক ছিলেন বলেই হয়ত ফক্স এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে ভাষার উপযুক্ততা নিয়ে ২।১টি মন্তব্য করে গিয়েছেন। মার্ক রাদারফোর্ডের লেখা 'রেভলিউশন ইন ট্যানার লেন' উপন্যাসটির স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েই চরিত্রচিত্রণে শক্তিসম্পন্ন মিতাবেগ গদ্যের কথা বলেন যা নিপুণ অভিব্যক্তি দিয়েছে আবেগপূর্ণ, অসুখী গণতন্ত্রীদের। নায়ক জ্যাকারিয়ার জীবনে যে কাব্য ও গদ্যের মিলন তা উপন্যাসেও ব্যবহৃত। এই কাব্য ও গদ্যের মিলন আমরা দেখব ফক্সের উপন্যাসেও। ডিমিত্রভকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা বিষয়ে বলতে গিয়ে আসে ফ্লোবেয়র প্রভৃতি লেখকের শিল্পশৈলীর একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা। চরিত্র ও ঘটনাবলীর জীবন্ত বর্ণনা থাকলেই উপন্যাস সার্থক হয় না, প্রয়োজন মানুষের অস্তিত্ব, বিকাশ, জীবন যাপনের সব কিছুর সঙ্গে তার অন্বয়। সেক্ষেত্রে পরিবেশের ভিন্নতা ভাষারও ভিন্নতা আনতে পারে। ফক্সের এই কথা কেটল অনেক বছর পরে বলেন, দেখান পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করার ধারাবাহিক অনিঃশেষ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সংগ্রামের সঙ্গে লেখকের গদ্যভাষাও সম্পর্কিত। এই সংগ্রাম থেকেই জন্ম নেয় তাঁর নিজের এবং সমাজের প্রয়োজনীয় এক জীবনাদর্শ।

ফরাসী প্রাবন্ধিক অ্যালেঁই এর একটি প্রবন্ধের দুটি অনুচ্ছেদ ফক্স উপস্থিত করেন। ফরাসী লেখক দেখিয়েছেন গদ্যের দুটি প্রণালী মনন ও বর্ণন। এদের সাহায্যেই বস্তুসমূহ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে, বিভিন্ন মনোভাব পায় যথাযথ আকার, চিত্রকল্পগুলি শেষে মেলে একই কেন্দ্রে। ঔপন্যাসিকের এমন কোনো বর্ণনা দেওয়া উচিত নয় যার পিছনে তার চিন্তা বা মননের কোনো কার্যকরী ভূমিকা নেই। ফক্স বলেন, শব্দ যে কোনো লেখকের প্রাথমিক উপকরণ হলেও রোমাণ্টিক চিন্তা দাবী করবে রোমাণ্টিক রচনারীতি, বাস্তববাদী চিন্তা দাবী করবে সরল গদ্য বাহিত চিন্তা, সরল, বাস্তববাদী রচনারীতি। জোর করে কৃত্রিম রচনারীতি তৈরীর প্রচেষ্টাই বিসদৃশ, যেটা তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর কালের কিছু লেখকের মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন অভিব্যক্তির মহত্তম সঞ্চয় আছে লোক ভাষার মধ্যে। চসার থেকে সেক্সপীয়র—যারাই মহৎ লেখক তাঁরাই ঘাতপ্রতিঘাতময় পরিবর্তমান লোক ভাষাকেই অবলম্বন করেছেন। বাইবেলের আধুনিক ভাষা ও

যে এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজ জনগণের কথ্য ভাষা অবলম্বন করেছিল একথা তেমন তোলা হয় না। সবাই জানেন, গোর্কিও এই লোকভাষায় ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন।

ফক্স লক্ষ্য করেন এ শতাব্দীর ইংরেজি ভাষা সাধারণের ভাষা থেকে বিমুক্ত হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে অভিব্যক্তিতে উৎকট। এর জন্য দায়ী লেখকদের জীবন্ত ভাষার উৎস লোকজীবন থেকে দূরে থাকা। তাই তাদের রচনায় ভাব ও ভাবপ্রকাশ হয়ে যায় ফ্যাকাশে ও রক্তশূন্য। তবু তাঁর মনে হয় অংশত আমেরিকা থেকে ভাষা আমদানী এবং অংশত জীবন অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ বেয়েই কারু কারু লেখা হয়ে উঠছে সজীব। যেমন কিপলিঙের প্রাণবন্ত গদ্য যা ইংল্যান্ড ও আমেরিকার লোকভাষাকে নির্ভীক ভাবে ব্যবহার করেছে। এবার তিনি বলেন ভালো গদ্য লেখার শিল্প হল প্রতিটি বস্তুকে তার সঠিক নামে ডাকার শিল্প যা সাম্প্রতিক কালে লুপ্ত হয়েছে। এই শক্তিই ডিমিট্রভ পেয়েছিলেন কাঠগড়া থেকে ভাষণ দেবার সময়। এই বস্তুকে সঠিক নামে ডাকার রীতি চলিত আছে জনগণের মধ্যে, তারা জীবন অভিজ্ঞতার পরিবর্ত্তন অনুযায়ী প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দের আমদানী ঘটায়। আমেরিকান লেখকদের মধ্যে ইংল্যান্ডের তুলনায় এ প্রবণতা কিছুটা বেশী। এই প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজ লেখক উইলিয়াম কবেটের উদাহরণ দেন। ফক্সের মতে তিনি হয়ত বিশুদ্ধ শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু তিনি এমন একটি ভাষায় লিখেছেন যা খুব অসাধারণভাবে খাঁটি গদ্য ভাষার নিকটবর্ত্তী, সেখানে শব্দ ও ধারণার মধ্যকার সংযোগটি সুস্থ ও সুখী। কবেট ভাষা ব্যবহার করতেন জীবনকে প্রকাশ করতে, কিন্তু বি. বি. সি. সেটা করে জীবনকে গোপন করতে। এই রক্তশূন্য নির্দোষ ভাষাকে দিতে হবে নতুন রক্ত, তবেই সৃষ্টিশীল আবিষ্কারমুখী দক্ষতাকে কাজে লাগানো যাবে যথাসাধ্য। এই অর্থেই ভাষা হয়ে ওঠে Practical consciousness (মার্ক্স)। আরো দীর্ঘায়িত জীবনের অধিকারী হলে এ বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু আলোচনা আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতাম, এ আশা করাটা অসঙ্গত নয়।

ইংরেজী উপন্যাস আলোচনার ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে র‍্যালফ ফক্সের 'দি নভেল অ্যান্ড দি পিপল' বইটির উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ, কিন্তু আলোচনা কেউ করেন নি। এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ফক্সের মৃত্যুর পর ১৯৩৭ সালে। এ সময় পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ইংরেজ আলোচক হলেন হেনরি জেমস, পার্সি লাবক, আর্নস্ট বেকার, ই. এম. ফর্স্টার, এডউইন মুর এবং কিউ. ডি. লীভিস।

এঁদের পাশে পাশে মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা উপন্যাস আলোচনার নতুন ধারা গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা হলেন ক্রিস্টোফার কডওয়েল, অ্যালিক ওয়েস্ট, র‍্যালফ ফক্স, জ্যাক্ লিণ্ডসে, টি. এ. জ্যাকসন প্রমুখ। নানা কারণে আমাদের মনে হয়েছে সামগ্রিক আলোচনায় এবং মার্ক্সবাদী আলোচনায় 'দি নভেল অ্যাণ্ড দি পিপল' বইটির গুরুত্ব অপরিসীম না হলেও উল্লেখযোগ্য।

জেমস তাঁর 'দি আর্ট অফ ফিকশন' (১৯০২) এবং অন্য রচনায় উপন্যাস আলোচনায় আধুনিক যুগের পত্তন করেন। তাঁর মতে প্রয়োগকর্মের সার্থকতাতেই উপন্যাসের সার্থকতা, তার সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য—বাস্তব জীবনের আবহাওয়াকে সার্থক ভাবে গড়ে তোলা। লেখকের জীবন অভিজ্ঞতার ওপর উপন্যাসের ভালো মন্দ নির্ভরশীল। সার্থক উপন্যাসে সব যেন অখণ্ড ঐক্যে বিধৃত থাকে। এই ধারার লেখক লাবক 'দি ক্রাফট অফ ফিকশন' (১৯২১)-এ উপন্যাসের ফর্মাল বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরতে চান। তাঁর মতে উপন্যাসের বড় দান চেতনার প্রসারণ, বাস্তবের জীবন্ত ভাবের পুনঃসৃজন। জেমস ও লাবক জীবন ও সময় দুইকেই গুরুত্ব দিলেও এ কোন জীবন, এ কোন সময়, তার অভিঘাত লেখক মানসে ও সৃষ্টিতে কতখানি সে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে যান না। লাবক পয়েণ্ট অফ ভিউয়ের কথা বললেও শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির কথা তোলেন না। সেখানে লেখক ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন কোন চরিত্রে কিভাবে—এ প্রশ্ন কিন্তু তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ। এডউইন মুর তাঁর 'দি স্ট্রাকচার অফ দি নভেল' (১৯২৯)-এ জীবনের প্রতিরূপ রচনা, শুধু অভিজ্ঞতা নিবেদনের পরিবর্তে অভিজ্ঞতা রচনার পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রাখার কথাও বলেন। সময় ও স্থানের মধ্যে সন্নিহিত জীবনের কথা বললেও সময় স্থান বিশেষের অভিঘাতের পার্থক্য বিষয়ে কিছু বলেন না। তাঁর মনে হয়েছে মানবজীবনের চলিষ্ণুতার আবর্ত্তন আছে, বিকাশ নেই। চিরন্তনের পটে ব্যক্তিক আর্তির শিল্পায়ন সন্ধানের দিকেই তাঁর ঝোঁক। লীভিস জেমসের থেকে নেন উপন্যাস বিচারে নৈতিক মানদণ্ড আর রিচার্ড ও লীর কাছ থেকে মেথড ও অ্যাপ্রোচ। তাঁর আলোচনায় জীবন ঘনিষ্ঠতা, বাস্তবতা, অভিজ্ঞতার সীমাতিক্রম, সম্ভাবনার অন্তহীনতা, উপন্যাস গঠনের জঙ্গম সংযোগের স্বরূপ নির্ণয় প্রভৃতি ব্যাপারেও জেমসের সুর শোনা যায়। লীভিস সমাজতান্ত্রিক বা ধর্মীয় ক্যাথলিক বা মার্ক্সীয় মানদণ্ড ব্যবহার না করলেও নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সাহিত্যে কিভাবে ক্রিয়া করে সে কথা বলেন। 'ফিকশন অ্যাণ্ড দি রিডিং পাবলিক' (১৯৩২)-এ আছে ইংরেজ উঁচকপালে, মাঝারি আর নীচু

অহং-এর, রুচির ক্রমাবনমনের এবং উপন্যাসের পাঠক চরিত্র সম্পর্কে কিছু কথা যা মার্ক্সীয় আলোচনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঔপন্যাসিক ই. এম. ফর্স্টারের 'অ্যাসপেক্টস অফ দি নভেল' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। ফক্স তাঁর বইতে ফর্স্টারের কথা চারবার উল্লেখ করেছেন। এই বইটি উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ, প্যাটার্ণ ও রীদম সম্পর্কে কিছু নতুন কথা উপস্থিত করেছে। ফর্স্টার কলাকৈবল্যবাদের প্রবক্তা। ওঁর মতে নাটকের মত উপন্যাস এত শিল্প গুণান্বিত নয়। তিনি শিল্পের ঐতিহাসিক ভিত্তি সংক্রান্ত আলোচনায় অনাগ্রহী। মুরের মত তাঁর-ও কথা হল লেখকের বক্তব্য কম বেশী একই প্রকার। কারণ সাধারণ মানব প্রকৃতির তো বদল হয় না। পয়েণ্ট অফ ভিউ তাঁর মতে গুরুত্বে গৌণ। উপন্যাস আলোচনায় তিনি উদারনৈতিক মানবতাবাদী। ভঙ্গবিশ্বাস ও নৈরাজ্যের কালেও তিনি সন্ধান করে যান সুসঙ্গতি, প্রসারণ, মিথলজি। কিন্তু এগুলো ত জীবনের মুখ্য ব্যাপার নয়।

ভূমিকাতেই তিনি বলেন তথ্য ও ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক অপেক্ষা উপন্যাসের ফর্ম বিষয়েই তাঁর আগ্রহ বেশী। ব্যক্তি মানুষের মত, শিল্প ও সময়ের এবং সমাজের সঙ্গে বাঁধা, কিন্তু উপন্যাস তার উত্তুঙ্গ সার্থকতায় পেঁৗছে হয়ে যায় সময়হারা। সেই সাঙ্গীতিকতাই কাম্য। বোঝা যাচ্ছে তিনি শিল্পকে জীবনের প্রতিবিম্বন হিসেবে না দেখে জীবনের অন্তর্লোক দেখার মাধ্যম রূপেই দেখতে চান। তাই তাঁর মতে ঔপন্যাসিকের কোনো সামাজিক উপস্থাপনার দায়ভাগ নেই, আছে আত্মিক উন্মোচনের সঙ্গীত রচনার দায়িত্ব। আসলে জোলা, বালজাক, ফ্লোবেয়র প্রভৃতির উপন্যাসে বাস্তবতার তত্ত্বের এ হল বিরোধিতা। ইংল্যাণ্ডে বেনেট, ওয়েলস, গলসওয়ার্দি ছিলেন এই বাস্তববাদের অনুসারী, ফর্স্টার তাই এদের বিরোধী, ফক্স তাই এদের যেটুকু সদর্থক সেটুকু তুলে ধরার পক্ষপাতী। ভার্জিনিয়া উলফও ছিলেন এই বাস্তববাদের বিরোধী এবং যদিও উপন্যাসের কায়া সম্পর্কে ফর্স্টার-এর সঙ্গে তাঁর ভিন্নতা আছে, তথাপি ফর্স্টার, উলফ এবং লরেন্স তিনজনেই উপন্যাসে আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনায় নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করতে চান। অপরপক্ষে ফক্স বাস্তববাদের প্রবক্তা, তাঁর কাছে আত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক, সাঙ্গীতিক যাবতীয় উপস্থাপনার একটি সামাজিক অর্থনৈতিক এবং শ্রেণীগত প্রেক্ষাপট রয়েছে। রীদম নয়, প্যাটার্ণ নয়, জনজীবনের, সুস্থ মূল্য বোধের সংগ্রামী চেতনার উপস্থাপনাই শিল্প ও শিল্পীর সার্থকতার বিচারের মাপকাঠি।

এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক মার্ক্সবাদী আলোচকদের দিকে। ফক্সের মৃত্যুর

পর তাঁর রচনার একটি সংকলন সমকালীন বামপন্হী বন্ধু, সহকর্মী বুদ্ধিজীবীদের ছোট ছোট আলোচনা সহ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। বইটির নাম Ralph Fox : A writer in Arms এর সম্পাদনা করেন তিনজন—সি. ডে. লিউইস, জন লেহম্যান এবং টি. এ. জ্যাকসন। এই জ্যাকসন ছিলেন একজন কম্পোজিটার, কিন্তু আপন যোগ্যতায় একজন কম্যুনিস্ট, স্পষ্টবক্তা ও সাহসী যোদ্ধা হয়ে ওঠেন। তাঁর 'চার্লস ডিকেন্স : দি প্রগ্রেস অফ আ র‍্যাডিক্যাল' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। ডিকেন্সের উপন্যাসের ওয়াকিবহাল উপস্থাপনা, ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সঙ্গে সম্পর্ক, ডিকেন্সের সাহিত্য জীবনের ত্রিপার্বিক উপস্থাপনা ও বিচার আমেরিকান সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। জ্যাকসন দেখান ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের সামাজিক পরিস্থিতি কিভাবে ডিকেন্সের সৃজন কল্পনাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এই সূত্রে তাঁর মনে হয় the radicalism of Dickens' later years "stiffened, hardened, and deepened into something that with a little outside aid might easily have emerged as positive Socialism or communism." অনেকে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। যেমন—ম্যালকম কাউলি ও জর্জ অরওয়েল। তাঁর আর একটি বই "ওল্ড ফ্রেন্ডস্ টু কিপ্' (১৯৫০)-এ আছে অনেকগুলি ইংরাজি উপন্যাসের সরল, পরিচিতিমূলক আলোচনা। এর প্রথম প্রবন্ধে (দি অ্যাপ্রোচ টু লিটারেচার) তিনি দেখান (ক) রুশ বিপ্লবসাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় মার্ক্সবাদ দেশে দেশে সাহিত্য সংস্কৃতি আলোচনায় প্রযুক্ত হচ্ছে (খ) কম্যুনিস্টরা অতীত ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল দিককে যথাযোগ্য মূল্য দিতে জানে (গ) ইংরাজী উপন্যাসের ধ্রুপদী যুগ ও ৩য় দশকের অবক্ষয়ী উপন্যাসের যুগের স্বরূপতঃ পার্থক্য আছে। এখানেই জয়েস সম্পর্কে তাঁর কিছু মতামত আমরা পাই। ফক্সের আলোচনার সঙ্গে মিল হল—দুজনেই মার্ক্সীয় মতাদর্শকে সাহিত্য আলোচনায় প্রয়োগ করেছেন। দুজনেই লিখেছেন পণ্ডিতদের পরিবর্তে জনসাধারণের জন্য। দুজনেই ছিলেন পার্টির কর্মী। অমিল হল ফক্সের কোনো প্রবন্ধই কোনো ঔপন্যাসিকের বিশদ আলোচনা নয়। সমাজ পরিবর্তন, শ্রেণী স্বার্থ সাহিত্যে কি প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটি কিরূপ এটাই ফক্স তুলে ধরতে চেয়েছেন। জ্যাক্ লিন্ডসের 'আফটার দি থার্টিজ' (১৯৫৬) হল সামগ্রিক ভাবে ইংরেজী সংস্কৃতির ও উপন্যাসের বেশ কিছু প্রবণতার উপস্থাপনা ও বিচার। সেই সূত্রেই এসেছে কোনো কোনো ঔপ-

ন্যাসিকের সার্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি। লিণ্ডসে অবশ্য উপন্যাসের অবয়বগত কিছু কিছু প্রসঙ্গকেও আলোচনা করেছেন। অ্যালিক ওয়েস্টকে কেটল বলেছেন ব্রিটিশ মার্ক্সবাদী প্রাবন্ধিকদের মধ্যে one of the most gifted exponents' বলে। ওয়েস্ট এর 'মাউণ্টেন ইন দা সানলাইট : স্টাডিজ ইন কনফ্লিক্ট অ্যাণ্ড ইউনিটি' (১৯৫৮ -তে আছে ডিফো, অস্কার ওয়াইল্ড, প্রিস্টলে ও লিণ্ডসের উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা। (তাঁর লেখা ৩য় দশক থেকে ৭ম দশক পর্যন্ত বিস্তৃত।) 'ক্রাইসিস অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম'-এ (১৯৩৫) আছে জয়েস, বানিয়ান ডিফো, সুইফট, ডি. এইচ. লরেন্সের রচনার আলোচনা। তিনি তাঁর গভীরতা দিয়ে আমাদের মানব অভিজ্ঞতার জটিলতা ও ঐক্য বিষয়ে ভাবান। তাঁর ছিল জীবনে সমগ্রতা সাধনের প্রয়াস। কেটল ৩য় দশকের মার্ক্সবাদী তরুণ প্রাবন্ধিকদের মধ্যে তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখেছেন — ক) তাঁরা লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে যোগের দ্বারা অনুপ্রাণিত (খ) ইংরাজী সাহিত্য ঐতিহ্যের যা কিছু প্রগতিমূলক সে বিষয়ে তাদের প্রবল চেতনা এবং (গ) হেগেলীয় ঐতিহ্যে ইউরোপীয় মার্ক্সিস্টদের মতাদর্শগত আলোচনায় সন্দেহপোষণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই তিনি খুঁজে পান বিশেষতঃ ওয়েস্ট-এর রচনায়।[২৩] কডওয়েলের বহু প্রচারিত ও বিতর্কিত বই 'ইলিউশন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি'তে উপন্যাসের আলোচনা নেই, আছে 'রোমান্স অ্যাণ্ড রিয়ালিজম' (১৯৭০)-এ। সেখানে তিনি স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, মেরেডিথ, ষ্টিভেনসন, কিপলিং, হার্ডি, গলসওয়ার্দি, হেনরী জেমস, কনরাড, বেনেট, জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ, রিচার্ডসন, হেমিংওয়ে প্রভৃতির রচনা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ লিখেছেন। (আমরা আজ জানছি ফক্সের লরেন্স বিষয়ক রচনা কডওয়েলকে অনুপ্রাণিত করে)।[২৪] এ বইটি জরুরী ও সংকট রোধে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিকতা অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাখ্যা। এখানে কডওয়েলের মননের ব্যতিক্রমী চমৎকারিত্ব ও মার্ক্সীয় তত্ত্বে পারঙ্গমতার স্বীকৃতি দেন স্যামুয়েল হাইন্স।[২৫]

১৯৩০ সালের আগে গুরুত্বপূর্ণ মার্ক্সীয় সাহিত্য সমালোচনা ইংল্যাণ্ডে ছিল না। জন ষ্ট্র্যাচি বুর্জোয়া লেখকদের ওপর উচ্চনাদী আক্রমণ শুরু করেছিলেন, ফিলিপ হেণ্ডারসন মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সাহিত্যের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁদের লেখা যান্ত্রিক, লক্ষ্যবিভ্রান্ত এবং সামগ্রিকতাহীন ছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রথম বছরেই (১৯৩৬) ইংরাজী ভাষায় রচিত প্রধান মার্ক্সীয় সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত হয় তিনটি

বইয়ের দ্বারা। সেই তিনটি হল কডওয়েলের 'ইলিউশন অ্যাণ্ড রিয়্যালিটি',- অ্যালিক ওয়েস্টের 'ক্রাইসিস অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম' এবং ফক্সের 'দি নভেল অ্যাণ্ড দি পিপল।' সব কটি বইই ১৯৩৭ সালের গোড়ায় প্রকাশিত হয়। তখন অবশ্য কডওয়েল এবং ফক্স প্রাণ দিয়েছেন স্পেনের রনাঙ্গনে।

এই স্পেনের যুদ্ধই একটি সংকটকে একটি কারণে রূপান্তরিত করে, মার্ক্সীয় সাহিত্য সমালোচনাও অস্পষ্টতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গভীর এবং কর্মীর আয়ুধ হয়ে উঠতে থাকে। ৩য় দশকের তীক্ষ্ণ কিন্তু অতি সরল এবং সাময়িকতা চিহ্নিত রচনারীতির মধ্যে অতিরিক্ত কিছু সঞ্চার করে দিতে যিনি সমর্থ হন তিনি হলেন কডওয়েল। সেটা হল তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বর। এইটি বেশী করে ধরা পড়ে ফক্সের যাবতীয় লেখাতেও। হার্বার্ট রীড কডওয়েলের রচনা-রীতিতে দেখেছেন আড়ষ্টতা। এটা অস্বীকার করা যায় না ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটির ভাষার মধ্যে যে অস্বচ্ছতা এবং প্রাঞ্জলতার কচিৎ অভাব তা ষ্টাডিজ ও ফাদার ষ্টাডিজ এর মধ্যে তিনি কাটিয়ে ওঠেন। ফক্সের রচনারীতি আঁটসাট কখনো শ্লেষাক্ত, সর্বত্র দায়বন্ধতার চাপ ভাষা ও রচনারীতিকেও করেছে নিয়ন্ত্রিত। ওয়েষ্টের রচনারীতিতে আছে গভীর অনুভবের টান, যেখানে প্রবল আবেগ, নৈতিক উত্তাপ এবং কৌতুক প্রবণতার চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। 'নভেল অ্যাণ্ড দি পিপলে'র রচনার আন্তরিকতা, আবেগদীপ্ত সদিচ্ছা, আকর্ষণীয় রচনারীতি সাহিত্য বিষয়ে প্রকৃত অনুভূতিশীলতা সমকালীন অমার্ক্সীয় আলোচকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। (টি. এল. এস. —৬ই ফেব্রুয়ারী. ১৯৩৭) কেটল বলেন, ওয়েস্টের সাহিত্য সমালোচনা রোমাণ্টিকদের অন্তর্দৃষ্টিও প্রজ্ঞার দ্বারা সমৃদ্ধ। ওয়েস্ট টেক্সট-এর বিস্তৃত বিশ্লেষণে ছিলেন আগ্রহী। এই তিন জনের লেখাতেই কম বেশী লক্ষণীয় শ্রমিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট লক্ষ লোকের সংবদ্ধতার চেতনা, শ্রমজীবির অনুধাবন যোগ্য সবল ও প্রত্যক্ষ ভাষারীতি এবং ইংরেজী ঐতিহ্যের প্রগতিমূলকতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ। পার্থক্য কিছুটা থাকবেই– কারণ কডওয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে যান নি, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসেন নি যথেষ্টমাত্রায়, অন্যদিকে ফক্স ছিলেন অক্সফোর্ডের ছাত্র আর ওয়েস্ট ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজ থেকে আধুনিক ভাষাসমূহে ডিগ্রি নেন, পরে হয়ে-ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনজনেই ছিলেন পার্টিসভ্য, ওয়েস্ট পেয়ে-ছিলেন সুবক্তা হিসেবে খ্যাতি, ফক্সও ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনের উপদেষ্টা। কডওয়েল সাংবাদিকতার জীবিকা নিলেও, পত্রিকা সম্পাদনা করলেও

শ্রমিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিঘাত তাঁর জীবনে ছিল না। বিজ্ঞানের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক ছিল কডওয়েলের, তিনি কবিতাও লিখতেন, যা নেই ফক্স বা ওয়েস্টের ক্ষেত্রে। তবে সাহিত্যকে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখাটা ছিল তিন জনেরই বৈশিষ্ট্য। আবার ফক্সের রচনাবলীতে রাজনীতি, সমসাময়িক পরিস্থিতি, ঔপনিবেশিকতা ইত্যাদি নিয়ে তত্ত্ব ও তথ্যের যে বিস্ময়কর সমাবেশ তা ওয়েস্ট এবং কডওয়েলের মধ্যে পাই না। কডওয়েল সাহিত্য সমালোচক অপেক্ষা দার্শনিক এবং নন্দনতত্ত্ববিদ হিসেবেই পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেন। 'ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটি'তে তিনি কবিতার উদ্ভব সংক্রান্ত প্রসঙ্গের সঙ্গে সাহিত্য যে সামাজিক ক্রিয়া সম্ভূত সেকথা আলোচনা করেন, যা ফক্স বা ওয়েস্টেও আছে। দুটি ষ্টাডিজকেও ঠিক সাহিত্য আলোচনা বলা যায় না। এখানে যেন বুর্জোয়া বিভ্রান্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ, নেই উদ্দিষ্ট লেখকদের সাহিত্যের আলোচনা। 'রোমান্স অ্যান্ড রিয়ালিজম' এই অপূর্ণতা কিছুটা পূর্ণ করেছে। কডওয়েল অল্প স্বল্প মন্তব্য করেছেন, ওয়েস্ট প্রবন্ধ লিখেছেন আধুনিক কবি ও কবিতা বিষয়ে। ফক্সের ঝোঁকটাই ছিল গদ্য এবং উপন্যাসের দিকে। তবে আমরা লক্ষ্য করি তিনজনেই ডিফো, লরেন্স, জয়েস এবং এলিয়ট বিষয়ে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। লরেন্সের ভাবনায় কডওয়েল ফ্যাসিজম লক্ষ্য করলেও ওয়েস্ট ভিন্নমত পোষণ করেন। গদ্যশিল্প বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছেন ফক্স ও ওয়েস্ট। তবে আশ্চর্য লাগে গোর্কিকে নিয়ে ফক্স স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখলেও ওয়েস্ট বা কডওয়েল গোর্কির গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করেন নি। ফ্রয়েড নিয়ে কডওয়েলের যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ তা তৎকালীন অনেক বিভ্রান্তির মুক্তিতে সাহায্য করেছে। ফক্সেরও স্বল্প মন্তব্য আছে। ফক্স কি সমসাময়িক এই দুই সতীর্থের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন? আমার জানা নেই। কডওয়েল কি অপর দুজন সম্পর্কে কোথাও কিছু বলেছিলেন, জানি না। ওয়েস্ট অবশ্য কডওয়েল সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে নানা মন্তব্য করেছেন, জীবন সায়াহ্নে। যেমন "কডওয়েল সমাজের সমগ্রতা থেকে শ্রেণীসংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন।" আর বলেছিলেন, লরেন্স বিষয়ক প্রবন্ধে, কডওয়েল দ্বন্দ্বের একটি দিক নিয়েই ভাবিত ছিলেন। তাত্ত্বিক অবস্থানের এই ত্রুটি ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটিতেও সুস্পষ্ট। আর সবশেষে মন্তব্য করেছিলেন—কডওয়েলের রচনা ও জীবন প্রমাণ করেছে, বুর্জোয়াদের সংস্কৃতি এখনও মুমূর্ষু নয়। (**Crisis and Criticism—D. H. Lawrence** প্রবন্ধ) ওয়েস্ট শেষ জীবনে

অবশ্য সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে সংস্কৃতি এক অস্ত্র—এই শ্লোগানে হয়ে পড়েন অবিশ্বাসী। তাঁর কারণ আত্মজীবনীতে বর্ণিত জীবনযাপনের মধ্যেই আছে বলে মনে করি। 'মডার্ন কোয়ার্টারলি' পত্রিকায় ১৯৫০-৫১ সালে যে কডওয়েল বিতর্ক তাতে ভ্রান্তি সন্ধানের দিকেই পণ্ডিতদের নিজ নিজ মার্ক্সবাদে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের দিকেই ঝোঁক বেশী। জর্জ থমসন কড-ওয়েলের ভ্রান্তির কথা বলেও নান্দনিক মৌল সমস্যার মার্ক্সীয় সমাধান দেবার প্রথম প্রয়াসী হিসেবে তাঁকে সম্মান দেন, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে কডওয়েলের লেখা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। ওয়েস্টও কালে কালে হয়ে ওঠেন কডওয়েল বিরোধী। কিন্তু ফক্সের লেখা নিয়ে কোনো বিতর্কও ওঠে না। কেউ কেউ তাচ্ছিল্য করে তাকে যান্ত্রিক মার্ক্সবাদী বলেন। রেমণ্ড উইলিয়ামস বলেন কডওয়েলের রচনা "not even specific enough to be wrong"[২৬] আর অন্যত্র বলেন তাঁর রচনারীতি ও মার্ক্সীয় নয়। কিন্তু কডওয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সুনির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় এ মন্তব্য তো তার সম্পর্কে ও খাটে। তার রচনারীতিও কি মার্ক্সীয়? ঈগলটন আবার উইলিয়ামকে মার্ক্সবাদী হবার গৌরবটুকুও দিতে চান না। ঈগলটনের কডওয়েল নিন্দাতেও সুনির্দ্দিষ্ট সমালোচনা নেই। আর ফক্সের রচনারীতি নিয়ে, আধুনিক কালের কেউ কথা বলেন না। অন্যদিকে লুকাচ কিন্তু কডওয়েলের উল্লেখ করেছেন তাঁর নানা রচনায়। একালের লেখকদের মধ্যে ষ্ট্যানলি এডগার হাইম্যান ফক্সের নভেল অ্যাণ্ড দি পিপল এবং কয়েকটি বইয়ের উল্লেখ করে বলেন ফক্স shows an aesthetic sensibility capable of breaking through the fetters of his straight political criticism, had he lived.[২৭] ভ্যালেনটাইন কানিংহ্যাম সাহিত্যে অর্থনৈতিক সংকট বিষয়ে জোর দিয়ে বলার জন্য এবং নভেল অ্যাণ্ড দি পিপল-এ উপন্যাসে উৎকর্ষের সংকট নির্ণয় প্রসঙ্গে বিষয় ও প্রেরণার জন্য বিদেশে দৃষ্টি প্রসঙ্গে ফক্সের কথা বলেন। ফক্স কডওয়েল প্রভৃতির রণাঙ্গণে আত্মাহুতির প্রসঙ্গে বলেন এঁরা ছিলেন সাধারণ মানুষ, সাধারণ ট্রেডইউনিয়ন কর্মী, যারা কোনোদিনই বিখ্যাত হন নি, ডেলি ওয়ার্কার-এ যাদের নিয়ে কোনো হেডলাইন বার হয়নি অথচ এরা তো প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন মহৎ উদ্দেশে। তিনি বলেছেন কর্নফোর্ড, কডওয়েল ডনেলী, বেল ও ফক্সের মৃত্যু শিল্পের জগতে ক্ষতি, ব্যক্তিগত ক্ষতি ত বটেই। তাঁর 'দি নভেল অ্যাণ্ড দি পিপল' কে বলেছেন 'a characteristic critical work'. প্যারিতে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি রক্ষী লেখকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে

(জুন ১৯৩৫) ফক্সের ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের উল্লেখ করেন। এই সূত্রেই স্মরণে আসে হ্যারীপলিট তাঁর মৃত্যুর পর তাকে আধুনিক বায়রন আখ্যা দিয়েছিলেন (পলিটের এই মন্তব্য বলাই বাহুল্য নিতান্তই অসঙ্গত)।[২৮] The Socialist Novel in Britain Ed, by H. Gustav Klaus বইতে ফক্সের 'স্টর্মিং হেভেন' উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। Socialist Propaganda in the twentieth Century British Novel বইতে David Smith বলেন রাজনৈতিক কাজের চাপ ফক্সের বিকাশকে করেছিল সীমিত। সময় দিতে পারলে তিনি রচনা করতে পারতেন চমৎকার বিপ্লবী উপন্যাস।

'দি নাইন্টিন থার্টিজ' ঃ আ চ্যালেঞ্জ টু অর্থোডক্সি'তে (১৯৩৫) জন লুকাচ ফক্সের উপন্যাস বিষয়ক বইটির দু তিনটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন গুরুত্ব দিয়ে। স্যামুয়েল হাইনস্ কডওয়েল ও ফক্স-কে অন্যতম দুই বিশিষ্ট মার্ক্সীয় সমালোচক আখ্যা দিয়ে বলেন, এরা মার্ক্সীয় সাহিত্য আলোচনার সীমানাকে প্রসারিত করেছেন। হাইনস্ দি নভেল অ্যান্ড দি পিপল প্রসঙ্গে বলেন, সমাজ সম্পর্কের দিক থেকে উপন্যাস বিচারে এটি একটি Orthodox study। ফক্স ছিলেন মার্ক্সীয় মতবাদে ভালোমাত্রায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং যথেষ্ট সফিস্টিকেটেড। বইটি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কথা বলে। বইটি ফ্রয়েড বিরোধী, জয়েস বিরোধী, প্রুস্ত বিরোধী, কিন্তু doctrinaire নয়। ফক্স বুদ্ধিমান মানুষ, ভালো লেখক, তিনি তাঁর বক্তব্য ভালো করেই পেশ করতে জানেন। ফক্সই একমাত্র যিনি ডিমিট্রভের জীবনবৃত্তান্তকে একটি অলিখিত উপন্যাস হিসেবে দেখেছেন। দেভ লেইং তাঁর 'দি মার্ক্সিস্ট থিয়োরী অফ আর্ট' (১৯৩৫) বইতে দি নভেল অ্যান্ড দি পিপল' কে ৩য় দশকের মার্ক্সীয় সংস্কৃতি সমালোচনার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করেও লুকাচ প্রভৃতির রচনার সঙ্গে অপরিচয়, প্লেখানভ এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রতি আস্থা এবং ৩য় দশকের মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতার কথা প্রভাবের বলেন। এই সাম্প্রতিক দায়সারা উল্লেখের কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল, কিছু চকিত কটূক্তিরও। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম ফক্সের সমস্ত রচনার আনুপূর্বিক আলোচনা, তার ভিত্তিতে আসুক নিন্দা বা প্রশংসা। বলা হোক তাঁকে কতটুকু গ্রহণ বা বর্জনের কথা। ব্রিটেনের কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁকে এককালে স্বীকারই করেছে। ফক্সের মৃত্যুর খবর ফলাও করে 'ডেলি ওয়ার্কার' পত্রিকার জানুয়ারী ১৯৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকের শ্রদ্ধাঞ্জলিও প্রকাশিত হয়। তার আগে ১৯৩৬-এ ট্রটস্কি-বিরোধী তাঁর অনেক লেখা এই পত্রিকাতেই বেরিয়েছে। তাহলে ১৯৩৮

থেকে আজ পর্যন্ত এমন কি ঘটল যার জন্য ফক্সের নাম অনুপস্থিত। তাঁর পার্টির বন্ধুরা, উত্তর সুরীরা নীরব কেন? ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত মার্ক্স-বাদী বলে ঘোষিত প্রাবন্ধিকদের বিভ্রান্ত, ও আবিল রচনার পাতা উল্টেছি, জানতে চেয়েছি, তাহলে ফক্সকে নিয়ে আলোচনা হবে না কেন? ৩য় দশকের সাহিত্য সংস্কৃতির ওপর যে সব গবেষণা গ্রন্থ বেরিয়েছে তাতে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করেছি, কিন্তু ফক্সের রচনার প্রসঙ্গ কোথাও বিশদ ভাবে নেই। এই বিস্ময়কর নীরবতা কেন? স্ট্যালিন বিরোধিতার জের? নব্য-মার্ক্স বাদচর্চার আত্মম্ভরিতা? নাকি কোনো সরলীকৃত সিদ্ধান্ত? আজও আমি এর সদুত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি।

যা হোক সাধ্যমত ফক্স রচনাবলী পুনরাবিষ্কারের সওয়াল জবাব করতে চাইলাম। আজকের পাঠক, আজকের মার্ক্সবাদী সংস্কৃতিকর্মী কি ফক্স, কডওয়েল, ওয়েস্ট, জ্যাকসন খুলবেন—অতীতকে পুনর্বিচার করতে, বর্ত্ত-মানকে অনুভব করতে, ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করতে, এবং জনগণের সংগ্রামে সামিল হয়ে কিছু উৎপন্ন হওয়া ভুল ফেলে দিয়ে কিছু ঠিক কাজে লাগাতে? আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি সেই বহুবিশ্রুত কথাগুলি—সঠিক ধারণা কোথা থেকে আসে? তা কি আকাশ থেকে পড়ে? না। তা কি মনের মধ্যে আপনা আপনি জন্ম নেয়? না। তা আসে সামাজিক অনুশীলন থেকে, আর **শুধুমাত্র তার থেকেই**; তা আসে তিন ধরণের সামাজিক অনুশীলন থেকে—উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম, শ্রেণী সংগ্রাম এবং বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা থেকে। মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারণ করে তার চিন্তাভাবনাকে।[২৯] নস্যাৎপন্থী তথাকথিত-মার্ক্সবাদী দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে এই কথাগুলি একান্ত প্রাসঙ্গিক) অকালমৃত কডওয়েল বা ফক্স মার্ক্সবাদ অনুশীলনের পথে জন সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন পুরোমাত্রায়। হতে পারে তাঁদের চিন্তায় কোথাও অপূর্ণতা আছে, ভ্রান্তিও থাকতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে জরুরী কথাটা হল, প্রয়োগের দ্বান্দ্বিকতাই একদিন তাঁদের চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটাত যদি তাঁরা অকালমৃত না হতেন। পাঠক কি এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করবেন নাকি নতুন নতুন পরিভাষামদির মার্ক্সীয় পাণ্ডিত্যের ড্রয়িংরুমে পায়চারী করবেন, অনেক কিছু মেশাবেন, কিন্তু জনজীবনের পতন অভ্যুদয়ে বন্ধুর পন্থায় নব উদ্ভাবিত তত্ত্বের যাচাইয়ে যাবেন না, মার্ক্স, লেনিন কোথায় কোথায় ভুল করেছেন তা জার্মান, ফরাসী উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে থাকবেন, কিন্তু তাদের সঠিক সিদ্ধান্তগুলিকে আলোচনায় এবং প্রয়োগে প্রাধান্য দেবেন না, আর

প্রতি বছরেই মার্ক্সবাদী বিগ্রহ বদলাবেন। সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব পাঠকের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।